সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অষ্টচত্বারিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গাব্দ ১৩৪৮

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

প্রবন্ধ-সূচী

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর

জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ

সম্পাদক—**শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস**

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার সাধারণ ভূমিকা ও স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা লিখিয়াছেন। মূল্য—(ক) সাধারণ সংস্করণ—সমগ্র রচনার অগ্রিম মূল্য ২৫৲। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র। (খ) বিশিষ্ট সংস্করণ—যাঁহারা অগ্রিম মূল্য ২৫৲ এবং পুস্তক-বাঁধাই খরচের জন্য অতিরিক্ত ৫৲ দিবেন, তাঁহাদিগকে সমগ্র গ্রন্থাবলী নয়টি খণ্ডে বাঁধাইয়া দেওয়া হইবে। ডাক-খরচ স্বতন্ত্র। (গ) রাজ-সংস্করণ—যাঁহারা গ্রন্থপ্রকাশে অগ্রিম ৫০৲ টাকা দান করিয়া আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদিগকে মূল্যবান্ কাগজে মুদ্রিত এই সকল গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ নয়টি খণ্ডে বাধাইয়া উপহার দেওয়া হইবে।

দ্রষ্টব্য—সাধারণ সংস্করণের প্রত্যেক গ্রন্থ খুচরা কিনিতে পাওয়া যাইবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

সম্পূর্ণ বাংলা গ্রন্থাবলী

সম্পাদক—**শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস**

(১) কাব্য এবং (২) নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা—এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইল।

মূল্য—(ক) দুই খণ্ডে বাঁধানো সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর মূল্য সাড়ে বার টাকা। (খ) খুচরা গ্রন্থ—প্রত্যেক পুস্তক স্বতন্ত্র কাগজের মলাটেও পাওয়া যাইবে এবং যাঁহারা সমগ্র গ্রন্থাবলী একসঙ্গে লইবেন, তাঁহারা ১১৸০ টাকায় পাইবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক-খরচ স্বতন্ত্র দেয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাগার

পুস্তকতালিকা—প্রথম খণ্ড (বাংলা)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষিত গ্রন্থসংগ্রহের মধ্যে এই সকল সংগ্রহের বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হইল,—(ক) বিদ্যাসাগর-গ্রন্থসংগ্রহ, (খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-গ্রন্থসংগ্রহ, (গ) ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থ-সংগ্রহ, (ঘ) রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থ-সংগ্রহ এবং (ঙ) পরিষদের সাধারণ গ্রন্থ-সংগ্রহ (প্রথমাংশ)। প্রাচীনতম মুদ্রিত গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের সংগ্রহ পরিষদ্ গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব। এই তালিকা সাহিত্যানুসন্ধিৎসু গবেষকগণের বিশেষ উপযোগী। মূল্য পাঁচ টাকা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০

সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে বাংলা-সাহিত্যের সকল স্মরণীয় সাধকদের জীবনী ও কীর্ত্তিকথা প্রচারই এই চরিতমালার উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত আটখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে :—

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য— ঐ
৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার— ঐ
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— ঐ
৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন— ঐ
৬। রামরাম বসু— ঐ
৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য ঐ
৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ ঐ

আলালের ঘরের দুলাল

প্যারীচাঁদ মিত্র (ওরফে 'টেকচাঁদ ঠাকুর')-প্রণীত

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত দুইটি সংস্করণের সাহায্যে পরিবৎ-প্রকাশিত বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ইহা যে প্রামাণিক সংস্করণ, তাহা না বলিলেও চলে। অনেকগুলি চিত্র, গ্রন্থকারেব জীবনী ও গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থসম্বলিত। মূল্য ১।০

"এ পর্য্যন্ত 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত পুস্তকের একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্করণ ছিল না। যে-গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রাচীন প্রথার সঙ্কীর্ণ পথ হইতে মুক্ত করিয়া, প্রথম সহজ গদ্যের ও সরস সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার যে কোনও নির্ভরযোগ্য সংস্করণ এতকাল ছিল না, তাহা বাঙ্গালা দেশের মত দেশেই সম্ভব। এই অভাব পূর্ণ করিয়া কৃতী ও সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। ইহা যে কেবল মূল আদর্শ অনুযায়ী নিখুঁতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহার ভূমিকায় লেখক ও রচনা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রমাণসহ নিপুণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থে এমন অনেক চলতি কথা ও বাক্যবিন্যাস আছে, যাহার অর্থ এখন সর্ব্ববোধগম্য নহে; এই সকল অপ্রচলিত ও প্রবাদবাক্যের অর্থ বিশেষ যত্নের সহিত পরিশিষ্টে সংগৃহীত হইয়া এই সংস্করণের মূল্য আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে। একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সংস্করণটি কেবল বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই, সাধারণ পাঠকেরও উপকারী ও উপযোগী করা হইয়াছে। পুস্তকটি এখন বাংলা দেশের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত হইতেছে; বর্ত্তমান সংস্করণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে মুদ্রিত ও স্বল্পমূল্যলভ্য হইয়া, আশা করা যায়, ইহার বহুল প্রচার ও আলোচনার সহায়তা করিবে।" —শ্রীসুশীলকুমার দে

—প্রবাসী, ১৩৪৭, শ্রাবণ।

প্রাপ্তিস্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা
১৩৪৮

"সর্ব্বজ্ঞ"

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এম্ এ, বি এল্

১

বহুবিধ বিচারের দ্বারা মীমাংসকাচার্য্যগণ প্রতিপন্ন করেন যে, সর্ব্বজ্ঞ কেহই নাই। তাঁহাদেব সেই সমস্ত অতি সূক্ষ্ম বিচার স্থূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহারা দেখান যে, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা প্রতিপাদন করেন যে, সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। মীমাংসাচার্য্যগণের বিচার-প্রণালীর উক্ত দুই ধারা আমরা সংক্ষেপে নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

মীমাংসামতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম ও অর্থাপত্তি, এই পাঁচটী এবং ভট্টমতে ইহাদের সহিত অভাবকে ধরিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী প্রমাণ অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানের সাধন বা উপায়। মীমাংসকগণ বলেন, কোন সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, ইহা কোনও প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় না।

আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করি, তাহাই আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান; যেমন রূপাদি জ্ঞান আমাদের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ জ্ঞান, শব্দজ্ঞান আমাদের শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইত্যাদি। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা আমরা কোনও বিষয়ের শুধু ততটুকুই উপলব্ধি করি, যতটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে ("সন্নিকর্ষে") আসে; বিষয়ের যেটুকু ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে না আসে, সেটুকু প্রত্যক্ষজ্ঞানের অবিষয় অর্থাৎ বাহিরেই থাকিয়া যায়। প্রত্যক্ষজ্ঞান তাই অতি সংকীর্ণ। আমার বাহিরে যে সকল পুরুষ দেখিতে পাই, তাঁহাদের শরীরের রূপ, আকার, গঠন প্রভৃতিই আমার প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়; কিন্তু তাঁহাদের মনের ভিতর কি আছে, তাহা আমি কখনই প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। যদি অপর ব্যক্তির জ্ঞান আমার অপ্রত্যক্ষ, তাহা হইলে আমি কিরূপে কোনও ব্যক্তিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইব? সাধারণ লোকের হৃদয়স্থ সামান্য জ্ঞানটুকু যখন প্রত্যক্ষ করিবার আমার সামর্থ্য নাই, তখন যাঁহার জ্ঞানে অনাদি, অনন্ত, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সূক্ষ্ম ("অনাদ্যনন্তাতীতা-নাগতবর্ত্তমানসূক্ষ্ম") প্রভৃতি নিখিল বিষয় প্রতিভাত রহিয়াছে, এমন কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ইহা কোনও ক্রমেই বলা যায় না।

যে বিষয় জানা আছে, তাহা হইতে, তাহার সহিত যাহার অচ্ছেদ্য "অবিনাভাব" সম্বন্ধ আছে বলিয়া জানা আছে, তাহার বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুমান। যেমন

কোনও পর্ব্বতে ধূম দেখিয়া ঐ পর্ব্বতে বহ্নি আছে বলিয়া অনুমান করা হয়। অনুমান-প্রমাণে হেতু উপযুক্ত হওয়া চাই। ধূম হইতে বহ্নি-অনুমানে, ধূম উপযুক্ত হেতু; কেন না, ("সাধ্য")-বহ্নির সহিত ("হেতু")-ধূমের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে, ইহা জানা আছে। যেখানে সাধ্যের সহিত হেতুর অবিনাভাব-সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে জানা থাকে না, সেখানে অনুমান অসম্ভব হয়। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞতার সহিত যাহার অবিনাভাব-সম্বন্ধ অবধারিত আছে, তাহাই সর্ব্বজ্ঞ-অনুমানে সদ্ধেতু। কিন্তু এই সম্বন্ধ কিরূপে জানা যাইবে? প্রত্যক্ষের দ্বারা এ সম্বন্ধ জানা সম্ভব নয়; কেন না, পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞের উপলব্ধি হয় না; সুতরাং প্রত্যক্ষ যখন সাধ্য সর্ব্বজ্ঞ বিষয়েই জ্ঞান উৎপাদনে অসমর্থ, তখন তাহা আবার সর্ব্বজ্ঞতার সহিত অপর কোনও বিষয়ের অবিনাভাব-সম্বন্ধ কিরূপে বুঝাইয়া দিবে? সম্বন্ধির জ্ঞান না থাকিলে সম্বন্ধের জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। আবার অনুমানের দ্বারা এই অবিনাভাব-সম্বন্ধ জানা যাইতে পারে, ইহাও বলা যায় না। তাহাতে "ইতরেতরাশ্রয়-দোষ" হয়। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ প্রতিপন্ন করিতে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইবে, বলা হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে অনুমান করিতে গেলে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে অবিনাভাব-সম্বন্ধ বিষয়ে যে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সে জ্ঞান সাধ্য (অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ) বিষয়ে পূর্ব্ব-উপলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ-অনুমানে উপযুক্ত হেতু পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই কারণে সর্ব্বজ্ঞ-প্রতিপাদনে অনুমান-প্রমাণ অসমর্থ, ইহা বলা যাইতে পারে।

একটী পদার্থ হইতে তাহার সদৃশ অপর পদার্থ বিষয়ে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে উপমান বলা যায়। যদি কোনও ব্যক্তিকে বলা হয়,"গবয় গো-সদৃশ", তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যখন অরণ্যে গমন করিয়া গো-সদৃশ কোনও পশুকে দেখিতে পায়, তখন সে ঐ পশুকে গবয় বলিয়া বোধ করে; ইহারই নাম উপমান। সর্ব্বজ্ঞের সদৃশ এমন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা হইতে সাদৃশ্য-সাহায্যে সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব সর্ব্বজ্ঞ উপমানের দ্বারা অধিগম্য নহেন, ইহাই মীমাংসামত।

মীমাংসকাচার্য্যগণ বলেন, যাগাদি কর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ বেদে বর্ত্তমান, ঐগুলিই মনুষ্যকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে "প্রেরণা" প্রদান করে; সেই জন্য বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগেরই প্রামাণ্য; এতদ্ব্যতীত বেদের অন্যান্য ভাগের (যথা, উপনিষৎ) প্রামাণ্য নাই। মীমাংসামতে আগম-প্রমাণ বলিতে বেদের এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগই বুঝায়। বৈদিক মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসমূহে কোথাও সর্ব্বজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায় না। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণে যে সর্ব্বজ্ঞের কোনও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না, তাহার কারণও আছে; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণসমূহ যাগাদি কর্ম্মের বিধিবিধানের জন্যই প্রকাশিত; বৈদিক যজ্ঞাদি সুসম্পন্ন করিবার জন্য কোনও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং আগম-প্রমাণ সর্ব্বজ্ঞের প্রতিপাদন করে না এবং বেদের যদি কোথাও সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে কোনও উক্তি থাকে, মীমাংসামতে সে উক্তির কোনও প্রামাণ্য নাই। যদি বলা যায়,—বেদ নিত্য আগম; নিত্য আগমে সর্ব্বজ্ঞের উল্লেখ না থাকিলেও অনিত্য আগমে অর্থাৎ বেদ-অতিরিক্ত বহু পুস্তকাদিতে

সর্ব্বজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায়, ঐ সমস্ত লৌকিক আগমের সর্ব্বজ্ঞ-বিবরণ অপ্রমাণ হইবে কেন? মীমাংসকগণ এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, অনিত্য লৌকিক আগম হয় সর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত, নয় অসর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত বলিতে হইবে। যদি বলা হয়, লৌকিক আগম সর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত, তাহা হইলে "অন্যোন্যাশ্রয়"-দোষ হয়, কেন না, বলা হইতেছে—সর্ব্বজ্ঞ আছেন, যেহেতু লৌকিক আগমে তাঁহার উল্লেখ আছে এবং লৌকিক আগম প্রমাণ অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য, যেহেতু সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ঐ আগম প্রণয়ন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কল্পে অর্থাৎ লৌকিক অনিত্য আগম অসর্ব্বজ্ঞ-প্রণীত হইলে, তাহার প্রামাণ্য সুনিশ্চিত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না।

মীমাংসাসম্মত অর্থাপত্তি-প্রমাণের স্বরূপ নিম্নলিখিত প্রকার,—দেখা যাইতেছে, দেবদত্ত স্থূলকায়, আরও দেখা যাইতেছে, দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না, অতএব বুঝিতে হইবে, দেবদত্ত রাত্রিকালে ভোজন করে। এই প্রকার প্রমাণের সাহায্যে এইরূপ আপত্তি করা হয়,—দেখা যাইতেছে, বুদ্ধ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, ইহাও স্বীকার্য্য, তাঁহারা বেদজ্ঞ নহেন, তাহা হইলে তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন কিরূপে? সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, বুদ্ধ প্রভৃতি উপদেষ্টাগণ সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন। মীমাংসাচার্য্যগণ এই অর্থাপত্তি-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত আপত্তির উত্তরে বলেন, ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইলে যে উপদেষ্টাকে সর্ব্বজ্ঞ হইতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। বুদ্ধাদি অবেদজ্ঞগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, সত্য, কিন্তু তাঁহাদের উপদেশের মূলে সর্ব্বজ্ঞতা নাই। অজ্ঞানীর পক্ষেও উপদেশ-দান অসম্ভব নয়। বুদ্ধ-প্রভৃতি উপদেষ্টাগণ অজ্ঞানবশতঃ—"ব্যামোহাদেব কেবলাৎ"—ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। মীমাংসামতের বিরুদ্ধে অর্থাপত্তিমূলক যে দ্বিতীয় প্রকার আপত্তির উত্থাপন হয়, তাহা এইরূপ :—বুদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক উপদেষ্টাগণ হয় ত অজ্ঞানবশতঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাজ্ঞগণও ত ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ না হইলে, তাঁহাদের উপদেশ কিরূপে সম্ভবপর হয়? মীমাংসাচার্য্যগণ এ আপত্তির উত্তরে বলেন, মনু প্রভৃতি প্রাজ্ঞগণ অজ্ঞানী নহেন, কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞও নহেন, তাঁহাদের উপদেশের মূলে সর্ব্বজ্ঞতা নাই, তাঁহারা উৎকৃষ্ট বেদবেত্তা ছিলেন এবং এই বেদজ্ঞতাবলেই তাঁহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ-দানে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে স্থলে একটী বস্তু নাই বলিয়া জানা যাইতেছে, তথায় ঐ পদার্থটী নাই, এইরূপ যে প্রতীতি হয়, তাহার নাম অনুপলব্ধি-প্রমাণ। ঘট একটী উপলব্ধির যোগ্য পদার্থ, কোনও স্থলে যখন ঘট দেখা গেল না, তখন আমরা বলি, এখানে ঘট নাই। অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বলে অভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়। মীমাংসকগণ বলেন, অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষই সর্ব্বত্র দেখা যায়, ইহা হইতে, অসর্ব্বজ্ঞ পুরুষের প্রতিযোগী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ কুত্রাপি নাই, ইহাই অনুপলব্ধি-প্রমাণ-বলে প্রতিপন্ন হয়।

সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, ইহা কোনও প্রমাণেই সিদ্ধ হয় না।

সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে মীমাংসাচার্য্যগণের দ্বিতীয় অভিমত এই যে, কোনও পুরুষের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব। ধর্ম্মাদি পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর; প্রত্যক্ষের দ্বারা ধর্ম্মাদি বস্তু জানা যায় না; অতএব প্রত্যক্ষ দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতালাভ অসম্ভব। ধর্ম্মাদি পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হওয়ায় উহাদের সম্বন্ধে হেতু-প্রয়োগও সম্ভব নহে এবং তন্নিমিত্ত ধর্ম্মাদি পদার্থ সম্বন্ধে অনুমানও নিষ্ফল; সে কারণ, অনুমানের দ্বারাও সর্ব্বজ্ঞ পাওয়া যায় না। যদি অনুমানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতা-লাভ সম্ভব হইত, তাহা হইলে সকল মনুষ্যই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিত। এমন আগমও দেখা যায় না, যাহা পাঠ করিলে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করা যায়। বিশেষতঃ, অনুমান ও আগম হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা এতই অস্পষ্ট যে, তাহাকে কোনক্রমেই সর্ব্ব-বস্তু-জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করা যাইতে পারে :—ইহা কি নিখিল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান, না কতিপয় প্রধান বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান? যদি সর্ব্বজ্ঞত্ব নিখিলবস্তু-জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ইহা কিরূপে উৎপন্ন হয়? যদি বল, ক্রমে ক্রমে বস্তুসকল সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তাহা হইলে অতীত, অনাগত, বর্ত্তমান, অনন্ত বস্তুসমূহের সম্বন্ধে জ্ঞান কোনও কালেই সমাপ্ত হওয়া সম্ভবপর না হওয়ায় সর্ব্বজ্ঞতা অসম্ভব হয়। আর যদি বল, নিখিল বস্তুসমূহের জ্ঞান যুগপৎ অর্থাৎ একবারেই উৎপন্ন হয়, তাহাতেও দোষ হয়। বস্তুসমূহ শীত-উষ্ণাদি-ভেদে বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন; পরস্পর-বিরোধী বস্তুসমূহের জ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হইতে পারে না। মানুষের মনে রাগ-দ্বেষাদি ভাব বর্ত্তমান; যিনি সর্ব্বজ্ঞ হইবেন, তাঁহাকে অপরের মনের রাগদ্বেষাদিও অনুভব করিতে হইবে; ফলে, সর্ব্বজ্ঞ রাগদ্বেষবান্ পুরুষ হইয়া পড়েন। আর যদি বলা যায় যে, কতিপয় প্রধান পদার্থ জানিলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, তাহাতে এই আপত্তি হয় যে, কোন্ কোন্ পদার্থ প্রধান অর্থাৎ কোন্ কোন্ পদার্থ জানিলে অপর পদার্থ জানিবার আবশ্যকতা থাকে না, ইহা স্থির করিতে হইলে আগে সকল পদার্থের স্বরূপ জানিতে হয় অর্থাৎ প্রথম হইতেই সর্ব্বজ্ঞ হইতে হয়। সর্ব্বজ্ঞ সম্বন্ধে আরও জিজ্ঞাস্য এই, সর্ব্বজ্ঞ কিরূপে অতীত ও ভবিষ্যৎ বস্তু জানিবেন? অতীত ও ভবিষ্যৎ অবর্ত্তমান, সুতরাং অসৎ। অসতের জ্ঞান অপ্রমাণ। যদি বলা যায়, সর্ব্বজ্ঞ অতীত ও অনাগতকে বর্ত্তমানরূপেই গ্রহণ করেন, তাহা হইলে অতীত ও অনাগত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অগৃহীত হয়। ফলে, সর্ব্বজ্ঞের জ্ঞান সর্ব্বপ্রকারেই অপ্রমাণ হইয়া ওঠে।

বেদ-প্রামাণ্যের একনিষ্ঠ ও দৃঢ়তম সমর্থক মীমাংসাসম্প্রদায় এইরূপে শুধু সর্ব্বজ্ঞ নহে, সৃষ্টিকর্ত্তারও অপলাপ করেন,—ইহা অবিশেষজ্ঞ হিন্দু আস্তিকগণের নিকট আপাততঃ অবিশ্বাস্য হইলেও, সত্য। আগম (Scripture বা Revelation)-এ অচঞ্চল বিশ্বাস রাখিয়া নিরীশ্বর-বাদ-পোষণ,—খ্রীষ্টান, মুসলমান, ইহুদী প্রভৃতি কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায় না, ইহা শুধু ভারতবর্ষীয় মীমাংসাচার্য্যগণের একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

২

কিন্তু সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি হইলেও কল্পে কল্পে জগতের প্রলয় ও নূতন সৃষ্টি হয়, ইহা বেদপন্থী সকল দার্শনিকই স্বীকার করেন। সুতরাং সৃষ্টির একটী বিবরণ সকল দর্শনের

মধ্যে পাওয়া যায়। জীব কর্ম্মবশে শুধু অদৃষ্ট-পরিচালিত হইয়াই জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া সংসারে অনাদিকাল হইতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—মীমাংসকগণ কেবল এইটুকু বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। সাংখ্যকার কপিল অসংখ্য স্বয়ম্ভু নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া জগতের মূলে এক বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতি আছেন, ইহাই বলেন। এই প্রকৃতি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী।

"ইতশ্চাস্তি প্রধানম্—বৈশ্বরূপ্যস্যাবিভাগাৎ। বৈশ্বরূপ্যং হি লোকত্রয়মভিধীয়তে। তচ্চ প্রলয়-কালে কচিদবিভাগং গচ্ছতি। উক্তং চ—প্রাক্ পঞ্চভূতানি পঞ্চসু তন্মাত্রেষবিভাগং গচ্ছন্তীতি। অবিভাগো হি নামাবিবেকঃ। যথা ক্ষীরাবস্থায়ামনাৎ ক্ষীরমন্যদ্দধীতি বিবেকো ন শক্যতে কর্ত্তুং তদ্বৎ প্রলয়কালে ব্যক্তমিদমব্যক্তং চেদমিতি। অতো মন্যামহেঽস্তি প্রধানং যত্র মহদাদ্যবিভাগং গচ্ছতীতি।"—"প্রকৃতেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং জগৎকর্ত্তৃত্বঞ্চ ইতি শঙ্কা"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

দুগ্ধ হইতে দধি হয়। দুগ্ধ যখন দুগ্ধ থাকে তখন তাহার মধ্যে দধি অব্যক্ত অবস্থায় থাকে; দধিকে তখন দুগ্ধ হইতে পৃথক্‌ভাবে দেখা যায় না। ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ ভূত, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বসকল প্রলয়কালে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত থাকে না, তখন তাহাদের কোনই বিভাগ অর্থাৎ পৃথক্ সত্তা বুঝিতে পারা যায় না। প্রলয়কালে ইহারা যাহার মধ্যে অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত হয়, তাহার একত্ব ও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহারই নাম প্রকৃতি বা প্রধান। এই প্রকৃতিতেই "বৈশ্বরূপ্য" বা লোকত্রয় প্রলয়কালে অব্যক্ত অবস্থায় প্রবিষ্ট ও অবস্থিত হয়। সৃষ্টিকালে এই প্রধান হইতেই বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বসকল ব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জগদ্ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃতি সৃষ্টিকর্ত্রী।

সাংখ্যকার এই প্রকৃতিকে অচেতনা বলেন। অচেতনা হইলেও ইনিই বিশ্বসৃষ্টি করেন। এই অচেতন প্রধানের সহিত বর্ত্তমান যুগের Voluntarist দার্শনিকগণের The Unconscious-এর কতকটা সাদৃশ্য আছে।

'According to v. Hartmann......the Unconscious is the absolute principle, active in all things, the force which is operative in the inorganic, organic and mental alike... ..The Unconscious exists independently of space, time and individual existence, timeless before the being of the world."—'Unconscious"—Dictionary Of Philosophy And Psychology.

কিন্তু কোনও কোনও সাংখ্যাচার্য্যগণের মত,—প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে দোষ হয় না। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞা।

"নিখিলজগৎকর্ত্তৃকত্বাচ্চাস্যা এবাশেষজ্ঞত্বমস্তু।"—"প্রকৃতেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং জগৎকর্ত্তৃত্বঞ্চ ইতি শঙ্কা"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

ইহাও লক্ষণীয় যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ব্যতীত শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ পুরুষসকলও আছেন। এই পুরুষ বা আত্মাগুলিও অনাদি। এই জ্ঞানময় পুরুষের সন্নিধানবশতঃ প্রকৃতি স্বভাবতঃ অচেতন হইলেও তাঁহাতে একটা জ্ঞানের আভাস হয়। প্রকৃতি এই জ্ঞানাভাস পাইয়া বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব প্রসব করেন। সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্রী প্রকৃতি, পুরুষের ন্যায় শুদ্ধজ্ঞানময়ী না হইলেও, জ্ঞানচ্ছায়াময়ী এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞা বলা যাইতে পারে। Voluntarist

দার্শনিকগণের সহিত সাংখ্যাচার্য্যগণের এইখানেই একটা মৌলিক প্রভেদ আছে। Schopenhauer প্রভৃতি Voluntarist দার্শনিকগণের Unconscious Will-এর সন্নিধানে কোনও শুদ্ধজ্ঞানময় পুরুষ থাকে না। সুতরাং Unconscious Will অচেতনভাবেই জগৎসৃষ্টি করে। জগৎসৃষ্টির বহু সহস্র সহস্র বৎসর পরে যখন সহসা চৈতন্যময় জীবের উদ্ভব হয়, তখনও Unconscious Will অচেতনই থাকে; কারণ, Voluntarist মনীষিগণের মতে মানবের চৈতন্য বা জ্ঞান একটা তুচ্ছ অতিরিক্ত ব্যাপার (Excrescence) মাত্র; ইহাতে বিশ্বস্রষ্টা Unconscious Will-এর অচেতনতার কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং Voluntarist দার্শনিকগণের অচেতন Will চিরকালই অচেতন থাকে; তাহার সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে কোনও কথাই ওঠে না।

কিন্তু জগৎ সৃষ্টি করিলেও প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বজ্ঞ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। প্রলয়াবস্থায় ও সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃতি অচেতন, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে প্রকৃতি জ্ঞানপূর্ব্বক জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহা স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই। নীড় রচনা বিষয়ে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকিলেও পক্ষী নীড় রচনা করে; পক্ষীকে এ বিষয়ে জ্ঞানী বলা যায় না। দুগ্ধ-ধারণ-বিষয়ে গোবৎসের পুষ্টির সম্বন্ধে গাভীর কোনও জ্ঞান না থাকিলেও গাভী দুগ্ধ ধারণ করে; দুগ্ধ-ধারণ-বিষয়ে গাভীকে জ্ঞানবতী বলা যায় না। জগৎ-সৃষ্টির-ব্যাপারে ইহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকিলেও প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টি করিয়া যান। জগৎ সৃষ্টির জন্য প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞ বলিবার কারণ নাই। বর্ত্তমান যুগের Voluntarist দার্শনিকগণও জগৎ সৃষ্টির মূলে যে Unconscious Will-তত্ত্ব রহিয়াছে বলেন, সেই তত্ত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক যে এই জগৎ রচনা করিয়াছে, তাহা না বলিয়া,—মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে যাহা Instinct অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবণতা, তাহারই সদৃশ একটা অন্ধ-বৃত্তি-বশে ঐ অচেতন Will জগৎ সৃষ্টি করিয়া যাইতেছে, এইরূপই বলেন। জগৎস্রষ্ট্রী হইলেও, প্রকৃতিও সেইরূপ অচেতনা;—অসর্ব্বজ্ঞা তো বটেই।

কিন্তু অচেতনা হইলে কার্য্যে প্রকৃতির প্রেরণা হয় কিরূপে? আবার, অচেতনা হইলেও প্রকৃতি ঠিক যে স্বৈরাচারিণী অর্থাৎ সৃষ্টি বিষয়ে যে তিনি কোনও বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন না, ইহাও সাংখ্যকার বলেন না। সৃষ্টি-ব্যাপারে জীবের অদৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মও একটা কারণ।

"কর্ম্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্।"—সাংখ্যসূত্রম্, তন্ত্রার্থসংক্ষেপাধ্যায়ঃ, ৪২

"উপাদানাভেদেঽপি নিমিত্তভেদেন ভেদ ইত্যর্থঃ।"—উক্ত সূত্রে অনিরুদ্ধভট্টকৃতবৃত্তিঃ।

এই জীবকৃত কর্ম্ম বা অদৃষ্টকে উপেক্ষা করিয়া সৃষ্টি হয় না। বরং সৃষ্টি-বিষয়ে প্রকৃতিকে ইহার উপর পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি অচেতনা; অসংখ্য জীবের অসংখ্য বিভিন্নপ্রকার অদৃষ্টের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া বিবিধ-বৈচিত্র্যময় অথচ সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খল বিশ্ব-সৃজন অচেতন-স্বভাব প্রধানে কিরূপে সম্ভব হয়? সাংখ্যাচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা "সেশ্বরসাংখ্যবাদী" নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহারা এই স্থলে একজন অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর স্বীকার

করেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতি অচেতনা; অদৃষ্টের অনুযায়ী বিশ্ব-সৃষ্টি, এমন কি, কোনও প্রকার কার্য্যই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না। প্রকৃতি জড়া, অতএব স্বভাবতঃ পরবশা। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপারে এমন একজন নিয়ন্তা, অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়, যিনি অস্বতন্ত্রা, জড়া প্রকৃতিকে অদৃষ্টানুযায়ী বিশ্বসৃজনের পথে চালিত করিতে পারেন।

"ন প্রধানাদেব কেবলাদমী কার্য্যভেদাঃ প্রবর্ত্তন্তে তস্যাচেতনত্বাৎ। ন হ্যচেতনোঽধিষ্ঠায়কমন্তরেণ কার্য্যমারভমাণো দৃষ্টঃ।......তস্মাদীশ্বর এব প্রধানাপেক্ষঃ কার্য্যভেদানাং কর্ত্তা।"—"প্রকৃতেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বকর্ত্তৃত্বঞ্চ ইতি শঙ্কা"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

এই পরমেশ্বর সমস্ত অদৃষ্ট সম্বন্ধে জ্ঞানবান্; তদনুসারে কিরূপ সৃষ্টিকার্য্য হওয়া উচিত, তাহা তিনি জানেন এবং সেইরূপ সৃষ্টিকার্য্য সম্বন্ধে প্রকৃতিকে কিরূপ ভাবে পরিচালিত করা উচিত, তাহাও তাঁহার জ্ঞানে পরিস্ফুট। এই অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ।

কিন্তু সাংখ্যাচার্য্যগণের মধ্যে অনেকেই এই ঈশ্বর-বাদ গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে, সূত্রকার কপিল কোথাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন নাই; বরং ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ নাই, এই কথাই তিনি একাধিক সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩

সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ নিয়ন্তা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব ন্যায় ও বৈশেষিক দার্শনিকগণের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত ও সমর্থিত হইয়াছে দেখা যায়। জীবসমূহের কর্ম্মসম্ভূত অদৃষ্ট তাহাদের সংসারে অনাদি কাল হইতে জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া পরিভ্রমণের কারণ, ইহা ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিকগণের ন্যায় বৈশেষিক ও ন্যায়াচার্য্যগণও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁহারা সাংখ্যসম্মত বিশ্বপ্রসবিনী প্রকৃতির অস্তিত্ব বা কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা সাংখ্যাচার্য্যগণের ন্যায় অসংখ্য, নিত্য, স্বয়ংভূ আত্মা মানেন; এবং প্রকৃতির পরিবর্ত্তে জগতের উপাদানভূত অনাদি অনন্ত সংখ্যাতীত ভৌতিক পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

নৈয়ায়িকগণের মতে এক দিকে অসংখ্য ভৌতিক পরমাণু, অপর দিকে অদৃষ্টযুক্ত অসংখ্য জীব। প্রশ্ন হয়, কিরূপে ভোগ ও উপভোগের উপযোগী শরীরাদি ও এই বিশ্বের সৃষ্টি হইতে পারে? জীব স্বভাবতঃ জড় ও নিষ্ক্রিয়; সুতরাং তাহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। পরমাণুও জড়; সুতরাং তাহাদের দ্বারাও সৃষ্টিকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণ সিদ্ধান্ত করেন, জীবের শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ করাইবার জন্য সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ভৌতিক পরমাণুর উপাদানে ভোগায়তন শরীরাদি ও ভোগ্য জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিশ্ব-সৃষ্টি-ব্যাপারে পরমেশ্বরের অনন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। যদি কোনও একটী পদার্থ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অংশের সংযোগে গঠিত দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ পদার্থকে "কার্য্য" বলা যায়। একটী প্রাসাদ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতর অংশের সংযোগে রচিত হয়, সুতরাং প্রাসাদ একটী কার্য্য। কিন্তু অবয়ব বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ হইতে কোনও কার্য্য-পদার্থ গঠন করিতে হইলে, তাহার স্রষ্টা-স্বরূপে একজন বুদ্ধিমান্ রচয়িতা

স্বীকার করিতে হয়,—যিনি আপন বুদ্ধি ও প্রযত্নবলে ঐ বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশগুলিকে আপনার উদ্দেশ্য অনুসারে একত্র করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য-পদার্থটীকে গড়িয়া তুলিতে পারেন। একটী প্রাসাদ-রচনার মূলে দেখা যায় যে, ইষ্টকাদি উপাদানসমূহকে আপনার বুদ্ধি ও প্রযত্নবলে যথানিয়মে স্থাপন ও সন্নিবেশাদি করিয়া উহা গড়িয়া তোলে, এমন বুদ্ধিমান্ রচয়িতা আছেই। যাহা কার্য্য, তাহা অবশ্যই বুদ্ধিমানের দ্বারা রচিত; অর্থাৎ কার্য্য-পদার্থমাত্রেরই বুদ্ধিমান্ রচয়িতা স্বীকার করিতে হয়। বিচারপূর্ব্বক দেখিলে দেখা যায় যে, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূত, অবয়ব অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণু হইতে জনিত; সুতরাং ক্ষিতি প্রভৃতি "কার্য্য"। তাহা হইলেই প্রশ্ন হয়, এই যে ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য্য-পদার্থ, কে ইহাদিগকে গড়িয়া তোলে? ন্যায় ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ বলেন, যখন ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য্য-পদার্থ, তখন অবশ্যই এ-সকলের একজন বুদ্ধিমান্ রচয়িতা আছেন।

ক্ষিত্যাদিকং বুদ্ধিমদ্ধেতুকং কার্য্যত্বাৎ। যৎ কার্য্যং তদ্বুদ্ধিমদ্ধেতুকং দৃষ্টম্। যথা ঘটাদি। কার্য্যং চেদং ক্ষিত্যাদিকম্। তস্মাদ্বুদ্ধিমদ্ধেতুকম্। ন চাত্র কার্য্যত্বমসিদ্ধম্। যথা হি। কার্য্যং ক্ষিত্যাদিকং সাবয়বত্বাৎ। যৎ সাবয়বং তৎ কার্য্যং প্রতিপন্নম্। যথা প্রাসাদাদি। সাবয়বং চেদম্। তস্মাৎ কার্য্যম্।"—"ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সৃষ্টিকর্তৃত্বসমর্থনম্"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

এই বিশ্ব-রচয়িতা, অনন্ত বুদ্ধির অধিকারী পরমেশ্বর। বিশ্ব সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের এই "বুদ্ধিমদ্ধেতুক" বাদের সহিত বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য মনীষিগণের Teleological Argumentএর কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

"That theistic argument, which proceeds on the principle of finality and which reasons from the rational constitution of the world to the necessity that it should be grounded in a purposive intelligence. It is also called the 'design argument'."—"Teleological Argument"—Dictionary Of Philosophy And Psychology.

নৈয়ায়িক মতে পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। তিনি যে জীবের যেরূপ অদৃষ্ট, তাহাকে তদনুযায়ী ফল ভোগ করাইবার জন্য সেইরূপ শরীরাদি সৃষ্টি করেন।

"যস্য যথাবিধোঽদৃষ্টঃ পুণ্যরূপোঽপুণ্যরূপো—বা তস্য তথাবিধফলোপভোগায় তৎসাপেক্ষস্তথাবিধশরীরাদীন্ সৃজতীতি"।—"ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সৃষ্টিকর্তৃত্বসমর্থনম্"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

অনন্ত জীবের অনন্তবিধ অদৃষ্ট, অনন্তবিধ কর্ম্মফল, অনন্তবিধ ভোগোপকরণ ও শরীরাদি সৃষ্টি-প্রণালী এবং সৃষ্টির উপাদানসমূহের প্রকৃতি ও যোগ্যতা প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারই সেই অনন্ত বুদ্ধির অধিকারী পরমেশ্বরের অনন্ত জ্ঞানে অবস্থিত। নতুবা তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব অসম্ভব হয়। এজন্য তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকার করিতে হয়।

"সর্ব্বজ্ঞতা চাস্যাশেষকার্য্যকরণাৎ সিদ্ধা। যো হি যৎ করোতি স তৎসোপাদানাদিকরণকলাপং প্রয়োজনং চাবশ্যং জানাতি"।—"ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সৃষ্টিকর্তৃত্বসমর্থনম্"-প্রকরণে প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ডঃ।

৪

বেদান্তিসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা মায়াবাদী বা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রস্থানগত যতই কেন ভেদ থাকুক না, ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে ঐকমত্য

আছে। জগতের সহিত ব্রহ্মের মৌলিক ভেদ থাকিলেও "দণ্ডধারী ব্যক্তির হস্তস্থ দণ্ডের ন্যায়" জীব ও জড়জগৎ ব্রহ্মের ইচ্ছায় পরিচালিত হইয়া থাকে, ইহা দ্বৈতবাদী বেদান্তিগণের মত; ঈদৃশ ব্রহ্ম, নৈয়ায়িক-সম্মত ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ, ইহা সহজেই অনুমেয়। সেইরূপ জীবজগৎ ও জড়জগতের "অন্তর্য্যামি"স্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে স্পষ্টতঃই স্বীকৃত; এবং ব্রহ্ম "পূর্ণ" এবং জীবাদি তাঁহার "অপূর্ণ অংশ",—এইরূপে ব্রহ্ম ও জীবাদির মধ্যে যাঁহারা ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার করেন, সেই দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বেদান্তিগণও ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা সম্বন্ধে অণুমাত্র সন্দেহ পোষণ করেন না। এমন কি, ব্যবহার-দৃষ্টিতে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদিগণ মায়িক জগতের মূলে যে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কল্পনা করেন, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত হয় এবং তাঁহার সম্বন্ধেও স্পষ্টতঃ বলা হয়—

"এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বনিয়ন্তৃত্বগুণকং, সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে।"—বেদান্তসারঃ।

৫

বিশ্বের মূলে সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি ও পুরুষকে মূল তত্ত্বস্বরূপে স্বীকার করিয়াও যোগ-দর্শনকার ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন। এই ঈশ্বর তাঁহার মতে অজ্ঞানাদি পঞ্চবিধ ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও আশয় বা সংস্কারের দ্বারা একেবারেই স্পৃষ্ট নহেন। পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার ভোজরাজ বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ও স্থিতি এবং বিয়োগে প্রলয় হয়; প্রকৃতি ও পুরুষের অতিরিক্ত ঈশ্বর স্বীকার না করিলে, প্রকৃতি ও পুরুষের এই সংযোগ ও বিয়োগ অসম্ভব হয়; অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে সংযোগ বা বিয়োগ হইতে পারে না।

"প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ-বিয়োগয়োরীশ্বরেচ্ছাব্যতিরেকেণানুপপত্তেঃ।"

—যোগসূত্রম্, সমাধিপাদঃ, ২৪, ভোজবৃত্তিঃ।

যোগদর্শনের প্রতিপাদিত এই ঈশ্বর পূর্ণরূপে সর্ব্বজ্ঞ। সূত্রকার বলেন,—

"তত্র নিরতিশয়সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।"—যোগসূত্রম্, সমাধিপাদঃ, ২৫

স্থূল, সূক্ষ্ম, বর্ত্তমান, অতীত, অনাগত, সকল পদার্থ ও সকল ব্যাপারই ঈশ্বরের জ্ঞানে নিত্য প্রতিভাত; তাঁহাতে সকল জ্ঞানই পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত এবং তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে কিছুই নাই।

৬

বেদানুগ দর্শনসমূহের মধ্যে যে সকলে উপরোক্তরূপে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই, ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অদৃষ্টের অপেক্ষা আছে, এইরূপ বলিয়া থাকেন; অর্থাৎ জীব-কৃত কর্ম্মের অনুরূপ ফল উপভোগ করাইবার জন্যই ঈশ্বর তদুপযোগী জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইহাই ঐ সকল দর্শনের মত। কিন্তু বেদপন্থী দার্শনিকগণের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের উপরোক্তরূপ অদৃষ্ট-অপেক্ষা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, জীবের কর্ম্ম অনেক সময়েই নিষ্ফল দেখা

স্তরাং জীবকৃত কর্ম্মের অনুরূপ ফল ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে যে ঈশ্বর উপযুক্ত বিশ্বসৃষ্টি ... এইরূপ বলিবার কোনও কারণ নাই। কথিত হয়, ন্যায়দর্শনকার এই সকল ...গণের মতবাদই নিম্নলিখিত সূত্রে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"ঈশ্বরঃ কারণম্,—পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ।"—ন্যায়সূত্রম্, ৪।১।১৯

সৃষ্টিবিষয়ে) ঈশ্বরই (একমাত্র) কারণ; (তিনি এ বিষয়ে অদৃষ্টের অপেক্ষা করেন না) কারণ, জীবের কর্ম্ম অনেক সময়েই নিষ্ফল দেখা যায়।

কিন্তু সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরকে অদৃষ্ট-নিরপেক্ষ ও প্রকৃতপক্ষে স্বৈরাচার বলিয়া কীর্ত্তন করিলেও, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, এ বিষয়ে উপরোক্ত পাশুপতমতাবলম্বী দার্শনিকগণের কোনও আপত্তি নাই।

সুতরাং বেদপন্থী দর্শনসমূহের মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন ব্যতীত সকলেরই অভিমত এই যে, যাঁহার প্রভাবে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়, তাঁহাকে "প্রধান" অথবা "ঈশ্বর" অথবা "সগুণ-ব্রহ্ম" অথবা "পরমপুরুষ", যাহাই বল না কেন,—তিনিই সর্ব্বজ্ঞ।

৭

বৌদ্ধ আচার্য্যগণ বিশ্বের মূলে কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর মান্য করেন না। সুতরাং যদি সর্ব্বজ্ঞ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে জীবেই সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব, ইহা অঙ্গীকার করিতে হয়; নচেৎ সর্ব্বজ্ঞ কেহই নাই, ইহাই বলিতে হয়। অতএব বৌদ্ধমতে জীব সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিতে পারে কি না, ইহাই এক্ষণে বিচার্য্য হইতেছে।

সংসারী অ-মুক্ত জীবসমূহ যে সর্ব্বজ্ঞ নহে, ইহা শুধু মীমাংসকগণ নয়, সকল দার্শনিকই স্বীকার করেন, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধাচার্য্যগণ যে ইহা আদৌ অস্বীকার করিবেন না তাহা সহজেই অনুমেয়। মুক্ত জীব, বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় "নির্ব্বাণতা-গত"। বৌদ্ধ-সম্মত নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ লইয়া মনীষিগণের মধ্যে মতভেদ আছে; কিন্তু নির্ব্বাণ-পদ-প্রাপ্ত জীবের সর্ব্বজ্ঞতাবিষয়ে ঐ মতভেদে কিছু আসে যায় না। কারণ, দীপশিখার নির্ব্বাণের ন্যায় যদি "শূন্য" বা অনস্তিত্বই নির্ব্বাণের অর্থ হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাণকালে জীব আর বাঁচিয়া থাকে না; সুতরাং মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ, এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ অর্থহীন। আর যদি "অনন্তন্", "অচ্যুতন্", "অসংখাতন্", "অনুত্তরন্", একটা "শরণন্", "পরায়ণন্" বা "অকুথরণ"—স্থিতি,—যাহা "খেমন্," "শিবন্", "সচ্চন্", "কেবলন্", "পদন্" বলিয়া বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে বহু স্থানে কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাই যদি "নির্ব্বাণ"-এর অর্থ হয়, তাহা হইলে নির্ব্বাণ-পদবী-গত জীব যে অস্তিত্বহীন, তাহা হয় ত নাও হইতে পারে। কিন্তু এতাদৃশ নির্ব্বাণ-গত জীব সম্বন্ধেও সর্ব্বজ্ঞতার কথা ওঠে না। কারণ, সকল বস্তুরই জ্ঞানের মূলে "তন্হা"; এই "তন্হা" বা বাসনাবশতঃই ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণভঙ্গুর বস্তুবিষয়ক ক্ষণিক জ্ঞান-সকল উদ্ভূত হইতে থাকে; যখন বাসনা-ক্ষয়ে নির্ব্বাণ-লাভ হয়, তখন এই ক্ষণিকজ্ঞান-"সন্তান"

(series) আর থাকে না। সুতরাং নির্ব্বাণগত জীবে বিশ্ববস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান বা সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব হয় না।

৮

বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণ-গত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা যেরূপ অসম্ভব, ন্যায়দর্শন-সম্মত "অপবর্গ" বা মুক্তির অধিকারী জীবেও সর্ব্বজ্ঞতা সেইরূপ অসম্ভব। গৌতমমতে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ ও জ্ঞান, এই কয়টী আত্মার গুণ বা অসাধারণ ধর্ম্ম; কোনও কোনও দার্শনিক আত্মার জ্ঞানাদি ছয়টী গুণের স্থলে নয়টী গুণের উল্লেখ করেন। সে যাহাই হউক, যখন "অপবর্গ" বা মোক্ষলাভ হয়, তখন আত্মার ঐ সকল গুণের ঐকান্তিক উচ্ছেদ হয়, ইহাই ন্যায়দর্শনের মত।

"তদেবং ধিষণাদীনাং নবানামপি মূলতঃ।
গুণানামাত্মনো ধ্বংসঃ সোঽপবর্গঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

—প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কারে ৭।৫৭ সূত্রে রত্নাকরাবতারিকা।

সুতরাং অপবর্গ-গত জীবে অন্যান্য আত্মগুণের ন্যায় জ্ঞানও বর্ত্তমান থাকে না। অতএব মহর্ষি গৌতম জীবের পক্ষে মুক্তির অবস্থা যে অনেকটা প্রস্তরবৎ জড়-অচেতন অবস্থার সদৃশ বলিয়াই মনে করেন,—

"—মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্" —নৈষধীয়-চরিতম্, ১৭।৭৫

এরূপ ধারণা করিলে বিশেষ ভুল হয় না। বৈশেষিক দার্শনিকগণের মতেও জ্ঞানাদি সমস্ত আত্মগুণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে আত্মা যখন শুধু আকাশের ন্যায় অবস্থিত হয়, তখনই তাহার মুক্তাবস্থা।

"অত্যন্তনাশে গুণসংগতের্যা
স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিঃ" —সংক্ষেপশঙ্করজয়ঃ, ১৬।৬৯

মুক্ত অবস্থায় আত্মা অচেতন; সুতরাং মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহাই ন্যায় ও কাণাদ মত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবশ্য মুক্ত অবস্থায় আত্মার একটা "নিত্য-সুখের" অনুভূতি থাকে, ইহা কোনও কোনও নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত হইলেও তৎকালে আত্মার জগৎসম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকায়, মুক্ত আত্মা যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহা সকল নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ই স্বীকার করেন।

৯

শুদ্ধাদ্বৈত-বেদান্ত-মতে আত্মার বন্ধনও নাই, মুক্তিও নাই। যদি ব্যবহার-দৃষ্টিতে বদ্ধ আত্মার মুক্তি কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও মুক্ত আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, মুক্ত আত্মা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত; অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ মুক্ত আত্মার নিজের মধ্যে ("স্ব-গত") কোনও ভেদ নাই; অদ্বৈত আত্মার সদৃশ বা বিসদৃশ অপর কিছুই

না থাকায় মুক্ত আত্মার "সজাতীয়" বা "বিজাতীয়" কোন প্রকারই ভেদ থাকিতে পারে না। সুতরাং মুক্ত আত্মাকে "জ্ঞানী" না বলিয়া "জ্ঞান-ই" বলিতে হয়। তাঁহার নিকট তাঁহার অতিরিক্ত কিছুই নাই।

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—শ্রুতিঃ।

আত্মার তথাকথিত বদ্ধ অবস্থায় অবিদ্যাবশতঃ জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হইতে পারে—

'যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি"—শ্রুতিঃ

কিন্তু আত্মার মুক্তাবস্থায় আত্মা ব্যতীত আর কিছুই না থাকায় অপর কিছুরই উপলব্ধি হইতে পারে না—

"যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"—শ্রুতিঃ।

সুতরাং মুক্ত আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব শুদ্ধাদ্বৈতবেদান্তমতে অসম্ভব।

১০

সাংখ্য ও যোগদর্শনকারের মতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে বিশ্বের সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতি যতক্ষণ কোনও পুরুষের সন্নিধানে থাকেন, ততক্ষণ পুরুষের বদ্ধাবস্থা কল্পিত হয়। কিন্তু পুরুষ অসঙ্গ; তাঁহার সহিত প্রকৃতির প্রকৃত সংসর্গ হইতে পারে না; অবিবেকবশতঃই নিঃসঙ্গ পুরুষ প্রকৃতিকর্ত্তৃক উপরক্ত বলিয়া কথিত হয়েন।

"নিঃসঙ্গেঽপ্যুপরাগোঽবিবেকাৎ"

—সাংখ্যসূত্রম্, তন্ত্রার্থসংক্ষেপাধ্যায়ঃ, ২৮

রক্তজবা স্ফটিকের সন্নিধানে রক্ষিত হইলে ঐ স্ফটিকে যে ছায়া পড়ে, তাহা দ্বারা যেরূপ স্ফটিকের স্বভাবের কোনও প্রকার বিকার হয় না, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের সন্নিধানে আসিলে অসঙ্গ পুরুষের প্রকৃত ভাবের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না।

"জপাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্তুভিমানঃ"

—সাংখ্যসূত্রম্, তন্ত্রার্থসংক্ষেপাধ্যায়ঃ, ২৯

অবিবেকবশতঃই প্রকৃতির সংসর্গে পুরুষের বদ্ধাবস্থা ও প্রকৃতির বিয়োগে পুরুষের মুক্তাবস্থা কল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি ও প্রকৃতির প্রসূত বিষয়সমূহের সহিত পুরুষের কোনই সম্বন্ধ নাই,—পুরুষের মোক্ষাবস্থায় ত কোন সম্বন্ধ কল্পনা পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্য ও যোগদর্শনের মতে মুক্ত পুরুষকে বিশ্ববস্তুর জ্ঞাতা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

অতএব দেখা যায়, বৌদ্ধদর্শন ও বেদসম্মত দর্শনসমূহের মতে সংসারের বদ্ধ জীব ত সর্ব্বজ্ঞ নহেই,—পরিনির্ব্বাণগত ও বিদেহমুক্ত জীবকেও সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

১১

সংসারী জীব ও মুক্ত জীব, উভয়ের কেহই সর্ব্বজ্ঞ না হইলেও মুক্তিপথের পথিক সাধনাবস্থায় মুক্তির অব্যবহিত প্রাক্‌কালে একপ্রকার জ্ঞানের অধিকারী হয়েন, যাহাকে

সর্ব্বজ্ঞতা বলা যাইতে পারে। যোগদর্শনকার ইহাকে "প্রাতিভ" জ্ঞান বলেন এবং এইরূপ প্রাতিভ-জ্ঞান যে সাংখ্যদর্শনের মতেও সম্ভবপর, তাহা বলা বাহুল্য। পতঞ্জলির মতে প্রাতিভ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সকল বিষয়েরই জ্ঞান হয়।

"প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্"—যোগসূত্রম্, বিভূতিপাদঃ, ৩৪

যোগদর্শনের টীকাকার ভোজরাজ বলেন,

"যথোদেষ্যতি সবিতরি পূর্ব্বং প্রভা প্রাদুর্ভবতি
তদ্বদ্বিবেকখ্যাতেঃ পূর্ব্বং তারকং সর্ব্ববিষয়ং জ্ঞানমাবির্ভবতি"

—উক্ত সূত্রে ভোজবৃত্তিঃ

যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আকাশে একটা প্রভা পূর্ব্ব হইতে দেখা যায়, সেইরূপ (মুক্তিসম্বন্ধি) "বিবেকখ্যাতি"-র পূর্ব্বে "তারক"-নাম জ্ঞান আবির্ভূত হয়; এই তারক-জ্ঞানবলে সকল বিষয়ই অবগত হওয়া যায়। তারক-জ্ঞানের অপর নাম প্রাতিভ।

১২

নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের মতে জ্ঞানের যাহা করণ, তাহা যুগপৎ অর্থাৎ একবারে একের অধিক বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না; সেই জন্য যুগপৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান তাঁহাদের মতে অসম্ভব। কিন্তু তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, যোগিগণের নিকট সকল পদার্থের স্মৃতি বা জ্ঞানের কারণ যুগপৎ উপস্থিত হইতে পারে; তখন যোগিগণ ঐ পদার্থ-"সমূহ" সম্বন্ধে যে যুগপৎ-সমুত্থিত জ্ঞানের অধিকারী হয়েন, তাহার নাম "সমূহালম্বন"। এই সমূহালম্বন জ্ঞান প্রাতিভ জ্ঞান এবং ইহা সর্ব্বজ্ঞতার নামান্তর। বৈশেষিক আচার্য্যগণ এই সর্ব্ববিষয়ক প্রাতিভ জ্ঞান, ইহাকে "আর্ষজ্ঞান" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

১৩

মুক্ত ও বদ্ধ, উভয়বিধ জীবই শুদ্ধাদ্বৈতপক্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বের অনধিকারী হইলেও, সর্ব্বজ্ঞতা যে উচ্চস্তরের জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব, তাহা আচার্য্য শঙ্করের প্রতি প্রযুক্ত উক্তি হইতেই বুঝা যায়। কথিত হয়, শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে, জনৈক নৈয়ায়িক তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কণাদ-সম্মত মোক্ষ ও গোতম-সম্মত মোক্ষে প্রভেদ কি? ঐ নৈয়ায়িক অত্যন্ত গর্ব্বিত ছিলেন; গর্ব্বভরে তিনি আচার্য্য শঙ্করকে ঐ প্রশ্ন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"...বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্বে"

—সংক্ষেপশঙ্করজয়ঃ, ১৬।৬৮

যদি তুমি সর্ব্ববিৎ হও, তাহা হইলে ঐ প্রশ্নের উত্তর দাও; যদি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পার, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ কর।

উপরোক্ত সম্ভাষণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সর্ব্বজ্ঞত্ব বিশুদ্ধাদ্বৈত-বেদান্তের অসম্মত

নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্বেশ্বরত্বঞ্চ" প্রভৃতি মুক্ত আত্মা বা ব্রহ্মের স্বরূপে অসম্ভব।

"ন চৈতন্যবৎ স্বরূপত্বসম্ভবঃ"—৪।৪।৬ বেদান্তসূত্রভাষ্যে শঙ্করঃ।

কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য যে সগুণ আত্মায় অবস্থাবিশেষে প্রযোজ্য, তাহা তিনি স্বীকার করেন,—

"বিদ্যমানমেবেদং সগুণাবস্থায়ামৈশ্বর্য্যং ভূমবিদ্যাস্তুতয়ে সঙ্কীর্ত্ততে--"

—৪।৪।১১ বেদান্তসূত্রভাষ্যে শঙ্করঃ।

অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনায় তাঁহার সাযুজ্যাদিলাভে জীব সর্ব্বজ্ঞতাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার মত—

"সগুণবিদ্যাবিপাকস্থানম্বেতৎ"—৪।৪।১৬ বেদান্তসূত্রভাষ্যে শঙ্করঃ।

১৪

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ"

পরিনির্ব্বাণে ও সংসারাবস্থায় সর্ব্বজ্ঞত্ব অসম্ভব হইলেও বুদ্ধের উপরোক্ত নামাবলির মধ্যে "সর্ব্বজ্ঞ" নামের উল্লেখে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বৌদ্ধ মতে জীবের পক্ষে অবস্থাবিশেষে সর্ব্বজ্ঞত্ব স্বীকৃত। ইন্দ্রিয়জনিত বা অনুমানজনিত জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ যে অসম্ভব, তাহা অবশ্য বৌদ্ধাচার্য্যগণ স্বীকার করেন; কারণ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ও অনুমানের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অতি স্বল্প-পরিসর ও অস্পষ্ট; বস্তু সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট জ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞাতার সর্ব্বজ্ঞত্বসিদ্ধি হইয়াছে, ইহা কোনও ক্রমেই বলা যায় না। বিশ্ব-বস্তু সম্বন্ধে এই যে স্পষ্টতম ও সম্পূর্ণ জ্ঞান, ইহাকে বৌদ্ধাচার্য্যগণ "স্ফুটাভ" [illegible] এই স্ফুটাভ-জ্ঞান তাঁহাদের মতে "যোগি-প্রত্যক্ষ"-লব্ধ। তাঁহারা বলেন, [illegible] অর্থসম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তাহাকে "ভূতার্থ" বলে এবং এই ভূতার্থকে মনে [illegible] নিবেশ করার নাম "ভূতার্থ-ভাবনা"। ভূতার্থ-ভাবনার ফলে ঐ অর্থ সম্বন্ধে [illegible] থাকে। কিন্তু ভাবনা যতই প্রকৃষ্ট হউক না কেন, "ভাবনা-প্রকর্ষে"র [illegible] সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ও স্পষ্টতম জ্ঞান হইতে পারে না। ভাবনা-প্রকর্ষের যে শেষ সীমা, বৌদ্ধগণ তাহাকে "ভাবনা-প্রকর্ষ-পর্য্যন্ত" বলেন। এই ভাবনা-প্রকর্ষ-পর্য্যন্ত হইতে যোগিগণের হৃদয়ে বিশ্ববস্তু সম্বন্ধে যে একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই "যোগি-প্রত্যক্ষ।"

"ভূতার্থভাবনাপ্রকর্ষান্তজং যোগিজ্ঞানং চেতি"—ন্যায়বিন্দুঃ, ১ম পরিচ্ছেদঃ।

ইন্দ্রিয়-জ্ঞান, মানস-প্রত্যক্ষ ও স্বসংবেদন, এই ত্রিবিধ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারা অথবা অনুমানের দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা কখনই সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতে পারে না; কারণ, উহা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। এমন কি, ভূতার্থ-ভাবনা-প্রকর্ষপর্য্যন্ত জ্ঞানও পরিপূর্ণ ও স্পষ্টতম নহে। কোনও বস্তুকে অভ্রের মধ্য দিয়া দেখিলে, তাহার সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, এই জ্ঞান তাহার সদৃশ।

"অভ্রকব্যবহিতমিব যদা ভাব্যমানং বস্তু পশ্যতি সা প্রকর্ষপর্য্যন্তাবস্থা।"—ন্যায়বিন্দুটীকা।

যোগি-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তু করস্থিত আমলকের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে ও স্পষ্টতমরূপে প্রতিভাত হয়।

করতলামলকবদ্ভাব্যমানস্যার্থস্য যদ্দর্শনং তদ্যোগিনঃ
প্রত্যক্ষম্। তদ্ধি স্ফুটাভম্।"—ন্যায়বিন্দুটীকা।

এই অনন্যসাধারণ যোগিপ্রত্যক্ষের ফলেই বুদ্ধের নিকট বিশ্ববস্তু "করতলামলকবৎ" প্রতিভাসিত ছিল এবং ইহারই প্রসাদে তাঁহার ও তৎসদৃশ সিদ্ধগণের সর্ব্বজ্ঞতা-সিদ্ধি হইয়াছিল।

১৫

মুক্তি বা নির্ব্বাণের পূর্ব্বে উপরোক্ত প্রকারে সর্ব্বজ্ঞতালাভ সাধকের পক্ষে সম্ভব হইলেও, মুক্ত বা পরিনির্ব্বাণ-পদবী-গত সিদ্ধ পুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন, ইহা সাংখ্য ও যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক, শুদ্ধ-অদ্বৈত-বেদান্ত ও বৌদ্ধ দর্শনের সম্মত, তাহা পূর্ব্বে একাধিক বার বলা হইয়াছে। তবে বেদান্তি-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের একান্ত ঐক্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা এ বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন; তাঁহাদের মতে মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। দ্বৈত বেদান্তিগণের এরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই অনুমেয়। তাঁহারা সগুণ-ব্রহ্ম ব্যতীত নির্গুণ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। নির্গুণ ব্রহ্মে লীন যে পরিমুক্ত জীব, তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞতার আরোপ করা চলে না, ইহাই বিশুদ্ধাদ্বৈত মত; কিন্তু যে সাধক সাধনাবলে সগুণ-ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করেন, তাঁহার যে সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধি হয়, ইহা বিশুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তীরও অনভিপ্রেত নহে। ব্রহ্ম সগুণ; এই সগুণ-ব্রহ্ম ব্যতীত নির্গুণ-ব্রহ্ম সত্য নহে; সাধনাবলে জীব যখন সগুণ-ব্রহ্মের সাযুজ্যাদি লাভ করেন, তখনই তাঁহার মুক্তি হয় এবং ঈদৃশ মুক্ত জীব ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করেন, ইহাই শুদ্ধাদ্বৈত ব্যতীত অন্যান্য বেদান্তিসম্প্রদায়ের অভিমত।

উপরোক্ত বেদান্তিসম্প্রদায়ের মতে মুক্ত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব হইলেও, মুক্ত জীবের সর্ব্বজ্ঞতা যে ন্যায়-কাণাদ-সেশ্বরসাংখ্য-যোগ-বেদান্ত-সম্মত পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা হইতে কিছু বিভিন্ন প্রকারের, ইহাই যেন মনে হয়। পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য, অসীম-প্রসারি। জীব স্বভাবতঃ বিশেষগ্রাহী; মুক্ত হইলেও তাহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং মুক্ত জীবে যে অনাদি-অনন্ত-দেশ-কাল-প্রসারি সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য প্রতিভাত থাকে, ইহা বোধ হয়, বলা সঙ্গত হয় না। জীব ঈশ্বরসন্নিধি লাভ করিয়া মুক্ত হইলেও ব্রহ্মের তুলনায় তাহার কিছু কিছু অসামর্থ্য থাকে। "জগদ্ব্যাপার" অর্থাৎ জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে মুক্ত জীবের কোনও সামর্থ্য নাই। মুক্ত জীবের বহু ঐশ্বর্য্য-লাভের বর্ণনা আছে বটে; তিনি সর্ব্বস্থানেই যাইতে পারেন।

"সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭।২৫।।২

কিন্তু তাঁহার এই অব্যাহত গতি যে তাঁহার সঙ্কল্প-সাপেক্ষ, তাহা "কাম"-শব্দ হইতেই বুঝা যায়। বিশ্বের অতীত-বর্ত্তমান-দূর-সূক্ষ্ম-অনাগতাদি বস্তু বা ব্যাপারসমূহ যে মুক্ত

জীবের নিকট নিত্য-প্রতিভাত, তাহা নহে ; তিনি ইচ্ছা করিলে, ঐ সমস্তই আয়ত্ত করিতে পারেন, ইহাই মুক্তাত্মার ঐশ্বর্য্য। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে,—পিতৃগণ যে মুক্ত জীবের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকেন, তাহা নহে ; তবে তিনি যখন তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই পিতৃগণ তখনই তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়েন।

"স যদা পিতৃলোককামো ভবতি সঙ্কল্পাদেবাস্য
পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮।২।১

বিশ্বের সমস্ত বস্তু ব্যাপারাদি মুক্ত জীবের জ্ঞানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, এরূপ নহে ; তিনি ইচ্ছা করিলে যাহা জানিতে চাহেন, তাহাই জানিতে পারেন,—ইহাই তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা। পরমেশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা কিন্তু এরূপ নহে। তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা নিত্য ; বিশ্বের তাবৎ বস্তু ও ব্যাপার, তাঁহার জ্ঞানে সর্ব্বদা অবস্থিত। মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ হইলেও, এরূপ নিত্য-সর্ব্বজ্ঞতার অধিকারী নহে, ইহাই দ্বৈত-দ্বৈতাদ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদী বেদান্তিগণের অভিপ্রেত। এইরূপ সর্ব্বজ্ঞতা শুদ্ধাদ্বৈত-বেদান্তে সগুণ-ব্রহ্মের সিদ্ধ উপাসকে অর্পিত হইয়াছে এবং বোধ করি, এই প্রকার এবং ইহার অনতিরিক্ত সর্ব্বজ্ঞতাই অমুক্ত জীবের লভ্য বলিয়া ন্যায়দর্শনে "সমূহালম্বন", কণাদমতে "আর্ষজ্ঞান," সাংখ্য ও যোগদর্শনে "প্রাতিভ" এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে "যোগি-প্রত্যক্ষ" নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৬

সংসারী জীব সর্ব্বজ্ঞ নহে, এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অন্যান্য দর্শনের ন্যায় জৈন দর্শনেও স্বীকৃত। স্ব-স্ব-কৃত কর্ম্মের প্রভাবে জীবগণ অনাদি কাল হইতে জন্ম-জন্মান্তরের মধ্য দিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে, এবং এ-জগতের কোনও রচয়িতা বা জীবের নিয়ামক নাই,—কর্ম্মফলের নিরঙ্কুশ-প্রভাব-স্বীকার ও সৃষ্টিকর্ত্তৃ-বা-নিয়ন্তৃ-অস্বীকার, এই দুই বিষয়ে বেদনিষ্ঠ মীমাংসা-সম্প্রদায় ও বেদ-বিরোধী জৈন দার্শনিকগণের মধ্যে একটা বিস্ময়কর ঐকমত্য দেখা যায়। কিন্তু জগৎস্রষ্টার অপলাপ করিলেও জৈনগণ মীমাংসকগণের ন্যায় আপনাদিগকে নিরীশ্বরবাদী বলিতে ইচ্ছুক নহেন। বেদ-পন্থী সেশ্বর দর্শনসমূহে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব ব্যতীত ঈশ্বরের আর একটী বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব বর্ণিত হইয়া থাকে। বেদ ধর্ম্মযোনি এবং ঈশ্বর বেদের কর্ত্তা বা প্রকাশক ; সুতরাং তিনি ধর্ম্মদ্রষ্টা ও আদিমতম গুরু বা উপদেষ্টা। ব্রহ্মের "সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চেতি" প্রতিপাদন করিতে আচার্য্য শঙ্কর,

"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ
—১।১।৩ বেদান্তসূত্রে শাঙ্করভাষ্যে উদ্ধৃত শ্রুতিঃ।

এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ঋগ্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ সেই মহাভূত অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বাহির হইয়াছে। বেদের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে ন্যায়সূত্রকার বলিয়াছেন,—

"তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ"—ন্যায়সূত্রম্, ২।১।৬৮

বেদের প্রামাণ্য আপ্তের প্রামাণ্য হইতেই প্রতিপন্ন হয়। এ স্থলে 'আপ্ত"-শব্দের অর্থ বেদবক্তা ঈশ্বর, যিনি "সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা" অর্থাৎ সমস্ত তত্ত্বই যাঁহার জ্ঞানে প্রতিভাত এবং যিনি "যথাদৃষ্টস্যার্থস্য চিখ্যাপয়িষয়া প্রযুক্ত উপদেষ্টা" অর্থাৎ যথার্থরূপে যিনি তাঁহার জ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ করেন। ঠিক এই ভাবেই মহর্ষি কণাদ ঈশ্বরের বেদকর্তৃত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন,—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"—বৈশেষিকসূত্রম্, ১।১।৩

আম্নায় অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরের বচন; ঈশ্বরের বচন বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য। সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের এই উপদেষ্টৃত্ব লক্ষ্য করিয়া যোগসূত্রকার বলিয়াছেন—

"স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ"

—যোগসূত্রম্, সমাধিপাদঃ, ২৬

সেই অনাদি পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণেরও গুরু অর্থাৎ উপদেষ্টা।

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও, জৈনাচার্য্যগণও এমন পুরুষপ্রবর স্বীকার করেন, যিনি শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা ; তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং তাঁহার উপদেশে ধর্ম্মাদি সকল তত্ত্বের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুরুষশ্রেষ্ঠই তীর্থঙ্কর এবং জৈনগণ তীর্থঙ্করকে ঈশ্বর আখ্যা প্রদান করেন। তীর্থঙ্করের উপদেশ ঋক্-যজুঃ-সাম-অথর্ব্ব না হইলেও তত্ত্ববিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ এবং জৈনগণ তীর্থঙ্কররূপী ঈশ্বরের বচনাবলিকে জৈন-বেদ অভিধা প্রদান করেন ; তাঁহাদের মতে জৈন-বেদই ঈশ্বরের অবিতথ উপদেশ এবং ইহাই প্রকৃত বেদ। সুতরাং জৈনদর্শন বেদকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অপলাপ করেন না, ইহাই তাঁহারা বলিতে চাহেন। তবে জৈনাচার্য্যগণের সম্মত ঈশ্বর ও বেদপন্থী দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরে মৌলিক প্রভেদ আছে। জৈনের সম্মত ঈশ্বর জগৎ-সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন ; তিনি মর্ত্ত্য মানব, অনুত্তম সাধনাবলে সিদ্ধিলাভ করিয়া উপদেষ্টৃত্ব-রূপ ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; তীর্থঙ্করপদবাচ্য ঈশ্বরগণ সংখ্যাতেও একাধিক। পক্ষান্তরে বৈদিক ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনি অনাদি-অনন্তকাল ধরিয়াই এক এবং অদ্বিতীয়, নিত্যমুক্ত, পরমগুরু, পরমেশ্বর।

তীর্থঙ্কর বা অর্হৎ জৈনদর্শনে ঈশ্বরপদবাচ্য। তিনি মুক্ত পুরুষ। ঈদৃশ ধর্ম্মোপদেষ্টা ঈশ্বর স্বীকার করিয়া জৈনগণ মীমাংসাসম্প্রদায় হইতে যেরূপ বিভিন্ন মত পরিপোষণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ জীবের মুক্তি সম্বন্ধেও জৈনগণ মীমাংসকগণের সহিত স্পষ্টই বিভিন্ন মত পোষণ করেন। মীমাংসাচার্য্যগণের মতে সদাচারী জীব স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতে পারে, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ মুক্তি নাই ; জীবের সংসারগতি মীমাংসামতে শুধু অনাদি নহে, অনন্তও বটে। কিন্তু জৈনগণের মতে একান্ত অভব্য জীব ব্যতীত সকল জীবই মুক্তি লাভ করিতে পারে। মুক্ত জীব কেবল-জ্ঞানের অধিকারী। এই কেবল-জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতারই নামান্তর। সুতরাং মুক্ত জীব সর্ব্বজ্ঞ, ইহাই জৈনমত। এই বিষয়ে এবং সর্ব্বজ্ঞতার প্রকৃতি সম্বন্ধে জৈন দর্শনের সহিত অন্যান্য দর্শনের একটা মতানৈক্য আছে বলিয়াই বোধ হয়। মুক্ত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা ভারতবর্ষীয় অপর কোনও দর্শনেই স্বীকৃত হয় নাই, বৌদ্ধ-

দর্শনেও নহে। শুদ্ধাদ্বৈত ব্যতীত বেদান্তের কোনও কোনও সম্প্রদায়ে মুক্ত জীবে সর্ব্বজ্ঞতা স্বীকৃত হইয়াছে বটে এবং যোগাদি দর্শনে মুক্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে সর্ব্বজ্ঞতার উদয় হয়, ইহা বলা হইয়াছে। কিন্তু জীবের এই সর্ব্বজ্ঞতা কতকটা সীমাবদ্ধ, ইহাই যেন মনে হয়। পরন্তু মুক্ত জীবে জৈনগণ যে সর্ব্বজ্ঞতার বর্ণনা করেন, তাহা সম্পূর্ণ, অবাধ ও অসীম।

জৈনগণের মতে জীব স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ। স্বচ্ছ ও নির্ম্মল সলিল যেমন পঙ্কসংমিশ্রণে মলিন হইয়া পড়ে, স্বভাবতঃ সর্ব্বজ্ঞ জীবও সংসারী অবস্থায় সেইরূপ কর্ম্মমলীমসায় অসর্ব্বজ্ঞ ও বদ্ধরূপে সংসারে পরিভ্রমণ করিতে থাকে। মলিন জলের পঙ্ক অপসৃত হইলে সেই জল যেরূপ আপনার স্বচ্ছস্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সংসারী বদ্ধ জীবও সাধনাবলে যে দিন কর্ম্ম-সংস্পর্শ দূর করিতে পারে, সে দিন সে আপনার শুদ্ধ স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই জীবের মুক্তাবস্থা। এই মুক্তাবস্থায় তাহার স্বাভাবিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের পক্ষে কর্ম্মজনিত কোনও প্রকার আবরণ থাকে না। তজ্জন্য এই মোক্ষ—

"সমস্তাবরণক্ষয়াপেক্ষম্"—প্রমাণ-নয়-তত্ত্বালোকালঙ্কারঃ, ২।২৩

বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যখন আত্মা হইতে কর্ম্মজনিত সমস্ত আবরণ নিঃশেষে অপসৃত হইয়া যায়, তখন জীবে কেবল-জ্ঞান উদিত হয়। এই কেবল-জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতা এবং এই সর্ব্বজ্ঞতা আদৌ সাপেক্ষ বা সসীম নহে—

"নিখিলদ্রব্যপর্য্যায়সাক্ষাৎকারিস্বরূপং কেবলজ্ঞানম্"

—প্রমাণ-নয়-তত্ত্বালোকালঙ্কারঃ, ২।২৩

বিশ্বের অতীত, বর্ত্তমান, অনাগত যত বস্তু আছে এবং তাহাদের অনন্ত অনন্ত যে সমস্ত গুণ এবং বিবর্ত্ত ও পরিণাম-গত যত অসংখ্য অসংখ্য তাহাদের বিভেদ আছে, সে সমস্তই কেবল-জ্ঞানের প্রভাবে মুক্ত জীবের নিকট প্রকাশিত ও পরিস্ফুট হয়। জৈনসম্মত এই সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বতোভাবে নিরঙ্কুশ, বাধাহীন এবং সীমাহীন। বোধ হয়, জীবের পক্ষে এতাদৃশ একান্ত অপ্রতিহত সর্ব্বজ্ঞতা অন্য কোন দর্শনে স্বীকৃত হয় নাই।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৬

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য-শ্রেণী

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

১ জানুয়ারি ১৮২৪ তারিখে কলিকাতা গবমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। এই সময় সাহিত্য-শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন—স্বনামধন্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

জয়গোপালের নিবাস নদীয়া (বর্ত্তমানে যশোহর) জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে। তাঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্কপঞ্চানন। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে* প্রকাশ, সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, জয়গোপাল প্রথমে তিন বৎসরকাল কোলব্রুক সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন, তৎপরে ১৮০৫ সন হইতে ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত—১৮ বৎসর পাদরি কেরীর অধীনে শ্রীরামপুরে চাকরি করেন। শ্রীরামপুরে অবস্থানকালে তিনি কিছু দিন মিশন-স্কুলে শিক্ষকতা করেন। তাহার পর জে. সি. মার্শম্যানের সম্পাদকত্বে ১৮১৮ সনের ২৩এ মে বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হইলে, তিনি প্রথমাবধি ১৮২৩ সন পর্য্যন্ত ইহার সম্পাদকীয় বিভাগের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ'-সম্পাদক লেখেন :—"শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার···কবিবর পূর্ব্বে অনেক কালাবধি দর্পণ সম্পাদনানুকূল্যে নিযুক্ত ছিলেন এইক্ষণে দশ বৎসর হইল কলিকাতার গবর্ণমেণ্টের প্রধান সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে কাব্যাধ্যাপকতায় নিযুক্ত আছেন।"

জয়গোপাল দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত সংস্কৃত কলেজে কাব্য বা সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন ৬০৲ হইতে বাড়িয়া ৯০৲ পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্মৃতিকথায় জয়গোপাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> বিদ্যাসাগর···যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন ; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল ; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই

* Annual Return . . . dated 1 May 1845. ইহাতে জয়গোপালের বয়ঃক্রম "৭৩ বৎসর" বলিয়া উল্লিখিত আছে।

সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল;…জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ! তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি য়ুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবরতুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিযা কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২২৩-২৫।

জয়গোপাল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য সহ এই সকল গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) **শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃত কৃষ্ণবিষয়কশ্লোকাঃ**। ইং ১৮১৭। পৃ. ৫২।

ইহাতে ১০৯টি শ্লোক ও পয়ারে তাহার বঙ্গানুবাদ আছে। পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রণকাল এইরূপ দেওয়া আছে :—"কলিকাতাতে ছাপা হইল॥ ১২২৪"। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় জয়গোপাল তাঁহার পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি ভূমিপতি ভূমিসুরপতি।
তার রাজ্যে শ্রেষ্ঠ ধাম। সমাজপূজিতগ্রাম বজরাপুরেতে নিবসতি॥
শ্রীজয়গোপালনাম হরিভক্তিলাভকাম উপনাম শ্রীতর্কালঙ্কার।
ভক্তবৃন্দমধ্যরবি শ্রীবিল্বমঙ্গল কবি কবিতার প্রকাশে পয়ার॥

(২) **শিক্ষাসার**।

ইণ্ডিয়া আপিস লাইব্রেরিতে এই পুস্তকের ২য় সংস্করণের এক খণ্ড (পৃ. ৭২) আছে; তাহার আখ্যাপত্র এইরূপ :—

শিক্ষাসার।। অর্থাৎ। গুরুদক্ষিণা ও চাণক্য শ্লোক ও দিনপঞ্জিকা ও। শুভঙ্করকৃতা আর্য্যা।। বালকেরদের শিক্ষার্থে। শ্রীজয়গোপালতর্কালঙ্কার। কর্ত্তৃক সংগৃহীত।। শ্রীরামপুরে দ্বিতীয়বার ছাপা হইল।। সন ১৮১৮।—।

এই পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

গুরুদক্ষিণা।—

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংসকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকুতূহলী॥ সা তে ভবতু
সুপ্রীতা দেবী শিখরবাসিনী। উগ্রেণ তপসা লব্ধো
যয়া পশুপতিঃ পতিঃ॥ প্রণামে জুড়িয়া পাণি
বন্দো মাতা বীণাপাণি তব পদে রহুক মোর মতি।
তোমার চরণ সেবি ব্যাস বাল্মীকি কবি তোমা বিনা
আর নাহি গতি॥ কৃপাদৃষ্টে চাহ যারে ইন্দ্রপদ দেহ
তারে তুমি মাতা সকলের সার। তব ভক্ত যেই জন,
পুজে তারে ত্রিভুবন তব পদে মতি রহে যার॥ বন্দো
হর গৌরী গঙ্গা বিপদনাশিনী। একে২ বন্দো যত
সুর সিদ্ধ মুনি॥ পঞ্চদেব নবগ্রহ আদি যত জন।
সাবধান হয়ে বন্দো সভার চরণ॥ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বন্দো
করিয়া ভকতি। মাতা পিতা বন্দিলাম স্থির করি মতি॥

(৩) **পত্রের ধারা**। ইং ১৮২১। পৃ. ৫৬।

ইহার আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

পত্রের ধারা।। অর্থাৎ। পাঠাপাঠ ও পট্টা ও কবুলিয়ত ও দরখাস্ত প্রভৃতি। যাহা। বালকেরদের শিক্ষার্থে সংগৃহীত হইল।। শ্রীরামপুরে ছাপা হইল।। সন ১৮২১ শাল।।

এই পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু ইহার লেখক যে জয়গোপাল, পাদরি লঙের বাংলা পুস্তকের তালিকায় (নং ২২৫ দ্রষ্টব্য) তাহার উল্লেখ আছে।

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'পত্রের ধারা' হইতে একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

শ্রীশ্রীঈশ্বরঃ।

বয়ঃকনিষ্ঠ খুড়াপ্রভৃতিকে এই পাঠ লিখিবেক।

পূজনীয় শ্রীযুত রামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুড়া

মহাশয় চরণেষু।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ শর্ম্মণঃ

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনমিদং মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এ জনের সমস্ত মঙ্গল। পরং শ্রীরামপুরে শ্রীযুত সাহেব লোকেরা অন্য২ লোকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসের নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছেন যদ্যপি অধ্যয়ন করিতে বাসনা থাকে তবে শ্রীরামপুরের পাঠশালাতে আসিবেন এখানে বাসাখরচও পাইবেন অতএব এইখানে থাকিয়া অধ্যয়ন করা উপযুক্ত। আগামি মাসে পাঠ আরম্ভ হইবেক একারণ লিখিতেছি যে আপনারা অতিশীঘ্র আসিবেন কেননা এস্থানে অনেক শাস্ত্রের আলোচনা আছে এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিসুপণ্ডিত এঁহার নিকট থাকিলে অনেক উপকার আছে ইহা জ্ঞাত কারণ লিখিলাম ইতি তাং ৯ কার্ত্তিক।—পৃ. ৯।

১৮৪৫ সনে এই পুস্তক চতুর্থবার মুদ্রিত হয়। এই সংস্করণের পুস্তকে একটি নূতন অংশ দেখিতেছি; এই নূতন অংশ ৬০-৮৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত "চাণক্যকর্তৃক সংগৃহীত নীতিগ্রন্থ। সারসংগ্রহ।"

(৪) **চণ্ডী।** ইং ১৮১৯ (?)

জয়গোপাল কর্তৃক সম্পাদিত 'চণ্ডী' আমি কোথাও দেখি নাই। সাহিত্য-পরিষদে আখ্যাপত্রবিহীন একখানি প্রাচীন 'চণ্ডী' আছে, তাহা জয়গোপালের সংস্করণ হওয়া বিচিত্র নহে।

(৫) **বাল্মীকিকৃত রামায়ণ।** কৃত্তিবাসঃকর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত। ১৮৩০…।

এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

রামায়ণ।—কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকালপর্য্যন্ত এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রমপ্রযুক্ত অনেক২ স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্তইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিতদ্বারা বর্ণশুদ্ধ্যাদি বিচারপূর্ব্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে…(৩০ মে ১৮২৯)

এক্ষণে প্রকাশ হইয়াছে।—বাঙ্গলা ভাষার কাব্য অর্থাৎ রামায়ণের আদ্যকাণ্ড কৃত্তিবাসপণ্ডিতকর্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করা এবং উত্তম পণ্ডিতকর্তৃক সংশোধিত। মূল্য ৩ টাকা। (২০ মার্চ ১৮৩০)

(৬) **মহাভারত।** ইং ১৮৩৬। পৃ. ৪২৪।

The/ MUHABHARUT:/ Translated into Bengalee Verse./ By/ KASEE DASS;/ and/ Revised and collated with various manuscripts./ By/ Joy Gopal Turkulunkar,/ of the Government Sungskrit College, Calcutta,/ in two volumes./ Vol. I./ Printed at the Serampore Press./ 1836./

মহাভারত। | আদি সভা বন পর্ব্ব। | গৌড়ীয় ভাষাতে কাশীদাস কর্তৃক পদ্য রচিত। | সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক সংশোধিত হইল। | দুই বালম। | তন্মধ্যে প্রথম বালম। | শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিত হইল। | শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে অথবা | কলিকাতার লালগির্জ্জার ছাপাখানায় ডিরোজারু সাহেবের | দ্বারা বিক্রেয়। | ১৮৩৬। |

ইহার "দ্বিতীয় বালম"-এর আখ্যা-পত্রও পূর্ব্ববৎ। এই "বালমে" "বিরাটাদি অবশিষ্ট পর্ব্ব" আছে। ইহাও ১৮৩৬ সনে প্রকাশিত হয়, পৃ. সংখ্যা ৫২১।

'মহাভারত' প্রকাশিত হইলে, ২ জুলাই ১৮৩৬ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লিখিয়াছিলেন :—

মহাভারত।—অনেক কালের পর আমরা পরমানন্দপূর্ব্বক অস্মদীয় এতদ্দেশীয় বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে যে মহাভারত সংশোধিত হইয়া প্রায় দুই বৎসরেরও অধিক হইল মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তাহা এইক্ষণে সুসম্পন্ন হইয়াছে ঐ মহাগ্রন্থ পঞ্চম বেদ নানা লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক সংশোধিত হইয়াছে।…কাশীদাসকর্তৃক বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদিত ঐ গ্রন্থ এই প্রথমবার সমগ্র মুদ্রাঙ্কিত হইল।

পরন্তু বিজ্ঞের বিবেচনায় বোধ হইতে পারে যে সামান্য অজ্ঞ লোকের লিখন ও পঠনেতে ঐ প্রাচীন

গ্রন্থ অতিপ্রসিদ্ধ হইলেও বিজ্ঞের অনাদরপ্রযুক্ত মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিল এইক্ষণে সুপণ্ডিতের সংশোধনরূপ মহৌষধসেবনেতে পুনর্যৌবন প্রাপ্ত হইল।

(৭) **পারসীক অভিধান।** ইং ১৮৩৮। পৃ. ৮৪।

পারসীক অভিধান | অর্থাৎ | পারসীক শব্দস্থলে স্বদেশীয় সাধুশব্দ সংগ্রহ | শ্রীজয়গোপাল তর্কালঙ্কারকর্তৃক | সংগৃহীত | শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইল। | সন ১২৪৫ সাল। |

ইহার "ভূমিকা"র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

এই ভারতবর্ষে প্রায় নয় শত বৎসর হইল যবন সঞ্চার হওয়াতে তৎসমভিব্যাহারে যাবনিক ভাষা অর্থাৎ পারসী ও আরবীভাষা এই পুণ্যভূমিতে অধিষ্ঠান করিয়াছে অনন্তর ক্রমে যেমন যবনেরদের ভারতবর্ষাধিপত্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল তেমন রাজকীয় ভাষা বোধে সর্বত্র সমাদর হওয়াতে যাবনিক ভাষার উত্তরোত্তর এমত বৃদ্ধি হইল যে অন্য সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপনি বর্দ্ধিষ্ণু হইল এবং অনেক অনেক স্থানে বঙ্গভাষাকে দূর করিয়া স্বয়ং প্রভুত্ব করিতে লাগিল বিষয় কর্ম্মে বিশেষত বিচারস্থানে অন্য ভাষার সম্পর্কও রাখিল না তবে যে কোন স্থলে অন্য ভাষা দেখা যায় সে কেবল নাম মাত্র। সুতরাং আমারদের বঙ্গভাষার তাদৃশ সমাদর না থাকাতে এইক্ষণে অনেক সাধুভাষা লুপ্তপ্রায়া হইয়াছে এবং চিরদিন অনালোচনাতে বিস্মৃতিকূপে মগ্না হইয়াছে যদ্যপি তাহার উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য তথাপি আমি বহুপরিশ্রমে ক্রমে ক্রমে শব্দ সঙ্কলন করিয়া সেই বিদেশীয় ভাষাস্থলে স্বদেশীয় সাধু ভাষা পুনঃ সংস্থাপন করিবার কারণ এই পারসীক অভিধান সংগ্রহ করিলাম।

ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে স্বকীয় ভাষার মধ্যে কত বিদেশীয় ভাষা লুক্কায়িতা হইয়া চিরকাল বিহার করিতেছে এবং তাঁহারা আর বিদেশীয় ভাষার অপেক্ষা না করিয়াই কেবল স্বদেশীয় ভাষা দ্বারা লিখন পঠন ও কথোপকথনাদি ব্যবহার করিয়া আপ্যায়িত হইবেন এবং স্বকীয় বস্তু সত্বে পরকীয় বস্তু ব্যবহার করাতে যে লজ্জা ও গ্লানি তাহাহইতে মুক্ত হইতে পারিবেন এবং প্রধান ও অপ্রধান বিচারস্থলে বিদেশীয় ভাষা ও অক্ষর ব্যবহার না করিয়া স্বস্ব দেশ ভাষা ও অক্ষরেতেই বিচারীয় লিপ্যাদি করিতে সম্প্রতি যে রাজাজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে তাহাতেও সম্পূর্ণ উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

এই গ্রন্থে প্রায় পঞ্চশতাধিক দ্বিসহস্র চলিত শব্দ অকারাদি প্রত্যেক বর্ণক্রমে সূচী করিয়া বিন্যস্ত করা গিয়াছে ইহার মধ্যে পারসীক শব্দই অধিক কচিৎ আরবীয় শব্দও আছে…।

(৮) **বঙ্গাভিধান।** ইং ১৮৩৮ (?)

২৫ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' এই বাংলা-ইংরেজী অভিধান সম্পর্কে নম্নাংশ মুদ্রিত হইয়াছে :—

বঙ্গাভিধান।—স্বস্তি সমস্ত বিজ্ঞ মহাশয়েরদের বিজ্ঞাপন কারণ আমার এই নিবেদন। বঙ্গভূমি নিবাসি লোকের যে ভাষা সে হিন্দুস্থানীয় অন্য২ ভাষা হইতে উত্তমা যে হেতুক অন্যভাষাতে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক অত্যল্প কিন্তু বঙ্গ ভাষাতে সংস্কৃতভাষার প্রাচুর্য্য আছে বিবেচনা করিলে জানা যায় যে বঙ্গভাষাতে প্রায়ই সংস্কৃত শব্দের চলন যদ্যপি ইদানীং ঐ সাধুভাষাতে অনেক ইতর ভাষার প্রবেশ হইয়াছে তথাপি বিজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা পুর্ব্বক কেবল সংস্কৃতানুযায়ি ভাষা লিখিতে ও তদ্দারা কথোপকথন করিতে চেষ্টা করিলে নির্ব্বাহ করিতে পারেন এই প্রকার লিখন পঠন ধারা অনেক প্রধান২ স্থানে আছে। এবং ইহাও উচিত হয় যে সাধু লোক সাধুভাষাদ্বারাই সাধুতা প্রকাশ করেন অসাধুভাষা ব্যবহার করিয়া অসাধুর ন্যায় হাস্যাস্পদ না হয়েন। অতএব এই বঙ্গভূমীয় তাবৎ লোকের বোধগম্য অথচ সর্ব্বদা ব্যবহারে উচ্চার্য্যমাণ যে সকল শব্দ প্রসিদ্ধ আছে সেই সকল শব্দ লিখনে ও পরস্পর কথাপকথনে হ্রস্ব দীর্ঘ ষত্ব ণত্ব জ্ঞান ব্যতিরেকে সংস্কৃতানভিজ্ঞ

বিশিষ্ট বিষয়ি লোকের মানসিক ক্ষোভ সদা জন্মে তদ্দোষ পরিহারার্থ বঙ্গভাষা সংক্রান্ত সংস্কৃত শব্দ সকল সংকলনপূর্ব্বক (বঙ্গাভিধান) নামক পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।…

এই গ্রন্থের বিশেষ সৌষ্ঠবার্থ এক দিকে তত্ত্বদর্থক ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষারও বিন্যাস করা গেল তাহাতে ইঙ্গলণ্ড ভাষা ব্যবসায়ি লোকেরদের উভয় পক্ষেই মহোপকার সম্ভাবনা আছে…। শ্রীজয়গোপালশর্ম্মণঃ।

ইহা ছাড়া ১৮৩৪ সনে গঙ্গাদাসের 'ছন্দোবিবৃতিঃ' (পৃ. ৩১) ও চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্যের 'বৃত্তরত্নাবলী' (পৃ. ১৫) জয়গোপাল প্রকাশ করিয়াছিলেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ দ্রষ্টব্য)।

বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে দেবনাগর অক্ষরে 'শ্রীমহাভারত' প্রকাশিত হয়, তাহার তৃতীয় খণ্ড যে তিন জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "পরিশোধিত" হইয়া ১৮৩৭ সনে বাহির হয়, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন।

১৩ এপ্রিল ১৮৪৬ তারিখে ৭৪ বৎসর বয়সে জয়গোপাল পরলোকগমন করেন।* মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল ; তাঁহার স্থলে সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন।

জয়গোপাল সম্বন্ধে ইহার অধিক সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতের উল্লেখ পাইয়াছি, কিন্তু বইখানি দেখিবার সুবিধা হয় নাই। বইখানি—বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত '৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনচরিত' (পৃ. ১০, ১৩০৮)।

* "I have the honor to report the death of Joy Gopal Tarkalankar, the Professor of Sahitya at this Institution on the 13th April last."—Letter dated 5 May 1846 from Russomoy Dutt, Secretary, Sanscrit College, To the Secretary, Council of Education.

রামকৃষ্ণের শিবায়ন

শ্রীপাঁচুগোপাল রায়

রামকৃষ্ণের শিবায়ন নবাবিষ্কৃত না হইলেও ইহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় নাই। ইহার যে খণ্ডিত পুথি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট ছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ডে) কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন। কাজেই সম্পূর্ণ পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিতেছি।

শিব-কীর্ত্তি-গাথা গাহিয়া যে সকল কবি তাঁহাদের লেখনী পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, রামকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্যতম। কবির নিবাস রসপুর গ্রামে। ইহা হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতা থানার মধ্যে—হাওড়া আমতা লাইট রেলওয়ের আমতা ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তরে দামোদর নদের বাম তীরে অবস্থিত। কবির পূরা নাম রামকৃষ্ণ রায়। কবির পিতা শ্রীকৃষ্ণ এবং পিতামহ যশশ্চন্দ্র রায়। কবির মাতার নাম রাধাদাসী। তিনি ছিলেন কাশ্যপগোত্রীয় দেব উপাধিবিশিষ্ট। তিনি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

পিতামহ রায় যশশ্চন্দ্র মহামতি।
তাঁর পদাম্বুজে মোর অশেষ ভকতি॥
পিতামহী বন্দিলাঙ নাম নারায়ণী।
সরস্বতী বন্দিলাঙ তাঁহার সতিনী॥
মাতামহ বন্দিলাঙ নাম স্বর্য্য মিত্র।
তেয়জ কুলীন তিঁহো পবিত্রচরিত্র॥
পিতা কৃষ্ণ রায় বন্দো সর্ব্বশাস্ত্রে ধীব।
যাঁহার প্রসাদে এই মনুষ্যশরীর॥
মাতা রাধাদাসীর চরণে দণ্ডবত।
যাঁর গর্ব্ভবাস হৈতে দেখিল জগত॥
কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ি বংশেতে উৎপত্তি।
গোত্র কাশ্যপ আমার দেবতা প্রকৃতি॥
নিবাস বন্দিনু আমি রসপুর দেশ।
এত দূরে ভাই রে বন্দনা হৈল শেষ॥

কবির উপাধি ছিল কবিচন্দ্র। তাঁহার ভণিতায় পাই :—

কবিচন্দ্র রচিলা সঙ্গীত শিবায়ন।
ভক্ত নায়কে দয়া কর পঞ্চানন॥

অন্যত্র—

কল্পমুখে কমলে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
শিবায়ন গীত কবিচন্দ্রের ভারতী॥

এইরূপ অনেক ভণিতা আছে। কিন্তু এই উপাধি কোন্ সময় কাহার দ্বারা প্রদত্ত, তাহা কাব্যের কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

রামকৃষ্ণ কাব্যের রচনা-কালের উল্লেখ কোথাও করেন নাই। তবে তিনি যে শুভ দিন দেখিয়া তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন,—

দিবাভাগে পৌর্ণমাসী কৃষ্ণা প্রতিপদ নিশি
আরম্ভ করিব শুভ ক্ষণে।
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশ তিথি দীপমালা দিয়া ব্রতী
সংপ্রদা সহিত জাগরণে॥

রামকৃষ্ণের দুই বিবাহ ; প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ছয় এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহাতে মনে হয়, তিনি স্বল্পায়ুঃ ছিলেন না। কিম্বদন্তী এই যে, তিনি বর্দ্ধমান-রাজসরকারে কোন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ মহারাজার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলে মহারাজ তাঁহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। তিনি ১০৯১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৬৮৪) ঐ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। জগন্নাথের সাত পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দপ্রসাদও জগন্নাথের মৃত্যুর পর ১১০০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৬৯৩) উক্ত মহারাজের নিকট কিছু ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। যদি জগন্নাথের মৃত্যু ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে এবং পরমায়ুঃ পঞ্চাশ বৎসর ধরা হয়, তাহা হইলে ১৬৪৩ (১৬৯৩-৫০) খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পুরুষে গড়ে পঁচিশ বৎসর ধরিলে রামকৃষ্ণের জন্ম ১৬১৮ (১৬৪৩-২৫) খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ধরিয়া লইলে বিশেষ ভুল হইবে না।

কবি তাঁহার কাব্যের শেষাংশের দিকে তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র জগন্নাথ ও বলরামের কল্যাণ কামনা করিয়া গিয়াছেন,—

কবিচন্দ্র গায় এ সত্য সভায়
প্রসন্ন হইবে দেবী।
জগন্নাথ রায়ে রক্ষিবে সদায়ে
যেন হয় চিরজীবি॥

অন্যত্র—

রামকৃষ্ণ দাস গায় গীত শিবায়ন।
বলরামে কল্যাণ করিবে ত্রিলোচন॥

কবি যে সময়ে তাঁহার কাব্য শেষ করেন, সে সময়ে তাঁহার দুইটি মাত্র পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যদি তখন অন্য কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তাহা হইলে তিনি সম্ভবতঃ তাহারও কল্যাণ কামনা করিয়া লিখিতেন অথবা অন্য কোন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলেও তখনও তাহার নামকরণ হয় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামকৃষ্ণ তাঁহার বয়সের প্রথমার্দ্ধে অর্থাৎ প্রায় ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই শিবায়নের রচনা শেষ করেন।

শিবায়নের যে পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মূল গ্রন্থ হইতে অনুলিখিত। উহা ১১৩৩ বঙ্গাব্দে লিখিত হইয়াছিল। পুথিখানি তুলট কাগজে লেখা এবং উহার ২৪১ খানি পাতা। এক একখানি কাগজ দুই ভাঁজ করিয়া এক পৃষ্ঠায় লিখিত। প্রত্যেক পৃষ্ঠা ১´—১´´ দীর্ঘ এবং ৪½´´ ইঞ্চ প্রস্থ। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রায় আটটি করিয়া সারি, নয় বা দশ সারিও কোন কোন পৃষ্ঠায় দেখা যায়। পুথিখানি পঁচিশটি পালায় বিভক্ত। পালার কোন নামকরণ না থাকিলেও প্রত্যেক পালার শেষে "পালা সাঙ্গ" লিখিত আছে। কবি পুরাণাদি নানা শাস্ত্রের সারাংশ গ্রহণ করিয়া শিবায়ন লিখিয়াছেন।

শুনিনু দর্শন ছয় বেদশাস্ত্রে যত কয়
অষ্টাদশ পুরাণ ভারত।
বাল্মিকাদি মুনিবর বেদব্যাস পরাশর
ভিন্ন ভিন্ন সভাকার মত॥
আপনার মনোরথে নানা পুরাণের মতে
বিরচিল পাঁচালি প্রবন্ধ।

কাব্যের প্রথম পালা সৃষ্টিবিষয়ক। ইহাতে দেবতা, গুরুজন বন্দনা এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে।

ঈশ্বর জনক মায়া মাতা।
পাইল অন্তরে বোধ সকলশাস্ত্র নির্বিরোধ
ইথে নাহি অনেকবাক্যতা॥
এক ব্রহ্ম সনাতন নিরাকার নিরঞ্জন
নিত্য নির্গুণ নির্বিকার।
নাহি তার হ্রাস বৃদ্ধি শক্তি জন্মাইল বুদ্ধি
ইচ্ছা হৈল সৃজিতে সংসার॥
আদি সঙ্গে তেজোময় বর্ণ বিশ্ব অনির্ণয়
নির্ম্মল নিগূঢ় সুপ্রকাশ।
এক বিনে নাহি অন্য নহে স্থূল নহে শূন্য
নহে নীর সমীর হুতাশ॥
সগুণা হইলা শিব সকল ভূতের জীব
শরীর ধরিতে অভিলাষ।
সর্ব্বত্র বদন দৃষ্ট নাহি অধো উর্দ্ধ পৃষ্ঠ
নাহিক অম্বর পরকাশ॥
নহে তনু পরমিত তথিতে না হৈত প্রীত
সংহারিল অদ্ভুত আকার।
গম্ভীর সুস্থির তেজে সেই আগুনের মাঝে
হৈল পঞ্চ ভূতের সঞ্চার॥

দ্বিতীয় পালায় দক্ষের কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ প্রভৃতি, তৃতীয় পালায় কালভৈরবের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মহত্যার পাপ খণ্ডাইতে কালভৈরবের তীর্থভ্রমণ প্রভৃতির বর্ণনা

আছে। চতুর্থ পালায় দক্ষের যজ্ঞের উদ্যোগ। দক্ষ শিবের প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া, তাঁহাকে বাদ দিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে মনস্থ করিলেন। নারদের নিকট গোপনে সেই সংবাদ পাইয়া সতীর যজ্ঞ দর্শনের ইচ্ছা হইল। তখন সতী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য মহাদেবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন,—

মন্দ মন্দ গতি যোড় করে সতী
দাণ্ডাএ পতির পাশে।
দেখিয়া ঈশ্বর পুছিলা উত্তর
সতী প্রতি পরিহাসে॥
শুন সুবদনী আমি মনে জানি
হারিয়াছি তিন গুণে।
জিনিএাছ পাশা কিবা কর আশা
কোন বর চাহ মনে॥

সতী তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর :—

শুনি ত্রিলোচন জানি মনে মন
হাসিয়া করিলা উক্তি।
নিমন্ত্রণ বিনে উৎসবের দিনে
যাইতে না হয় যুক্তি॥
প্রিয়ে না বল এ সব বোল।
পতি পরিহরি পতিব্রতা নারী
না চাহে মায়ের কোল॥

শিবের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া সতী দক্ষালয়ে গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সতীর পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু দক্ষ শিবের উদ্দেশে নানাপ্রকার কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া,—

বাপের বদনে শুনি বল্লভার গালি।
সত্যবতী দিল দুই শ্রবণে অঙ্গুলী॥
না বল না বল বাপা বিরূপ ঈশানে।
বোল দুই চারি মাত্র শুনিলাঙ কানে॥
যত প্রতারণা তুমি করিছিলে পূর্ব্বে।
প্রত্যয় না ছিল তাহা শুনিলাঙ ইবে॥
এত নিষ্ঠুর নাঞি বলি নিজ পরে।
জামাতা দুষনি হইলে শ্বশুরে সম্বরে॥
কন্যাদান করিয়া বিচার কর দোষ।
উচিত না ছিল এত করিতে আক্রোশ॥
হয় নয় বলিবেন এই দেবসভা।
এত যদি জান আমা কেন দিলে বিভা॥

সতী দেহত্যাগ করিলেন। সতীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া শিব দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিলেন।

৬ষ্ঠ পালায় ময় তারকের উপাখ্যান। ময় তারকের উপদ্রবে দেবতারা অস্থির হইয়া পড়িলেন। শিবের পুত্র ভিন্ন তারককে বধ করিবার আর কাহারও শক্তি নাই। শিব গভীর তপে নিমগ্ন। এ দিকে সতী হিমালয়ের গৃহে গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মদন শিবের তপ ভঙ্গ করিতে যাইয়া ভস্মীভূত হইলেন। গৌরী কঠোর তপস্যা দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিতে মনস্থ করিয়া আপনার সঙ্কল্প পিতামাতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। মেনকা গৌরীকে নিষেধ করিয়া কহিলেন,—

তনু তোর যেন কাঁচ···
রৌদ্রে মিলাবে হেন জানি ॥
স্বভাবে তুমি সে কমলিনী।
হিমপাতে হারাবে পরাণী ॥
তপেরে না যাইয় মা গ উমা।
গলায় বান্ধিয়া থাকো তোমা ॥
বনে যাবে কেমন সাহসে।
কি বুদ্ধি জন্মিল তোর বাপে।
কি লাগি পাঠায় তোমা তপে ॥
শিবের কঠিন বড় সেবা।
সেবাতে থামাতে পারে কেবা ॥
বর কি নাহিক ত্রিভুবনে।
তপস্যা করিবে কি কারণে ॥
বয়স দেখিয়া দিব বরে।
বসাইব অদরিদ্র ঘরে ॥
রামকৃষ্ণ দাস বিরচনে।
অম্বিকা নিষেধ না মানে ॥

সপ্তম ও অষ্টম পালায় গৌরীর তপোবর্ণন ও পুষ্পচয়ন উপাখ্যান। গৌরী তপস্যা করিতে বনে গেলেন। বন হইতে ফল পুষ্পাদি চয়ন করিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করেন। এক দিন গৌরী শিবের উদ্যানে পুষ্প চয়নে গিয়াছেন, এমন সময় শিবের অনুচরেরা আসিয়া তাঁহাকে বাধা প্রদান করিল। অনুচরগণ শিবের নিকট যাইয়া পুষ্পচয়নকারিণীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছে,—

অমরনাথ, মালঞ্চে দেখিল কমলিনী।
সুন্দর কনককান্তি কুঙ্কুম কুসুম ভ্রান্তি
কি বর্ণিব সে বরবর্ণিনী ॥
ভ্রূযুগ কামান জনু অতনু লুকাইল ধনু
সম তাহে পাইয়া পরাভব।
নাসিকা গঠন দেখি লজ্জিত গরুড় পাখী
অভিমানে ভজিল মাধব ॥

নেত্র দেখি ইন্দীবর প্রবেশিল সরোবর
কুরঙ্গিনী শৃঙ্গী নাহি বহে।
শফরী প্রবেশ জলে খঞ্জন উড়িয়া বুলে
কথোকালে দেশে নাহি রহে॥
ওষ্ঠ অধরের ছবি উপমিতে নাহি ভুবি
মাণিক্য না দেই তেঞি দেখা।
বিম্বফল লজ্জা পাই না হইল চিরস্থাই
বিদ্রুম হরিল পত্র শাখা॥
দেখিয়া দশনপংক্তি মুক্তা আশ্রাইল শুক্তি
দাড়িম ফাটিল অভিমানে।
উপমা না পাইয়া হীরা প্রবেশ করিল শিলা
কেহ নহে তাহার সমানে॥

নবম পালায় শিবের বিবাহোদ্যোগ উপাখ্যান। দশম পালায় কুমারের জন্ম ও মহিষ বধোপাখ্যান। একাদশে শিবের বিবাহোপাখ্যান। এই প্রসঙ্গে কবি প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে রাঢ় দেশের বিবাহপদ্ধতির একখানি সুস্পষ্ট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। শিব বিবাহ করিতে ছান্তালায় দাঁড়াইয়াছেন, বরকে দেখিয়া রমণীরা পরিহাস করিতেছেন,—

দোজবর্যা বরে সই কিছু নহে হারা।
উর্দ্ধমুখে আছে চক্ষে দেখিবেক তারা॥
মোরা নাহি যাব কেহ বরের নিকট।
চৌদিকে চরায় চক্ষু চাহে কটমট॥
আইয় বলে হের দেখ নারদের নাট।
উঠানে দাণ্ডাল্য বর যেন ইন্দ্রকাঠ॥
বরিব বার্দ্ধক বর বল কোন সুখে।
সুতনি খুজিবে রাণী কোন কোন মুখে॥
কও হাতে অঞ্জন পরাবে একদিঠে।
হাত বাড়াইয়া পাব যদি উঠ উটে॥

ত্রয়োদশ পালায় বাসরোপাখ্যান। বিবাহ শেষ হইবার পর বাসরঘরে যাইবার সময় অরুন্ধতী, তারা প্রভৃতি দেববালারা সতীকে উপদেশ দিলেন ;—

বৃদ্ধ বা দরিদ্র জড় যদি হয় পতি।
কন্দর্পসমান দেখে সেই নারী সতী॥
কোপদৃষ্টে স্বামী যদি চাহে মনোদুঃখে।
পতিব্রতা পতিরে সম্ভাষে হাস্যমুখে॥
গুরুর গঞ্জনা নাঞি সতন্তর ঘর।
শাশুড়ী ননদ নাঞি শ্বশুর দেবর॥
সকল প্রকারে তুমি জানাইবে শীল।
স্বামী ছাড়া কোথাও না যাবে এক তিল॥

কার্য্যকালে দাসীর সমান পতিব্রতা।
ভোজন সমএ স্নেহ করে যেন মাতা॥
শয়নে বেশ্যার ভাব বিপত্তে মন্ত্রিনী।
সুস্ত্রীর লক্ষণ এই শুন গ ভবানী॥

বাসরগৃহে গমনকালে কবি উমার অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন,—

আজু রাজকুমারী গৌরী নবসমাগমশঙ্কিনী।
চলি দুই পদ চারি যাএ
চমকি চহে আই মাএ
ঝমরু ঝমরু নূপুর পাএ
রুণু ঝুণু কটিকিঙ্কিণী॥
সাজিল গৌরী সখী সমাঝ
ভবন মাঝ শশী বিরাজ
পথে অকারণ করহ ব্যাজ
চরণে মন্দ গামিনী।
কেহ করে ধরি করএ অঙ্ক
কেহ কেহ কহে এহ কলঙ্ক
পতি প্রতি কেন বদন বঙ্ক
অভিসার বর কামিনী॥
উরু ধুকধুকি ঘন নিঃশ্বাস
সজল নয়ন করুণ ভাষ
নিশি না যাইব প্রভু পাশ
অপসর কর যামিনী॥

* * *

চতুর্দ্দশ পালায় শিবদুর্গার কৈলাস যাত্রার বর্ণনা। গৌরী সন্তর্পণে শিবসম্ভাষণে যাইতেছেন, তাঁহার সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া শিব গৌরীকে বলিতেছেন,—

আচ্ছাদন কর যদি শোভা।
তবে কুন্তলে পরিলে কেন গাভা॥
সম্মুখে না দেও যদি দেখা।
তবে বিফল তিলকালক লেখা॥
সুধামুখী বিমুখে বসিলে কার কোলে।
ঝাঁপি তনু রুচির নিচোলে॥
চাহ যদি নয়নের কোণে।
তবে অঞ্জনে রঞ্জিলে অকারণে॥
হাস যদি অধরে মুচকি।
তবে সুন্দর দন্তের কাজ কি॥
পুছিলে না কহ যদি কথা।
তবে বদনে রসনা বহ বৃথা॥

ইহার পর সমুদ্রমন্থন, বলি রাজা, অগস্ত্য ও সগর রাজা, গঙ্গা এবং ত্রিপুরের উপাখ্যান। একবিংশ পালায় দুর্গার কন্দলোপাখ্যান। এই পালায় সংসারের নানারূপ অভাব অভিযোগ লইয়া শিবের সহিত দুর্গার কলহ। দুর্গা শিবকে বলিতেছেন,—

শয়নে তোমার পাশে নিদ্রা নাহি হয় ত্রাসে
জটায় জলের কুলকুলি।
সাপের ফোঁ ফাঁস শুনি সাত পাঁচ মনে গুনি
পালাইতে পরম আকুলি॥
হস্তপদ যদি নাড়ি চামড়ার খড়খড়ি
শয্যে সাপ করে ইলিমিলি।
এমত সুখের শয্যা ইতে পতিপরিচর্য্যা
যদি করে নারী তারে বলি॥
ভোলানাথ, আমি যেই তেঁই সে সম্ববি।
অন্যে সহে হেন তাপ স্বামীরে বলিয়া বাপ
পলাইত হৈয়া দিগম্বরী

দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ পালায় যথাক্রমে তারক, শুক্র ও অন্ধক এবং পরশু-রামের উপাখ্যান। পঞ্চবিংশ এবং শেষ পালায় বাণ রাজার উপাখ্যান। বাণকে শিবের বরদান, পার্ব্বতীর নিকট উষার পতিলাভের বর প্রার্থনা প্রভৃতি এই পালায় বর্ণিত আছে। উষা এক দিবস স্বপ্নে আপনার অভীষ্ট স্বামীর দর্শন পাইলেন।

নীল মণিবর সম কলেবর
বদন চাঁদের আভা।
চাঁচর চিকুর ঢেউ থরে থর
লোচনে ফুলের গাভা॥
বিকচ কমল লোচন যুগল
উন্নত নাসিকা ভুরু।
বাহু সুবলিত আজানু লম্বিত
পরিসর উর উরু॥
উষা স্বপনে মেলিল নাথে।
পূরিল আরতি বঞ্চিল সুরতি
কামকুমারের সাথে॥

নিদ্রাভঙ্গের পর উষা স্বপ্নদৃষ্ট পতির বিরহে কাতর হইয়া পড়িলেন। সখী চিত্রলেখা তামসী বিদ্যায় পারদর্শিনী। তিনি আকাশমণ্ডলে থাকিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজা ও রাজপুত্রদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া উষাকে দেখাইলেন। উষা যাদববংশের অনিরুদ্ধকে স্বপ্নদৃষ্ট পতি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। চিত্রলেখা দ্ব্যর্থক উক্তিতে তাঁহার পরিচয় দিলেন,—

এহ ত তস্কর উষা নহে রাজবংশী।
রাজা দেশ নাহি নহে পৃথিবীর অংশী॥

স্ত্রীচোর বলিআ বংশের অপকীর্ত্তি।
দেশে না রহিতে দিল যত চক্রবর্ত্তী॥
জরাসন্ধ সার্ব্বভৌম মহারাজা কাশী।
খেদাড়িআ গোবিন্দে করিল সিন্ধুবাসী॥
গোয়ালা বলিয়া পিতামহের খেয়াতি।
বলিতে না পারি উষা চোর কোন জাতি॥
চোরের পিতার কথা শুন সাবধানে।
সম্বরের পুষ্ট পুত্র সর্ব্বলোকে জানে॥
জননী বলিআ যারে করিল সম্ভাষ।
তাহা লৈয়া মদনের মৈথুন বিলাস॥
নর্ত্তক হইআ বজ্রনাভের নগরে।
রহিল তাহার কন্যা গিয়া অন্তঃপুরে॥
তাহার তনয় এই অনিরুদ্ধ নাম।
কহিলাং যাদবগোষ্ঠীর গুণগ্রাম॥

উষা চিত্রলেখাকে অনিরুদ্ধের সহিত মিলন করাইতে অনুনয় করায়, চিত্রলেখা গোপনে অনিরুদ্ধকে উষার অন্তঃপুরে আনিলেন। তথায় তাহাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়া গেল। ক্রমে ইহা বাণ রাজার কর্ণগোচর হইলে বাণ অনিরুদ্ধকে নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। নারদের মুখে অনিরুদ্ধের দুর্দ্দশা শুনিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। যাদবদের সহিত বাণ রাজার যুদ্ধ হইল। শেষে শিবের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের বিবাদের অবসান হইয়া অনিরুদ্ধের সহিত উষার মিলন হইল।

কাব্যের মোটামুটি আখ্যানভাগ প্রদান করিলাম। রামকৃষ্ণের শিবায়ন তাঁহার সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নয়, বরং স্থানে স্থানে ইহার কবিত্বে ও মনোহারিত্বে উৎকৃষ্টই মনে হয়। রামকৃষ্ণ ও তাঁহার শিবায়নের প্রতি পণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই এই প্রবন্ধ লিখিবার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

জগদীশ পঞ্চানন

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

নবদ্বীপে প্রায় একই সময়ে জগদীশ নামে দুই জন গ্রন্থকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন—জগদীশ তর্কালঙ্কার ও জগদীশ পঞ্চানন। মহানৈয়ায়িক জগদ্‌গুরু জগদীশ তর্কালঙ্কারের দিগন্তবিশ্রুত কীর্ত্তি পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে এত দূর গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে যে, বর্ত্তমানে দ্বিতীয় জগদীশের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজে তাঁহার নাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় স্বয়ং জগদীশ পঞ্চাননের অধস্তন বংশধর হইয়াও সাধারণ সংস্কারবশতঃ নিজপূর্ব্বপুরুষরচিত একখানি গ্রন্থের রচনা তর্কালঙ্কারের স্কন্ধে আরোপ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ব্যতীত বোধ হয়, কোন প্রত্নবিৎ পণ্ডিত এযাবৎ উভয় গ্রন্থকারের পার্থক্য লক্ষ্য করেন নাই।[১] আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই দ্বিতীয় জগদীশের লুপ্ত কীর্ত্তি পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

জগদীশ পঞ্চানন বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অধিকাংশই টীকাগ্রন্থ। তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য—

১। **কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশ**। যদিও এই টীকাগ্রন্থ বর্ত্তমানে বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে, তথাপি ইহা বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া বুঝা যায় না। ইহার একটিমাত্র সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং লোকলোচনের প্রায় অগোচরে নবদ্বীপে সযত্নে রক্ষিত আছে। ইহার প্রারম্ভাংশ ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল—[২]

১। J. A. S. B., 1915. p. 282. স্বর্গত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয়ও উভয়ের পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন—নব্যভারত, ১২৯৪, পৃঃ ৫৭৬। পক্ষান্তরে নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ নবদ্বীপ-মহিমা (১ম সং, পৃঃ ৭২) প্রভৃতি গ্রন্থে, শব্দশক্তিপ্রকাশিকার ভূমিকায় (কাশী সং,পৃঃ ১), কাব্যপ্রকাশের টীকাকার বামনাচার্য্য ঝলকীকার এবং সর্ব্বশেষে ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়ও, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্পষ্ট নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া, কাব্যপ্রকাশের টীকা "নৈয়ায়িক" জগদীশ রচিত বলিয়াই খ্যাপন করিয়াছেন। (কাব্যপ্রকাশ, কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ, ভূমিকা পৃঃ ১)।

২। নবদ্বীপগৌরব গোলোকনাথ ন্যায়রত্ন ও তৎপুত্র হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই অতিদুষ্প্রাপ্য পুথির অধিকারী ছিলেন: Mitra: *Notices of Sans.* Mss. No. 16 51. বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ এবং গোলোক ন্যায়রত্নের স্বহস্ত-লিখিত অন্যান্য বহু গ্রন্থ নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান নৈয়ায়িক শ্রীযুত প্রাণগোপাল তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। শ্রদ্ধেয় তর্কতীর্থ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থরাজি পরীক্ষা করিয়া দেখার সুযোগ দিয়া আমাদিগকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

নিদ্রাণেব মদৈকমুদ্রিতমতৌ পুষ্পায়ুধে সায়ুধে
প্রীতেবাপিতলোচনাম্বুজবলৌ চক্রায়ুধেঽনায়ুধে।
সৈবাসীৎ কুপিতেব কিঞ্চ জগতাং বিদ্রাবণে রাবণে
শম্ভোঃ কাপি কৃপা দৃগন্তকলিতা জীয়াদবিন্তামদং॥
সম্প্রতি বমতিপ্রীত্যৈ শ্রীজগদীশদ্বিজো ধীমান্।
কাব্যপ্রকাশস্তোৌ সরসরহস্যং প্রকাশয়তি॥

শেষাংশ,--

শ্রীঃ। বালে ত্বং কিমু কাতরাসি পিশুনব্যালাবলীব্যাহতো
হা মাতঃ সবনৌষধিব্যতিকরে কস্মাদসৌ ব্যাহতিঃ।
তৎ কিং হন্ত তদোষধং প্রতিপদং মা গাস্তদীয়াস্পদং
তেষাস্তদ্বিষপূর্ণকর্ণকুহরে কোপীচ্ছয়া গচ্ছতি॥

ইতি শ্রীজগদীশপঞ্চাননভট্টাচার্যাকৃতে কাব্যপ্রকাশরহস্যপ্রকাশেঽর্থালঙ্কারনিরূপকো দশমোল্লাসঃ সমাপ্তঃ॥ শ্রীঃ॥

কন্দর্পং দহতে বিধুঞ্চ বহতে ভাগীরথীং বিভ্রতে
মৃত্যুং বারয়তে বিষং বশয়তে ব্রহ্মাণমুচ্ছাসতে।
বাণং বর্দ্ধয়তে বৃষং কলয়তে দক্ষাধিমাতন্বতে
পাপং পণ্ডয়তে জগন্নটয়তে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥
শাকে রন্ধ্রাদ্রিবাণক্ষিতিপরিগণিতে মাঘমাসে নবম্যাং
পক্ষে চৈবাবলক্ষে গ্রহপতিদিবসে জীবযুগ্যুগ্মলগ্নে।
ন্যায়ালঙ্কারধীরো নিজগুরুরচিতং পুস্তমেতৎ সমস্তং
স্বীয়ং স্বীয়াঙ্গনস্থো বালিশদনলসোঽধ্যাপনার্থং সুখেন॥
শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৭৯।— (১৮৫ খ পত্র) ৩

জগদীশের প্রমাণপঞ্জী রিক্তপ্রায়—চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী (১ পত্র) এবং চণ্ডীদাস (১১৬ ও ১২১ পত্র দ্রষ্টব্য) ব্যতীত অন্য কোন টীকাকারের নামোল্লেখ নাই। মাত্র এক স্থলে (১১৫খ পত্রে) দেবনাথের পঙ্ক্তি উদ্ধৃত পাওয়া যায়—তিনি সম্ভবতঃ কাব্য-কৌমুদীকার প্রসিদ্ধ মৈথিল পণ্ডিত দেবনাথ তর্কপঞ্চানন। পাদটীকায় জগদীশকর্ত্তৃক খণ্ডিত এক অজ্ঞাতনামা সমসাময়িক টীকার সন্দর্ভ গবেষণাযোগ্য বোধে উদ্ধৃত হইল।[৪] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, জগদীশের মতে কাব্যপ্রকাশের কারিকাকার মম্মটভট্ট নহেন, পরন্তু ভরত ঋষি।

৩। ১৫৭৯ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণা নবমী বস্তুতই রবিবারে ছিল—১৭ জানুয়ারি ১৬৫৮ খ্রীঃ = ১৯ মাঘ, রবিবার, কৃষ্ণা নবমী প্রায় ৪২।৪৩ দণ্ডব্যাপী ছিল। এই প্রতিলিপির ২৬ক পত্রের এককোণে "শ্রীমথুরেশ" লেখা আছে। সুতরাং "মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কার"ই এই পুথির লেখক এবং জগদীশ পঞ্চাননের অন্যতম ছাত্র ছিলেন। এই পুথিরই সহচর অপর একটি পুথি "শ্রাদ্ধচিন্তামণি" (L. 1650) এক্ষণে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুথিশালায় রক্ষিত আছে—তন্মধ্যে ১০৪৬ সন ২০ আশ্বিন তারিখের (১৬৩৯ খ্রীঃ) একটি দলীল পাওয়া গিয়াছে, খাতক "শ্রীমথুরেশ ন্যায়ালঙ্কার"। (*Descr. Cat., Sans. mss., A. S. B., Vol. III, p. 89*) উভয় ন্যায়ালঙ্কার অভিন্ন সন্দেহ নাই।

৪। এতেন কুণ্ডলত্বজাতিবোধকাৎ কুণ্ডলপদাদশক্যাপি শ্রবণযোগ্যতা স্যা......র্য্যতে অতস্তত এব শ্রবণ-যোগ্যতালাভে শ্রবণপদমধিকমিত্যধিকপদদোষোদ্ধার এবাত্র কৃত ইতি পণ্ডিতম্মন্যপ্রলপিতমপাস্তম্" (সপ্তমোল্লাস, ১২২ খ পত্র)।

২। **শ্রাদ্ধবিবেকটীকা**—এই গ্রন্থও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। পূর্ব্বস্থলীনিবাসী স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় তদীয় "স্মৃতিসিদ্ধান্ত" গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃঃ ৯-১০ ও ৫৪) সর্ব্বপ্রথম ইহার বচন উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,—জগদীশ "তর্কালঙ্কার"কৃত এই টীকা শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তিনী এবং ইহা অসম্পূর্ণ বিধায় সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের সর্ব্বশেষ রচনা। ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের বিপুল পুথিসংগ্রহমধ্যে এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। তদীয় অধ্যাপক পূর্ব্বস্থলীনিবাসী নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের ভ্রাতৃবংশধর দুর্গাদাস ন্যায়রত্নের নিকট ইহার যে প্রতিলিপি ছিল, তাহাই ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের উপজীব্য। উক্ত প্রতিলিপি বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য, তবে ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের উক্তি হইতে বুঝা যায়, ইহা খণ্ডিত ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলালের বর্ণিত পুথিও (L.2080) খণ্ডিত। আমরা বহু অনুসন্ধানের পর নবদ্বীপ জোড়াবাড়ীর স্বর্গত শশিভূষণ স্মৃতিরত্নের নিকট রক্ষিত একটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।[৫] ইহাও খণ্ডিত এবং দ্বিপিতৃকশ্রাদ্ধপ্রকরণারম্ভ পর্য্যন্ত লিখিত। গ্রন্থারম্ভ এই :—

প্রণম্য নিত্যাং ত্রিপুরাং ত্রিনেত্রাং শ্রীচক্রবাজপ্রবরং তথৈব।
মনোহরশ্রাদ্ধবিবেকরত্নৈরেবার্থমেব (?) প্রকটীকরোতি॥
শ্রীমতা জগদীশেন স্মৃতিতত্ত্ব (?) বিজানতা।
শূলহস্তকৃতগ্রন্থনিকর্ষার্থোঽত্র কথ্যতে॥[৬]

এই গ্রন্থে পূর্ব্বটীকাকারগণের মত উদ্ধৃত হইলেও কোথায়ও নামোল্লেখ নাই। মলমাসপ্রকরণের একটি স্থল উল্লেখযোগ্য :—

"মীনস্থেতি লক্ষণমিদং ক্ষয়মাসাব্যাপকং বদন্তীত্যনেনাস্বরসো দর্শিতঃ। তথা হি দ্বিষষ্ট্যধিকচতুর্দ্দশশতশকাব্দে শুক্লপ্রতিপদি ধনুঃসঞ্চারঃ অমাবাস্যায়াঞ্চ মকরসঞ্চারঃ, তস্য চ মাসস্য বৃশ্চিকস্থরবিপ্রারব্ধত্বেন মার্গশীর্ষত্বাৎ তৎপরস্য চ মাসস্য মকরস্থরবিপ্রারব্ধত্বেন মাঘত্বাৎ ধনুঃস্থরবিপ্রারব্ধমাসাভাবাৎ পৌষলোপঃ স্যাৎ। অস্ত্বেবমিতি চেন্ন তদ্বর্ষমধ্যে তন্মাসবিহিততিথিকৃত্যসাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধাদীনাং লোপঃ স্যাৎ তদা চ প্রতিসাম্বৎসরিকবিধিবাধাপত্তেঃ।" (৩১ খ পত্র)।

উদ্ধৃত শকাব্দ ১৪৬২ (১৫৪০ খ্রীঃ) ও ক্ষয়মাসঘটিত ব্যবস্থা গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য-বিরচিত শ্রাদ্ধবিবেকের "অর্থকৌমুদী" টীকা হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।[৭]

৫। স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের পুত্র মুঙ্গের জামালপুরপ্রবাসী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি এস্‌সি মহাশয় যত্নপূর্ব্বক এই গ্রন্থ এবং এতদ্ভিন্ন কতিপয় দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পুথির পত্রসংখ্যা ৫১ এবং লেখা প্রায় ২০০ বৎসর প্রাচীন।

৬। রাজেন্দ্রলাল-বর্ণিত পুথির পাঠ উভয় শ্লোকেই কিঞ্চিৎ বিভিন্ন :—

"মনোহরশ্রাদ্ধবিবেকগ্রন্থভাবার্থদীপং প্রকটীকরোতি।"

"শূলহস্তকৃতগ্রন্থে ক্রিয়তে কৌশলং কিয়ৎ।"

৭। গোবিন্দানন্দের শ্রাদ্ধবিবেকটীকা সুপ্রাপ্য নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে ইহার একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (২০২ সং সংস্কৃত পুথি)—তাহার ৬২ক পত্র দ্রষ্টব্য। এই টীকা তাঁহার মূল গ্রন্থ শ্রাদ্ধকৌমুদী, শুদ্ধিকৌমুদী ও সম্বৎসরকৌমুদী প্রভৃতির পরে রচিত এবং এক স্থলে স্বরচিত একটি অজ্ঞাতপূর্ব্ব গ্রন্থের উল্লেখ আছে—"মদীয়জ্যোতিঃকৌমুদ্যাং জ্ঞেয়ং" (৬৪খ)।

এই সন্দর্ভের ভাষা হইতে প্রতিপন্ন হয়, গোবিন্দানন্দ ঘটনার পূর্ব্বেই টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

পুষ্পিকার অভাবে এ স্থলে জগদীশের উপাধি বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকিয়া যায়, কিন্তু ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের সংস্কার যে ভ্রান্ত, তাহা মঙ্গলাচরণশ্লোক হইতে এবং "স্মৃতিতত্ত্বং বিজানতা" বিশেষণ হইতেই প্রতিপন্ন করা যায়; নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার শাক্তও ছিলেন না, স্মার্ত্তও ছিলেন না। পক্ষান্তরে জগদীশ পঞ্চানন উভয়ই ছিলেন, তাহার প্রমাণ ক্রমশঃ ব্যক্ত হইবে।

৩। **আনন্দলহরীস্তবরহস্যপ্রকাশ** : এই গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য নহে। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে ইহার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি রক্ষিত আছে—লিপিকাল ১৫৭০ শক ২২ চৈত্র। নবদ্বীপের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের গ্রন্থাগারে একটি প্রাচীনতর পুথি আছে, তাহার পুষ্পিকা এই :—

"ইতি শ্রীজগদীশপঞ্চাননভট্টাচার্য্যবিরচিতানন্দলহরীস্তবরহস্যপ্রকাশঃ সম্পূর্ণঃ॥ শ্রীরাজীবন্যায়ালঙ্কারস্য পুস্তকমিদং॥ শকাব্দাঃ ১৫৬২" (৫৮ ক পত্র)

গ্রন্থারম্ভে আছে :—

শঙ্করচরণসরোজং শ্রীজগদীশদ্বিজো নত্বা।
শঙ্করকবিবরসূক্তৌ সরসরহস্যং প্রকাশয়তি॥

৪। **মহিম্নঃস্তবরহস্যপ্রকাশ** : ইহাও সুপ্রাপ্য। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত পুথির তারিখ ১৫৭০ শক ১৫ চৈত্র। এই টীকার বিশেষত্ব—ইহাতে প্রত্যেক শ্লোকের শিবপক্ষে, সূর্য্যপক্ষে এবং বিষ্ণুপক্ষে ত্রিবিধ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভ এই :—

অর্দ্ধস্থাণুবিলগ্নাপ্যদ্ধমপর্ণা লতা কাপি।
অবিকলফলজনয়িত্রী ভবতাং ভূত্যৈ চিরং ভূয়াৎ॥
পুষ্পদন্তসমুদ্গীতস্তবে সম্প্রতি শূলিনঃ।
আদরাৎ জগদীশেন রহস্যার্থঃ প্রকাশ্যতে।
শৈবাঃ কতিচন সৌরা বৈষ্ণবা বিলসন্তি কিয়ন্তঃ।
ব্যাখ্যাত্রয়েণ তেষাং বয়মিহ মুদমাচরিষ্যামঃ।

এই গ্রন্থের পুষ্পিকায়ও স্পষ্ট "জগদীশ পঞ্চানন" লিখিত আছে।

৫। **ভগবদ্গীতারহস্যপ্রকাশ** : ভগবদ্গীতার উপর পৃথক্ বাঙালী-রচিত টীকা দুর্ল্লভ—জগদীশ পঞ্চানন-রচিত এই টীকার তজ্জন্য একটা মূল্য আছে।[৮]

৮। *Notices of Sans. mss.* (H. P. Sastri) vol. 1, pp. 255-56।

কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী নামক একজন গ্রন্থকার "বুদ্ধিপ্রদীপ" নামক জ্যোতিষগ্রন্থে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২৬৩ সং পুথি, ২১ খ পত্র দ্রষ্টব্য) সম্ভবতঃ এই টীকারই বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—"অতএব মায়াবচ্ছিন্নব্রহ্মৈব জীব ইতি ভগবদ্গীতাটীকায়াং জগদীশতর্কালঙ্কারেণ ব্যাখ্যাতং।" বহুপূর্ব্ব হইতেই "পঞ্চানন" জগদীশ "তর্কালঙ্কার" মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইয়া আছেন!

৬। **মহিষমর্দ্দিনীস্তবরহস্যপ্রকাশ :** স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দুর্লভ গ্রন্থের বিবরণ দিয়াছেন, পুষ্পিকায় "জগদীশ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যবিরচিত" বলিয়াই লিখিত আছে।[৯]

৭। **সংক্ষেপসার :** একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ। ইহার একটি মাত্র খণ্ডিত পুথি স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে—পত্রসংখ্যা মাত্র ১৬। গ্রন্থারম্ভ এই :—

বার্দ্ধক্যাদিতি সর্ব্বপর্ব্বতপতির্ম্মেনাতু শৈত্যাদিতি
প্রোবাচ স্মরশাসনাদিতি পুনর্ম্মেনাকসীমন্তিনী।
ইত্থং সংশয়কোটিভিঃ কবলিতঃ কোঽপ্যেষ কম্পঃ করে
শম্ভোঃ শৈলসুতাকরগ্রহণে ভূয়াচ্চিরং ভূতয়ে ॥
প্রাচীনতন্ত্রাণ্যবধায় ধীরঃ সম্ভো গুরুভ্যঃ সমুপেত্য শিক্ষাং।
সংপ্রীতয়ে শ্রীজগদীশশর্ম্মা সংক্ষেপসারং পরমাতনোতি ॥
দুর্ম্মেধানাং দরিদ্রাণাং কলাবচিরজীবিনাং।
অলসানামনায়াসসাধ্যো বিধিরিহোচ্যতে ॥
তত্রাদৌ দীক্ষাকালঃ যথা কালোত্তরে…

পুষ্পিকার অসদ্ভাবে এ স্থলেও গ্রন্থকার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু তিনি যে নৈয়ায়িক তর্কালঙ্কার নহেন, ইহা নিশ্চিত এবং কাব্যপ্রকাশ-টীকার মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের সহিত উদ্ধৃত শ্লোকের ভাবগত সাদৃশ্য সকল সন্দেহ দূর করিবে বলিয়া আমাদের ধারণা।

৮। **দায়ভাগের টীকা :** একটি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির তালিকায় দায়ভাগের "জগদীশকৃত টীকা"র উল্লেখ দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

উল্লিখিত বিবরণীর সারাংশ এই যে, জগদীশ পঞ্চানন নামক স্মৃতি, তন্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্রের একজন মহাপণ্ডিত অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ জীবিত ছিলেন, তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ নবদ্বীপ অঞ্চলে প্রচারিত এবং নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তিনি নবদ্বীপনিবাসী ছিলেন অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়েই নবদ্বীপের একটি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশে স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ এক জগদীশ পঞ্চাননের নাম পাওয়া যায়। আমরা তাঁহাকেই উক্ত গ্রন্থরাজির রচয়িতা বলিয়া ধরিতে পারি। পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীর অগ্নিবেশ্যগোত্রীয় "অর্জ্জুন মিশ্র" এই বংশের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথম (মিথিলা হইতে) নবদ্বীপে আসেন। ইঁহাদের মধ্যে একটি অমূলক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ইনিই ভারতটীকাকার। অর্জ্জুন মিশ্রের পুত্র "নয়নানন্দ"—তিনিই অমরকোষের টীকাকার কি না, জানিবার উপায় নাই।[১০]

৯। H. P. Sastri : *Notices of Sans. Mss.*, vol. ii, p. 142

১০। পূর্ব্বস্থলীর ৺ন্যায়পঞ্চাননগৃহে নয়নানন্দ-রচিত অমরকোষটীকার ১৫৯৮ শকাব্দের একটি প্রতিলিপি আছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অর্জ্জুন মিশ্রের বংশলতা "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" (ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৮৩) ও বিশ্বকোষে (২য় সংস্করণে) মুদ্রিত করিয়াছেন।

নয়নানন্দের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশের ধারা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তৃতীয় পুত্র মথুরেশের ধারাও ক্ষীণ ও লুপ্তপ্রায়। নয়নানন্দের দ্বিতীয় পুত্রই জগদীশ পঞ্চানন; তাঁহার ধারা বিস্তৃত, পণ্ডিতবহুল এবং খ্যাতনামা। এই বংশের সমস্ত পণ্ডিত আদ্যন্ত স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী এবং ইহাঁদের মন্ত্রশিষ্য সমগ্র বঙ্গদেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছড়াইয়া আছে। দুঃখের বিষয়, এই বংশের সমস্ত কীর্ত্তিকাহিনী কালক্রমে বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ (জগদীশ পঞ্চাননের প্রপৌত্র) "গোপাল ন্যায়ালঙ্কার"কে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, অর্জ্জুন মিশ্র ব্যতীত উর্দ্ধতন পুরুষগণের এবং তৎসঙ্গে স্বয়ং জগদীশ পঞ্চাননেরও স্মৃতিকথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। গোপাল ন্যায়ালঙ্কার সম্বন্ধে প্রচলিত নানাবিধ ভ্রান্ত মত সংশোধনের পূর্ব্বে আমরা উর্দ্ধতন কতিপয় কৃতী পুরুষের কীর্ত্তিকথা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

এই বংশে চিরপ্রচলিত প্রবাদ আছে যে, ইহাঁদের দ্বারাই রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব বঙ্গদেশে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। স্বর্গত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে প্রবাদটি এই—নয়নানন্দের এক পুত্র (নাম অজ্ঞাত) রঘুনন্দনের ছাত্র ছিলেন। রঘুনন্দন "সংস্কারতত্ত্বো"ল্লিখিত স্বকীয় নূতন মতানুসারে নিজ পুত্রের উপনয়ন দিয়াছিলেন, কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি ("উভয়তো ব্রাহ্মণত্বাসিদ্ধেঃ" বলিয়া) তাহা অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করায় "সংস্কারতত্ত্ব" ও তাঁহার রচিত অন্যান্য স্মৃতিগ্রন্থের প্রচারে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বৈদ্যনাথ ধামে গ্রন্থপ্রচার প্রার্থনায় রঘুনন্দনের উপর স্বপ্নাদেশ হয়, "তাঁহার (উক্ত) ছাত্রের অধস্তন পুরুষে ইহা পূর্ণপ্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।" এই আশ্চর্য্য প্রবাদবাক্যে স্মৃতিলোপহেতু জগদীশের নামোল্লেখ না থাকিলেও নয়নানন্দের অন্যতম পুত্র বলিয়া যে তাঁহাকেই ধরা হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রাদ্ধবিবেকের টীকায় "স্মৃতিতত্ত্বং বিজ্ঞানতা" পদের অক্ষরানুগত ব্যাখ্যাও তাহাই সূচিত করে। সুতরাং জগদীশ পঞ্চানন স্বয়ং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের ছাত্র ছিলেন, উক্ত প্রবাদের এই সারাংশ আলোচনাযোগ্য। রঘুনন্দনের "জ্যোতিস্তত্ত্বে" সংক্রান্তি গণনার প্রণালী ১৪৮৯ শকাব্দ-(১৫৬৭ খ্রীঃ) ঘটিত বটে, সুতরাং জ্যোতিস্তত্ত্ব ১৫৬৭ খ্রীঃ পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, অথচ জ্যোতিস্তত্ত্ব তাঁহার শেষ গ্রন্থ নহে। কৃত্যতত্ত্বে জ্যোতিস্তত্ত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয় এবং মলমাস তত্ত্বে ২৮ গ্রন্থের নামোল্লেখমধ্যে জ্যোতিস্তত্ত্ব বিংশ গ্রন্থ। অতএব ১৫৭৫ খ্রীঃ এবং কিঞ্চিৎ পরেও রঘুনন্দন জীবিত ছিলেন নিঃসন্দেহ। পক্ষান্তরে জগদীশ পঞ্চাননের ছাত্র মথুরেশ ন্যায়ালঙ্কারের অভ্যুদয়কাল ১৬৩৯—১৬৫৮ খ্রীঃ মধ্যে নিশ্চিত এবং এ যাবৎ আবিষ্কৃত তাঁহার গ্রন্থের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৬৪০ খ্রীঃ। তাঁহার গ্রন্থরচনার তারিখ ১৬০০ খ্রীঃ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না এবং রঘুনন্দনের শেষ সময়ে জগদীশ পঞ্চানন তাঁহার ছাত্র ছিলেন অসম্ভব মনে হয় না।

আমরা নবদ্বীপের স্থানীয় কোন কোন অধ্যাপকের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, উপাধিপ্রভেদ সত্ত্বেও উল্লিখিত গ্রন্থরাজি জগদীশ তর্কালঙ্কার-রচিত বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার দূর হয় নাই। প্রতিলিপিতে লিপিকারের অনবধানতাবশতই "তর্কপঞ্চানন" কিম্বা

"পঞ্চানন" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহাদের ধারণা। বস্তুতঃ তাঁহাদের এ ধারণা কোনক্রমেই প্রমাণসিদ্ধ হয় না। উল্লিখিত গ্রন্থরাজির একটি প্রতিলিপিতেও "তর্কালঙ্কার" উপাধি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং তর্কালঙ্কারের ন্যায়গ্রন্থের শত-সহস্র প্রতিলিপির একটিতেও "পঞ্চানন" উপাধি পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, আনন্দলহরীটীকার ১৬৪০ খ্রীঃ প্রতিলিপি যখন (নবদ্বীপে) লিখিত হয়, তখন জগদীশ পঞ্চানন ও তর্কালঙ্কার উভয়ই খুব সম্ভবতঃ জীবিত ছিলেন। কারণ, তখন গদাধরের প্রথম অভ্যুদয়কাল এবং জগদীশের অনুমানখণ্ডের প্রাচীনতম প্রতিলিপির তারিখ ১৫৩২ শকাব্দ (১৬১০ খ্রীঃ)। উক্ত আনন্দলহরীটীকার স্বত্বাধিকারী রাজীব ন্যায়ালঙ্কার উপাধি ভুল লেখাইয়াছিলেন, ইহা তৎকালে নিতান্তই অসম্ভব। শ্রাদ্ধ-বিবেকের টীকার মঙ্গলাচরণে যাঁহাকে প্রণাম করা হইয়াছে, তিনি এখনও নবদ্বীপের অগ্নিবেশ্য-বংশের ইষ্টদেবতা এবং ঐ বংশের যে কয়টি মুদ্রিত ও অমুদ্রিত বংশলতা আমরা পরীক্ষা করিয়াছি, সর্ব্বত্র জগদীশের "পঞ্চানন" উপাধিই লিখিত আছে। সুতরাং তিনিই যে আলোচ্য গ্রন্থকার বটেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

জগদীশের ৫ পুত্রমধ্যে ২য় রামভদ্রের বংশ মহেশপুরে অবস্থিত এবং ৩য় মহাদেব (বিদ্যাবাগীশ) অপুত্রমৃত। ৪র্থ হরিদেব তর্কবাগীশ পূর্ব্বস্থলীর খ্যাতনামা মৌদ্গল্যবংশীয় মুকুটরাম রায়ের পৌত্র বাণেশ্বর রায়ের দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং গুরুর আদেশে বাণেশ্বর অন্ধ গুরুকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। হরিদেবের পুত্র **কাশীনাথ তর্কালঙ্কার** একজন গ্রন্থকার। তিনি **"মন্ত্রপ্রদীপ"** নামে এক তন্ত্রনিবন্ধ রচনা করেন, যথা :—

বিখ্যাতো হরিদেবপূর্ব্ব ইতি যোঽভূত্তর্কবাগীশ্বর
স্খ্যাতো যস্য মহীতলে বিবিধসদ্বিদ্যাদিভিঃ সংযুতঃ।
তস্মাত্তন্ত্রবরাণ্যধীত্য বহুশঃ সচ্ছিষ্যচেতোমুদে
কাশীনাথ ইতি দ্বিজো বিতনুতে মন্ত্রপ্রদীপং শুভং॥

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ **ষট্চক্রের টীকা**, যথা :—

মনাক্‌কটাক্ষবিক্ষেপাৎ পালয়ন্তী জগত্রয়ং।
কুণ্ডলী ভবতাং ভূত্যৈ ভূয়াদ্‌ ব্রহ্মস্বরূপিণী॥
বৈদিকান্বয়সম্ভূতনবদ্বীপনিবাসিনা।
ষট্চক্রে ক্রিয়তে টীকা শ্রীকাশীনাথশর্ম্মণা॥[১১]

কাশীনাথ নিঃসন্তান ছিলেন। জগদীশের ৫ম পুত্র বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌমই স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন (১২৪০-১৩১৮) মহাশয়ের সাক্ষাৎ পূর্ব্বপুরুষ।[১২]

১১। মন্ত্রপ্রদীপের খণ্ডিত পুথি পূর্ব্বস্থলীর ৺ন্যায়পঞ্চাননের গৃহে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি প্রতিলিপি আছে (১৯০৪ ৬ সং পুথির ৬৬-৯৪ পত্র—৮৩থ পত্রে ১ম পরিচ্ছেদের পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য); ৩ পরিচ্ছেদে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। ষট্চক্রটীকার ২টি প্রতিলিপি (তন্মধ্যে একটি খণ্ডিত) উক্ত ন্যায়পঞ্চাননের গৃহে রক্ষিত আছে।

১২। বিশ্বনাথ সার্ব্বভৌমের তৃতীয় পুত্র রামনাথ ন্যায়বাগীশ, তজ্জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত (জন্ম-শকাব্দাঃ ১৬৪৩।১।২২), তাঁহার পঞ্চম পুত্র অভয়াচরণ তর্কবাচস্পতি (জন্মশকাব্দাঃ ১৬৯১।৬।৯), তৎপুত্র কেশবচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন। অভয়াচরণ প্রথম নবদ্বীপ হইতে পূর্ব্বস্থলী যান, কিন্তু পূর্ব্বস্থলীতে ঐ সময়ে অভয়াচরণ তর্কভূষণ নামে ভিন্নবংশীয় একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবদেব (ন্যায়বাগীশ) ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়রাম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই জয়রামই সম্ভবতঃ "নব্যধর্ম্মপ্রদীপ"কার স্মার্ত্ত কৃপারাম (তর্কভূষণ) ভট্টাচার্য্যের গুরু ছিলেন। কৃপারাম গ্রন্থারম্ভে "পলিতশিরাঃ" জয়রাম গুরুর বন্দনা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ গ্রন্থরচনাকালে (১৭৬৪ খ্রীঃ) জয়রাম অতিবার্দ্ধক্যাবস্থায় জীবিত ছিলেন।[১৩]

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার

জয়রামের জ্যেষ্ঠ পুত্রই নবদ্বীপসমাজের তৎকালীন মুকুটমণি "রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য", সংক্ষেপে গোপাল ন্যায়ালঙ্কার। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত মত নানা গ্রন্থে ও প্রবন্ধে প্রচারিত হইয়া সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে, বর্ত্তমানে তাহা সংশোধন করা দুরূহ ব্যাপার। ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে রাজশক্তির আহ্বানে নানা স্থান হইতে যে ১১ জন পণ্ডিত মিলিত হইয়া "বিবাদার্ণবসেতু" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শীর্ষস্থানে ছিলেন এই রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার। এই গ্রন্থরচনার আমূল বৃত্তান্ত Halhed সাহেব দিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায়, ১১৮০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে আরম্ভ হইয়া ১১৮১ সনের ফাল্গুন মাসে গ্রন্থ রচনা শেষ হয়। রচনাকার্য্যে বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারেরই সম্ভবতঃ প্রাধান্য ছিল ; কারণ, মূল গ্রন্থের শেষ শ্লোকে সর্ব্বাগে বাণেশ্বরের নাম আছে। কিন্তু Halhed সাহেব পণ্ডিতদের নাম ও উপাধির যে সম্পূর্ণ তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারই সর্ব্বপ্রথম এবং বাণেশ্বর চতুর্থ। এই তালিকা বয়ঃক্রমানুসারে রচিত ; পণ্ডিতদের প্রবীণতা প্রসঙ্গে এক স্থলে লিখিত আছে যে, তাঁহাদের মধ্যে একজন ৮০ উত্তীর্ণ এবং একজন মাত্র ৩৫এর নীচে।[১৪] সৌভাগ্যক্রমে গোপাল ন্যায়ালঙ্কারই যে গ্রন্থরচনাকালে অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। শ্রীরামপুরের

১৩। নব্যধর্ম্মপ্রদীপের রচনাকাল ১৬৮৬ শকাব্দ গ্রন্থমধ্যে দুই স্থলেই লিখিত আছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের ১৬০২ সং পুথির ৩ক ও ২৫ খ পত্র দ্রষ্টব্য)। কৃপারাম মুখবংশীয় নন্দরামের পুত্র এবং নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্দ্ধমানরাজ ত্রিলোকচন্দ্রের প্রীত্যর্থে এই বিপুল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১৪। N. B. Halhed : *A Code of Gentoo Laws*, London, 1776 : Preface p. lxviii (Chap. xx.) ১১ জনের মধ্যে ৩ জন নবদ্বীপের --রামগোপাল, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ (দশম নাম, বয়স অন্যূন ৩৫) এবং বীরেশ্বর পঞ্চানন (দ্বিতীয় নাম, বয়স ৮০র নীচে)। বাণেশ্বর গুপ্তপল্লীনিবাসী। বাকী ৭ জনের পরিচয় অজ্ঞাত। রাজা নবকৃষ্ণের "নবরত্ন" সভার সদস্য "পশপুরের স্মার্ত্ত কৃপারাম" (মাধব-মালতী, ১২৫৭, পৃঃ ৪) ইঁহাদের অন্যতম ধরা হয়, কিন্তু পশপুরের কৃপারাম (১১০০-১২১১) "তর্কবাগীশ" ছিলেন, তর্কসিদ্ধান্ত নহে। কেরী সাহেবের দ্বারস্থ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার নিশ্চিতই বিভিন্ন লোক—নবদ্বীপের গোপাল ন্যায়ালঙ্কার কেরী সাহেবের এদেশে আগমনের পূর্ব্বেই স্বর্গী হইয়াছিলেন ; আর নবদ্বীপসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সাহেবের লিপিকার (amanuensis) হইবেন, ইহা তৎকালে কল্পনার অতীত ছিল। "গোপাল তর্কালঙ্কার" নামে ওয়ার্ড সাহেবের দ্বারস্থ পণ্ডিত ১৮১৭ সনে শ্রীরামপুর প্রেসের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন (*The Hindoos* : Vol. II. p. 314) ; তিনিই সম্ভবতঃ কেরী সাহেবের লেখকরূপে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন।

পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার হিন্দু জাতির বিবরণ গ্রন্থে সতীদাহপ্রকরণে প্রসঙ্গক্রমে এই মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"About the year 1791, Gopalu Nayalunkaru, a very learned bramhun, died at Nudeeya. He was supposed to have been one hundred years old at the time of his death; his wife about eighty. She was almost in a state of second childhood, yet her grey hairs availed nothing against this most abominable custom."

(Ward : *The Hindoos. . .* London, 1822, Vol. III, p. 321)

অর্থাৎ, প্রায় ১৭৯১ খ্রীঃ নদীয়ার গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ১০০ বৎসর বয়সে স্বর্গী হইলে তাঁহার অশীতিবর্ষবয়স্কা পত্নী সহমরণ গিয়াছিলেন। এই সতীদাহের স্মৃতি এখনও এই বংশে বাঁচিয়া আছে। এই সতীশিরোমণি পত্নীর নাম ছিল "মহামায়া দেবী" এবং ভাগীরথীর তীরে সহগামিনী হওয়ার পূর্ব্বে প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি অম্লানবদনে তপ্ত তৈলে হস্তদাহ প্রভৃতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। একটি প্রাচীন পত্রে এই ঘটনার তারিখ "১৬ শ্রাবণ" লিখিত আছে, কিন্তু সঠিক সন অজ্ঞাত।

গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপের এই বিখ্যাত পণ্ডিতগোষ্ঠী "জোড়াবাড়ীর ভট্টাচার্য্য" নামে পরিচিত। এই নামের ইতিবৃত্ত এখন বিস্মৃত-প্রায় হইয়াছে। প্রাচীন নবদ্বীপের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে পুরাতনগঞ্জ নামক পাড়ায় গোপাল ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামকান্ত ন্যায়বাগীশ একত্র বাস করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয় পৃথগন্ন হইয়া এক বসতবাটীতে ২টি দ্বার ও এক টোলবাটীতে ২টি দেউড়ি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহাতে ঐ বাটী "জোড়াবাড়ী" নামে খ্যাতিলাভ করে। পুরাতনগঞ্জ এখন গঙ্গাগর্ভে বা অপর পারে গিয়াছে বটে, কিন্তু জোড়াবাড়ী নামটি এখনও পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিয়া চলিতেছে। গোপালের ২য় পুত্র রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন ব্যতীত নবদ্বীপের অন্যতম প্রধান স্মার্ত্ত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (মৃত্যু ১৮১৮ খ্রীঃ) এবং শান্তিপুরের মহাপণ্ডিত রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামী ভট্টাচার্য্য গোপালের ছাত্র ছিলেন।[১৫] বংশের প্রবাদ অনুসারে গোপালই নব্য ন্যায়ের অধ্যাপনা ছাড়িয়া নবদ্বীপে সর্ব্বপ্রথম পৃথক্‌ভাবে স্মৃতির অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করেন। এই প্রবাদ অমূলক হইলেও গোপাল ন্যায়ালঙ্কার ন্যায়শাস্ত্রেও কৃতবিদ্য ছিলেন সন্দেহ নাই।[১৬]

১৫। আমরা বৃদ্ধমুখে শুনিয়াছি, বিবাদার্ণবসেতু রচনাকালে গোপাল ও কালীশঙ্করের অনুপস্থিতিতে জোড়াবাড়ীর জোড়া চতুষ্পাঠীর একটিতে রামদাস এবং অপরটিতে গোপালের অপর এক জন প্রধান ছাত্র ও মন্ত্রশিষ্য পূর্ব্ববঙ্গের অন্যতম প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত "কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার" (১১৫৬-১২২৫) অধ্যাপক হইয়াছিলেন। রাজবাড়ীর এক উপনয়ন ব্যাপারে 'সন্ধ্যাগর্জন'-ঘটিত কূটবিচারে নবদ্বীপরাজসমক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র জয়ী হইয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে নিয়ম ছিল, কৃতী ছাত্র পাঠ সাঙ্গ হওয়ার পরও অধ্যাপকের সহকারিরূপে কিছুকাল থাকিয়া অধ্যাপনায় অভিজ্ঞতা লাভ করিত। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র প্রবন্ধলেখকের বৃদ্ধপ্রপিতামহ পর্য্যায়ের জ্ঞাতি ছিলেন।

১৬। নবদ্বীপের মহানৈয়ায়িক শঙ্কর তর্কবাগীশের গৃহে এখনও অনেক হস্তলিখিত গ্রন্থ রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে "কেবলান্বয়ী" গ্রন্থের একটি টিপ্পনীর শেষে লিখিত আছে :—

"শ্রীগোপালন্যায়ালঙ্কারেণ ময়া শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া লিখিতাসৌ"

শ্রীকৃষ্ণ (সার্ব্বভৌম ?) সম্ভবতঃ গোপালের ন্যায়গুরু ছিলেন।

বৈদ্যবংশাবতংস রাজনগরাধিপ মহারাজ রাজবল্লভ দ্বিজাচারে উপনয়নসংস্কার প্রবর্ত্তন উপলক্ষে নানাদেশীয় বহু প্রধান পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের ব্যবস্থা লইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরের ওয়ার্ড সাহেব লিখিয়াছেন (*Hindoos* : Vol. I. p. 32 f. n.), তদুপলক্ষে কোন কোন পণ্ডিত ১০,০০০ ৲ মুদ্রা পর্য্যন্ত নগদ দক্ষিণা পাইয়াছিলেন। রাজবল্লভবংশীয় কালীনাথ সেন ১৭৬৭ শকে মুদ্রিত "অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকা" গ্রন্থে ঐ ব্যবস্থা ও পণ্ডিতদের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন (পৃঃ ৮২-৮৮)—এই ব্যবস্থা অনুমান ১৭৫০ খ্রীঃ রচিত এবং ঐ সময়ের বঙ্গদেশীয় খ্যাতনামা পণ্ডিতদের নাম, উপাধি ও বাসস্থান এই অমূল্য গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নবদ্বীপের নিম্নলিখিত ১৬ জন পণ্ডিতের নাম আছে :—

গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, তিতুরাম তর্কপঞ্চানন, হরদেব তর্কসিদ্ধান্ত, রামকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, শিবরাম বাচস্পতি, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার, শ্রীরাম ন্যায়বাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, রামহরি বিদ্যালঙ্কার, বিশ্বনাথ ন্যায়ালঙ্কার, সদাশিব ন্যায়ালঙ্কার, কৃপারাম তর্কভূষণ, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন, রামকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও শঙ্কর তর্কবাগীশ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এখানে গোপালই নবদ্বীপের নায়করূপে সর্ব্বাগ্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

গোপাল ন্যায়পঞ্চানন

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের কীর্ত্তিকথা জানিয়াও ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ তাঁহাকে "নির্ণয়কার গোপাল ন্যায়পঞ্চাননে"র সহিত অভিন্ন ধরিয়া "স্মৃতিসিদ্ধান্ত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫-১৭) :—

"তত্র নবদ্বীপনিবাসিনঃ স্মৃতিতন্ত্রাধ্যয়নপ্রবর্ত্তকস্য অস্মদতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ-ভ্রাতৃপৌত্রস্য নির্ণয়াদিগ্রন্থপ্রণেতুঃ পূজ্যপাদগোপালন্যায়পঞ্চাননস্য তনয়ো রামদাসসিদ্ধান্তপঞ্চাননঃ··· ।"

তদনুসারে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনেকে বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন।[১৭] এই অভেদকল্পনা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণবিরুদ্ধ। গোপাল ন্যায়পঞ্চাননের একটি গ্রন্থ "অশৌচনির্ণয়" ১৫৩৫ শকাব্দে (১৬১৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ গোপাল ন্যায়ালঙ্কারের জন্মের প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নির্ণয়াদিগ্রন্থের বহু প্রতিলিপি ন্যায়ালঙ্কারের জন্মের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল।[১৮] প্রাণতোষণীকার রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার দ্বিতীয় ধর্ম্মকাণ্ডের শেষে আত্মপরিচয়স্থলে লিখিয়াছেন, তন্ত্রসারকর্ত্তা কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপালই "নির্ণয়"কার :—

১৭। *Des. Cat. of Sans. Mss., A. S. B.*, vol. iii. p. 199. নবদ্বীপমহিমা, পৃঃ ১২৭। Jayaswal & Sastri : *Mithila Mss (Smriti :)* p. ix.

১৮। অশৌচনির্ণয়—L. 3184 : প্রতিলিপির তারিখ ১৬১৪ শক ও রচনাকাল "শাকে শরৈর্বহ্নিশরেন্দুমানে।" তদ্রচিত "সম্বন্ধনির্ণয়ে"র প্রতিলিপির তারিখ ১৫৪৪ শক (Jayaswal & Sastri : *Smriti Mss. of Mithila* p. 493.) রঘুনন্দনের টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি বহু স্থলে গোপালের সন্দর্ভ "বৃদ্ধপঞ্চানন" নামে উদ্ধৃত করিয়াছেন (শুদ্ধিতত্ত্ব, বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃঃ ১৫২, ১৮১, ২১৭, ২৪৪ ইত্যাদি)। নবদ্বীপ জোড়াবাড়ীর (গোপাল ন্যায়ালঙ্কারেরই অধস্তন বংশধর) স্বর্গত শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের গ্রন্থাগারে ১৫৮০ শকাব্দে লিখিত গোপাল ন্যায়পঞ্চানন-রচিত ৪ খানা গ্রন্থের প্রতিলিপিতে পুষ্পিকায় "ইতি বৃদ্ধগোপালন্যায়পঞ্চাননবিরচিতঃ" পাওয়া যায়—লেখক কৃষ্ণজীবন শর্ম্মা। এই "বৃদ্ধ" সংজ্ঞার মধ্যে কোন্ উপাখ্যান অন্তর্নিহিত আছে, এখন জানিবার উপায় নাই।

ধীমান্ শ্রীমান্ ভুবনবিদিতস্তন্ত্রসারস্য কর্ত্তা,
কৃষ্ণানন্দোঽজনি ভুবি নবদ্বীপদেশপ্রদীপঃ।
কাশীনাথোঽভবদিহ সুতস্তস্য সারাবলীকৃৎ
বিদ্বান্ যস্তোঽজনি তদনুজো বিশ্বনাথাহ্বয়োঽতঃ॥
গোপালো নির্ণয়কৃতিযশস্বী মধোঃ সূদনশ্চা-
ভূতাং পুত্রৌ...... (৭৯ খ পত্র)

রামতোষণের এই উক্তিও নিঃসন্দিগ্ধ নহে। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র এবং হরিনাথের পুত্র (বিশ্বনাথের নহে) গোপাল "পঞ্চানন" (ন্যায়পঞ্চানন নহে) "তন্ত্রদীপিকা" নামে এক বিরাট্ তান্ত্রিক নিবন্ধ রচনা করেন; তিনি সমকালীন হইলেও "বৃদ্ধ পঞ্চানন" হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।[১৯] উভয়ের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক হইতেও এইরূপ অনুমান সঙ্গত হয়। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে (২য় খণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৭০) অপর একটি নিষ্প্রমাণ উক্তি লিখিত হইয়াছে যে, "নির্ণয়"কার গোপাল ("রামগোপাল ন্যায়পঞ্চানন") পুঠিয়ার রাজসভায় ছিলেন এবং তাঁহার বংশ এখন শ্রীহট্টে অবস্থিত। গোপাল নাম ও ন্যায়পঞ্চানন উপাধি এতই সুলভ যে, বহু গ্রামেই এক একজন 'নির্ণয়'কারের অস্তিত্ব মিলিতে পারে! এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ন্যায়পঞ্চাননের সমকালীন অপর একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত গোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ "আলোক" নামে কতিপয় স্মৃতিনিবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[২০] গোপাল ন্যায়ালঙ্কার উপাধি ও আবির্ভাবকাল দ্বারা ইঁহাদের প্রত্যেক হইতেই পৃথক্ ছিলেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবস্থামূলক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ নবদ্বীপাদি অঞ্চলে প্রচলিত আছে—ইহাদের রচয়িতা নির্ণয় করা বিষম সমস্যা। স্বর্গত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়দিগের প্রবল সংস্কার হইতে আমাদের অনুমান হয়, তাদৃশ কোন কোন ক্ষুদ্র গ্রন্থ গোপাল ন্যায়ালঙ্কার-রচিত হইলেও হইতে পারে।[২১]

গোপালপুত্র রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চাননের মৃত্যুর পর রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন। ওয়ার্ড সাহেব (১৮১৭ সালের) নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও রামনাথই প্রধান স্মার্ত্ত। রামনাথের মৃত্যুর পর রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চাননের একমাত্র পুত্র সুপ্রসিদ্ধ দেবীচরণ তর্কালঙ্কার (১১৬৫—১২৫৪ সাল) সুদীর্ঘকাল প্রধানপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—দেবীচরণের জীবদ্দশায় ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন (১২০৯—১২৯১) কিম্বা তাঁহার পিতা লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ প্রাধান্যপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। তৎপর দেবীচরণের পৌত্র রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে নবদ্বীপে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর নবম দশকে রামনাথের পুত্র শ্রীনাথ শিরোমণির দেহত্যাগ হইলে কালমাহাত্ম্যে এই প্রসিদ্ধ বংশের অবনতি আরম্ভ হয়।

১৯। H. P. Sastri: *Notics eof Sans. Mss*. vol. 1. pp. 142-43.

২০। *Darbar Lib. Cat.* 1. pp. 212-13. গোপাল সিদ্ধান্তবাগীশ রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

২১। "গোবধপ্রায়শ্চিত্তপত্রলিখনাকারঃ" নামক একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ দুষ্প্রাপ্য নহে, কিন্তু প্রতিলিপিতে গ্রন্থকারের নাম নাই। রাজসাহী মিউজিয়মে ইহার যে প্রতিলিপি আছে (১৯৭২ সং পুথি), তাহার পুষ্পিকায় "ইতি গোপালন্যায়ালঙ্কারকৃত" লিখিত আছে। "কীরদূত" নামক খণ্ডকাব্য এক রামগোপালরচিত বটে, কিন্তু তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। H, P. Sastri: *Notices of Sans. Mss*. vol 1, pp. 62-64.

ভুসুকু

ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম্ এ, বি এল, ডি লিট

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল, ভুসুকু একজন কবির নাম। পরলোকগত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত "বৌদ্ধ-গান ও দোহার" অন্তর্গত "আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়" পুস্তকের ২৩ জন চর্য্যাপদ-কর্ত্তার মধ্যে ভুসুকু একজন। পঞ্চাশটি চর্য্যাপদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (তেরটি) কৃষ্ণাচার্য্যের রচিত। প্রাচুর্য্য হিসাবে কৃষ্ণাচার্য্যের পরই ভুসুকুর স্থান। তিনি আটটি পদের রচয়িতা। তিনি কে এবং কোন্ সময়ের লোক, তাহা আমাদের আলোচ্য।

মহাযান বৌদ্ধমতের তিনখানি গ্রন্থ বোধিচর্য্যাবতার, শিক্ষাসমুচ্চয় ও সূত্রসমুচ্চয়ের লেখক শান্তিদেব। তাঁহার ডাক-নাম ভুসুকু। তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের ৯৯৯০ পুথিতে,[১] তারনাথের (১৬০৮ খ্রীঃ অঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে[২] এবং বু-স্তোনের (১২৯০-১৩৬৪ খ্রীঃ অঃ) বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে[৩] লিপিবদ্ধ আছে। তিনের বৃত্তান্তে যথেষ্ট ঐক্য পাওয়া যায়।

শান্তিদেব ছিলেন সৌরাষ্ট্র দেশের রাজপুত্র। কিন্তু তিনি পিতার মৃত্যুর পর রাজ-সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করিয়া নালন্দে পলাইয়া যান। সেখানে বৌদ্ধাচার্য্য জয়দেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষাসমুচ্চয়, সূত্রসমুচ্চয় ও বোধিচর্য্যাবতার নামক তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। তিনি গোপনে নিজের কুটীরে বসিয়া লেখাপড়া করিতেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা মনে করিতেন, তিনি ভোজন, শয়ন এবং কুটীরে বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই করেন না। তাহাতে তাঁহারা তাঁহাকে ভুসুকু বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ভুক্তি হইতে ভু, সুপ্তি হইতে সু এবং কুটীর হইতে কু। তাঁহারা তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য এক সভায় তাঁহাকে কিছু নূতন বিষয় পাঠ করিতে বলেন। তিনি স্বরচিত বোধিচর্য্যাবতার হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করেন :—

যদা ন ভাবো নাভাবো মতেঃ সন্তিষ্ঠতে পুরঃ।
তদান্যগত্যভাবেন নিরালম্বঃ প্রশাম্যতি ॥ (৯।৩৫)

ইহার পর তিনি কিছু দিন দক্ষিণদেশে শ্রীদক্ষিণমন্দিরে বাস করেন। তৎপরে তিনি পূর্ব্বদেশে অরিবিশনের রাজাকে বিদ্রোহী প্রজা হইতে রক্ষা করেন। সেই সময় অস্ত্রের মধ্যে তাঁহার একখানি কাঠের তরবারি ছিল। তিনি ইহা কোষবদ্ধ রাখিতেন। রাজার আগ্রহাতিশয্যে তরবারি কোষমুক্ত করিলে, তাহার তেজে রাজার এক চক্ষু কাণা

১। বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা, পৃঃ ৯-১১

২। Geschichte des Buddhismus in Indien, পৃঃ ১৪৬, ১৬২-৬৮

৩। History of Buddhism in India and Tibet. Part II, পৃঃ ১৬১-৬৬

হইয়া যায়। তারনাথ এই রাজার নাম পঞ্চমসিংহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মঞ্জুশ্রী মূলতন্ত্রে পঞ্চমসিংহকে কাশীখণ্ডের মূর্দ্ধান দেশের রাজা বলা হইয়াছে।

ইহার পর শান্তিদেব কলিঙ্গদেশে চলিয়া যান। তথা হইতে তিনি দক্ষিণদেশে শ্রীপর্ব্বতে বাস করিতে থাকেন। তথায় অবস্থিতিকালে খতবিহারের রাজার অনুরোধে তিনি পাষণ্ড-গুরু শঙ্করদেবের ইন্দ্রজাল ব্যর্থ করিয়া দেন। এই ঘটনার জন্য সেই স্থানের নাম জিততীর্থ হয়।

সুম্‌পা মখন-পো (১৭৪৭ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার দ্‌পগ্‌-ব্‌সম্‌-ল্‌জোন্‌ বজন্‌[৪] পুস্তকে বু-স্তোনের বৃত্তান্তকে অনুসরণ করিয়া শান্তিদেব ভুসুকু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তিনি সৌরাষ্ট্রের রাজা কল্যাণবর্ম্মার পুত্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম শান্তিবর্ম্মা ছিল।

তারনাথ বলেন, ভুসুকু শ্রীহর্ষের পুত্র শীলের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন এবং তিনি নালন্দের জয়দেবের শিষ্য ছিলেন। এই জয়দেব ধর্ম্মপালের স্থলাভিষিক্ত। ধর্ম্মপাল রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ছিলেন। ইহাতে শান্তিদেবের সময় খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্দ্ধে স্থাপন করা যাইতে পারে।

এই শান্তিদেব ভুসুকু ও চর্য্যাপদের ভুসুকু একই ব্যক্তি কি না, আমরা এক্ষণে ইহার আলোচনা করিব। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়[৫] উভয়ের ভিন্নত্ব অনুমান করিয়াছিলেন। তারনাথ[৬] দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের পাঁচ শিষ্যের মধ্যে এক ভুসুকুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার সময় খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে। খুব সম্ভবতঃ ইনিই চর্য্যাপদের ভুসুকু। তাহা হইলে শান্তিদেব ভুসুকু এবং চর্য্যারচয়িতা ভুসুকু, উভয়ে পৃথক্‌ ব্যক্তি। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ভুসুকুর নামকরণ প্রথম ভুসুকুর নাম হইতেই হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় ভুসুকুর চর্য্যাপদের—

আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী

এই দুই চরণ হইতে ভুসুকুকে বাঙ্গালী বলিয়া স্থির করেন। তিনি ইহার অনুবাদ করিয়াছেন,—"রে ভুসু, আজ তুই সত্য সত্যই বাঙ্গালী হইলি, যেহেতু নিজ ঘরিণীকে চণ্ডালী করিয়া লইলি।"[৭] কিন্তু এই অনুবাদ শুদ্ধ নয়। বঙ্গালীর অনুবাদ বাঙ্গালী হইতে পারে না। ইহা বঙ্গাল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। এই জন্য ইহার ক্রিয়াপদ ভইলী স্ত্রীলিঙ্গ। চর্য্যাপদের সংস্কৃত টীকাতে আছে,—"অদ্যৈব বঙ্গালিকা ভূতা।" চণ্ডালী ভ্রান্ত পাঠ। প্রকৃত পাঠ চণ্ডালেঁ। সংস্কৃত টীকাতে আছে,—"চণ্ডালেন নীতা"। সুতরাং শুদ্ধ অনুবাদ হইবে,—"হে ভুসুকু, আজি বঙ্গবাসিনী (জাত) হইল। নিজ গৃহিণীকে

৪। শরৎচন্দ্র দাসের সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ xcix, ১০৩ এবং Cxivii, ১২৬

৫। বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা, পৃঃ ২৩

৬। পূর্ব্বোক্ত Geschichte, পৃঃ ২৪৮-২৪৯

৭। বৌদ্ধগান ও দোহার ভূমিকা, ১২ পৃষ্ঠা

চণ্ডালে লইল।" কাজেই এই উদ্ধৃত পদাংশ হইতে ভুসুকুর বাঙ্গালী হওয়া প্রমাণিত হয় না। কোর্দিয়েের পুস্তকতালিকায়[৮] শ্রীগুহ্যসমাজমহাযোগতন্ত্রবালবিধির রচয়িতা এক শান্তিদেবের নিবাস জহোর (Zahor) বা সহোর (Sahora) বলা হইয়াছে। এই শান্তিদেব ও শান্তিরক্ষিত যে একই ব্যক্তি, তাহা নিশ্চিত। সুতরাং তিনিও ভুসুকু হইতে পারেন না।

ভুসুকুর চর্য্যাপদের[৯] ভাষা হইতে আমরা বলিতে পারি, তিনি প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য সে কালের বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়া হইতে সামান্যই পৃথক্ ছিল। তাঁহার পদে দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর বিভক্তি -রে, -ক, -এ—কাহেরে (মুদ্রিত কাহেরি, ৬); অনুঅণারে (৪৩); নাশক (২১); সহজে (২৭); আনন্দে (৩০)। তৃতীয়ার বিভক্তি -এঁ -এ—মাংসেঁ (৬); বোহে (২১); মাঁসে, বোহেঁ (২৩); মেলেঁ, লীলেঁ, (মুদ্রিত লোলেঁ) (২৭); চান্দে (৩০); ভান্তিএঁ, সারে (মুদ্রিত ষারে), সহাবেঁ (মুদ্রিত সভাবেঁ), বাতাবত্তেঁ (৪১); সমরসে (৪৩); চণ্ডালেঁ (মুদ্রিত চণ্ডালী), মহাসুহে (৪৯)। পঞ্চমীর বিভক্তি তেঁ—তরঙ্গতেঁ (মুদ্রিত তরঙ্গন্থে) (৬)। ষষ্ঠীর বিভক্তি র, এর—হরিণির, হরিণার (৬); মূসার (মুদ্রিত মুসার), মুষাএর (২১); সসর (৪১)। সপ্তমীর বিভক্তি—এ, -এঁ -ত, (-হি)—গঅণে, নিসিত, (মুদ্রিত নিসিঅ) (২১); মাগে, নিবাণে, পণালেঁ (২৭); মাঝেঁ, নিহুএ (মুদ্রিত নিহু) তেলোএ (মুদ্রিত তৈলোএ) (৩০); তেলোএ, জলে (৪৩); থালেঁ, পরিবারে, জীবন্তে, মইলেঁ (৪৯)।

ক্রিয়ার অতীত কালে—ইল (ইঅ, ইআ, ইউ) ভেলা, মএল, বাধেলি (২৩); ফুলিলা (৪১); ভইলী, লেলী, (৪৯)। ক্রিয়াবাচক বিশেষণে -ইল—বেঢ়িল (মুদ্রিত বেটিল) (৬); মইলেঁ (৪৯)।

মধ্যযুগের বাঙ্গালায় এই সমস্ত বিভক্তি দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (১ম সংস্করণ) হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি,—

> মানুষ নিয়োজিল **মারিবাক** তাএ। পৃঃ ৩
> **তোহ্মাক** না দেখিআঁ রোষিব **আহ্মারে**। পৃঃ ১০৮
> **নিশিত** সপন দেখিল জগন্নাথ। পৃঃ ২৩
> **ভুতীএঁ** তুবিল হরি জলের ভিতরে। পৃঃ ১
> সেই **উপদেশেঁ** হয়িব সকল রক্ষণে। পৃঃ ৩
> শ্রমে বড়ায়ি **ভইলী** বেআকুলী। পৃঃ ৩৮৯
> কুসুমিত লতাকুঞ্জে **বেঢ়িল** বিবিধ গুঞ্জে মনমথ করে ঝঙ্কারে। পৃঃ ২০৭

ভুসুকু ৬ সংখ্যক চর্য্যাপদে একটী প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন।—

অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।

এই প্রবাদ-বাক্য বাঙ্গালা দেশে এক সময় প্রচলিত ছিল। ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের তিন স্থানে এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীর এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।—

৮। P. Cordier প্রণীত Catalogue du Fonds Tibetain, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০

৯। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯ সংখ্যক পদগুলি ভুসুকুর রচিত।

—যেন বনের হরিণী ল
নিজ মাসে জগতের বৈরী। পৃঃ ৭৮, শ্রীকৃ. কী.
আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী। পৃঃ ৮৮, ঐ
আপনা গাএর মাঁসে হরিণি বিকলী। পৃঃ ১০০, ঐ
হরিণ জগৎ-বৈরী আপনার মাংসে। পৃঃ ৫৪, কবিকঙ্কণ (বঙ্গবাসী)

বোধ হয়, বঙ্গদেশে হরিণ শিকারের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ না থাকায় প্রবাদ বাক্যটী অপ্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও আসামে প্রবাদ-বাক্যটী প্রচলিত আছে। যথা—হরিণার মাংসই বৈরী।[১০] হয় ত বঙ্গদেশের কোনও স্থানে প্রবাদ-বাক্যটি এখনও প্রচলিত আছে।

একটি কারণে মনে হয়, ভুসুকু পূর্ব্ববঙ্গের লোক হইবেন। তিনি ৪৯ চর্য্যায় বলিয়াছেন,—

বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ
অদঅ বঙ্গাল দেশ[১১] লুড়িউ ॥
আজি ভুসুকু[১২] বঙ্গালী ভইলী,
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালেঁ[১৩] লেলী।

অর্থ :—বজ্ররূপ নৌকায় পাড়ি দিয়া পদ্মার খালে বাহিলাম। অদ্বয়রূপ বাঙ্গাল দেশ লুঠ করিলাম। হে ভুসুকু, আজি বাঙ্গালিনী জন্মিলেন। চণ্ডালে (তোমার) নিজ গৃহিণীকে লইয়া গেল।

এই যে নৌকায় পাড়ি দিয়া, পদ্মার খাল বাহিয়া "বাঙ্গাল দেশ" লুঠ করা এবং সেখানে অধিকাংশ চণ্ডালের বাস, ভুসুকুর যুগে এই ভৌগোলিক তথ্য বিদেশীয় কবির পক্ষে জানা এবং তাহা কবিতায় ব্যবহার করা অপ্রত্যাশিত। কাজেই ভুসুকু এই 'বঙ্গাল' দেশেরই এক প্রাচীন কবি, যেমন তাঁহার গুরু দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এই বিক্রমপুরেরই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্য্য।

খুব সম্ভবতঃ এই ভুসুকুই চতুরাভরণের (রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গলের ৪৮০১ নং পুঁথির) লেখক। তাহাতে সংস্কৃতের সহিত কয়েকটী বাঙ্গালা পদও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার পাঠ অত্যন্ত বিকৃত। তাহার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

সুর চাপি শশি সমরস জায়
রাউতু বোলে জরমরণ ভয়।[১৪]

এখানে ভণিতায় "রাউতু" আছে। ভুসুকুর—৪১ ও ৪৩ সং গানের ভণিতাতেও "রাউতু" আছে। ইহার ভাবও ভুসুকুর গানেরই মত সহজসিদ্ধি সম্বন্ধে। এই পুথির কাল নেপালী সং ৪১৫ = ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১০। Some Assamese Proverbs by Major P. R. T. Gordon, No. 327.
১১। মুদ্রিত পাঠ—বঙ্গালে ক্লেশ (পুথি- -বঙ্গালে ক্লেশ)।
১২। মুদ্রিত পাঠ—ভুসু।
১৩। মুদ্রিত পাঠ—চণ্ডালী।
১৪। পাঠান্তর—সুর চাপ্পি শশি সমরসং জাঈ
রাউতু বোলে জর মরণ ভয়—(Descriptive Catalogue of Skt. Ms. vol. 1. p. 85)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বর্ত্তমান ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। গত সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।

বান্ধব

আলোচ্য বর্ষে কেহ বান্ধব-পদ গ্রহণ করেন নাই। বর্ষশেষে ইঁহারা বান্ধব আছেন—

১। মহারাজ স্তর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, ২। মহারাজাধিরাজ স্তর শ্রীবিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, এবং ৩। কুমার শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সদস্য-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির তালিকা—

		বর্ষারম্ভে		বর্ষশেষে
(ক)	বিশিষ্ট-সদস্য	৭	...	৬
(খ)	আজীবন-সদস্য	১৪	...	১৬
(গ)	অধ্যাপক-সদস্য	৯	...	৭
(ঘ)	মৌলভী-সদস্য	০	...	০
(ঙ)	সাধারণ-সদস্য	৮২৬	...	৮০৯
(চ)	সহায়ক-সদস্য	১৪	...	১২
		৮৭০		৮৫০

(ক) আলোচ্য বর্ষে নূতন বিশিষ্ট-সদস্য নির্ব্বাচন হয় নাই। বর্ষমধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্য স্তর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সনের পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৬ হইয়াছে। বর্ষশেষে ইঁহারা বিশিষ্ট-সদস্য আছেন—

১। স্তর শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৪। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ৫। স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার, এবং ৬। রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(খ) আজীবন-সদস্য—আলোচ্য বর্ষে ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা এবং শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে আজীবন-সদস্যপদ গ্রহণ করায় এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ১৪ স্থলে ১৬ হইয়াছে। আজীবন-সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। কুমার শ্রীশরৎকুমার রায়, ৩। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৪। শ্রীগণপতি সরকার, ৫। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৭। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৮। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ১১। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১২। শ্রীহরিহর শেঠ, ১৩। শ্রীলালবিহারী দত্ত, ১৪। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৫। ডক্টর শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৬। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে।

(গ) আলোচ্য বর্ষে ৫ জন অধ্যাপক-সদস্য ছিলেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন পরলোকগমন করিয়াছেন এবং নিম্নোক্ত তালিকার শেষ তিন জন অধ্যাপক-সদস্য-পদে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র হইতে তিন বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু বর্ষশেষে এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা ৭ হইয়াছে।—

১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৩। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ৪। শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য, ৫। শ্রীঅমূল্যচরণ ব্যাকরণতীর্থ, ৬। শ্রীনিশিকান্ত বিদ্যারত্ন, এবং ৭। শ্রীঅবনীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী কাব্যব্যাকরণতীর্থ।

(ঘ) কেহই মৌলভী-সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হন নাই।

(ঙ) সাধারণ-সদস্য—কলিকাতা ও মফস্বলবাসী সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা আলোচ্য বর্ষের আরম্ভে ৮২৬ ছিল। বর্ষমধ্যে ১২ জন সদস্যের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে এবং বহুদিন হইতে চাঁদা অনাদায় হেতু ও পদত্যাগ করায় ১৫৪ জনের নাম সদস্য-তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ১৪১ জন নূতন সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বে সদস্য ছিলেন, কিন্তু চাঁদা দিতে অক্ষমতাবশতঃ পদত্যাগ করিয়াছিলেন, এইরূপ ৮ জন ব্যক্তি পুনরায় সদস্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল হ্রাসবৃদ্ধির ফলে বর্ষশেষে সাধারণ-সদস্যের সংখ্যা ৮০৯ হইয়াছে।

(চ) সহায়ক-সদস্য—বর্ষারম্ভে ১৪ জন সহায়ক-সদস্য ছিলেন। সহায়ক-সদস্য সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্ত্তনের ফলে তন্মধ্যে দশ জনের পদ বর্ষশেষে শূন্য বিবেচিত হয় এবং তাঁহাদের মধ্যে ৮ জন বর্ষমধ্যে সহায়ক-সদস্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই হেতু এই শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা বর্ষশেষে ১২ ছিল।

পরলোকগত সদস্য

বিশিষ্ট-সদস্য—স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন।

অধ্যাপক-সদস্য—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন।

সাধারণ-সদস্য—১। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ২। গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৩। রাজা প্রমথনাথ মালিয়া, ৪। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, ৫। ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়, ৬। রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, ৭। ভবতারণ সরকার, ৮। রাখালদাস ঘোষ মজুমদার,

৯। শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ১০। সমরেন্দ্রমোহন রক্ষিত, ১১। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২। রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিনাথ ঘোষ, এবং ১৩। গুরুসদয় দত্ত।

এই সকল পরলোকগত সদস্যের মধ্যে বিশিষ্ট সদস্য স্যর জর্জ এ. গ্রীয়ার্সনের এবং অধ্যাপক-সদস্য পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এত দূর বিস্তৃত যে, সে সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সাধারণ-সদস্যগণের মধ্যে নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পরিষদের ইতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ও সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি পরিষদের সেবা করিয়া গিয়াছেন। শেষ-জীবনে পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে থাকিলেও পরিষদের প্রতি তাঁহার মমতাবোধ ও প্রীতি যে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহার পরিচয়স্বরূপ তিনি তাঁহার বহুদিনের সঞ্চিত গ্রন্থগুলি পরিষৎকে দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ পিতার সেই অভিপ্রায় পূরণ করিয়াছেন। পরিষৎ এই অকপট ও হিতৈষী বন্ধুর সেবা ভুলিতে পারিবে না। পরলোকগত সাধারণ সদস্যগণের মধ্যে রায় সাহেব বিপিনবিহারী সেন, রাজা প্রমথনাথ মালিয়া ও ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় নানা ভাবে পরিষদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমধিক সাহিত্যিক খ্যাতি ছিল এবং তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবী

(ক) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—ইনি পরিষদের বাল্যাবস্থায় একজন উৎসাহী সদস্য ও কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি পরিষদের অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন ও 'বিদ্যাপতির পদাবলী'র (পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী) সম্পাদক ছিলেন।

(খ) কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী—এক সময়ে ইনিও পরিষদের সদস্য ছিলেন।

অধিবেশন

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সাধারণ অধিবেশনগুলি হইয়াছিল—(ক) ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন, (খ) মাসিক অধিবেশন, (গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা, (ঘ) শোকসভা, (ঙ) বিশেষ অধিবেশন, (চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা।

(ক) ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন—৭ই শ্রাবণ। সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত। লেডী অবলা বসু-প্রদত্ত আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মূর্ত্তি (in bas-relief) এবং ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত ৺বাণীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠার পর, ষট্‌চত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ, আয়ব্যয়-বিবরণ এবং সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হয়। তৎপরে সপ্তচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচন হইলে পর নির্ব্বাচিত

সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। অতঃপর কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচন-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় এবং সাধারণ ও সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচন হয়।

(খ) মাসিক অধিবেশন—১। ১ ভাদ্র—(ক) স্বামী বিদ্যারণ্য-লিখিত "শুদ্ধাদ্বৈতবাদ" এবং (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

২। ১ আশ্বিন—(ক) ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া-লিখিত "শিবচরণের গীতপদ" এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "প্রগল্‌ভাচার্য্য" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৩। ২৯ অগ্রহায়ণ—(ক) শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত "শব্দ ও অর্থ" এবং (খ) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর" নামক প্রবন্ধদ্বয় পঠিত হয়।

৪। ২৭ পৌষ—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত "সেকালের সংস্কৃত কলেজ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৫। ২৩ চৈত্র—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত "মহাদেব আচার্য্যসিংহ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

৬। ২১ বৈশাখ (১৩৪৮)—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য-লিখিত "সর্ব্বজ্ঞ" নামক প্রবন্ধ পঠিত হয়।

(গ) বার্ষিক স্মৃতিসভা—১। বর্ত্তমান বর্ষে ২৩ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার স্যর শ্রীযদুনাথ সরকারের সভাপতিত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বার্ষিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীগণপতি সরকার, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন এবং ৺ত্রিবেদী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার তিনটি পৌত্র শ্রীমান্ অজিতকুমার রায়, শ্রীমান্ মোহময় রায় ও শ্রীমান্ অশোককুমার রায় এক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।

২। বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ আষাঢ় শুক্রবার বঙ্কিমচন্দ্রের ত্র্যধিকশততম জন্মদিনে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী "বঙ্কিম-বন্দনা" পাঠ করেন এবং শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 'কমলাকান্ত' হইতে "আমার দুর্গোৎসব" পাঠ করেন। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন।

বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে বঙ্কিমচন্দ্রের ত্র্যধিকশততম জন্মদিন উপলক্ষে কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবনে পরিষদের আয়োজনে উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব-সভায় নেতৃত্ব করেন স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার। এই উৎসবের সাফল্যকল্পে শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দে ও তাঁহার বন্ধুবর্গের সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কলিকাতা হইতে বহু সাহিত্য-সেবী এবং পরিষদের সদস্য কাঁটালপাড়ায় তীর্থযাত্রা করিয়াছিলেন। সভারম্ভে শ্রীদেবদাস মুখোপাধ্যায় 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র,

শ্রীমনুজকুমার সর্ব্বাধিকারী কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, শ্রীরেজাউল করিম, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করেন এবং শ্রীঅতুল্যচরণ দে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভা ভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ও শ্রীহৃদয়রঞ্জন মণ্ডল 'বন্দে মাতরম্' গান করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রচুর জলযোগে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। ঈ. বি. রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য গাড়ীর বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই বঙ্কিম-উৎসবের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী পরিষদের হস্তে ১০০৲ দান করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

৩। মধুসূদন দত্ত স্মৃতি-পূজা—বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ আষাঢ় রবিবার প্রাতে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসুর নেতৃত্বে লোয়ার সার্কুলার রোডস্থিত গোরস্থানে কবির সমাধিক্ষেত্রে সাহিত্যসেবিগণের এক সভা হয়। খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পরিষৎ, হেমচন্দ্র পাঠশালা, ওয়াই. এম. সি. এ. বিতর্ক-সভা, বঙ্গভাষা সংস্কৃতি সম্মেলন, বঙ্গীয় নাট্য-পরিষৎ, বাগবাজার সঙ্ঘ, দিনাজপুর সম্মিলনী প্রভৃতি সভা সমিতির সভ্যগণ ও ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রগণ সমবেত হন। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, মৌলভী হাতেম আলী নৌরজী ও শ্রীসন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা করেন।

ঐ দিন অপরাহ্নে কবি শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের সভাপতিত্বে রমেশ-ভবন হলে পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্বরচিত একটি সুদীর্ঘ কবিতা পাঠ করিয়া সভাপতি কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং পরিষদের সদ্যপ্রকাশিত মধুসূদনের সমগ্র বাংলা গ্রন্থাবলী প্রদর্শন করেন। শ্রী জে. কে. বিশ্বাস, শ্রীবিমান বসু ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। সভাপতি কবির 'মেঘনাদবধ-কাব্য' হইতে কিছু আবৃত্তি করেন।

(ঘ) শোক-সভা—৫ মাঘ শনিবার—১। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ২। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের পরলোকগমনে শোক প্রকাশের জন্য বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত বক্তৃতা করেন এবং শ্রীভৈরবচন্দ্র চৌধুরী একটি কবিতা পাঠ করেন।

(ঙ) বিশেষ অধিবেশন—১। ৪ঠা আশ্বিন শুক্রবার ভূপর্য্যটক শ্রীরামনাথ বিশ্বাস "আফ্রিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং ছায়াচিত্র দ্বারা তদ্দেশের নানা দ্রষ্টব্য বিষয় প্রদর্শন করেন।

২-৪।—৪ঠা, ৫ই ও ৬ই অগ্রহায়ণ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার তিন দিন ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় "বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো" বিষয়ে তিনটি 'অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা' করেন।

৫। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৮১তম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বর্ত্তমান বর্ষের ২৫এ বৈশাখ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন হয়। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা কবির 'তপোধন' ও শ্রীত্রিদিবনাথ রায় কবির 'সামান্য ক্ষতি' আবৃত্তি করেন, এবং শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। সভাপতি, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত বক্তৃতা করেন। এই উপলক্ষে পরিষদে তিন দিনব্যাপী একটি রবীন্দ্র-প্রদর্শনী হয়। ইহাতে কবির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণগুলি, তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, লিখিত পত্র ও পাণ্ডুলিপি এবং অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শিত হয়।

(চ) ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা—পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রচেষ্টায় পরিষদে সাধারণের উপযোগী ভাষায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বক্তৃতাকালে এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে; কোন কোন ক্ষেত্রে বক্তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা দ্বারা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী এবং ঐ শাখার আহ্বানকারী শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই সকল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিম্নে বক্তৃতা ও বক্তার নাম দেওয়া হইল।

১। ৩১এ শ্রাবণ, "যমজের জন্মরহস্য"—ডক্টর শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার।

২। ১৫ই ভাদ্র, "সম্ভাবনাবাদ"—ডক্টর শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ।

৩। ২৬এ ভাদ্র, "উল্কা"—ডক্টর শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৪। ১১ই আশ্বিন, "মনুষ্যের শরীরতত্ত্ব, মনুষ্যদেহে রক্তসঞ্চালন এবং পরিপাকক্রিয়া"—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ভদ্র।

৫। ২৩এ বৈশাখ ১৩৪৮, "ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য জাতির লৌহশিল্প"—শ্রীশৈলেন্দ্রবিজয় দাসগুপ্ত।

প্রীতি-সম্মেলন ও সম্বর্দ্ধনা

১। আলোচ্য বর্ষের ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার আয়োজনে এক শারদীয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার প্রথম সভাপতি আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় শারীরিক অসুস্থতা উপেক্ষা করিয়া নবীন বৈজ্ঞানিকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ এই সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া উপদেশচ্ছলে সংক্ষেপে কিছু বলেন। পরিষদের সভাপতি স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার পরিষদের সহিত আচার্য্য রায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা উল্লেখপূর্ব্বক নবীন বৈজ্ঞানিকগণকে সম্বোধন করিয়া বঙ্গভাষার মধ্য দিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণার উপযোগিতার বিষয়ে কিছু বলেন। এই উৎসব-সভায় 'বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে'র গবেষকগণ জীবতত্ত্ব এবং শরীরতত্ত্ববিষয়ক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন ও তাহা ব্যাখ্যা করেন। কুমারী রেবা বসু উদ্বোধন-সঙ্গীত করেন এবং শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত সেতার ও শ্রীস্বরূপ দাস

দোতারা বাদ্য দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন। উৎসবান্তে সমবেত সকলকে জলযোগের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণ এই উৎসবের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজেরাই অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

২। গত ৭ই অগ্রহায়ণ শনিবার অপরাহ্ণে পরিষদের প্রাণস্বরূপ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য আশীর্ব্বচন পাঠ করেন। শ্রীকালীপদ পাঠক উদ্বোধন-সঙ্গীত গান করিলে পর পরিষদের সভাপতি স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার হীরেন্দ্রবাবুকে মাল্য অর্পণ করেন। সম্পাদক কর্ত্তৃক মানপত্র পঠিত হইলে পর মহারাজা স্যর শ্রীযোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত গরদের জোড় হীরেন্দ্রবাবুকে উপহার দেওয়া হয়। কুমার শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া হীরেন্দ্রবাবুর বন্দনা করেন এবং শ্রীসজনীকান্ত দাস স্বরচিত "কবিপ্রশস্তি" পাঠ করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের প্রেরিত বাণী পঠিত হইলে সভাপতি হীরেন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে কিছু বলেন। হীরেন্দ্রবাবু মানপত্র ও সভাপতির উক্তির সংক্ষেপে উত্তর দিয়া বলিলেন, "যে দিন আমি শেষ শয্যা গ্রহণ করিব, সে দিন এ কথা ভাবিয়া গৌরব বোধ করিব যে, পরিষদের সেবকরূপে দীর্ঘকাল বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া আমি পরমধামে যাত্রা করিতেছি।"

সভার শেষে শ্রীকালীপদ পাঠকের টপ্পা সঙ্গীত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের আবৃত্তি ও শ্রীদুর্গাপদ দাসের ম্যাজিক সকলকে বিশেষভাবে তৃপ্ত করে। সর্ব্বশেষে জলযোগে সকলকে আপ্যায়িত করা হয়। এই সম্বর্দ্ধনার ব্যয়নির্ব্বাহার্থ যাঁহারা অর্থ দান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও সম্বর্দ্ধনার বিস্তৃত বিবরণ আলোচ্য বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠা-উৎসব

আলোচ্য বর্ষে ৮ই শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অষ্টচত্বারিংশবার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে উৎসব ও প্রীতি-সম্মিলনী হয়। এই উপলক্ষে প্রাপ্ত প্রাচীন পুথি, দুষ্প্রাপ্য ও আধুনিক পুস্তক, সাহিত্যিকগণের হস্তলিপি, প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি ও দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্যগুলি প্রদর্শিত হয় এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ছাত্র শ্রীসুধীরলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবীরেশ্বর রায়, এবং শ্রীঅসিতকুমার ঘোষাল, কুমারী প্রতিমা ও কুমারী সাবিত্রী রায় চৌধুরীর গান, শ্রীনাজির আলীর সানাই বাদন, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের আবৃত্তি এবং শ্রীরাজা বসুর ম্যাজিক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করে। এই প্রীতি-সম্মেলনের জন্য চাঁদা-দাতৃগণকে, বিভিন্ন দ্রব্য উপহার-দাতৃগণকে এবং গায়ক ও বাদকগণকে পরিষদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

রমেশ-ভবন

চিত্রশালা

আলোচ্য বর্ষে মন্দির-সংস্কারকার্য্যের জন্য গ্রন্থালয়ের পুস্তকাদি ও পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী রমেশ-ভবনে স্তূপীকৃত অবস্থায় রাখিতে হইয়াছিল বলিয়া চিত্রশালার দ্রব্যগুলি সাজাইবার এবং প্রদর্শনযোগ্য করিবার ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। এতদ্ব্যতীত কিছু শো-কেস ও অন্যান্য আধার সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য যথাযথ প্রদর্শনযোগ্য করা সম্ভব হইবে না। আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—

(ক) দুইটি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রদত্ত এবং শ্রীবিজয়কুমার দত্তগুপ্ত-প্রদত্ত শিবসিংহের রৌপ্য মুদ্রা। (খ) শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু-প্রদত্ত ৺জলধর সেনের ডায়েরি ও পত্র, (গ) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রসন্নময়ী দেবীর ডায়েরি ও ব্যবহৃত ব্যাগ এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর হস্তাক্ষর, (ঘ) শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী-প্রদত্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মপত্রিকা ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র, (ঙ) শ্রীপুলিনবিহারী সেন-প্রদত্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের, কিশোরীচাঁদ মিত্রের, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও দীনেশচন্দ্র সেনের পত্র।

কার্য্যালয়

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত সদস্যগণ পরিষদের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার; সহকারী সভাপতি—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, রায় শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর, শ্রীমন্মথমোহন বসু, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী; সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, এবং শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত; পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীসজনীকান্ত দাস; চিত্রশালাধ্যক্ষ—গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা; কোষাধ্যক্ষ—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত; পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের প্রাচীন কর্ম্মচারী শশীন্দ্রসেবক নন্দীর মৃত্যু হইয়াছে। পুস্তকালয়ের পুস্তক-তালিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার জন্য দুই জন অস্থায়ী কর্ম্মচারী ছয় মাসের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে একজনকে (শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্যকে) অস্থায়ী ভাবে উক্ত পুস্তকালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ৺শশীন্দ্র-বাবুর স্থলে লেখক নিযুক্ত করা হইয়াছে। গ্রন্থাবলী অপহরণ সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহক্রমে প্রাচীন দ্বারবান পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ায় তাহার স্থলে একজন এবং রমেশ-ভবনের জন্য একজন দ্বারবান নিযুক্ত করা হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি

নিম্নোক্ত সদস্যগণ আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য ছিলেন—

(ক) মূল-পরিষদ্ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ২। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৩। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ৪। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫। ডক্টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া, ৬। শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, ৭। শ্রীঅনাথগোপাল সেন, ৮। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৯। রেভারেণ্ড শ্রী এ. দৌত্তেন, ১০। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১১। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার, ১২। শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, ১৩। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৫। শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, ১৬। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১৭। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৮। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (পরলোকগমন করায়) শ্রীযতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস, ১৯। শ্রীশান্তি পাল, ২০। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

(খ) শাখা-পরিষৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত—১। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীসত্যভূষণ সেন, ৩। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, ৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, ৫। শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু, ৬। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে—শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, ২। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ১২টি অধিবেশন হইয়াছিল এবং সার্কুলার দ্বারা চারি বার সভ্যগণের মত লইয়া কাজ করা হইয়াছিল। সাধারণ কার্য্য ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলির ব্যবস্থা ও মন্তব্যাদি এই সকল অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছিল।

(ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১) কমলা লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীত্রিদিবনাথ রায়কে, (২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেক্‌চারার নির্ব্বাচন-সমিতিতে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তকে, (৩) জগত্তারিণী পদক সমিতিতে শ্রীসজনীকান্ত দাসকে, (৪) ভুবনমোহিনী দাসী পদক-সমিতিতে শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ও (৫) সরোজিনী বসু পদক-সমিতিতে শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তীকে পরিষদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হয়।

(খ) রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-তহবিলের সর্ত্ত অনুসারে "নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক ইতিহাস" বিষয়ে রচনার জন্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'রামপ্রাণ গুপ্ত পদক' দেওয়া হইবে। তিনি উক্ত তহবিলের সর্ত্তানুসারে "ইতিহাস ও ঐতিহ্য" বিষয়ে পরিষদে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

(গ) ১৯৪০।২৭এ হইতে ২৯এ ডিসেম্বর ধারওয়ারে অনুষ্ঠিত বিদ্যাবর্দ্ধক সঙ্ঘের সুবর্ণ জুবিলি ও কন্নড় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদানের জন্য পরিষদের সদস্য শ্রীনারায়ণস্বামী আয়ারকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

(ঘ). কতকগুলি পরিষদ্‌গ্রন্থ অপহৃত হওয়ায় তাহার অনুসন্ধানের ভার কলিকাতা পুলিসের উপর অর্পণ করা হয়।

(ঙ) যে সকল পরিষদ্‌গ্রন্থ বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা নাই বা যেগুলি কীটদষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইয়াছে, সেগুলি ওজন-দরে বিক্রয়ের ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সভা-সমিতিতে দান করা হয়।

(চ) নিম্নলিখিত শাখা-সমিতিগুলি গঠিত হইয়াছিল,—১। সাহিত্য-শাখা, ২। ইতিহাস-শাখা, ৩। দর্শন-শাখা, ৪। বিজ্ঞান-শাখা, ৫। আয়ব্যয়-সমিতি, ৬। পুস্তকালয়-সমিতি, ৭। চিত্রশালা-সমিতি, ৮। ছাপাখানা-সমিতি, ৯। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি-চিত্র নির্ব্বাচন সমিতি, ১০। কাঁটালপাড়া বঙ্কিমভবনে স্থানদান সমিতি, ১১। রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি-পুরস্কার নির্ব্বাচন-সমিতি, ১২। বার্ষিক কার্য্যবিবরণ পরিদর্শন সমিতি, ১৩। পুস্তক-অনুসন্ধান-সমিতি, ১৪। বঙ্কিম-জন্মোৎসব-সমিতি, ১৫। হীরেন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা-সমিতি।

(ছ) Indian Historical Records Commission-এর নূতন নিয়ম গঠন সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য দিবার জন্য যে প্রস্তাব আসিয়াছিল, তাদ্বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

(জ) বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিব এসেমব্লি হইতে কতকগুলি বিল সম্বন্ধে পরিষদের মন্তব্য চাওয়া হইয়াছে। এগুলি এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

(ঝ) পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবন স্বর্গীয় মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই মর্ম্মে উক্ত দুই ভবনে দুইখানি প্রস্তর-ফলক দেওয়া হইবে। এই দুইটি ফলক প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার মহারাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পুথিশালা

আলোচ্য বর্ষে যে সকল পুথি উপহার পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্য হইতে ৬৫ খানি পুথি বাছিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ক্রীত পুথির মধ্য হইতেও ১১ খানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। সাকল্যে এই ৭৬ খানি পুথির মধ্যে বাঙ্গালা ২১ এবং সংস্কৃত পুথি ৫৫ খানি।

যে সকল হিতৈষী ব্যক্তি উপরোক্ত পুথিগুলি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম ও প্রদত্ত পুথির সংখ্যা এই,—৺নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্র শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত (২০ খানি), ডাঃ এস. গুপ্তের মাতা (১৩ খানি), শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী (১১ খানি), ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১১ খানি), শ্রীভবেন্দ্রচন্দ্র রায় (৪ খানি), শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য (৩ খানি), শ্রীমৃগাঙ্কনাথ রায় (১ খানি), শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য (১ খানি), শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু (১ খানি)। উপহারপ্রাপ্ত ৬৫ এবং ক্রীত ১১, সর্ব্বসমেত ৭৬ খানি পুথি তালিকাভুক্ত করিয়া বর্ষশেষে সর্ব্বপ্রকার পুথির সংখ্যা এইরূপ হইয়াছে—

বাঙ্গালা পুথি—৩২২৭	অসমীয়া পুথি—৩
সংস্কৃত " —২৩২৩	ওড়িয়া " —৪
তিব্বতী " — ২৪৪	হিন্দী " —২
ফার্সী " — ১৩	
	৫৮১৬

আলোচ্য বর্ষে ৩০৩ খানি পুথিতে পাটা এবং ১৫২ খানি পুথিতে পাটা ও খেরো লাগান হইয়াছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস এবং শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া পরিষদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। পুথি-দাতৃগণকে ও সংগ্রাহকগণকে পরিষৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অনেকে পরিষদে আসিয়া পরিষদের নানা পুথি আলোচনা করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষের শেষ দিক্ হইতে এই সমস্ত আলোচিত পুথির হিসাব রাখা হইতেছে। এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, পাঁচ মাসে ৮৪ খানি পুথি পরিষদে বসিয়া আলোচিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুইখানি পুথি বাহিরে ধার দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা পরিষদের পুথি আলোচনা করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। হরিদাস তর্কাচার্য্য-কৃত শ্রাদ্ধবিবেকটীকা, কামদেব ঘোষকৃত ভট্টিটীকা ও মহাদেব আচার্য্যসিংহ দেবরচিত মালতী-মাধবটীকার যে পুথি পরিষদে আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থাগার

গত বৎসর পরিষদ্ মন্দিরের সংস্কারকালে গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া ছিল এবং সাময়িক পত্রিকাগুলিও স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে সাময়িক পত্রের ঘরের র‍্যাক সম্পূর্ণ হওয়ায় সাময়িক পত্রিকাগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। বহু নূতন সাময়িক পত্রিকা উপহার পাওয়া গিয়াছে ও ক্রীত হইয়াছে, সেই জন্য সাময়িক পত্রিকার জন্য যে নূতন র‍্যাক তৈয়ার হইয়াছে, তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলি তালিকাভুক্ত হইলেও স্থানাভাবে দ্বিতলের হলের মেঝেতে পড়িয়া ছিল। আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের নিম্নতলের হলের উত্তর-পশ্চিম দিকে (যেখানে পূর্ব্বে সিঁড়ি ছিল) নূতন আলমারী তৈয়ার হওয়ায় কিছু পুস্তক সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও র‍্যাক অথবা আলমারীর অভাবে বহু বাংলা পুস্তক, সমস্ত ইংরেজী পুস্তক ও ইংরেজী সাময়িক পত্রিকা সাজাইয়া তালিকাভুক্ত করিতে পারা যাইতেছে না। এ বিষয়ে পরিষদের হিতকামী সদস্য ও অনুরক্ত ভক্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যেন এ বিষয়ে পরিষৎকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত হন। কারণ, যে অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা কেবল অর্থাভাবে তালিকাভুক্ত করিতে না পারায় সাধারণের গোচরীভূত করিতে পারা যাইতেছে না।

স্থানাভাবে কিছু অপ্রয়োজনীয় পুস্তক ও পত্রিকা ফেলিয়া দিয়া নূতন করিয়া বাংলা পুস্তকের তালিকা প্রণয়ন করা হইতেছে। মোট ১৩২২৫ খানি বাংলা পুস্তক তালিকাভুক্ত

হইয়াছে। পুস্তকগুলির নামের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে; আলোচ্য বর্ষে উহার অ হইতে ন পর্য্যন্ত ছাপা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত, শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং শ্রীহরিহর মল্লিকের পুস্তক দান উল্লেখযোগ্য। (১) শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত তাঁহার পিতা পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে পূর্ব্বে যে "রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থ-সংগ্রহ" পরিষৎকে দান করিয়াছিলেন, তাহাতে পুনরায় ৬৪১ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। (২) শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পিতার শেষ ইচ্ছানুযায়ী ৭টি আলমারী সমেত প্রায় ১৮০০ পুস্তক ও পত্রিকা দান করিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রদিগের ইচ্ছানুযায়ী পুস্তকগুলি "নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত পুস্তক-সংগ্রহ" ছাপযুক্ত হইয়া তালিকাভুক্ত হইলে সাধারণকে পাঠের জন্য দেওয়া হইবে। আলমারীগুলির অবস্থা জীর্ণ হওয়ায় প্রদাতৃগণ সেগুলি ফেরত লইয়া গিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে নূতন আলমারী দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। (৩) শ্রীহরিহর মল্লিক মহাশয়ও ১৯৪ খানি পুস্তক উপহার দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বহু প্রতিষ্ঠান ও হিতৈষী বন্ধু এবং সদস্যের নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাওয়া গিয়াছে।

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি উল্লেখযোগ্য—

প্রদাতা : Keeper, Imperial Records—Bengal in 1756, Vols. I—III; Old Fort William in Bengal, Vols. I—II; Diaries of Streynsham Master, Vols. I—II; শ্রীসজনীকান্ত দাস—Johnson's Dictionary, Vol. II by J. Mendies, 1828; শ্রীশিবনাথ চক্রবর্ত্তী—Government Gazette, 1862; শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল—Report of the Calcutta School Book Society, 1818 (1st year); Calcutta School Society Manuscript Proceedings (1818—1832); উড়িষ্যাপ্রবাসী শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—পাল বার্জিনিয়া, ১৮৫৯, ২য় সং; বৃত্রসংহার কাব্য, ১ম খণ্ড, ২য় সং, ১২৮৬; ঐ ২য় খণ্ড, ১ম সং, ১২৮৪; সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটক, ২য় সং, ১২৮১; সুলভ পত্রিকা, ১২৬০, ১ম খণ্ড (১ম—৯ম সংখ্যা), শ্রীঅজয়চন্দ্র দত্ত—The Fifth Report from the Select Committee on the Affairs of the East India Company, 1812; Do, First Report, 1808; Considerations on India Affairs by W. Bolt, 1772; Historical Account of Discoveries and Travels in Asia by W. Murray, Vols. I—III, 1820; History of Hindostan by A. Dow, Vols. I & II, 1770; Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India, Vols. I—III by H. Hebers, 1828; Selections from Several Books of the Vaidanta by Rajah Rammohun Roy, 1844; শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত ও ভ্রাতৃগণ—জীবন-চরিত, ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্ম-কৃত, ১৮৪৯; বীরবাহু কাব্য, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১২৭১; অন্নদামঙ্গল, ২য় খণ্ড, কৃষ্ণনগর সং, ১৭৬৯ শক; নীতিবোধক ইতিহাস by Rev. W. Adams & N.

Edgeworth, ১৮৪৯; সংগীত মাধুরী, রাম চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি প্রণীত, ১২৬৮; পাঁচালী, ২য় খণ্ড, দাশরথি রায়-কৃত, ১২৬৯; Grammar of the Bengalee Language by A Native, 1850।

ক্রীত সাময়িক পত্র ও পুস্তকের মধ্যে নিম্নোক্তগুলি দুষ্প্রাপ্য—

দিগ্‌দর্শন or A Magazine for Indian Youth, No. 1 of 1818 to No. 16 of 1820; কল্পলতা ও প্রকৃতি, ১২৮৯; সুবোধিনী, ২য় বর্ষ, ১২৯৮; ধর্ম্মসাধন (সাপ্তাহিক) ১ম সংখ্যা হইতে ৩য় ভাগ; বামারচনাবলী, ১২৭৮; কবিতাবলী, ১ম সং, ১২৭৭, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত; জ্ঞানাঞ্জন, গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য-কৃত ১৮৩৮; রঙ্গমতী, ২য় সং; চন্দ্রশেখর, ১ম সং; গীতা—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত, ১৮৩৩; পদ্মাবতী নাটক, ১২৮৩; বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, সংবৎ ১৯২৯; এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, শক ১৮০০; রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ১ম ভাগ, শক ১৭৯৩; রজতগিরি, ১৩১০; বিদ্ধশালভঞ্জিকা, বঙ্গাব্দ ১৩১০।

নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগারে পুস্তক বা পত্রিকা উপহার দিয়াছেন।—

১। Archaeological Survey of India, ২। Smithsonian Institution, ৩। Geological Survey of India, ৪। Manager of Publications, Delhi, ৫। Kern Institute, Holland, ৬। Bengal Library, ৭। Imperial Library, ৮। Government Printing, Bengal, ৯। Curator, Dacca Museum, ১০। Central Publicity Office, E. I. Ry-, ১১। Madras Government Oriental Manuscripts Library, ১২। Government Museum, Madras, ১৩। Curator, Prince of Wales Museum, Bombay, ১৪। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ১৫। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৭। বিশ্বভারতী।

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্‌গ্রন্থাগার হইতে জামসেদপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের প্রদর্শনীতে ও রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে বাণী সাধারণ পাঠাগারে পুস্তক ও পত্রিকা প্রভৃতি প্রেরিত হইয়াছিল এবং কবিগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে পরিষদের রমেশ-ভবনের দ্বিতলে যে তিন দিন প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে কবির নানা সময়ে লিখিত বিভিন্ন সংস্করণের পুস্তক প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কলিকাতা করপোরেশন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও পুস্তক-ক্রয়ের জন্য ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষৎ করপোরেশনের নিকট কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থ-প্রকাশ

আলোচ্য বর্ষে **সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার** নিম্নোক্ত পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে—

১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৩। রামরাম বসু, ৪। গঙ্গা-কিশোর ভট্টাচার্য্য, এবং ৫। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ।

প্রত্যেক গ্রন্থের মূল্য চারি আনা মাত্র। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩য় ও ৪র্থ গ্রন্থ দুইখানি কলিকাতা 'সুবর্ণবণিক্ সমাজে'র সম্মতি অনুসারে পরিষদের অক্ষয়কুমার স্মৃতি-তহবিলের অর্থে মুদ্রিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই সমাজের ও ইহার সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ।

ঝাড়গ্রাম গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল হইতে আলোচ্য বর্ষে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদকতায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে—

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত—১। দেবী চৌধুরাণী, ২। বিষবৃক্ষ, ৩। ইন্দিরা, ৪। যুগলাঙ্গুরীয়, ৫। চন্দ্রশেখর, ৬। রাধারাণী, ৭। রজনী, ৮। রাজসিংহ, ৯। Essays and Letters, ১০। কৃষ্ণচরিত্র, ১১। ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং ১২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

(খ) মধুসূদন দত্তের সমগ্র বাংলা রচনা। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে,—১। কাব্য—তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী এবং বিবিধ কাব্য। ২। নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা—শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড় সালিকের ঘাড়ে রেঁা, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, মায়াকানন ও হেক্‌টর বধ। এই সকল গ্রন্থ দুই খণ্ডে বাঁধানো এবং পৃথক্ পৃথক্ কাগজের মলাটেও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের রাজ-সংস্করণ ইতিমধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। মধুসূদন-গ্রন্থাবলীর যেরূপ চাহিদা দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা ঝাড়গ্রাম তহবিল হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পরিদর্শক হিসাবে এগুলির বিক্রয় ও প্রচারের ব্যবস্থা করিয়া পরিষৎকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই জন্য তিনি পরিষদের ধন্যবাদার্হ। ঝাড়গ্রামরাজের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত বি. আর. সেন মহাশয় এই তহবিলের গ্রন্থপ্রকাশ-কার্য্যে পরিষৎকে বিশেষরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন। পরিষৎ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

এতদ্ব্যতীত স্থির হইয়াছে যে, (ক) ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'বৌদ্ধ গান ও দোহা', এবং (খ) শ্রীসজনীকান্ত দাস-লিখিত 'বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ' লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিল হইতে প্রকাশ করা হইবে।

আলোচ্য বর্ষে (ক) 'বাংলা পুথির তালিকা' মুদ্রণের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের সম্পাদক এবং (খ) শ্রীসুধাকান্ত দে-লিখিত রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞানের মুদ্রণকার্য্য কিছুই অগ্রসর হয় নাই, (গ) 'বঙ্কিম-জীবনীর খসড়া' বর্ত্তমান বর্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা হইতেছে।

পরিশিষ্টে বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত গ্রন্থাবলীর ও গ্রন্থাবলীর আবাঁধা ফর্ম্মাগুলির হিসাব প্রদত্ত হইল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

আলোচ্য বর্ষে সপ্তচত্বারিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে শ্রেণীভেদে প্রবন্ধ ও লেখকগণের নাম প্রদত্ত হইল—

(ক) **প্রাচীন সাহিত্য**—১। দেলপূজার ছড়া—শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ২। শিবচরণের গীতপদ—ডক্‌টর শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া।

(খ) **ইতিহাস**—১। কদলী রাজ্য—শ্রীরাজমোহন নাথ, ২। কাশ্মীরি জাতি কি আদিতঃ ইহুদি?—শ্রীবিমলাচরণ দেব, ৩। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ৪। পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগর—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। প্রগল্‌ভাচার্য্য—শ্রীদীনেশ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। প্রাচীন বাঙ্‌লার ধন-সম্পদ্—ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৭। প্রাচীন বাঙ্‌লার শ্রেণীবিভাগ—ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৮। প্রাচীন ভারতে ইতিহাসচর্চ্চা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, ৯-১১। বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ—শ্রীসজনীকান্ত দাস, ১২। 'বাংলা সাময়িক-পত্র'—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩। বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয়—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, ১৪। ভোট-বীর কেসর্-এর কথা—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৬। মহাদেব আচার্য্যসিংহ—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১৭। রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রা—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, ১৮। সেকালের সংস্কৃত কলেজ (২-৫)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯। হরিদাস তর্কাচার্য্য—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

(গ) **দর্শন**—১। শব্দ ও অর্থ—শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য, ২। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী।

(ঘ) **বিজ্ঞান**—তৈল নিষ্কাষণের আরও কয়েকটি উপায়—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু।

বঙ্গীয় রাজসরকার

আলোচ্য বর্ষে পরিষদের গ্রন্থপ্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ বঙ্গীয় রাজসরকার দান করিয়াছেন। বঙ্গীয় রাজসরকারের নিকট এই দানের জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

কলিকাতা করপোরেশন

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা করপোরেশন পরিষদ্‌গ্রন্থাগারের জন্য পুস্তকাদি ক্রয় করিতে ৬৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং পরিষদ্ মন্দির ও রমেশ-ভবনের টেক্স রেহাই দিয়াছেন। কলিকাতা করপোরেশনের নিকট পরিষৎ এই জন্য বিশেষ ঋণী।

করপোরেশনের দানের ও ট্যাক্স রেহাই দিবার অন্যতম সর্ত্তানুসারে দুই জন ওয়ার্ড-কাউন্সিলার পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির ও পুস্তকালয় এবং চিত্রশালা-সমিতির সভ্য আছেন।

দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডার

এই ভাণ্ডার হইতে আলোচ্য বর্ষে দুই জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নীকে, একজন সাহিত্যিকের বিধবা কন্যাকে, একজন সাহিত্যিকের পুত্রবধূকে এবং একজন গ্রন্থকর্ত্রীকে প্রতি মাসে নিয়মিত সাহায্য দান করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত একজন সাহিত্যিকের দৌহিত্রীকে এবং একজন বৈষ্ণব সাহিত্যিককে এককালে কিছু সাহায্য করা হইয়াছে। প্রধানতঃ ৺পুলিনবিহারী দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্থাপিত 'দুঃস্থ সাহিত্যিক ভাণ্ডারে'র টাকার সুদ হইতেই এই সাহায্য করা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ভাণ্ডার পুষ্টির জন্য প্রদত্ত পুস্তক বিক্রয় দ্বারাও কিছু কিছু অর্থ পাওয়া গিয়াছে।

সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান শাখা

আলোচ্য বর্ষে সাহিত্য-শাখার ২টি, ইতিহাস-শাখার ১টি, দর্শন-শাখার ৩টি, বিজ্ঞান-শাখার ৪টি অধিবেশন হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পাঠোপযোগী ও পত্রিকায় প্রকাশোপযোগী প্রবন্ধ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য এবং ডক্টর শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী যথাক্রমে সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি এবং শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য যথাক্রমে ঐ সকল শাখার আহ্বানকারী ছিলেন।

স্মৃতি-রক্ষা

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী-প্রদত্ত প্রিয়ম্বদা দেবীর এবং ৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র-প্রদত্ত বাণীনাথ নন্দীর চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের কর্তৃপক্ষ রায় জলধর সেন বাহাদুরের তৈলচিত্র দান করিয়াছেন। উহা অদ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। চিত্রপ্রদাতৃগণের নিকট পরিষৎ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিষদ্ মন্দির

আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ মন্দিরের নিম্নতলের হলের উত্তর-পশ্চিম কোণে র‍্যাক প্রস্তুত হইয়াছে। এই র‍্যাকে পুস্তকালয়ের গ্রন্থাদি সংরক্ষিত হইয়াছে। পরিষদের যে সকল আসবাব-পত্র আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

বঙ্কিম-ভবন

কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-ভবন সংস্কারের পর প্রতিষ্ঠা-সভায় ঐ ভবন সংরক্ষণের জন্য বঙ্গদেশবাসীর নিকট আবেদন জ্ঞাপন করা হয়। তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে। এই তহবিলের অর্থ হইতে ৫০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ খরিদ করা হইয়াছে। নৈহাটী মিউনিসিপ্যালিটি আলোচ্য বর্ষে বঙ্কিম-ভবনের ট্যাক্স আংশিকভাবে রেহাই দিয়াছেন। এই জন্য পরিষৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির নিকট কৃতজ্ঞ। সহকারী সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-ভবন সংরক্ষণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন; তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বর্ত্তমান বর্ষের ১৫ই আষাঢ় বঙ্কিম-ভবনে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

বিশেষ দান

আলোচ্য বর্ষে সদস্যগণের নিকট চাঁদা ও প্রবেশিকা সংগ্রহ, পরিষৎ-পত্রিকা, গ্রন্থাবলী বিক্রয় দ্বারা সংগৃহীত অর্থ ব্যতীত নিম্নোক্ত আর্থিক সাহায্য সদস্য ও সদস্যেতর হিতৈষিগণের

নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছিল। দাতৃগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা যাইতেছে।—

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য)
২। ঐ ঐ (পত্রিকার এবং গ্রন্থাবলীর মূল্য বাবদ)
৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান
৪। সাধারণ তহবিলে দান
৫। হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনায় দান
৬। প্রতিষ্ঠা-উৎসবের জন্য দান
৭। বিজ্ঞান-শাখার শারদীয় সম্মিলনে দান
৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান
৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান

এই সকল আর্থিক দান ব্যতীত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ প্রতিষ্ঠা-উৎসব উপলক্ষে সিরাপ ও এসেন্স, পুথিশালা ও গ্রন্থাগারের জন্য বহু ন্যাপথলিন, এবং কার্য্যালয়ের জন্য তিনটি ফায়ার-কিং দান করিয়াছেন। বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কোং, দাস এণ্ড কোং, শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেঠ ও শ্রী এইচ. এন. মুখার্জি বহু দপ্তর-সরঞ্জামীর দ্রব্য প্রতিষ্ঠা-দিবসে দান করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলেরই নিকট পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞ।

শাখা-পরিষৎ

আলোচ্য বর্ষে কোন নূতন শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরাতন শাখাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, উত্তরপাড়া, গৌহাটী, চট্টগ্রাম, কাশী ও ভাগলপুর-শাখায় নানারূপ অধিবেশনাদি হইয়াছিল। সকল শাখার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ এ পর্য্যন্ত হস্তগত হয় নাই বলিয়া এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হইল না।

আয়-ব্যয়

পরিষদের যে আয়-ব্যয়-বিবরণ ও উদ্বৃত্ত-পত্র (ব্যালান্স-সীট) সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে পরিষদের আর্থিক অবস্থা ও সম্পত্তির পরিচয় বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তহবিলগুলির পৃথক্ পৃথক্ হিসাব খোলা হইয়াছে, তাহাতে হিসাব রক্ষার কার্য্য বিশেষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, এবং সংবৎসরের হিসাবপরিদর্শন-কার্য্যে সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

আয়ব্যয়-পরীক্ষক শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন সমস্ত হিসাব পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের পরম উপকার করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

পদক ও পুরস্কার

(ক) আলোচ্য বর্ষের ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার বিশেষ অধিবেশনে ডক্‌টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়কে অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল হইতে "বাঙ্গালীর ইতিহাসের কাঠামো" বিষয়ে তিনটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবার জন্য "অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পুরস্কার" দেওয়া হয়। পুরস্কারের অর্থ (১৫০৲) নীহারবাবু পরিষদের সাধারণ তহবিলে দান করিয়াছেন।

(খ) গত ২৯এ অগ্রহায়ণ রবিবার পরিষদের মাসিক অধিবেশনে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পুরস্কারস্বরূপ "নারায়ণচন্দ্র মৈত্র পদক" প্রদান করা হয়।

উপসংহার

গত বৎসরে পরিষদের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল কার্য্য আরব্ধ ও সমাপ্ত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার বিবৃতি দিলাম। পরিষদের যে সকল শুভাকাঙ্ক্ষী হিতৈষী বন্ধু আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য দিয়া কার্য্যপরিচালনে আমাদের সহায়তা করিয়াছেন, এই সুযোগে তাঁহাদিগকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। সহযোগী কর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাষায় লিখিবার নহে। তাঁহাদের ঐকান্তিক সাহায্য ও সহানুভূতি না পাইলে পরিষদের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব হইত না। পরিষৎ বর্ত্তমানে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, আমাদের বিশ্বাস, অনুরূপ সহযোগিতা ও সহানুভূতি পাইলে অদূর ভবিষ্যতে ইহার আরও উন্নতি সম্ভব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাবের সহিত এই বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অর্থের অপ্রতুলতা অনেকটা দূর হইয়াছে এবং বর্ষশেষে ঘাটতি ফিরিস্তি দিয়া আমাদিগকে লজ্জা পাইতে হইতেছে না। পরিষদের শুভাশুভ সম্বন্ধে বাংলা দেশের জনসাধারণ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহশীল হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া

যাইতেছে; তবে এখনও পরিষদের সদস্য-সংখ্যা এমন আশানুরূপ হয় নাই, যাহাতে চাঁদার টাকাতেই পরিষদের সকল বিভাগের কাজ সুষ্ঠুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং আমাদিগকে বরাবরের মত পরমুখাপেক্ষী না হইতে হয়। এই জন্য সকল সদস্যের নিকট আমাদের আন্তরিক নিবেদন, তাঁহারা যেন নিয়মিত-চাঁদাদানকারী সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখেন।

আলোচ্য বর্ষে আমাদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড প্রকাশ, সম্পূর্ণ বাংলা মধুসূদন-গ্রন্থাবলী প্রকাশ ও সাহিত্যসাধক-চরিতমালার উল্লেখ করিতে পারি। পাঠাগার-বিভাগে এতকাল আমরা একটি সম্পূর্ণ পুস্তক-তালিকার অভাবে নানা অসুবিধা ভোগ করিতেছিলাম। আলোচ্য বর্ষে উক্ত তালিকা প্রকাশের কার্য্য আরম্ভ হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, মাসেক কালের মধ্যে এই তালিকা এক খণ্ড প্রকাশিত হইবে। আর দুইটি বিষয়ের উল্লেখে পরিষদের শুভানুধ্যায়িগণ আনন্দিত হইবেন। এতকাল অর্থাভাবে আমরা কর্ম্মচারিগণের বেতন নিয়মিত দিতে পারি নাই। আলোচ্য বর্ষে আমরা দুইজন আজীবন-সদস্যের প্রদত্ত চাঁদার সহায়তায় একটি সাধারণ গচ্ছিত তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছি। অতঃপর কর্ম্মচারীদের বেতনের অভাব হইলে উক্ত তহবিল হইতে কর্জ্জ করিয়া যথাসময়ে তাঁহাদিগকে বেতন দিতে পারিব। আমরা এই বৎসরে সমস্ত গচ্ছিত তহবিলের হিসাব স্বতন্ত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া বরাবরের অনুযোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি।

বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের সহকর্ম্মিগণের মধ্যে দুই জনের আকস্মিক মৃত্যুতে পরিষৎ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। পূর্ব্বে আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিবৃতি লিখিবার কালেই আমাদের অন্যতম সহকর্ম্মী চিত্রশালাধ্যক্ষ গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার যত্ন ও চেষ্টায় পরিষৎ-সংগৃহীত চিত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত হইয়াছে। পরিষৎ মন্দিরের বর্ত্তমান সুদৃশ্য রূপসজ্জা তাঁহার শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের যে ক্ষতি হইল, তাহা অপূরণীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ	কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে
কলিকাতা	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গাব্দ ১৩৪৮, ১০ শ্রাবণ	সম্পাদক

পরিশিষ্ট

(ক) শাখা-সমিতির সভ্য-তালিকা

সাহিত্য-শাখা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত (সভাপতি), শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা (আহ্বানকারী)।

ইতিহাস-শাখা

পরিষদের সভাপতি (সভাপতি), শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীমন্মথমোহন বসু, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, সম্পাদক, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত (আহ্বানকারী)।

দর্শন-শাখা

শ্রীহরিসত্য ভট্টাচার্য্য (সভাপতি), শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঈশানচন্দ্র রায়, শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, রেভা: শ্রী এ. দোঁতেন, শ্রীমন্মথমোহন বসু, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু (আহ্বানকারী)।

বিজ্ঞান-শাখা

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী (সভাপতি), শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীআশুতোষ গুহ ঠাকুরতা, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দত্ত, শ্রীবিনয়কৃষ্ণ পালিত, শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবনবিহারী ঘোষ, শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার, শ্রীনলিনবন্ধু দাস, শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সরকার, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (আহ্বানকারী)।

আয়-ব্যয়-সমিতি

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরমণীকান্ত বসু, শ্রীতিনকড়ি বসু, শ্রীকানাইলাল মিত্র, শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ (আহ্বানকারী)।

ছাপাখানা-সমিতি

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা, শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীরামশঙ্কর দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বানকারী)।

চিত্রশালা-সমিতি

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশি, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীসজনীকান্ত দাস (আহ্বানকারী)।

পুস্তকালয়-সমিতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, শ্রীশান্তি পাল, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পরিষদের সভাপতি ও সম্পাদক, শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা (আহ্বানকারী)।

(খ) বর্ষশেষে মুদ্রিত গ্রন্থাবলীর হিসাব

অনাদিমঙ্গল	৫০	চণ্ডীদাস-পদাবলী	৭৮
ইতিকথা	৫০	দুর্গামঙ্গল	১৪
ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস	৫৮	ধর্ম্মপুরাণ (ময়ূরভট্টের)	১০০
ঋতুসংহারম্	১০	ধর্ম্মপূজাবিধান	১০০
কণারকের বিবরণ	৩৯	নবীন ও প্রাচীন	১০০
কবি হেমচন্দ্র	১৫০	নব্য রসায়নী বিদ্যা	২৭
কালিকামঙ্গল	১০০	নেপালে বাংলা নাটক	৩০
কৌলমার্গ-রহস্য	১০০	পুষ্পবাণবিলাসম্	৮০
উদ্ভিদ জ্ঞান, ১ম	৫১	বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিচয়	৫৯
" ২য়	৫১	বৃন্দাবন কথা	১৫
গঙ্গামঙ্গল	৪০	ভারত ললনা	৪১
গোরক্ষবিজয়	৪৪	বাঙ্গালা ভাষা, ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড	৮
গৌরাঙ্গ-সন্ন্যাস	৭৭	" " ৪র্থ খণ্ড	৮৫
গ্রহগণিত	৫০	মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা	৫০
গৌরপদতরঙ্গিণী	২২৭	মনোবিজ্ঞান	৬০

মন্দিরা	৫০
মহাভারত (আদি)	৬৯
মাথুর কথা	১৬০
মৃগলুব্ধ	৩০
মৃগলুব্ধ-সংবাদ	৩০
রসকদম্ব	৪৯
সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, ১ম	১২
” ২য়	১২
” ৩য়	১২
লেখমালানুক্রমণী	১০১
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন	২৬
শ্রীকৃষ্ণবিলাস	৭০
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	৪৯
সংকীর্ত্তনামৃত	৫০
সর্ব্বসম্বাদিনী	৪৮
সারদামঙ্গল	৫০
সৌন্দর্য্যতত্ত্ব	৪০
আনন্দমঠ	৭৭৭
ইন্দিরা	১৮৬
কপালকুণ্ডলা	৭৪৬
কমলাকান্ত	৭৬৬
কৃষ্ণকান্তের উইল	৮১
গদ্যপদ্য বা কবিতা-পুস্তক	৩৪২
চন্দ্রশেখর	২০২
দুর্গেশনন্দিনী	৭৬৪
দেবী চৌধুরাণী	১১১
বিজ্ঞান-রহস্য	৭৯৩
বিবিধ প্রবন্ধ	৮২৫
বিষবৃক্ষ	১৯৫
মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত	৩০০
মৃণালিনী	৮১৬
যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭
রাজসিংহ	১৬০
রাধারাণী	১২৪
লোকরহস্য	৩২৫
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২৫৯
সাম্য	৭৮৯
সীতারাম	১১২
রজনী	১৫৪
আলালের ঘরের দুলাল	৩০২
কালীপ্রসন্ন সিংহ	২৫১
কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য	৩৪৯
গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য	২৮০
চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী	১৪৯
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য	১২৭
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস	৫১
ন্যায়দর্শন, ১ম খণ্ড	২৫২
” ২য় ”	৭৩
” ৩য় ”	৭৯
” ৪র্থ ”	৭২
” ৫ম ”	৭৬
পদকল্পতরু, ২য় ভাগ	১৮৪
” ৩য় ”	১৪৮
” ৪র্থ ”	১৮০
” ৫ম ”	২২৬
পরিষৎ-পরিচয়	২২০
প্যারীচাঁদ মিত্র	৫৩
বিবিধ—কাব্য	১৪৩
বীরাঙ্গনা কাব্য	১৮৬
ব্রজাঙ্গনা কাব্য	১২৪
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২০৪
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	২০৬
রামনারায়ণ তর্করত্ন	২১৮
রামরাম বসু	২৫০
শ্রীভাষ্য, ৩য় খণ্ড	২০
” ৪র্থ ”	২০
” ৫ম ”	৩০

বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা, ৩য় খণ্ড	৫০
„ „ ৪র্থ	৫০
সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড	৩০৪
„ „ ২য়	৫২
„ „ ৩য়	১৬২
মেঘনাদবধ কাব্য	১৮৮
একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ	১৪৪
পদ্মাবতী নাটক	১৪৫
হেক্‌টর-বধ	১৪২
হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা ১ম (কাগজে)	৮৬
„ „ কাপড়ে	২২
„ ২য় „	৭০
Catalogue of Sans. Mss.	১১৮
Museum Catalogue	৫০
Rabindranath	৪১
Des. List of Sculptures & Coins	৫৫
Rajmohan's Wife	১৮৬
Essays and Letters	১৯১
Letters on Hinduism	১৮৭
মধুসূদন গ্রন্থাবলী (রাজ সং) ১ম, কাব্য	১৩
„ সাধারণ সং „	৪৯
বঙ্কিম-গ্রন্থ, বিশিষ্ট ১ম	৮৩
„ „ ২য়	১১২
„ „ ৩য়	১১৩
„ „ ৪র্থ	১৫
„ „ ৫ম, Eng.	২২
„ „ ৬ষ্ঠ	২৫
„ „ ৭ম	৩৩
রাজ সং ১ম	৭
„ „ ২য়	৩
„ „ ৩য়	৩
„ „ ৪র্থ	৫
„ „ ৫ম, Eng.	৬
„ „ ৬ষ্ঠ	৬
„ „ ৭ম	৮
জ্ঞানসাগর	৩৮
তীর্থমঙ্গল	৯০

(গ) বর্ষশেষে উদ্বৃত্ত ফর্ম্মার হিসাব

গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
কপালকুণ্ডলা	১৪৫	৭৮৬
সাম্য	১৫০	৮০০
বিজ্ঞান-রহস্য	১৫০	৭৯৮
আনন্দমঠ	১৫০	৯০০
দুর্গেশনন্দিনী	১৪০	৭৯৫
কমলাকান্ত	১৫০	৭৯৯
মৃণালিনী	১৪৮	৮০০
বিবিধ প্রবন্ধ	১৫০	৭৯৯
লোকরহস্য	৫০	৩০০
গদ্যপদ্য	৫০	৩০০
মুচিরাম গুড়	৫০	৩০০
দেবী চৌধুরাণী	৫০	৪০০
সীতারাম	৫৫	৬৫০
কৃষ্ণকান্তের উইল	৪৭	৬৪৯
Rajmohan's Wife	১৪৯	৬০০
Letters on Hinduism	৪৯	৬০০
রজনী	৪৯	৬০০

গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ	গ্রন্থের নাম	রাজ সংস্করণ	সাধারণ সংস্করণ
রাধারাণী	৪৯	৬০০	বিষবৃক্ষ	৫০	৬০০
রাজসিংহ	৪৯	৫৯৭	চন্দ্রশেখর	৫০	৬০০
Essays & Letters	৪৯	৬০০	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	১০০	৭০০
ইন্দিরা	৫০	৬০০	বঙ্গীয় নাটশালার		
যুগলাঙ্গুরীয়	৫০	৬০০	ইতিহাস	—	৩৬৬

(ঘ) বর্ষশেষে আসবাব-পত্রাদির হিসাব

টেবিল	২৬	কাউণ্টার	২
চেয়ার	৩৯	ক্যাম্প চেয়ার	১
বেঞ্চ	৫৬	বাক্স	১৬
আলমারি—গ্লাসকেস	১০৪	মুদ্রাধার	২
কাঠের আলমারী	৯	ইজেল	২
সিলিং আলমারী	১	বক্তৃতা-মঞ্চ	১
শো-কেস	৭	Letter Printing Machine	১
র‍্যাক	৩৬	মূর্ত্তির পাদপীঠ	২৬
হোয়াটনট	১	ফায়ার কিং	৩
ষ্ট্যাণ্ড	৬	ঘড়ি	২
টুল	১০	সিলিং ফ্যান	১৬
সিঁড়ি	১০	টেবিল ফ্যান	৩
লোহার সিন্দুক	২		
ব্ল্যাক-বোর্ড	৩		৩৮৫

(ঙ) বিশেষ দান

১। বঙ্গীয় রাজসরকারের বার্ষিক দান (গ্রন্থপ্রকাশের জন্য—১২০০৲

২। ঐ (পরিষৎ-পত্রিকার মূল্য বাবদ) ২৩৬৸০

৩। কলিকাতা করপোরেশনের বার্ষিক দান ৬৫০৲

৪। সাধারণ তহবিলে দান ১৭৬৸০

৺নারায়ণচন্দ্র মৈত্র ১৷০ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ১৫০৲

শ্রীসজনীকান্ত দাস ২৫৲

৫। হীরেন্দ্র-সংবর্দ্ধনার দান ২০১৲

(দাতৃগণের নাম গত বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে)

৬। অষ্টচত্বারিংশ প্রতিষ্ঠা-উৎসবে দান ৭৯৲

অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
অভিরাম মল্লিক	১৲	(ডাক্তার) বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়	১৲
ঈশানচন্দ্র রায়	১৲	বাহাদুর সিং সিংহী	২৲
এ. দোঁতেন	২৲	বিমল রায় চৌধুরী	১৲
কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	(কুমার) বিমলচন্দ্র সিংহ	৫৲
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
(ডক্টর) গিরীন্দ্রশেখর বসু	১৲	ভুজঙ্গধর শ্রীমানী	১৲
গোকুলচন্দ্র লাহা	২৲	(স্তর) মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲	মৃগাঙ্কনাথ রায়	১৲
চন্দ্রকুমার সরকার	১৲	মৃণালকান্তি ঘোষ	১৲
চারুচন্দ্র বিশ্বাস	২৲	(স্তর) যদুনাথ সরকার	২৲
চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲	রমণীকান্ত বসু	১৲
(কুমার) জগদীশচন্দ্র সিংহ	৫৲	রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
তিনকড়ি বসু	১৲	রাজশেখর বসু	১৲
ত্রিদিবনাথ রায়	১৲	লালবিহারী দত্ত	২৲
দেবপ্রসাদ ঘোষ	১৲	(মহারাজ) শ্রীশচন্দ্র নন্দী	৫৲
দেবেন্দ্রনাথ দাস	১৲	সজনীকান্ত দাস	১৲
(ডক্টর) নীহাররঞ্জন রায়	১৲	সতীশচন্দ্র ঘোষ	১৲
(ডক্টর) পঞ্চানন নিয়োগী	১৲	সতীশচন্দ্র বসু	১৲
পুলিনবিহারী সেন	১৲	সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
প্রফুল্লকুমার সিংহ	১৲	সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
প্রফুল্লকুমার সরকার	১৲	সুরেশচন্দ্র মজুমদার	১৲
(স্তর) প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৫৲	হরিদাস দত্ত	১৲
ফণিভূষণ তর্কবাগীশ	১৲	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲

৭। বিজ্ঞান-শাখার শারদীয় সম্মিলনে দান ২৲

অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	(ডক্টর) গিরীন্দ্রশেখর বসু	১৲

(এই সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিজ্ঞান-শাখার সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে অধিকাংশ অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।)

৮। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানা সংরক্ষণের জন্য দান ৬১০৸৶০

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়	১০৲	অভয়পদ দে	১৲
অনাথবন্ধু দত্ত	১৲	অময়কৃষ্ণ ঘোষ	১০৲
(রায় বাহাদুর) অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲	অম্বিকাচরণ রায়	২৲

অরবিন্দ পাল	৫৲
অহিভূষণ লাহা	।০
আশুতোষ ভট্টাচার্য্য	১৲
উপেন্দ্রনাথ সেন	৫৲
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৲
(রাজা) কমলারঞ্জন রায়	৫০৲
করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
(ডাঃ) কার্ত্তিকচন্দ্র বসু	৫৲
কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
কালীপদ দত্ত	২৲
কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৲
কিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
কুশীপ্রসূণ চট্টোপাধ্যায়	২৲
ক্ষেত্রনাথ গাঙ্গুলী	১৲
গোবিন্দপ্রসাদ পালিত	২৲
জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
জনৈক বন্ধু	১০৲
জানকীরাম খাণ্ডেলওয়ালা	১৲
জে. সি. মুখার্জি	১০৲
(কবিরাজ) জ্যোতির্ম্ময় সেন	১৲
জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৲
(ডাঃ) জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
দুর্গাপদ মুখোপাধ্যায়	১৲
দেবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
দ্বিজপদ সেনগুপ্ত	১৲
ধনপতি চন্দ্র	১৲
ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব	২৲
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	।০
নগেন্দ্রনাথ মিত্র	১৲
ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়	২৲
নরেন্দ্রকিশোর মুখোপাধ্যায়	২৲
নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়	৫৲
নারায়ণচন্দ্র মৈত্র	১৷০
নিরঞ্জন মল্লিক	।০
নির্ম্মলচন্দ্র পাল	৫৲
নৃপেন্দ্রনাথ দত্ত	৫৲
নৃপেন্দ্রনাথ সেন	৫৲
পার্ক বুক ব্যুরো	১৲
প্রমথনাথ দে	৪৲
প্রভাসচন্দ্র ঘোষ	২৲
প্রবোধচন্দ্র সেন	১০৲
প্রিয়নাথ বসু	১৲
বসন্তকুমার বসু	১৲
বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	।০
বসন্তবিহারী চন্দ্র	১৲
বাঁশরীমোহন সেন	৫৲
বিনয়কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
বিরাজশঙ্কর গুহ	৫৲
বীরেন্দ্রকুমার বসু	৫৲
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৲
ভবনাথ চৌধুরী	১৲
ভবানীপ্রসাদ চন্দ্র	।০
(রায় সাহেব) ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫৲
ভূধরচন্দ্র দাঁ	১৲
মনীষিনাথ বসু	১৲
মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
মন্মথনাথ বসু	১৲
মহারাজাধিরাজ, বর্দ্ধমান	১০০৲
মহেন্দ্রলাল মিত্র	২৲
(রায় বাহাদুর) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৫০৲
যশোদানন্দন ঠাকুর	১৲
যোগেশনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
রামপদ দত্ত এণ্ড সন্স	।০
শঙ্করীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	।০
শচীন্দ্রচন্দ্র দেব	১০৲
শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫৲
(ডাঃ) শশিভূষণ দত্ত	।০
শৈলেশচন্দ্র তালুকদার	১৲
শ্যামসুন্দর ঘোষ	২৲
শ্যামাপদ চৌধুরী	২৲
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য	১৲
শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৲
শ্রীশচন্দ্র রায়	১৲

সজনীকান্ত দাস	৫৲	সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৲
সত্যকিঙ্কর রায়	২৲	সৌরীন্দ্রনাথ রায়	২৫৲
সত্যনারায়ণ দে	১৲	হরেকৃষ্ণ ধর	১৲
সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲	হরেরাম মণ্ডল	১৲
সুধীন্দ্রনাথ রায়	১০৲	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
(রায় বাহাদুর) সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	১০৲	হেমচন্দ্র মিত্র	৫৲
সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲		

৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের বার্ষিক স্মৃতি-উৎসবে দান ১৭৲

অনাথগোপাল সেন	১৲	দেবপ্রসাদ ঘোষ	১৲
অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত	১৲	পঞ্চানন নিয়োগী	১৲
ঈশানচন্দ্র রায়	১৲	নীহাররঞ্জন রায়	১৲
এ. দোঁত্তেন	২৲	প্রফুল্লকুমার সরকার	১৲
কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲	মনোরঞ্জন গুপ্ত	।০
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲	(স্যার) যদুনাথ সরকার	২৲
চন্দ্রকুমার সরকার	১৲	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲
জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	।০		

সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক অধিবেশন

১০ই শ্রাবণ ১৩৪৮, (২৬এ জুলাই ১৯৪১), শনিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টা।

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার।

১। স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন,—

"আজ আমাদের পরিষদের জীবনের ৪৭ বৎসর শেষ হইয়া, ৪৮ বৎসর আরম্ভ হইল। এই সুদীর্ঘ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যে পরিষদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সব দেশ-সেবক এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন তাঁহাদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই আজ বিদ্যমান নাই। পরবর্ত্তী অনেক কর্ম্মী ও সহায়ক অকালে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতুলনীয় সহায়কদিগের মধ্যে মহারাজ সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এখন স্বর্গগত, কিন্তু লালগোলার মহারাজা সার্ যোগীন্দ্রনারায়ণ এবং মণীন্দ্রচন্দ্রের উপযুক্ত পুত্র মাননীয় শ্রীশচন্দ্র নন্দী আমাদের নানা দিক দিয়া সাহায্য করিতে বিরত হইতেছেন না। আর আমরা অধুনা ঝাড়গ্রামের কুমার নরসিংহ মল্লদেবের মত জ্ঞানী সৌম্য ও বদান্য নবীন পৃষ্ঠপোষক পাইয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছি। এই দানবীরদিগের ধারা চিরপ্রবাহিত থাকিলেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বঙ্গ-সাহিত্যের প্রকৃত সেবা অবাধে করিতে সক্ষম হইবে। আরও অনেক দাতা আমাদের কাজে কার্য্যকরী উৎসাহ দিয়াছেন, যেমন সার্ জগদীশচন্দ্র

বসুর ফাণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দানের দ্রব্যাদি, তদ্ভিন্ন প্রাপ্ত মূল্যবান পুস্তকের কথা পরে বলিব।

এই যে পরিষদের উন্নতি এবং ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে অনেক নীরব কর্ম্মী সাহায্য করিয়াছেন এবং করিতেছেন; তাঁহাদের নাম করিবার সময় আজ নহে, কিন্তু পরিষদের কর্ম্মচারিগণ, এবং পরিষদের গ্রন্থাগার যাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের জন্য ব্যবহার করেন, তাঁহারা সকলেই ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সুখের বিষয় আমাদের দীর্ঘকালব্যাপী এবং গভীর চিন্তাদায়ক আর্থিক ঋণ এতদিনে শোধ হইয়া, স্থায়ী তহবিল আদিকে পূর্ণ করিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। ধীরে ধীরে বাৎসরিক আয়ও বৃদ্ধি হইতেছে। সেই সঙ্গে পরিষদ মন্দিরটি আমূল মেরামত, আলমারি সরানো এবং সিঁড়িটি বাহিরে দিবার ফলে পরিষদের নিজগৃহের প্রত্যেক তলটি আলো ও বাতাসে পূর্ণ এবং পরিষ্কৃত, মধ্যস্থল দুটি মাঝারি হল-ঘর রূপে ব্যবহারের উপযোগী করা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী রমেশ-ভবনটিও ভাল করিয়া মেরামত এবং দ্বিতল সংযুক্ত করায় কলাচর্চ্চা এবং বক্তৃতা উভয় কাজের জন্যই, উত্তর-কলিকাতায় উহা একটি অতুলনীয় স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সব ইমারতী উন্নতির ফলে আমাদের জ্ঞানী, গুণী ও দাতাদের চিত্র এবং গ্রন্থাগারের অমূল্য সংগ্রহ আর অন্ধকার গুদামে পচিবার ভয় নাই। বঙ্গীয় গবর্ণ্মেণ্টের দান এবং হীরেনবাবু অধ্যক্ষতাই পরিষদগৃহের এই উন্নতি সম্ভব করে; এবং রমেশ-ভবন সম্বন্ধে লেডী প্রতিমা মিত্র এবং জজ চারুচন্দ্র বিশ্বাসের অক্লান্ত যত্ন ও চেষ্টা আমাদের চিরস্মরণীয় থাকিবে। যে সব অবৈতনিক কার্য্যনির্ব্বাহক সদস্য দিনের পর দিন খাটিয়া এই সব উন্নতি কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন তাঁহাদের নাম করিলাম না, কিন্তু তাঁহাদের ভুলি নাই।

এই পরিষদের পুস্তকাগার যে কত বৃহৎ, কত বিচিত্র এবং কত মূল্যবান তাহা বাহিরের খুব কম লোকই জানেন। এটা শুধু বঙ্গ-সাহিত্যের ও সংস্কৃত গ্রন্থের বিশেষতঃ হস্তলিখিত পুথীর অতুলনীয় সংগ্রহ নহে, এখানে ইংরেজী এবং অন্যান্য কোন কোন ভাষার অনেক মূল্যবান এবং আবশ্যক পুস্তক আছে। আমরা যে সব মনীষীদের আজীবন সংগৃহীত গ্রন্থ দান হিসাবে পাইয়াছি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র দত্ত। আরও অনেক পুরাতন ইংরেজী ইতিহাস, অভিধান, প্রামাণিক গ্রন্থ, সরকারী রিপোর্ট প্রভৃতি এখানে জমিয়াছে এবং নূতন নূতন জমিতেছে। সুতরাং এ দেশের ইতিহাস, সমাজ অথবা সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার সুযোগ এই পরিষদ মন্দিরে যত বেশী পাওয়া যায়, এক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন সমস্ত বঙ্গদেশে আর কোথায়ও তাহা মিলে না; বঙ্গ সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে আমাদের গ্রন্থ ও পুথী সংগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। প্রাচীন মূর্ত্তি ও মুদ্রা সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

আমাদের পরিষদের ফণ্ডগুলি, কলাদ্রব্য সংগ্রহ, প্রকাশিত গ্রন্থ, এবং কার্য্যক্ষেত্র যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহাতে ইহার নিরপত্তা রক্ষণের জন্য দশ বিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে লোকবল ও বন্দোবস্ত চলিতে ছিল, তাহা এখন যথেষ্ট নহে এবং এই অভাবের জন্য আমরা

বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। প্রধান আবশ্যক (১) দারোয়ান বাড়ানো, (২) যে লাইব্রেরিয়ান একজন আছেন, তাঁহার সঙ্গে আর একজন কর্ম্মচারী গ্রন্থপরীক্ষক, তালিকা লেখক, অর্থাৎ চেকার ও ক্যাটালগার হিসাবে আবশ্যক, (৩) অফিসের জন্য আর একজন কর্ম্মচারী আবশ্যক, যিনি টাকা জামিন দিয়া প্রকাশিত গ্রন্থগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইবেন, প্রত্যহ ঠিকমত হিসাব লিখিবেন, বই এবং আসবাবের নিয়মিত মাসে মাসে ষ্টক লইবেন, এবং তাহার ও পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব মাসে মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে দিবেন। ইহার মধ্যে দুইজন দারোয়ান রাখা হইয়াছে।

এ সবগুলি কাজ ব্যয়সাপেক্ষ এবং এই ব্যয় স্থায়ী—বৎসর বৎসর বহন করিতে হইবে; অতএব পরিষদের স্থায়ী আয় বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যে পরিমাণে পরিষদের আদায় চাঁদা এবং গ্রন্থ-বিক্রয়ের আয় বাড়িতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, ঐ দুই সূত্র হইতে আর্থিক উন্নতি স্থায়ী হইলে, উপরের তিনটি দফার স্থায়ী ব্যয়ের অর্দ্ধেকের বেশী সঙ্কুলান হইবে। বাকিটুকুর জন্য এক নূতন স্থায়ী ফণ্ডের দান ভিক্ষা করিতেছি।

পরিষদের আধুনিক প্রকাশিত গ্রন্থগুলি, বিশেষতঃ ঝাড়গ্রাম-ফণ্ডের পুস্তক অত্যন্ত মূল্যবান, বাজারে সর্ব্বদা ইহাদের কাটতি আছে, সুতরাং এগুলি আমার নির্দ্দেশিত উপায়ে রক্ষা করিতে না পারিলে চুরি হইবে, এবং অতীতে হইয়াছে। আগামী বৎসরেই ইহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমরা সচেষ্ট।

আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এই পরিষদের সহকারী-সভাপতি এবং কয়েক বৎসর সভাপতিরূপে কাজ করিয়া এবং ইহাতে ঘন ঘন উপস্থিত থাকিয়া একটা বিপদের সম্ভাবনা অনুভব করিতেছি। বহু পূর্ব্বে যখন পরিষদের কাজ ছিল বৎসরে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া, কয়েকদিন আলোচনা করা এবং কয়েকখানি প্রাচীন হস্তলিপি ছাপান, এবং প্রত্যেক বিভাগে ইহার সংগ্রহ ও আয় অনেক কম ছিল, তখন যে বন্দোবস্তে ইহার কাজ এক রকম ভালই চলিয়া আসিতেছিল, তাহা বর্ত্তমান বিস্তৃতির ফলে অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে এবং ভবিষ্যতে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনাও আছে। প্রথমতঃ, আমরা চাই যে একজন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ কার্য্যাধ্যক্ষ প্রতি সপ্তাহে নির্দ্দিষ্ট দুই বা তিন দিন এখানে আসিয়া কাজকর্ম্ম ও হিসাবাদির তত্ত্বাবধান করিবেন। যদি সহকারী-সভাপতি মহোদয়গণ সম্মত হন, তবে তাঁহাদের পালাক্রমে উপস্থিতির একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা ঠিকমত অনুসরণ করিলে এই অভাব পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ, নবীনতর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দেখা যায় যে সদস্যগণ একসঙ্গে পদত্যাগ করেন না, প্রতি বৎসর স্লিপ্ খেলিয়া এক-তৃতীয়াংশের নাম বাহির করিয়া তাঁহারাই পদচ্যুত হন এবং পুনর্নির্ব্বাচিত হইলে তাহার পর তিন বৎসর করিয়া থাকেন। ইহার ফলে প্রতি তিন বৎসর পরে পরে বিপ্লবের মত আমূল পরিবর্ত্তন হয় না, ঐ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নীতি ও কার্য্যধারা সুশৃঙ্খল স্থায়ীভাবে চলিতে থাকে। আমাদের পরিষদের সব নির্ব্বাচন বাৎসরিক, সুতরাং কার্য্যের যোগসূত্র বৎসরান্তে হঠাৎ একবারে ছিঁড়িবার সম্ভাবনা। যদি এই নিয়ম পরিবর্ত্তন আবশ্যক বিবেচিত হয়, তবে সাধারণ সভায় দ্বারা, বিধিমত এবং

যথাসময়ে তাহা আপনারা করিবেন। তৃতীয়তঃ, আমরা এই পরিষদের দ্বারা সাহিত্যিক প্রতিভা সৃষ্টি করিতে পারি না, কিন্তু নানাপ্রকারে গবেষণার এবং জ্ঞান অর্জ্জনের সাহায্য করিতে পারি ও সে বিষয়ে যে আমাদের অতুলনীয় উপকরণ আছে, তাহা আগেই বলিয়াছি। বড়ই সুখের বিষয় যে, পরিষদ্ মন্দিরে দৈনিক পাঠকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং সাধারণ পাঠ-গৃহের ভিড় ও গোলমাল হইতে দূরে কয়েকজন গবেষণাকারীর জন্য উপর তলায় নিরিবিলি পাঠের বন্দোবস্তও করা হইয়াছে। তাহার পর, যাহা পাঠকের পক্ষে অত্যাবশ্যক অর্থাৎ আমাদের এই গ্রন্থসমুদ্রের এক বিস্তৃত তালিকা, তাহাও রচনা হইয়াছে এবং ছাপাও প্রায় শেষ হইল। কিন্তু গবেষণার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট নয়। এই গত সপ্তাহে আগত বিলাতের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় লণ্ডন লাইব্রেরির শতবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে যে এই পুস্তকাগারকে একটি হোষ্টেলবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় বলিলেও চলে এবং এটাকে জ্ঞান ও বিদ্যা সৃষ্টির জন্য অতি প্রকাণ্ড বিদ্যুতের কারখানারূপে নিঃসন্দেহে গণ্য করা যায়।

বঙ্গের—শুধু বঙ্গের কেন, অনেকক্ষেত্রে সমস্ত ভারতের বিদ্যা, সাহিত্য, সমাজ, ইতিহাস, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি মৌলিক গবেষণা এই পরিষদ-পুস্তকাগারে এবং কলা-ভবনে পরিচালিত হয়, তবেই ইহার জন্ম সার্থক হইবে, তবেই ইহা লণ্ডন লাইব্রেরির সেই উচ্চ মহিমাতে পৌঁছিতে পারিবে। কিন্তু এইরূপ মহৎ কাজের জন্য আবশ্যক রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান, যেরূপ বিলাতের বড় বড় পুস্তকালয়ে আছে। এই সব সার্ব্বভৌম পণ্ডিতগণ লাইব্রেরিতে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসু ছাত্রদের বলিয়া দেন, কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ বই প্রামাণিক। আমরা টাকা দিয়া এরূপ পণ্ডিত নিযুক্ত করিতে পারিব না—আমাদের হিতৈষী পণ্ডিতগণ নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া এই পরিষদ্-মন্দিরে ঘণ্টাখানেক করিয়া বসিয়া নবীন গবেষণাকারীদের পথ-প্রদর্শক হইলে এই কাজটি সম্পন্ন হইতে পারে। ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।"

২। সভাপতি মহাশয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি রায় জলধর সেন বাহাদুরের তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে জলধরবাবুর সহিত পরিষদের সম্পর্ক ও তাঁহার সাহিত্যিক খ্যাতির উল্লেখ করিলেন। এই চিত্র দানের জন্য তিনি মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে এবং তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষ হইতে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৩। নিম্নলিখিত সাধারণ ও সহায়ক সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

(ক) সাধারণ-সদস্য—

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীবিনয়ভূষণ বসু, ডাঃ শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ, শ্রীনিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীনকুলেশ্বর রায়, শ্রীসুধাংশুকুমার রক্ষিত, শ্রীননীগোপাল ভৌমিক ও শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী।

(খ) সহায়ক-সদস্য।

১। শ্রীপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২। শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীঅমূল্যচরণ ভট্টাচার্য্য।

৪। সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বিতরিত সপ্তচত্বারিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ উপস্থিত করিয়া তাহার উপসংহার অংশ পাঠ করিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের আনুমানিক আয় ব্যয়-বিবরণ পাঠ করিলে তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৬। ভোট-পরীক্ষকগণের পক্ষে শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-নির্ব্বাচনের নিম্নলিখিত ফলাফল পাঠ করিলেন। সভাপতি মহাশয় ইঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

দেবপ্রসাদ ঘোষ, সজনীকান্ত দাস, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, অনাথগোপাল সেন, রেভারেণ্ড ফাদার এ. দোঁতেন এস. জে, জগদীশ ভট্টাচার্য্য, যোগেশচন্দ্র বাগল, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রফুল্লকুমার সরকার, পুলিনবিহারী সেন, বিভাস রায় চৌধুরী, কিরণচন্দ্র দত্ত, অনাথবন্ধু দত্ত, জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রিদিবনাথ রায়, ঈশানচন্দ্র রায়, শান্তি পাল, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

নিম্নলিখিত ৬ জন সদস্য শাখা-পরিষৎ হইতে মূল পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীমনীবিনাথ বসু সরস্বতী, মেদিনীপুর
২। „ ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া
৩। „ সত্যভূষণ সেন, গৌহাটী
৪। শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, নদীয়া
৫। „ অমলকুমার চট্টোপাধ্যায়, বর্দ্ধমান
৬। „ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঙ্গপুর

নিয়মানুসারে শাখা-পরিষদের ৬ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন কিন্তু শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযোগেশচন্দ্র বসু সমান সংখ্যক ভোট পাওয়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী শাখা-পরিষদের পক্ষে সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

কাউন্সিলার শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল কলিকাতা করপোরেশনের পক্ষে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য হইলেন। সভাপতি এই সকল সভ্য যথারীতি নির্ব্বাচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন।

৭। কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবমত নির্ব্বাচিত সদস্যগণ পরিষদের অষ্টচত্বারিংশ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভাপতি—স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার
সহকারী সভাপতিগণ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী
শ্রীমন্মথমোহন বসু
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়
শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ

সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদকগণ—শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
পত্রিকাধ্যক্ষ—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর
গ্রন্থাধ্যক্ষ—শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা
পুথিশালাধ্যক্ষ—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির প্রস্তাবিত চিত্রশালাধ্যক্ষ গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার স্থলে চিত্রশালাধ্যক্ষ নির্ব্বাচনের ভার কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর অর্পিত হইল।

এতদ্ব্যতীত শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু এবং শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন আয়ব্যয়-পরীক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে শ্রীঅনাথবন্ধু দত্তের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, পরিষদের গচ্ছিত তহবিলের অন্তর্গত "হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি-তহবিলের' উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা কবিবর হেমচন্দ্রের সমগ্র গ্রন্থাবলী পরিষৎ হইতে প্রকাশ করা হউক এবং এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর ভার দেওয়া হউক।

ঊনপঞ্চাশৎ প্রতিষ্ঠা-উৎসব

১১ই শ্রাবণ ১৩৪৮, (২৭এ জুলাই ১৯৪১), রবিবার—অপরাহ্ণ ৪।৷৽টা।

অদ্য পরিষদের রমেশ-ভবনের হলে ঊনপঞ্চাশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সংক্রান্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি এই উৎসবের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া সভাপতি বলেন, "আনন্দের সঙ্গে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এ বৎসর আমাদের দুই চারি জন সহৃদয় বন্ধু আমাদের এই প্রতিষ্ঠা-দিবসের উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ধর টিন ফ্যাক্টরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর মহাশয় তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা উমাসুন্দরী ধরের স্বর্গগতা মাতার নামে আজিকার উৎসবের ব্যয়নির্ব্বাহ-কল্পে ১০১৲ টাকা দান করিয়াছেন। আরও আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় যে, দিগম্বর জৈন সমাজের অন্যতম কর্ণধার শ্রীযুক্ত নেমিচাঁদ পাণ্ডে নানাভাবে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি আমাদের আজীবন-সদস্য, সুতরাং আমাদের অতি আপনার জন, এজন্য স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব না, তাঁহার নিকট হইতে আমরা আরও অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। অন্যান্য যাঁহারা চাঁদা-দানে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদেরও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

তারপর গানের জলসা বসে। প্রথমেই রাওয়ালপিণ্ডী নিবাসী ওস্তাদ ফিরোজ খাঁ তবলা-লহরা বাজান। পরে শ্রীঅনাথ বসুর ঠুংরী, শ্রীমতী গৌরী মিত্রের ভজন, ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁর সেতার, কুমার শচীন দেববর্ম্মণের বাংলা গান, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুরের) রসকথা এবং শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন সকলকে মুগ্ধ করে। ইঁহাদের সকলের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

এই উৎসব সংক্রান্ত সঙ্গীতাদির আয়োজনের ভার শ্রীনলিনীকান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, শ্রীসারদা গুপ্ত ও শ্রীসুবোধকুমার পাল তাঁহাকে এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সমাগত সভ্যবৃন্দের জলযোগের ব্যবস্থার ভার শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ দে এবং তাঁহার কতিপয় উৎসাহী সহকারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিষৎ ইঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। এতদ্ব্যতীত এই উপলক্ষে যে সকল সহৃদয় ও পরিষদের হিতৈষী গ্রন্থাদি বিভিন্ন দ্রব্য দান করিয়াছেন এবং যাঁহারা অর্থ সাহায্য করিয়া এই উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে পরিষৎকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট পরিষৎ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। অর্থ ও উপহার-দাতৃগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উপহার ও উপহারদাতৃগণ

মুদ্রা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীযুক্তা সুধারাণী দেবী, শ্রীবগলাচরণ বসু, শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

প্রাচীন মৃৎশিল্প—শ্রীকরুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুথি—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীলক্ষ্মীচরণ দাশগুপ্ত।

পাণ্ডুলিপি—শ্রীসত্যব্রত সান্যাল ও শ্রীঅমল হোম।

পুস্তক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবোধি সোসাইটি, শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, শ্রী এস. ওয়াজেদ আলী, শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সুর, শ্রীরাইচরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমল হোম, শ্রীবিজয়কুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅবিনাশ ঘোষ, শ্রীবিজয়রত্ন সেন, শ্রীসুধাকান্ত দে, শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, মেসার্স এস্ কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দেব, শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রিয়লাল দাস, শ্রীখগেন্দ্রলাল মিত্র ও মেসার্স ইউ এন্ ধর এণ্ড কোং।

চিত্র—শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

দপ্তর-সরঞ্জামী—বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড কোং, কেমিক্যাল এসোসিয়েশন (কলিকাতা), বেঙ্গল।

বিবিধ—বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিঃ।

প্রতিষ্ঠা-উৎসবের চাঁদা

নাম	চাঁদা
অজিত ঘোষ	১৲
অনাথগোপাল সেন	১৲
অনাথনাথ ঘোষ	১৲
অনাথবন্ধু দত্ত	১৲
অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
ঈশানচন্দ্র রায়	১৲
উপেন্দ্রনাথ সেন	১৲
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
ফাদার. এ. দোঁতেন	৩৲
কিরণচন্দ্র দত্ত	১৲
গোকুলচন্দ্র সাহা	২৲
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১৲
চন্দ্রকুমার সরকার	২৲
চারুচন্দ্র বিশ্বাস	২৲
চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী	১৲
(ডাঃ) চৈতন্যকিঙ্কর ঘোষ	১৲
(কুমার) জগদীশচন্দ্র সিংহ	৫৲
জগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৲
জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ	১৲
তিনকড়ি বসু	১৲
দেবেন্দ্রনাথ দাস	১৲
ধর টিন ফ্যাক্টরির স্বত্বাধিকারী শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর	১০১৲
নরেন্দ্রমোহন সেন	১৲
নলিনীকান্ত সরকার	১৲
(ডক্টর) নীহাররঞ্জন রায়	৩৲
নেমিচাঁদ পাণ্ডে	৬০৲
(ডক্টর) পঞ্চানন নিয়োগী	২৲
পুলিনবিহারী সেন	১৲
প্রফুল্লকুমার সিংহ	১৲
(স্যর) প্রফুল্লচন্দ্র রায়	৫৲
প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	১০৲
ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৲
বলাইচাঁদ কুণ্ডু	১৲
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
(কুমার) বিমলচন্দ্র সিংহ	১০৲
বিশ্বাস রায় চৌধুরী	১৲
ভূজঙ্গেশ্বর শ্রীমানি	১৲
(স্যর) মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
মৃণালকান্তি ঘোষ	১৲
যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস	২৲
যতীন্দ্রনাথ বসু	৫৲
(স্যর) যদুনাথ সরকার	১০৲
রমণীকান্ত বসু	১৲
রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৲
রাজশেখর বসু	১৲
(মহারাজ) শ্রীশচন্দ্র নন্দী	১০৲
শান্তি পাল	।০
সজনীকান্ত দাস	৫৲
সতীশচন্দ্র ঘোষ	২৲
সতীশচন্দ্র বসু	১৲
সুধীরচন্দ্র রায় চৌধুরী	২৲
সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
সুরেশচন্দ্র মজুমদার	১৲
(ডক্টর) সুহৃদ্‌চন্দ্র মিত্র	১৲
রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	৫৲
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	২৲

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ। মূল্য ১৲

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, "কৃষ্ণচরিত্র", "রাজসিংহ", বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি ষোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য চৌদ্দ আনা।

লোকসাহিত্য

ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, গদ্যছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

বাংলা শব্দতত্ত্ব

এই সংস্করণে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে "শব্দচয়ন" বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

কবি-মনীষী দ্বিজেন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে সাহিত্যানুরাগী ও
তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের সুযোগ

নানা চিন্তা: "দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব", "আর্য্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত" প্রভৃতি। ২৲ স্থলে ১৲

প্রবন্ধমালা: "আর্য্যধর্ম্ম ও সাহেবিআনা", "সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী। ১৷৷০ স্থলে ৸০

কাব্যমালা: "যৌতুক না কৌতুক", "গুম্ফ আক্রমণ কাব্য", মেঘদূত", প্রভৃতি। ১৷৷০ স্থলে ৸০

গীতাপাঠ: গীতার ব্যাখ্যান ১৷৷০ স্থলে ৸০

চিন্তামণি: "হারামণির অন্বেষণ" ও "সারসত্যের আলোচনা"। ১৲ স্থলে ৷৷০

পাঁচখানি একসঙ্গে লইলে তিন টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা : পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (২য় সং)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত — ৩৲, ৪৲

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ — ৬॥০, ৮॥০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ২॥০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ — ৩॥০, ৪॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩।০, ৪॥০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩॥০
৩য় খণ্ড— ২॥০, ৩।০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং.)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৲, ২॥০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত — ২৲, ৩৲

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত — ১৲, ১।০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ১৲, ১।০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত — ১৲, ১।০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় — ১॥০, ২৲

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৲, ১।০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত — ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — ৩৲, ৬৲

উদ্ভিদ্‌ জ্ঞান (২ খণ্ডে)
গিরিশচন্দ্র বসু — ১॥০, ২।০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত — ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১।০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত — ।০, ৸০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত — ৫৲, ৬।০

আলালের ঘরের দুলাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস — ১॥০

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

রামনারায়ণ তর্করত্ন
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

রামরাম বসু
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ।০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা
১৩৪৮

ইতিহাস ও ঐতিহ্য

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

'ইতি' ও 'হ' এই দুইটি অব্যয় শব্দের উত্তর 'আস'*-পদ যুক্ত হইয়া ইতিহাস। আর ঐ 'ইতি-হ' শব্দের উত্তর 'ষ্ণ্য' প্রত্যয় করিয়া ঐতিহ্য। অতএব ইতিহাস ও ঐতিহ্য কেবল মূলতঃ কেন—অর্থতঃও সম্পর্কিত শব্দ। ইতিহ তথা ঐতিহ্যের প্রাচীন অর্থ ছিল—পারম্পর্য-উপদেশ। ক্রমশঃ ঐতিহ্য প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইল—যদিও চরক-সংহিতায় ঐতিহ্যের অর্থ আপ্ত উপদেশ—

ঐতিহ্যং নাম আপ্ত উপদেশো বেদাদিঃ ইতি।—চরকে বিমানস্থান

কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, বাল্মীকি-রামায়ণে (যাহা নিশ্চয়ই চরকের পূর্ববর্তী গ্রন্থ) 'ঐতিহ্য' প্রমাণের কোটিতে আরোহণ করিয়াছে—

ঐতিহ্যমনুমানঞ্চ প্রত্যক্ষমপি চাগমম্।
যে হি সম্যক্ পরীক্ষন্তে কুতস্তেষামবুদ্ধিতা॥—৫।৮৭।২৩

আরও লক্ষ্য করিতে হয় যে, কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের দ্বিতীয় অনুবাকে একটি যে প্রাচীনতর মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও ঐতিহ্যের গণনা আছে।

স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষম্ ঐতিহ্যম্ অনুমানচতুষ্টয়ম্।
ঐতৈরাদিত্য-মণ্ডলং সর্বৈরেব বিধাস্যতে॥—১।২

ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য 'ঐতিহ্যে'র অর্থ করিয়াছেন—'ইতিহাস-পুরাণ-মহাভারত-ব্রাহ্মণাদিকম্'।

সে যাহা হউক, এক্ষণে দেখা যায়, পৌরাণিকদিগের মতে 'ঐতিহ্য' অন্যতম প্রমাণ এবং ঐ প্রমাণের প্রয়োগস্থলে তাঁহারা উদাহরণ দেন, 'এই বট বৃক্ষে যক্ষিণী বাস করে'—এইরূপ পরম্পরাগত বাক্যই ঐ বৃক্ষে যক্ষিণী-বাসের 'ঐতিহ্য' প্রমাণ।

ইতিহাস কি? ইতিহাস বলিলে এখন আমরা 'হিষ্টরি' বুঝি। হিষ্টরির লক্ষণ কি? History, আর্ণল্ডের মতে, 'is the biography of a nation'—অর্থাৎ, ইতিহাস ব্যক্তি-সংঘের বা জাতির জীবনবৃত্ত। ইতিহাসের ইহাই কি প্রাচীন অর্থ?

* তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস—কঠ, ১।১

শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে একটি বচন আছে—যাহাতে চতুর্বেদ ও ইতিহাস-পুরাণাদিকে ব্রহ্মের নিশ্বাস বলা হইয়াছে—

এবং বা অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাস-পুরাণং বিদ্যোপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানাস্যস্যৈবেতানি নিশ্বসিতানি।*

—শতপথ, ১৪।৫।৪।২

এই বচন বৃহদারণ্যক-উপনিষদের ২।৪।১০ মন্ত্রে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে।† শ্রীশঙ্করাচার্য ঐ মন্ত্রোক্ত ইতিহাস-পুরাণের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

ইতিহাস ইতি উর্বশী-পুরূরবসোঃ সংবাদাদিঃ—'উর্বশী হাপ্সরাঃ' ইত্যাদি ব্রাহ্মণম্, এবং পুরাণম্—অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ইত্যাদি।

অর্থাৎ, ঐ মন্ত্রে ইতিহাসের অর্থ আখ্যানমূলক ব্রাহ্মণাংশ এবং পুরাণের অর্থ সৃষ্টি-প্রতিপাদক বৈদিক বাক্য।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত একটি প্রাচীনতর মন্ত্রেও ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে—

ঋচো যজুংষি সামানি অথর্বাঙ্গিরসশ্চ যে।
ইতিহাস-পুরাণং চ সর্প-দেব-জনাশ্চ যে॥

ইহার ভাষ্যে সায়ণাচার্য ইতিহাস অর্থে মহাভারত এবং পুরাণ অর্থে ব্রহ্মপুরাণ, পদ্ম-পুরাণ প্রভৃতি বুঝিয়াছেন। এ অর্থ কি সঙ্গত? বিশেষতঃ যখন তিনি নিজেই ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে 'পুরাণ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে বলিয়াছেন —

'ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ ন দ্যৌরাসীৎ ইত্যাদিকং জগতঃ প্রাগবস্থানম্ উপক্রম্য সর্গপ্রতিপাদকং বাক্যজাতম্।'

শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্রও ইতিহাস-পুরাণের একত্র উল্লেখ আছে—

সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ ইতিহাসম্ আচক্ষীত এবমেব অধ্বর্যুঃ সংপ্রেষ্যতি—১৩।৪।৩।১২
সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণম্ আচক্ষীত এবমেব অধ্বর্যুঃ সংপ্রেষ্যতি—১৩।৪।৩।১৩

গোপথ ব্রাহ্মণেও অনুরূপ বচন দৃষ্ট হয়—

ইমে সর্বে বেদা নির্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সপুরাণাঃ ইত্যাদি—১।২।৯

(বিশ্বকোষধৃত)

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ও ইতিহাস-পুরাণের দ্বন্দ্বযোগ করিয়া বলিয়াছেন—

ইতিহাস-পুরাণং পুষ্পম্—৩।৪।১

ইহার শ্রীশঙ্করকৃত ভাষ্য এইরূপ :—

তয়োশ্চ ইতিহাসপুরাণয়োঃ অশ্বমেধে পারিপ্লবাসু রাত্রিষু কর্মাঙ্গত্বেন বিনিয়োগঃ সিদ্ধঃ।

এখানে শঙ্করাচার্য বলিতেছেন যে, বহুদিনব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞে রাত্রিকালে যজমান ইতিহাস-পুরাণ শ্রবণ করিবেন—বেদে এইরূপ বিধি আছে।

ঐ রাত্রির পারিভাষিক নাম 'পারিপ্লবা রাত্রি'। বিবিধ উপাখ্যান-সমষ্টিকে বৈদিক যুগে

---

* যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ—সায়ণ

† বৃহদারণ্যকের ৪।১।২ ও ৪।৫।১১ মন্ত্রও অবিকল ঐরূপ।

'পরিপ্লব' বলা হইত। যে সকল রাত্রিতে ঐরূপ উপাখ্যান বিবৃত হইত, তাহার সার্থক নাম ছিল 'পারিপ্লবা রাত্রি'। ঐ শঙ্করভাষ্যের টীকায় আনন্দগিরি লিখিতেছেন—

অশ্বমেধ-কর্মণি জামিতা-পরিহারার্থং পারিপ্লবো নানাবিধ উপাখ্যান সমুদায়ঃ— যত্র তৎ পারিপ্লবং আচক্ষীত ইতি বিধিবশাৎ প্রযুজ্যতে; তাসু রাত্রিষু তস্যৈব কর্মণো অঙ্গত্বেন 'মনুর্বৈবস্বতো রাজা' ইত্যেবংপ্রকারয়োঃ ইতিহাস-পুরাণয়োঃ বিনিয়োগস্য পূর্বতন্ত্রে পারিপ্লবার্থাধিকরণেনৈব সিদ্ধতা—তৎসম্বন্ধি কর্ম পুষ্পম্ ইত্যর্থঃ।

গৃহ্য সূত্রে ও মনুসংহিতায় শ্রাদ্ধাদি কার্যে ইতিহাস ও পুরাণ শ্রবণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়—

স্বাধ্যায়ং শ্রাবয়েৎ পিত্র্যে ধর্মশাস্ত্রাণি চৈবহি।
আখ্যানানীতিহাসাংশ্চ পুরাণানি খিলানি চ।—মনু, ৩।২৩২

উহা বোধ হয়, ঐ বৈদিক বিধিরই প্রতিধ্বনি।

ছান্দোগ্য উপনিষদের বিখ্যাত সনৎকুমার-নারদ-সংবাদে নারদ স্বীয় অধীত বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার মধ্যেও ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ আছে—

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদমাথর্বণং চতুর্থম্ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং† পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্ একায়নং বেদবিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজন-বিদ্যাম্—এতদ্ ভগবোঽধ্যেমি—ছান্দোগ্য, ৭।১।২

"আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, চতুর্থ অথর্ববেদ তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চম বেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি, পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (Science of Portents), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্বেদ), নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি-বিজ্ঞানানি—শঙ্কর) —এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।"

এই তালিকা হইতে বৈদিক যুগে বিদ্যার পরিমাণ, প্রকার ও ভেদ কতকাংশে বুঝিতে পারা যায়।

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য ইতিহাস-পুরাণের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদম্। বেদানাং ভারতপঞ্চমানাং বেদং ব্যাকরণম্ ইত্যর্থঃ। ব্যাকরণেন হি পদাদি-বিভাগশঃ ঋগ্বেদাদয়ো জ্ঞায়ন্তে।

অর্থাৎ, পঞ্চম বেদস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণ (মহাভারত) লইয়া পঞ্চসংখ্যক বেদ। এখানে শ্রীশঙ্করাচার্য মহাভারতের প্রসঙ্গ কোথায় পাইলেন, নির্ধারণ করা দুরূহ। তাঁহার কথার ভিত্তি বোধ হয়, আদিপর্ব মহাভারতের এই শ্লোক—

বেদান্ অধ্যাপয়ামাস মহাভারত-পঞ্চমান্—৫৮।১২৮

মৈত্রী উপনিষদের ৬।৩৩ মন্ত্রেও ইতিহাস-পুরাণের একত্র উল্লেখ আছে—

সৈষঃ অগ্নিঃ তস্য ইমা ইষ্টকাঃ যদ্ ঋক্, যজুঃ সামাথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণম্।‡

† ঐ বচন (ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্) ছান্দোগ্যের অন্যত্রও দৃষ্ট হয়—যথা, ৭।২।১ ও ৭।৭।১

‡ ইহার দীপিকায় শ্রীরামতীর্থ ইতিহাস-পুরাণের অর্থ না দিয়া এইমাত্র বলিয়াছেন—তস্য ইমা ইষ্টকাঃ সেতিহাসপুরাণাঃ চত্বারো বেদাঃ *_* ইহ ইতিহাস-পুরাণয়োঃ একত্বং দ্রষ্টব্যম্।

ঋষি রূপকের ভাবে বলিতেছেন—অগ্নির এই সকল ইষ্টক—ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এবং ইতিহাস ও পুরাণ।

এ সম্পর্কে যথাসাধ্য আলোচনা ও অনুসন্ধান করিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বৈদিক সাহিত্যে ইতিহাসের অর্থ ছিল বেদের 'ব্রাহ্মণ' ভাগে রক্ষিত প্রাচীন পুরাবৃত্ত। *

বেদোত্তর সাহিত্যের অনেক স্থলেও 'ইতিহাস' শব্দ ঐ অর্থেই প্রযুক্ত দেখা যায়—

ঋক্ যজুঃ সাম অথর্বাঙ্গিরসঃ ব্রাহ্মণ কল্প গাথা নারশংসী ইতিহাস-পুরাণম্—আশ্বলায়ন, ৩।৩।১

(আশ্বলায়ন 'নারশংসী'র নাম করিলেন। নারশংসী কি? সায়ণাচার্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্যে বলেন—"মনুষ্যবৃত্তান্তপ্রতিপাদিকা ঋচো নারাশংস্যঃ"।† ইহারাই কি পরবর্তী কালে সংকলিত হইয়া 'হিষ্টরি'-রূপী ইতিহাসের আকার ধারণ করিয়াছিল?)

রামায়ণে কুশীলবের পরিচয় দিতে কবি বলিতেছেন—

রূপানুরূপৌ রামস্য বিম্বাৎ বিম্বৌ ইবোদ্গতৌ।
বেদ-বেদাঙ্গেতিহাস-পুরাণ-পরিনিষ্ঠিতৌ ॥—১।৪।৫১

মহাভারতকার সম্যক্ ভাবে বেদ বুঝিবার জন্য ইতিহাস-পুরাণের সাহায্য লইতে উপদেশ দিয়াছেন—

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ ‡—আদি, ১।২৬৭

এ সকল স্থলে ইতিহাস ও পুরাণ শব্দ যে সেই প্রাচীন অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্তৃক বেদ ও পুরাণ সংকলনের যে বিবরণ রক্ষিত হইয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে এই শ্লোকটি দেখা যায়।

রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিম্।
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ ॥—বিষ্ণু, ৩।৪।১০

এখানেও 'ইতিহাস পুরাণ' সেই প্রাচীন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীধর স্বামীর ভিন্ন মত। তিনি এই স্থলে ইতিহাসের অর্থ বুঝাইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

আর্ষাদি বহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ম্।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্মযুক্ ॥

* নবপর্যায়ের বিশ্বকোশ (চতুর্থ ভাগ, ১৮৯ পৃষ্ঠা)-লেখকেরও ঐ সিদ্ধান্ত।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত কাশীদাসি মহাভারতের আদি-পর্বের ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"প্রথম 'ইতিহাস' মানে ছিল কোন রাজারাজড়া বা বংশাবলী সম্বন্ধে সত্য ঘটনা পর পর লেখা।" বোধ হয় এখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের লক্ষ্য—বেদোত্তর সাহিত্যে প্রযুক্ত 'ইতিহাস' শব্দ।

†. এ প্রসঙ্গে তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।৫ ও ১১।২, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৬।৩২, শতপথ, ১১।৫।৬।৮ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১।৩ ও ২।৬ দ্রষ্টব্য। ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও নারাশংসী গাথার উল্লেখ আছে।

‡ এই শ্লোক বশিষ্ঠ-সংহিতায় অবিকল পাওয়া যায়।

বিষয়টায় একটু বিচার করিতে চাই। বিষ্ণুপুরাণকার বলিতেছেন, ব্রহ্মার আদেশে বেদব্যাস বেদ সংকলনে নিযুক্ত হইলেন—

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুম্ প্রচক্রমে—৩।৪।৭

তিনি শিষ্য দ্বারা ঋক্ সংগ্রহ করিয়া ঋগ্বেদ, যজুঃ সংগ্রহ করিয়া যজুর্বেদ, সাম সংগ্রহ করিয়া সামবেদ সংহিতা সঙ্কলন করিলেন—

ততঃ স ঋচমুদ্ধৃত্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ মুনিঃ।
যজূংষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ॥—বিষ্ণু, ৩।৪।১৩

আর—

রাজন্থর্বথর্ববেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ।
কারয়ামাস মৈত্রেয়! ব্রহ্মত্বঞ্চ যথাস্থিতি॥—বিষ্ণু, ৩।৪।১৮

বেদসংহিতা-সংকলন শেষ হইলে বেদব্যাস পুরাণসংহিতা সংকলনে মনোযোগী হইলেন। চারি বেদের সংহিতা সংকলিত করিতে বেদব্যাসের চারি জন শিষ্য—(পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্তু) যেমন সাহায্য করিয়াছিলেন, পুরাণ-সংহিতা সংকলন বিষয়ে সূতপুত্র রোমহর্ষণ সেইরূপ সাহায্য করিলেন। তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিলেন—'সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ।' কি উপাদান হইতে পুরাণসংহিতা সংকলিত হইল? আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পসিদ্ধি—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পসিদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥—বিষ্ণু, ৩।৬।১৬

এবং যেহেতু শিষ্য রোমহর্ষণ এ বিষয়ে গুরুর সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই জন্য বিষ্ণু-পুরাণকার বলিলেন—

প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ রোমহর্ষণঃ।
পুরাণ-সংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥—বিষ্ণু, ৩।৬।১৭

অতএব আমরা বলিতে চাই, উপরি উদ্ধৃত শ্লোকে (সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস পুরাণয়োঃ)—ইতিহাসের অর্থ মহাভারত নয় এবং পুরাণের অর্থ ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতি নয়।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' রামায়ণ ও মহাভারতকে—বিশেষতঃ মহাভারতকে 'ইতিহাস' বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রসঙ্গে তিনি 'ইতিহাস'-শব্দের প্রাচীন প্রয়োগ বা অর্থের কোন বিচার করেন নাই। তাঁহার কথা এই :—

"এখন ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থসকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণই ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস-পদে বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।"

ইতিহাসের মহাভারতোক্ত লক্ষণ এই :—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ-সমন্বিতম্।
পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

যখন ইতিহাসের এই লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়, তখন ইতিহাস প্রাচীন অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 'হিষ্টরী'তে পরিণত হইয়াছে—এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র রামায়ণকে ইতিহাস বলিলেন। কিন্তু রামায়ণ নিজেকে কোথাও ইতিহাস বলেন নাই—'কাব্য' বলিয়াছেন।

বাল্মীকি ঐ ধর্মকামার্থসংযুক্ত 'কাব্য' রচনা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—কে এই 'কাব্য' পৃথিবীতে প্রচার করিবে?

কৃত্বা চেদম্ অশেষেণ কাব্যং রামায়ণাহ্বয়ম্।
চিন্তয়ামাস ক ইদং লোকেঽস্মিন্ প্রথয়িষ্যতি ॥—রামায়ণ, ১।৪।৩৯

তখন শ্রীরামচন্দ্রের অজ্ঞাতবাসী পুত্রদ্বয় কুশীলব আসিয়া তাঁহার পদবন্দনা করিল—

কুশীলবৌ ইতি খ্যাতৌ সীতারামাঙ্গসম্ভবৌ।

বাল্মীকি তাঁহাদিগকে বলিলেন—'তোমরা এই রামায়ণ-কাব্য আমার নিকট গ্রহণ কর'—

আর্ষং রামায়ণং কাব্যমিদং তাবন্ময়া কৃতম্।
গৃহীতং মন্নিয়োগেন পুণ্যশ্রবণকীর্তনম্ ॥—রামায়ণ, ১।৪।৪৩

কুশীলব 'গ্রহণ' করিয়া ঐ আখ্যান গান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা রামের সভায় উপনীত হইলেন এবং শ্রীরামের আদেশে—

ততস্তু তৌ রাঘব-সংপ্রচোদিতৌ
অগায়তাং কাব্যমিদং যথাক্রমম্।—১।৪।৭৩

তাঁহাদিগের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ এইরূপ ছিল—

মমেতিবৃত্তং কিল গেয়মদ্ভুতম্
মহর্ষিবাল্মীকিকৃতং প্রগাস্যতঃ।—১।৪।৭২

লক্ষ্য করুন,—এখানে রামায়ণকে 'ইতিবৃত্ত' বলা হইল। ইতিবৃত্তের সহিত ইতিহাসের নিকট-জ্ঞাতি-সম্বন্ধ। অমর সিংহ তাঁহার বিখ্যাত কোশে ইতিহাস ও পুরাবৃত্তকে প্রতিশব্দ বলিয়াছেন। পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত অভিন্ন। তাহার বহু পূর্বে কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে বলিয়াছিলেন—ইতিহাস-অর্থে পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র।

পুরাণম্ ইতিবৃত্তম্ আখ্যায়িকা-উদাহরণং ধর্মশাস্ত্রম্ অর্থশাস্ত্রং চেতি ইতিহাসঃ

—প্রথম অধিকরণের পঞ্চম অধ্যায়

মহাভারত কিন্তু নিজেকে স্পষ্টভাবে 'ইতিহাস' বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। আদি পর্বের প্রথম অধ্যায়ে ঋষিরা সৌতিকে বলিতেছেন—

ভারতস্যেতিহাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থার্থসংযুতাম্।
সংস্কারোপগতাং ব্রাহ্মীং নানাশাস্ত্রোপবৃংহিতাম্।
জনমেজয়স্য যাং রাজ্ঞো বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
যথাবৎ স ঋষিস্তুষ্ট্যা সত্রে দ্বৈপায়নাজ্ঞয়া ॥—১।৩।১৯-২০

পুনশ্চ—

তপসা ব্রহ্মচর্যেণ ব্যস্য বেদং সনাতনম্।
ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্যবতীসুতঃ ॥—১।৩।৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখা যায়, সৌতি বলিতেছেন—

ভারতস্যেতিহাসস্য শ্রূয়তাং পর্বসংগ্রহঃ—১।২।৪১

এ কথাও সৌতি বলিয়াছেন—ইতিহাসের মধ্যে ভারতই শ্রেষ্ঠ—এখানে ইতিহাস অর্থে 'হিষ্টিরি'।

হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো গৌর্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাম্।
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে।—১।১।২২৭

এই মহাভারতের সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে চাই—বিস্তার করিব না, কারণ, এ বিষয়ে আমি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' বেশ নিপুণভাবে মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)। কিন্তু সে কোন্ মহাভারত? প্রচলিত মহাভারত—না মহাভারতের আদিম কঙ্কাল? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদের প্রাচ্য শিষ্যেরা যে বলেন, 'প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।' সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষ সতর্কভাবে মহাভারতের ঐ আদিম কঙ্কালের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। তিনি এ সম্পর্কে লিখিতেছেন—

"মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তী হইয়া বিচারপূর্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে।—প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মিকা 'ভারতসংহিতা'।* তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। * * প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি এক জনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। * * অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। * * ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি। তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে।"

মহাভারতে যে তিনটি স্তর আছে (সম্ভবতঃ চারিটি)—এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদের অবকাশ নাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়টিকে যে ভাবে বিবৃত করিলেন, তাহাতে কথাটা বেশ

---

* চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—মহাভারত আদিপর্ব, ১।১০২

স্পষ্ট হইল না। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার সম্পাদিত ও সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত আদিপর্ব কাশীদাসি মহাভারতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"লোকে বলে, মহাভারত তিনবার লেখা হয়—একবার ৮৮০০ শ্লোকে, একবার ২৪০০০ শ্লোকে, আর একবার এক লাখ শ্লোকে। ৮৮০০ শ্লোকের কথা একেবারে মিছে।* গল্পগুজব, উপদেশ প্রভৃতি আলাত পালাত বাদ দিলে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০ হয় বটে। সেও হয় পাঞ্চাল নগরে লক্ষ্য ভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্যন্ত।"

অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ও ২৪০০০ শ্লোকাত্মক মহাভারতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেন। কিন্তু তাঁহার বিবৃতি আরও ব্যাপক। তিনি বলেন—"মহাভারতের অনুক্রমণিকা-পর্ব ও পর্বসংগ্রহ-পর্ব পড়িলে মনে হয়, মহাভারত অন্ততঃ পাঁচ বার সংস্কার করা হইয়াছে :—

প্রথম সংস্কারের সূচীপত্র—

দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ। স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা ইত্যাদি।

যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ। স্কন্ধোঽর্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা ইত্যাদি।

এই সংস্কারের বহি কত বড় ছিল জানি না। মোটামুটি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সবটাই ছিল; আর বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না।†

দ্বিতীয় সংস্করণের সূচীপত্র—

পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা বিক্রমণেন চ।

অরণ্যে মৃগয়াশীলো ন্যবসৎ সজনস্তথা ॥—আদি. ১।১৩০

এই শ্লোক হইতে প্রথম পর্ব, প্রথম অধ্যায় ৩০১ শ্লোক পর্যন্ত দ্বিতীয় সংস্করণের সূচী। ইহারই মধ্যে 'যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং' প্রভৃতি ৫৭টি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দের কবিতা আছে। তাহাতে বোধ হয়, এই সূচীর মহাভারত লক্ষ্যভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত।

---

* আমারও এই মত। প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ বেবার ঐরূপ কথা বলিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার কথা ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ বেবার তথাকথিত 'ব্যাসকূটে'র সংখ্যা দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন। প্রচলিত মহাভারতে আছে যে, ব্যাসের amanuensis গণেশের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, ব্যাস অনর্গল বলিয়া যাইবেন এবং গণেশ লিখিয়া যাইবেন—যদি কোনও কারণে গণেশের কলম একবার থামে, তবে তিনি আর উহা ধরিবেন না। ব্যাস কিন্তু একটা সর্ত করিলেন যে, গণেশ অর্থ না বুঝিয়া কোন কিছু লিখিতে পারিবেন না, এবং গণেশের লেখনীকে মন্থর করিবার উদ্দেশ্যে ঘন ঘন একটি করিয়া দুরূহ কবিতা বলিতে লাগিলেন—যাহার অর্থ বুঝিতে গণেশের বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। সেই অবসরে ব্যাস অন্য কবিতা রচনা করিয়া লইতেন। ঐ দুরূহ কবিতাগুলির নাম – 'ব্যাসকূট'। মহাভারতে ঐ ব্যাসকূটের সংখ্যা ৮৮০০।

অষ্টৌ শ্লোকসহস্রাণি অষ্টৌ শ্লোকশতানি চ।

* * তৎশ্লোককূটম্ অদ্যাপি গ্রথিতং সুদৃঢ়ং মুনে।—আদি, ১।৮১-২

† শাস্ত্রী মহাশয় যে 'দুর্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ' ও 'যুধিষ্ঠিরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ'—এই দুই শ্লোককে প্রথম সংস্করণের মহাভারতের সূচী বলিলেন—ইহার প্রমাণ কি? নীলকণ্ঠ নিজ টীকায় ঐ দুই শ্লোককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—ইদানীং ভারততাৎপর্য-সংগ্রাহকৌ যৌ শ্লোকৌ পঠতি দুর্যোধন ইতি। অর্জুন মিশ্রের

তৃতীয় সংস্করণের সূচী—

১ম পঃ ১ম অঃ ১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ১ম পঃ ১ম অঃ ২৭ শ্লোক পর্যন্ত। ইহাতে এই কয়টি ছোট বড় পর্ব আছে—সংগ্রহ, পৌলোম, আস্তীক, সম্ভব, সভা, আরণ্য, বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, স্ত্রী, ঐষিক, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস এবং মৌষল। বোধ হয়, এই সংস্করণেই ২৪০০০ শ্লোক ছিল এবং প্রায় ১৫০ শ্লোকে তাহার সূচীপত্র ছিল।*

চতুর্থ সংস্করণে ব্যাসদেব মহাভারতকে ৯৮ পর্বে ভাগ করেন। সেই সব পর্ব ছোট। তাহাতে লক্ষ শ্লোক ছিল কি না জানা যায় না।

পঞ্চম সংস্করণের সূচীপত্রে ১৮টি বড় পর্বের কথা আছে—সেগুলিতে কত অধ্যায় এবং কত শ্লোক, তাহাও লেখা আছে। শ্লোকের সংখ্যা ৮৪৮৩৬ অর্থাৎ, ৩২ অক্ষর-শ্লোকের ১০০০০০।"†

এইবার মহাভারতের স্তর-নির্ণয় সম্পর্কে আমার নিজ সিদ্ধান্তের কথা বলি।

আদি পর্ব ৬২তম অধ্যায়ে লিখিত আছে—কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তিন বৎসর অনন্যকর্মা হইয়া এই অদ্ভুত মহাভারত-আখ্যান রচনা করেন।

ত্রিভির্বর্ষৈঃ সদোত্থায়ী কৃষ্ণদ্বৈপায়নো মুনিঃ।
মহাভারতম্ আখ্যানং কৃতবান্ ইদম্ অদ্ভুতম্ ॥‡—৫২

ইহাই মহাভারতের আদিম কঙ্কাল—'ভারতসংহিতা',—ইহাই প্রথম স্তর।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—১।১।১০২

ইহার আরম্ভ ছিল—পাণ্ডুর দিগ্‌বিজয়ে—

পাণ্ডুর্জিত্বা বহূন্ দেশান্ যুধা বিক্রমণেন চ।
অরণ্যে মৃগয়াশীলো ন্যবসৎ মুনিভিঃ সহ ॥—১।১।১১২

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই:—কথা-নায়ক-প্রতিনায়কয়োঃ যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনয়োঃ জয়-পরাজয়বীজং ধর্মাধর্মময়ঞ্চ শ্লোকাভ্যাং সংক্ষিপতি। ইহাই সঙ্গত মনে হয়।

* শাস্ত্রী মহাশয়ের এ সকল কথার আমি মর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। তিনি নিজেই পূর্বে বলিয়াছেন—"গল্পগুজব আলাত পালাত বাদ দিলে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা ২৪০০০ হয় বটে; সেও হয় পাঞ্চাল নগরে লক্ষ্যভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিষেক পর্যন্ত।" তবে তিনি এখানে ঐষিক, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস ও মৌষল পর্বের কথা বলিলেন কিরূপে? বিশেষতঃ যখন সর্ববাদিসম্মতি মতে সংগ্রহ, পৌলোম, আস্তীক ও সম্ভব পর্বাধ্যায়গুলি সৌতির যোগ করা—বৈশম্পায়ন-রচিত নহে।

আর এক কথা। প্রথম পর্ব প্রথম অধ্যায়ের ১ হইতে ২৭ শ্লোকে কোন পর্ব বা পর্বাধ্যায়ের প্রসঙ্গই নাই। এখানে শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন্ শ্লোকগুলি লক্ষিত?

† এই কথার সম্প্রসারণ করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ঐ ভূমিকার অন্যত্র লিখিয়াছেন:—"মহাভারতেরই পর্বসংগ্রহ পর্বে প্রতি পর্বের কবিতা গণিয়া সর্বমাত্র ৮৪৮৩৬টি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। মহাভারতের ভণিতা লইয়া, গদ্যভাগ লইয়া, বড় বড় কবিতায় ৩২ অক্ষরের বেশী যে অংশ থাকে, তাহা লইয়া আমরা দেখিয়াছি যে, ৮৪৮৩৬টি কবিতায় এক লক্ষ শ্লোক হয়।" এ প্রণালীতে এক লক্ষ সংখ্যা পূরণ কি সঙ্গত?

‡ স্বর্গারোহণ পর্বে ইহার প্রতিধ্বনি আছে।

ত্রিভির্বর্ষৈরিদং পূর্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
অখিলং ভারতং চেদং চকার ভগবান্ মুনিঃ ॥—৫।৪৮

—এবং অবসান ছিল দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পরে যুধিষ্ঠিরের বিজয়ে। সে জন্য ভারতসংহিতার উপনাম ছিল—'জয়'—ততো জয়ম্ উদীরয়েৎ।

জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা—আদি, ৬২।২০

জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো মোক্ষমিচ্ছতা—স্বর্গারোহণ, ৫।৫১

কাষ্ণঃ চ পঞ্চমো বেদো যৎ মহাভারতং স্মৃতম্।

* * জয়েতি নাম চৈবেমাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

জয়াখ্যং ভারতং মহৎ—১৮।৫।৪৯

এই ভারতসংহিতার বক্তা ছিলেন সঞ্জয় এবং শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র। অতএব ইহা ছিল—সঞ্জয়-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ। সে জন্য ইহাকে 'সঞ্জয়ের মহাভারত' বলিতে চাই।*

সঞ্জয়ের মহাভারত বা ভারতসংহিতার কি কি বর্ণনীয় বিষয় ছিল? ১।৯৯-১০১ শ্লোকে তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বিস্তরং কুরুবংশস্য গান্ধার্যা ধর্মশীলতাম্।

ক্ষত্তুঃ প্রজ্ঞাং ধৃতিং কুন্ত্যাঃ সম্যগ্ দ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ॥

বাসুদেবস্য মাহাত্ম্যং পাণ্ডবানাঞ্চ সত্যতাম্।

দুর্বৃত্তং ধার্তরাষ্ট্রানাম্ উক্তবান্ ভগবান্ ঋষিঃ॥

অর্থাৎ, কুরুবংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, পাণ্ডবদিগের সত্যশীলতা এবং ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের দুর্বৃত্ততা—উহাতে বর্ণিত ছিল।

পরবর্তী কালে ১৫০ শ্লোকে এই ভারত-সংহিতার সংক্ষেপ করা হইয়াছিল—

ততোঽধ্যর্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবান্ ঋষিঃ—১।১।১০০
(অধ্যর্ধশতং=সার্ধশতং—নীলকণ্ঠ)

প্রচলিত মহাভারতের গহন মধ্যে হয় ত ঐ ১৫০ শ্লোক প্রচ্ছন্ন আছে—আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহার উদ্ধার করিতে পারি নাই—যদি কেহ পারেন, তবে তাঁর গবেষণা সার্থক হইবে এবং মূল ভারত-সংহিতার লুপ্তোদ্ধার হইবে। এ কথা কিন্তু নিঃসংশয় যে, যাহাকে 'ধৃতরাষ্ট্রবিলাপ' বলে, ঐ বিলাপের মধ্যে আমরা ভারত-সংহিতার সারসংগ্রহ পাই। টীকাকার নীলকণ্ঠেরও ঐ মত—

ভারতার্থঞ্চ সংগৃহ্নাতি যদাশ্রৌষং ধনুরিত্যাদিভিঃ সপ্তষষ্ট্যা শ্লোকৈঃ। †

* লক্ষ্য করা উচিত, দুর্যোধনের মৃত্যুর উত্তরবর্তী যে মহাভারত—সঞ্জয় তাহার বক্তা নহেন—বৈশম্পায়ন। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করুন—সৌপ্তিক পর্বের নবম অধ্যায় (যাহার নাম 'দুর্যোধন প্রাণত্যাগ')-পর্যন্ত সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ। সঞ্জয়ের শেষ শ্লোক এই—

তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকার্তস্য মহানঘ।

ঋষিদত্তং প্রণষ্টং তদ্দিব্যদর্শিত্বমদ্য বৈ।

† এখানে নীলকণ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপকে ৬৭ শ্লোকাত্মক বলিলেন। ঐ শ্লোকগুলি ত্রিষ্টুভ্ ছন্দে রচিত। অর্জুন মিশ্রেরও ঐ মত—যদাশ্রৌষং ইত্যাদয়ঃ সপ্তষষ্টিঃ শ্লোকাঃ। পুণা ভাণ্ডারকার-ইন্‌স্টিটিউট হইতে প্রকাশিত মহাভারতে তৎস্থলে মাত্র ৫৭টি শ্লোক আছে। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সম্পাদিত মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপের শ্লোকসংখ্যা ৬৮। অতএব এ স্থলেও গোলযোগ।

ঐ বিলাপের আরম্ভ—দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে—

যদাশ্রৌষং ধনুরায়ম্য চিত্রং
বিদ্ধং লক্ষ্যং পাতিতং বৈ পৃথিব্যাম্।
কৃষ্ণাং হৃতাং প্রেক্ষতাং সর্বরাজ্ঞাং
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

—এবং শেষ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বিনাশের সহিত যুধিষ্ঠিরের বিজয়ে—

কৃতং কার্যং দুষ্করং পাণ্ডবেয়ৈঃ
প্রাপ্তং রাজ্যম্ অসপত্নং পুনস্তৈঃ।
হ্বা না বিংশতিরাহতাক্ষৌহিণীনাং
তস্মিন্ সংগ্রামে ভৈরবে ক্ষত্রিয়াণাম্ ॥

অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয় কুরুরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর তক্ষশিলা জয় করেন এবং ঐ তক্ষশিলায় মহা আড়ম্বরে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। ঐ সর্পযজ্ঞে জনমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহাকে মহাভারত শুনাইয়াছিলেন।*

জনমেজয়ের এই প্রশ্ন ছিল—

কথং সমভবদ্ভেদস্তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্।
তচ্চ যুদ্ধং কথং বৃত্তং ভূতান্তকরণং মহৎ ॥—৬০।১৯

উত্তরে বেদব্যাস বলিলেন—আমার শিষ্য বৈশম্পায়ন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন—কিরূপে কৌরব-পাণ্ডবের ভেদ ঘটিয়াছিল।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা।
শশাস শিষ্যম্ আসীনং বৈশম্পায়নম্ অন্তিকে ॥—৬১।২১

ব্যাস বলিলেন—বৎস বৈশম্পায়ন! আমার নিকট পূর্বে যেরূপ শুনিয়াছ, তৎসমুদয় কীর্তন কর—

কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ যথা ভেদোঽভবৎ পুরা।
তদস্মৈ সর্বমাচক্ষ্ব যন্মত্তঃ শ্রুতবানসি ॥—৬১।২২

তখন বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিলেন—

শৃণু রাজন্! যথা ভেদঃ কুরুপাণ্ডবয়োরভূৎ।
রাজ্যার্থে দ্যূতসম্ভূতো বনবাসস্তথৈব চ ॥
যথাচ যুদ্ধমভবৎ পৃথিবীক্ষয়কারকম্।
তত্তেঽহং কথয়িষ্যামি পৃচ্ছতে ভরতর্ষভ ॥—আদি, ৬১।৪-৫

অতএব আমি বলিতে চাই যে, বৈশম্পায়ন কর্তৃক সম্প্রসারিত ব্যাসদেবের 'ভারত-

* 'সংস্কৃত মহাভারতে পাই যে, জনমেজয় তক্ষশিলা জয় করেন, সেখানেই তিনি সর্পযজ্ঞ করেন এবং সেইখানেই মহাভারত পাঠ হয়। বৈশম্পায়ন ব্যাসের শিষ্য; তিনি জনমেজয়কে মহাভারত শুনাইয়াছিলেন। কথাটা বিশ্বাস করা যায়'।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মহাভারতের পূর্বধৃত ভূমিকা

* 'তেনৈবমুক্তা ভ্রাতরস্তস্য তথা চক্রুঃ।
স তথা ভ্রাতৄন্ সন্দিশ্য তক্ষশিলাং প্রত্যভিপ্রতস্থে ॥
তঞ্চ দেশং বশে স্থাপয়ামাস ॥—আদি, ৩।২১-২
শ্রুত্বাতু সর্পসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্।
অভ্যাগচ্ছদ্ ঋষির্বিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা ॥—আদি, ৬০।১

সংহিতা'ই মহাভারতের দ্বিতীয় স্তর। এই মহাভারতের বক্তা ছিলেন বৈশম্পায়ন ও শ্রোতা জনমেজয় ;—অর্থাৎ, ঐ মহাভারত জনমেজয়-বৈশম্পায়ন-সংবাদ ছিল। মহাভারত হইতে যত দূর বুঝা যায়, বৈশম্পায়নের মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব-বিভাগ ছিল না—উহা কতকগুলি পর্বাধ্যায় বা Section-এ বিভক্ত ছিল। ইহার পর হইতে ভারত-সংহিতার নাম হয় 'মহাভারত'। মহাভারতের নিরুক্তি কি ? যেহেতু এ গ্রন্থে ভরতবংশীয়দিগের মহৎ জন্ম কীর্তিত হইয়াছে, অতএব ইহা মহাভারত।

ভরতানাং মহৎ জন্ম মহাভারতমুচ্যতে—আদি, ৬২।৩৯

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, যেহেতু তুলাদণ্ডে চতুর্বেদ এক ধারে ও মহাভারত অন্য ধারে তৌল করাতে মহাভারতই গুরুতর হইয়াছিল—তাই এ গ্রন্থের নাম মহাভারত।

তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মানং যতোঽধিকম্।—আদি, ২।২৭৩

এই উভয় মত মিলাইয়া স্বর্গারোহণ পর্বে বলা হইয়াছে—

ভরতানাং মহজ্জন্ম তস্মাদ্ভারতমুচ্যতে।
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।
নিরুক্তমস্য যো বেদ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।—৫।৪৫

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রে কেবল যে পঞ্চ পাণ্ডব, কুন্তী, দ্রোণ ও বাসুদেবের নাম পাওয়া যায়, তাহা নহে ; পাণিনি 'মহাভারত' শব্দও সিদ্ধ করিয়াছেন—

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবাল-ভার-ভারত-
হৈলিহিল-রৌরব-প্রবৃদ্ধেষু—৬।২।৩৮

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে ফেলিয়াছেন। কিন্তু আমার ধারণা, পাণিনি বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী। কারণ, যে সময় পাণিনি সূত্র রচনা করেন, তখনও 'নির্বাণ' শব্দ মোক্ষ-অর্থে প্রচলিত হয় নাই এবং 'আরণ্যক' শব্দ দ্বারা 'আরণ্যক'-গ্রন্থ বুঝাইত না। পাণিনির সূত্র দুইটি এই :—

'অরণ্যাং মনুষ্যে'—অরণ্য-শব্দের উত্তর 'ঞিক' প্রত্যয় দ্বারা অরণ্যবাসী মনুষ্যবাচক 'আরণ্যক'-শব্দ নিষ্পন্ন হয়।

'নির্বাণোঽবাতে'—নির্বাণ শব্দের অর্থ নির্বাত (বায়ুশূন্য স্থান)।

আশ্বলায়ন তাঁহার গৃহ্যসূত্রে যাঁহাদিগকে তর্পণীয় বলিয়াছেন, ঐ গণনায় 'ভারত-মহাভারত-ধর্মাচার্যাঃ'-র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইহাতে মনে হয়, তাঁহার সময়ে ভারত-সংহিতা ও মহাভারত যুগপৎ বিদ্যমান ছিল। আশ্বলায়নের সূত্রটি এই :—

সুমন্ত-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্রভাষ্য-ভারত-
মহাভারতধর্মাচার্যাঃ যে চান্যে আচার্যাস্তে সর্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪

প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ব্যূলার সাহেব বলেন, আশ্বলায়নের গৃহ্যসূত্র খৃষ্টপূর্ব . চতুর্থ শতকে রচিত। কাহারও কাহারও মতে আশ্বলায়ন বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী। সে যাহা হউক, তাঁহার পূর্বে ভারত-সংহিতা যে মহাভারতের আকার ধারণ করিয়াছিল—ইহা নিঃসংশয়।

পূর্বে বলিয়াছি, বৈশম্পায়নের মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব ছিল না—উহা মাত্র কতকগুলি

পর্বাধ্যায়ে (Section-এ) বিভক্ত ছিল। প্রশ্ন উঠিবে, কতগুলি পর্বাধ্যায়ে ? প্রচলিত মহাভারত বলেন—এক শত।

এতৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা—আদি, ২।৮৩

কি কি ? মহাভারতকার বলিতেছেন—

ভারতস্যেতিহাসস্য শ্রূয়তাং পর্বসংগ্রহঃ

এবং ৪১ হইতে ৮১ শ্লোকে ঐ পর্ব বা Section-সমূহের পরিচয় দিয়াছেন—অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ঐ শ্লোকগুলি সযত্নে পাঠ করিতে বলি। তাহা করিলে পাঠক লক্ষ্য করিবেন, সমস্ত মিলাইলে ১০০ পর্ব হয় না—৯৮টি পর্ব হয়—তাহাও আবার সৌতি-রচিত পৌষ্য, পৌলোম, আস্তীক, অংশাবতারণ ও সম্ভবপর্ব এবং অনুক্রমণী ও পর্বসংগ্রহপর্বদ্বয় (যাহা নিশ্চয়ই সৌতির পরবর্তী) মিলাইয়া। টীকাকার নীলকণ্ঠ ২য় অধ্যায়ের ৩৯৫-৬ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

তত্র পর্বসংগ্রহো বররুচি-প্রোক্তয়া 'কাদি নব টাদি নব পাদি পঞ্চ যাদি অষ্টৌ' ইতি পরিভাষয়া ক্রিয়তে। যথা আদিপর্ব ১৯, সভা ৯, বন ১৬, বিরাট ৪, উদ্‌যোগ ১১, ভীষ্ম ৫, দ্রোণ ৮, কর্ণ ১, শল্য ৪, সৌপ্তিক ৩, স্ত্রী ৫, শান্তি ৪, অনুশাসন ২, অশ্বমেধ ২, আশ্রমবাসিক ৩, মৌষল ১, মহাপ্রস্থান ১ ও স্বর্গারোহণ ১—মোট ৯৮। ইহার উপর হরিবংশ—যাহার ভূমিকা-অধ্যায় হইতে দেখা যায়, ঐ গ্রন্থ মহাভারতের পরে রচিত হইয়াছিল—

মহাভারতমাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্‌
কথিতং ভবতা পূর্বং বিস্তরেণ ময়া শ্রুতম্‌ ॥
*　*　*
তত্র জন্ম কুরূণাং হি ত্বয়োক্তং লোমহর্ষণে।
ন তু বৃষ্ণ্যন্ধকানাঞ্চ তদ্‌ ভবান্‌ ব্যক্তুমর্হতি।
(তত্র = মহাভারতে)

—ঐ হরিবংশের দুই খণ্ড যোগ করিয়া তবে শত সংখ্যা পূরণ হয়।*

বিষ্ণুপর্ব শিশোশ্চর্যা বিষ্ণোঃ কংসবধস্তথা—আদি, ২।৮২

আমার মনে হয়, বৈশম্পায়নের মহাভারতের শতপর্ব আন্দাজি কথা। ঐ মহাভারতে ঠিক কত পর্ব ছিল এবং শ্লোকসংখ্যাই বা কত ছিল, এক্ষণে তাহা নির্ধারণ করা দুরূহ।

এইবার মহাভারতের তৃতীয় স্তরের কথা বলি। মহাভারতেই উল্লিখিত আছে যে, কুলপতি শৌনক নৈমিষারণ্যে দ্বাদশবর্ষব্যাপী সত্রের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—

লোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবাঃ সৌতিঃ পৌরাণিকো নৈমিষারণ্যে শৌনকস্য কুলপতেঃ দ্বাদশবার্ষিকে সত্রে।
—আদি ১।১

—এবং তদুপলক্ষে লোমহর্ষণ-তনয় উগ্রশ্রবাঃ সৌতি (সূতপুত্র বলিয়া তাঁহার উপাধি 'সৌতি') বৈশম্পায়ন-রচিত মহাভারত আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

* অর্জুন মিশ্র ঐ ২য় অধ্যায়ের ৩৮০ শ্লোকের টীকায়ও ঠিক ঐরূপেই শতপর্ব সংখ্যা পূরণ করিয়াছেন।

যৎতু শৌনক ! সত্রে তে ভারতাখ্যানম্ উত্তমম্। জনমেজয়স্য তৎ সত্রে ব্যাসশিষ্যেণ ধীমতা ॥ কথিতং...
—আদি, ২।৩৩-৪

সৌতি-রচিত মহাভারতই মহাভারতের তৃতীয় স্তর। এ মহাভারতের বক্তা সৌতি এবং শ্রোতা শৌনক (ও তাঁহার যজ্ঞে সমবেত ঋষিবৃন্দ) ; অতএব এ সংস্করণের মহাভারত সৌতি-শৌনক-সংবাদ। প্রচলিত মহাভারতের যেখানেই দেখিব 'সৌতিঃ উবাচ'—বুঝিতে হইবে, উহা বৈশম্পায়নের মহাভারতের উপর সৌতির সংযোগ ;—যেখানেই দেখিব 'বৈশম্পায়ন উবাচ', বুঝিতে হইবে যে, উহা সঞ্জয়ের মহাভারত-রূপ আদিম স্তরের উপর বৈশম্পায়নের বিস্তৃতি—আর যেখানেই দেখিব 'সঞ্জয় উবাচ'—বুঝিতে হইবে, উহা আদিম স্তরের মহাভারত—যেমন ভগবদ্গীতা—যাহার বক্তা সঞ্জয় ও শ্রোতা ধৃতরাষ্ট্র এবং যাহার প্রতি ধৃতরাষ্ট্র-বিলাপে লক্ষ্য করা হইয়াছে—

যদাশ্রৌষং কশ্মলেনাভিপন্নে
রথোপস্থে সীদমানেঽর্জুনে বৈ।
কৃষ্ণং লোকান্ দর্শয়ানং শরীরে
তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥

সৌতির মহাভারত আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্‌যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ —এই অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত (পূর্বেই বলিয়াছি, সৌতির পূর্বে এইরূপ অষ্টাদশ পর্ব-বিভাগ ছিল না)।

উক্তানি নৈমিষারণ্যে পর্বাণ্যষ্টাদশৈব তু—২।৮৪
অষ্টাদশৈবম্ এতানি পর্বাণ্যুক্তান্যশেষতঃ—২।৩৭৮

প্রত্যেক পর্ব আবার কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। টীকাকার অর্জুন মিশ্র পর্বসংগ্রহ পর্বের ৩৭৯-৮০ শ্লোকের টীকায় অষ্টাদশ পর্বের কোন্ পর্বে কত অধ্যায় ও কত শ্লোক আছে, তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন। হরিবংশ বাদ দিলে, তাঁহার মতে অধ্যায়ের সংখ্যা হয় ১৯৩৩ ও শ্লোকের সংখ্যা হয় ৮৫০৪৬। আমরা দেখিয়াছি, অনুক্রমণিকা-অধ্যায়ের গণনা অনুসারে অষ্টাদশ পর্বের মোট শ্লোকসংখ্যা ৮৪৮৩৬। অর্জুন মিশ্র তাহাকে করিলেন ৮৫০৪৬।

সৌতির মহাভারতকেই বিশেষ ভাবে শত-সাহস্রী বা লক্ষ শ্লোকাত্মক বলা হইয়াছে।*

ইদং শতসহস্রং তু লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্।—১।১০১
একং শতসহস্রং তু ময়োক্তং বৈ নিবোধত—১।১০৯
একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রভাষিতং —১।১০৭

সেই জন্য দেখা যায়, অনেক হস্তলিখিত মহাভারতের পুথির পুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত —'ইতি মহাভারতে শত-সাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অমুক পর্বণি এত-তম অধ্যায়ঃ'।

* যদিও এক স্থলে শতসাহস্র মহাভারত বেদব্যাসের উপর আরোপিত হইয়াছে। ইদং শতসহস্রংহি শ্লোকানাং পুণ্যকর্মণাম্। সত্যবত্যাত্মজেনেহ ব্যাখ্যাতমমিতৌজসা ॥—আদি, ৬২।১৪

এই লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতের কথা এ দেশে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ৫০২ সম্বতে লিখিত গুপ্ত রাজাদিগের শিলালিপিতে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারতের উল্লেখ আছে।*

সৌতির মহাভারতের বয়ঃক্রম কত? ইহা নির্ধারণ করা অতিশয় দুরূহ। তবে মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক কয়েকটি প্রমাণের সমবায়ে সিদ্ধ করিয়াছেন যে, এই মহাভারত-রচনার কাল খৃষ্টপূর্ব ৫০০ বর্ষ। তিনি বলেন, চন্দ্রগুপ্তের দরবারস্থ গ্রীকদূত মেগেস্থিনিস্ ৩২০ খৃষ্টপূর্বে মহাভারতের কথা জানিতেন। তিলক মহোদয় আরও দেখাইয়াছেন যে, বোধায়নের ধর্মসূত্রে ও গৃহ্যসূত্রে (অধ্যাপক ব্যুলারের মতে বোধায়নের কাল ৪০০ খৃঃ পূর্ব) মহাভারত হইতে শ্লোক উদ্ধৃত আছে। বোধায়ন-ধর্মসূত্রে (২।২।৪।২৬) উদ্ধৃত শ্লোক এই :—

যাচতস্ত্বংহি দুহিতা স্তবতঃ প্রতিগৃহ্নতঃ।
সুতাহং স্তূয়মানস্য দদতোঽপ্রতিগৃহ্নতঃ।
—আদিপর্ব, ৭৮।১০

(যযাতি-উপাখ্যানে শর্মিষ্ঠা দেবযানীর সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।)

বোধায়ন-গৃহ্যশেষ সূত্রের (এ অংশ বোধ হয় বোধায়নের পরবর্তী) দ্বিতীয় প্রশ্নে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের ৯ম সূত্রটি এই—

দেশাভাবে দ্রব্যাভাবে সাধারণে কুর্যাৎ মনসা বার্চয়েৎ—তথাহ ভগবান্
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মদ্ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন—ইহা ভগবদ্গীতার ৯ম অধ্যায়ের ২৬ শ্লোক।

পুনশ্চ—গৃহ্যশেষের ১।২২।৮ সূত্রে মহাভারতোক্ত বিষ্ণু-সহস্র-নামের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোকটি উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়—

বিষ্ণোর্নামসহস্রং বা শৈবং বাপি তথা জপেৎ
(এ সূত্রও বোধ হয় বোধায়নের পরবর্তী)।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর—বিশেষতঃ প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তর এরূপভাবে ওতপ্রোত-বিজড়িত যে, প্রচলিত মহাভারতের কোন্ অংশ কোন্ স্তরভুক্ত, তাহা নির্ধারণ করা অতি দুরূহ। ধরিবার একটা উপায়—কে বক্তা? সঞ্জয়, বৈশম্পায়ন, না সৌতি? এ বিষয়ে পূর্বে ইঙ্গিত করিয়াছি। আর একটা উপায়—বিবৃত বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইয়া আবার বিস্তৃতভাবে বলা হইতেছে কি না? যথা—যযাতির আখ্যান। উহা সংক্ষেপে আদিপর্বের ৭৫ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া আবার ৭৬ হইতে ৯৪ অধ্যায় পর্যন্ত 'বিস্তরেণ' উক্ত হইয়াছে। আর একটা উদাহরণ—দ্রোণ বধ। দ্রোণপর্বের ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে সংক্ষেপে দ্রোণবধ কথিত হইবার পর পরবর্তী অধ্যায়সমূহে ঐ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত দেখা যায়। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও আছে।

* There is inscriptional evidence that the Mahabharata had attained its aggregate bulk of 100000 slokas by about 400 A. D. —Macdonald.

এইবার চতুর্থ স্তরের কথা বলি। এ স্তরের ভিত্তি-ইষ্টক সৌতির মহাভারতের উপর পরবর্তী কালে (এক সময়ে নহে—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) প্রক্ষিপ্তযোগ। প্রচলিত মহাভারতে যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' লিখিয়াছেন :—"অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে, কেহ কেহ প্রথমাবধি ; কেহ বা আস্তীক পর্বাবধি ; কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন।"*

"সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্ব-সংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্তটা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্ব-সংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।" বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন ; যাহা পর্ব-সংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যদি প্রচলিত মহাভারতে থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, ঐ অংশগুলি পর্বসংগ্রহ অধ্যায় রচিত হইবার পর মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই নিকষ-পাষাণে ঘষিয়া লইলে মহাভারত হইতে সনৎসুজাতীয়, মার্কণ্ডেয় সমস্যা, নলোপাখ্যান, রামচরিত, শাল্ববধ, অনুগীতা, ব্রাহ্মণগীতা প্রভৃতি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিতে হয়।

এ সম্পর্কে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রতি পর্বে কতগুলি অধ্যায় ও কতটি শ্লোক আছে, তাহার একটি সযত্ন-সঙ্কলিত তালিকা পাওয়া যায়। ভাণ্ডারকর ইনিষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত মহাভারত-দত্ত ঐ তালিকার সহিত বর্তমান প্রচলিত মহাভারতের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা তুলনা করিলে প্রক্ষিপ্তের বিপুল বহরের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। আরও দেখা যায় যে, অষ্টাদশ পর্বের দুই একটি পর্ব সম্পর্কে প্রচলিত মহাভারতের অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে গণিত অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যাপেক্ষা ন্যূন।

কেহ কেহ খোদার উপর খোদকারি করিয়া পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাকারী শ্লোকগুলির অদলবদল করিয়াছেন। এ সকল দুঃসাহসীর সহিত প্রক্ষিপ্ত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া অনাবশ্যক —তেষাং প্রতি নৈষ যত্নঃ। এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে আমরা তুলনামূলক একটি তালিকা সঙ্কলিত

* মন্বাদি ভারতং কেচিৎ আস্তীকাদি তথাপরে।
তথোপরিচরাদ্যন্তে বিপ্রাঃ সম্যক্ অধীয়তে ॥—১।৫২

মনুর্মন্ত্রো 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' ইতি নীলকণ্ঠঃ। আস্তীকাদি=আস্তীকপর্ব (১৩শ অধ্যায়) ; উপরিচরাদি= উপরিচর বসুর বৃত্তান্ত (৬৩ তম অধ্যায়)।

করিয়া দিলাম। প্রচলিত পর্বসংগ্রহাধ্যায় ও বঙ্গবাসী সংস্করণ* আমাদের তুলনার ভিত্তি। পাঠক মৎসংকলিত ঐ তালিকাটির প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রক্ষিপ্ত সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোক প্রাপ্ত হইবেন। এ বিষয়ে এখানে সবিস্তার বিচার করিবার অবসর নাই। আমার মোট বক্তব্য এই যে, প্রক্ষিপ্ত সত্ত্বেও এবং প্রথম স্তরের উপর বৈশম্পায়ন ও সৌতির যোগবিয়োগ সত্ত্বেও মহাভারতের আদিম স্তর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রবন্ধের পরিশিষ্ট

	পর্বসংগ্রহাধ্যায় অনুসারে		বঙ্গবাসী সংস্করণ অনুসারে	
	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা	অধ্যায়সংখ্যা	শ্লোকসংখ্যা
আদি পর্ব	২২৭	৮৮৮৪	২৩৪	৮৬৩২
সভা	৭৮	২৫১১	৮১	২৭১১
বন	২৬৯	১১৬৬৪	৩১৪	১১৮৩৮
বিরাট	৬৭	২০৫০	৭২	২২৭৪
উদ্যোগ	১৮৬	৬৬৯৮	১৯৮	৭৬৫৭
ভীষ্ম	১১৭	৫৮৮৪	১২২	৫৮৫৯
দ্রোণ	১৭০	৮৯০৯	২০১	৯৪৩১
কর্ণ	৬৯	৪৯৬৪	৯৬	৪৮৯০
শল্য	৫৯	৩২২০	৬৫	৩৪৯৮
সৌপ্তিক	১৮	৮৭০	১৮	৭৯১
স্ত্রী	২৭	৭৭৫	২৭	৮০৬
শান্তি	৩২৯	১৪৭০৭	৩৬৫	১৩৭৮১
অনুশাসন	১৪৬	৮০০০	১৬৮	৭৬৯৪
আশ্বমেধিক	১৩০	৩৩২০	৯২	২৮৩৬
আশ্রমবাসিক	৪২	১৫০৬	৩৯	১১০৩
মৌষল	৮	৩২০	৮	২৮৭
মহাপ্রস্থানিক	৩	৩২০	৩	১১০
স্বর্গারোহণ	৫	২০৯	৬	২১৬
মোট	১৯৫০	৮৪৮১১	২১০৯	৮৪৪১৪

কিন্তু ভাণ্ডারকার-ইনিষ্টিটিউটের মহাভারতে গৃহীত পাঠ অনুসারে মোট অধ্যায়সংখ্যা ৯৪৮ এবং মোট শ্লোকসংখ্যা মাত্র ৮২১৩৬।

* পাঠকের জানা উচিত যে, বঙ্গবাসী সংস্করণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত। সম্পাদকের ভিত্তি প্রধানতঃ বোম্বাই প্রদেশে মুদ্রিত সংস্করণ এবং বর্ধমানরাজাধিরাজ কর্তৃক মুদ্রিত মূল মহাভারত।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম-এ

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক প্রবন্ধে জৈন মহাপণ্ডিত ন্যায়াচার্য্য "যশোবিজয় গণি"র (১৬০৮-৮৮ খ্রীঃ) জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।[১] ইনি যৌবনারম্ভে প্রতিভার প্রেরণায় দুরূহ নব্য ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কাশীতে ১২ বৎসর (১৬২৬-৩৮ খ্রীঃ) অবস্থান করেন এবং কৃতবিদ্য হইয়া "ন্যায়খণ্ডনখাদ্য" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক নব্য ন্যায়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন। স্থলবিশেষে তিনি গর্ব্বভরে লিখিয়াছিলেন :

> ন্যায়াম্বুধির্দীধিতিকারযুক্তি-কল্লোলকোলাহলদুর্ব্বিগাহঃ।
> তস্যাপি পাতুং ন পয়ঃ সমর্থৌ কিং নাম ধীমৎপ্রতিভাম্বুবাহঃ॥

তিনি যখন কাশীতে অধ্যয়ন করেন, তখনও জগদীশ-গদাধরের গ্রন্থ সুপ্রচারিত হয় নাই, কিন্তু যে মহানৈয়ায়িকের গ্রন্থ তখন অন্ততঃ কাশী অঞ্চলে প্রচারিত ছিল এবং যাহার মত যশোবিজয় গণি "ন্যায়খণ্ডনখাদ্য" গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন, তাঁহার নাম **"গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ"**। বর্ত্তমানে গুণানন্দের নাম ও গ্রন্থ নবদ্বীপ অঞ্চলে এবং বাঙ্গলার নৈয়ায়িক সমাজে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত; যদিও এক সময়ে বাঙ্গলা দেশেও তাঁহার নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বৈশেষিকদর্শনের "কর্ম্ম"লক্ষণঘটিত একটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থের এক স্থলে "বিদ্যাবাগীশাস্ত" বলিয়া গুণানন্দের মত লিখিত পাওয়া যায়।[২] গদাধরের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ বাঙ্গলার নৈয়ায়িকসমাজে যে চারি জন মাত্র সর্ব্বপ্রধান মহানৈয়ায়িকের গ্রন্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, গুণানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের পৈতৃক পুথিসংগ্রহমধ্যে একটি নব্য ন্যায়গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রে নিম্নলিখিত মনোহর শ্লোকটি পাওয়া গিয়াছে :-

> গুণোপরি গুণানন্দী ভাবানন্দী চ দীধিতৌ।
> সর্ব্বত্র মথুরানাথী জাগদীশী ক্বচিৎ ক্বচিৎ॥

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা গুণানন্দের লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিব।

উক্ত শ্লোকে গুণানন্দ-রচিত যে গ্রন্থের নির্দ্দেশ রহিয়াছে, তাহা রঘুনাথ শিরোমণি রচিত (১) **"গুণকিরণাবলীপ্রকাশদীধিতির"** উপর **"বিবেক"** নামক টীকা। এই গ্রন্থই, দেখা যায়, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গৃহীত হইত। লণ্ডনে এই গ্রন্থের যে

১। J. A. S. B., 1910, pp. 463-69

২। *Ibid.* p. 466 "অষ্টসাহস্রীবিবরণ" নামক গ্রন্থে। দীধিতিকার ব্যতীত যশোবিজয় গণি ৩ জন বাঙ্গালী নৈয়ায়িকের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন—নারায়ণাচার্য্য (p. 468), গুণানন্দ (উভয়ই 'ন্যায়খণ্ডনখাদ্য' গ্রন্থে) এবং রঘুদেব (অষ্টসাহস্রীগ্রন্থে)।

৩। অস্মরিকটে বর্ত্তমান পুথির ৬ পত্রে।

প্রতিলিপি রক্ষিত ছিল, তাহার লিপিকাল "বেদাগ্নিবাণেন্দুযুতে (১৫৩৪) শকাব্দে" অর্থাৎ ১৬১২-১৩ খ্রীঃ—ইহাই গুণানন্দরচনার প্রাচীনতম প্রতিলিপি এবং তাঁহার অভ্যুদয়কালের অর্ব্বাচীন সীমার নির্দ্দেশক বটে। গ্রন্থের আরম্ভ ও পুষ্পিকা এই :—

নমো(স্তু) নীলকণ্ঠায় বলয়ীকৃতভোগিনে।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধচূড়ায় ভোগিহারাবতংসিনে।
গুণপ্রকাশবিবৃতৌ প্রকাশে চ যথাযথং।
যত্তাত্তাৎপর্য্যসন্দর্ভো গুণানন্দেন তন্যতে।

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীবিদ্যাবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতঃ গুণবিবৃতি-বিবেকঃ সমাপ্তঃ।[৪]

তাহার প্রতিষ্ঠাকালে "বিদ্যাবাগীশ" উপাধি "শিরোমণি" কিম্বা ভবানন্দের "সিদ্ধান্তবাগীশে"র ন্যায় রূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাতেই একনিষ্ঠ হইয়াছিল বুঝা যায়।

গুণানন্দের সময়ে বাঙ্গলায় নব্য ন্যায়ের পূর্ণ সমৃদ্ধি এবং দেখা যায়, তৎকালে যাহারাই গ্রন্থ রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই রঘুনাথ শিরোমণির প্রচলিত সমস্ত গ্রন্থের উপর টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। গুণানন্দও সম্ভবতঃ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এ যাবৎ আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৮। **বৌদ্ধাধিকারদীধিতিবিবেক**ঃ গ্রন্থের প্রারম্ভ এই :

নমো দৈত্যকুলাক্রান্তভুবো ভারজিহীর্ষবে।
বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণায় চতুর্ব্ব্যূহায় বিষ্ণবে।
আত্মতত্ত্ববিবেকস্য ভাবোত্তাবকমাদরাৎ।
বিবিচ্যতে প্রযত্নেন গুণানন্দেন ধীমতা।

এই গ্রন্থে তদ্রচিত অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত অপর একটি গ্রন্থের নির্দ্দেশ আছে—

৯। **অনুমানদীধিতিবিবেক**ঃ যথা,

প্রারিপ্সিতবিঘ্নাপনুত্তয়েঽনুষ্ঠিতমোঙ্কারোচ্চারণপূর্ব্বক ... ভাবনমস্কারস্বরূপং মঙ্গলং নিবধ্নাতি 'ওঁ নমঃ' ইত্যাদি। ব্যাখ্যাতমিদমস্মাভিরনুমানদীধিতিবিবেকে।

১০। **লীলাবতীদীধিতিবিবেক**ঃ এই গ্রন্থের প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত আছে।[৬]

শিরোমণির কোন বাদগ্রন্থের উপর গুণানন্দরচিত টীকা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুমান হয়, আখ্যাতবাদাদির উপরও তিনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ-রচিত আখ্যাতবাদের টীকায় গুণানন্দের সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে।[৭]

৪। Eggeling: *Ind. Off. Cat.* p. 666. এই প্রতিলিপির পত্রসংখ্যা ১০৩ এবং বঙ্গাক্ষরে লিখিত। "গুণদীধিতি" গ্রন্থ সম্প্রতি সরস্বতীভবন গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে।

৫। Peterson: *Cat. of Ulwar Mss.* p. 54. চৌখাম্বা হইতে আত্মতত্ত্ববিবেকের যে নূতন সংস্করণ মুদ্রিত হইতেছে, তাহার পাদটীকায় বহু স্থলে গুণানন্দের টীকার সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। *Cat. of Mss. Benares* (Dr. Venis), p. 180.

৭। তত্ত্বচিন্তামণি (সোসাইটি সং), শব্দখণ্ড, পৃঃ ৮৮৬। এই রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ "নঞ্‌বাদে"রও টীকাকার এবং "লক্ষ্মণানন্দের" পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। নবদ্বীপে ১০৮৪ সনে এক রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ জীবিত ছিলেন, তিনি সম্ভবতঃ অভিন্ন।

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও বহুতর টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তিনখানি মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে :

৫। **প্রত্যক্ষমণিটীকা :** এই গ্রন্থের আদ্যন্তখণ্ডিত একমাত্র প্রতিলিপি কাশীর সরস্বতীভবন গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে (ন্যায়বৈশেষিক ৩৪১ সং পুথি)। মূল প্রামাণ্যবাদাদির উপর ইহা রচিত, দীধিতি কিম্বা আলোকের উপর নহে। পার্শ্বে "গুণানন্দী" লিখিত থাকায় গ্রন্থকার বিষয়ে সন্দেহ নাই।

৬। **ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতাৎপর্য্যবিবেক :** এই গ্রন্থও কাশীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ইহাতে কারিকাংশ ও গদ্যাংশ, উভয়েরই ব্যাখ্যা রহিয়াছে। এই গ্রন্থও এক সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কাশীর গ্রন্থাগারে "নবদ্বীপীয়" ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন-রচিত কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যার প্রতিলিপি আছে। ত্রিলোচন গ্রন্থমধ্যে শিরোমণি ও গুণানন্দের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[৮]

৭। **শব্দালোকবিবেক :** পক্ষধর মিশ্র-রচিত "আলোক" গ্রন্থের শব্দখণ্ডের উপর টীকা। কাশীর সরস্বতীভবনে আমরা ইহার দুইটি প্রতিলিপি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি : একটি খণ্ডিত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আদিসমন্বিত। প্রারম্ভাংশ উদ্ধৃত হইল।

সিদ্ধেশ্বর্য্যৈ নমঃ। অথ।
নমো দৈত্যকুলাক্রান্তভুবো ভারজিহীর্ষবে।
বৃষ্ণিবংশাবতীর্ণায় চতুর্ব্যূহায় বিষ্ণবে।
মধুসূদনসদ্ব্যাখ্যাসুধাক্ষালিতচেতসা।
গুণানন্দেন কৃতিনা শব্দালোকো বিবিচ্যতে। (ন্যায়বৈশেষিক ৩৬৬ সং পুথি)

মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি অবিকল বৌদ্ধাধিকারটীকায় আছে। নাগরাক্ষরে লিখিত এই প্রতিলিপির পার্শ্বে "শব্দ গু°" পরিচয়লিপি আছে। দ্বিতীয় প্রতিলিপি আদ্যন্তখণ্ডিত (২-৫৮, ১-৭৫, ১০২-৩৫ পত্র)—পার্শ্বের পরিচয়লিপি 'বি° বা°', 'বিদ্যা°', 'বি° শা°' ও 'বিদ্যাবা°' দেখিয়া স্বর্গত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয় ভ্রমক্রমে ইহা (বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা) "বিদ্যাবাচস্পতি"-রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা প্রথমোক্ত প্রতিলিপির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি, অবিকল একই গ্রন্থ। লিপিকার গ্রন্থকারের "বিদ্যাবাগীশ" উপাধিই পার্শ্বে সংক্ষেপে লিখিয়াছেন। (ন্যায়বৈশেষিক ২৮১ সং পুথি)।[৯]

দ্বিতীয় শ্লোকে একটি মূল্যবান্ নির্দ্দেশ রহিয়াছে যে, গুণানন্দের গুরুর নাম ছিল "মধুসূদন"। এই মধুসূদন কে ছিলেন, নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কিন্তু বিদ্বৎসমাজের আলোচনার জন্য এ বিষয়ে আমাদের একটা অনুমান প্রমাণাবলী সহ উপস্থিত করিতেছি।

৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—*S. B. Studies*, Vol. V, p. 157.

৯। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ এ স্থলে সংশোধনীয়—*S. B. Studies*. Vol. IV, pp. 61-69.

মধুসূদন বাচস্পতি

স্বর্গত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী প্রণীত "নবদ্বীপমহিমা" গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন মুদ্রিত হয় (১২৯৮ সন), তখন নিজ নবদ্বীপে মহানৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের বংশধরগণ জীবিত ছিলেন—বর্ত্তমানে ভবানন্দের বংশ নবদ্বীপে বিলুপ্ত হইয়াছে। ১২৯৮ সনে ঐ গ্রন্থে (৮১ পৃঃ) লিখিত হইয়াছে :—

"কিন্তু ভবানন্দের পুত্র মধুসূদনের বংশধর বর্ত্তমান আছেন। দণ্ডপাণীতলার বিনোদগোপাল ভট্টাচার্য্য এই বংশসম্ভূত।"

অন্যত্রও (৭০ পৃঃ) ভবানন্দের পুত্র মধুসূদনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। স্বর্গত রাঢ়ী মহাশয় পরে সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, এই মধুসূদনের উপাধি "বাচস্পতি" ছিল। ফলে, ভবানন্দের এক পুত্রের নাম "মধুসূদন বাচস্পতি" ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইনিই গুণানন্দের ন্যায়গুরু বলিয়া আমাদের অনুমান। সংক্ষেপে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিব। ভবানন্দের "কারকচক্রে"র উপর অতিপ্রসিদ্ধ "রৌদ্রী" টীকার বহুতর প্রতিলিপিতে এইরূপ পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়[১০] :—

"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীরুদ্রদেবতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতা পিতামহকৃত-কারকার্থনির্ণয়রৌদ্রী সমাপ্তা"

সুতরাং "রুদ্রদেব" সংক্ষেপে "রুদ্র" তর্কবাগীশ (প্রারম্ভশ্লোকে আছে "রুদ্রেণ তন্যতে রৌদ্রী কারকাদ্যর্থনির্ণয়ে") ভবানন্দের পৌত্র ছিলেন নিঃসন্দেহ। বাঙ্গলার নৈয়ায়িক-সমাজ বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে যে, এই রুদ্র তর্কবাগীশ অন্যান্য বহু গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রৌদ্রী", "অনুমানদীধিতি রৌদ্রী" এবং একটি ক্ষুদ্র বাদগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনিই মুক্তাবলীর একমাত্র বাঙ্গালী টীকাকার। গ্রন্থের পরিচয় শ্লোক ও পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল :—

তাতং শ্রী-রামধীরেশং ধীরং শ্রীমধুসূদনং।
নত্বা রুদ্রেণ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী বিশদ্যতে॥

"ইতি ভট্টাচার্য্যচূড়ামণি শ্রীল শ্রীরুদ্রতর্কবাগীশভট্টাচার্য্যরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রৌদ্রী সমাপ্তা।"[১১]

এই টীকার এক স্থলে গ্রন্থকার স্বরচিত 'অনুমানদীধিতি রৌদ্রী'র উল্লেখ করিয়াছেন

১০। অস্মন্নিকটে রক্ষিত পুথির ২৬ পত্র। পুরুষোত্তমদেব হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পণ্ডিত 'কারকচক্র' রচনা করিয়াছেন। রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি-রচিত কারকপরিচ্ছেদ (Tanjoro Mss., Vol. XI, No. 6006—"শ্রীরুদ্রোঽতিদুরূহং বিবেচয়ত্যেব কারকব্যূহং") এবং রমানাথ ভট্টাচার্য্যকৃত 'কারকচক্র' (অভিরাম বিদ্যালঙ্কারের 'সমাসটিপ্পনী' পৃঃ ৫৫) উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। সুতরাং রৌদ্রীকারের পক্ষে 'পিতামহকৃত' নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইয়াছিল।

১১। কাশীর সরস্বতীভবনস্থ ন্যায়বৈশেষিক ৮৮০ সং পুথি। তথায় অপর একটি খণ্ডিত পুথিও আছে, উভয়ই বঙ্গাক্ষরে লিখিত। লণ্ডনে যে পুথি আছে (*I. O.* p. 673) তাহাও বঙ্গাক্ষরে লিখিত। অস্মন্নিকটে প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন একটি খণ্ডিত পুথি (৩১ পত্র মাত্র) আছে এবং নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারেও একটি খণ্ডিত প্রতিলিপি দেখিয়াছি (৬৯৬ সং পুথি)। এই গ্রন্থ সুপ্রাপ্য নহে এবং ইহার রচনাশৈলী অবিকল কারকচক্রের রৌদ্রীর সদৃশ—ক্ষুদ্র টিপ্পনী ব্যতীত বিস্তৃত সন্দর্ভ বিরল। দীনকরীর টীকাকার রামেশ্বরসুত "রামরুদ্র ভট্ট" দাক্ষিণাত্যনিবাসী খ্রীঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক—রামরুদ্রীয়ের কোন পুথি বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই।

এবং শেষোক্ত গ্রন্থের একমাত্র প্রতিলিপির বিবরণীতে তিনি 'মধুসূদনানুজ রামের পুত্র' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।[১২] এতদ্ভিন্ন বিবাহবাদ রৌদ্রী নামক গ্রন্থের একটি মাত্র ত্রুটিত পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার আরম্ভশ্লোক এই :—

"* * * তাতং শ্রীতর্কালঙ্কারমাদরাৎ। প্রণম্য তনুতে রৌদ্রীং বিবাহস্য মুদে সতাং॥"

সুতরাং ভবানন্দের দুই পুত্রের নাম উদ্ধার হইল—মধুসূদন বাচস্পতি এবং "রাম তর্কালঙ্কার" (শ্রীরাম নহে)। পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন ও "নবদ্বীপনিবাসী এক রামে"র ছাত্র ছিলেন[১৩] এবং তাঁহার গ্রন্থে গুণানন্দের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয়, ইঁহারা সকলেই ভবানন্দের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ফলে গুণানন্দের গুরু 'মধুসূদন' ভবানন্দের পুত্র হওয়া সম্ভব।

মধুসূদন ও রাম তর্কালঙ্কারের কাল নির্ণয় সহজসাধ্য বলিয়া আমাদের ধারণা। "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামীর বিদ্যাগুরুর নাম 'মধুসূদন বাচস্পতি' লিখিত আছে। তিনি অভিন্ন হইলে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম দশকে মধুসূদনের সময় নির্ণয় করা যায়. কারণ, জীব গোস্বামী ১৫০৪ শকাব্দ হইতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঠিক এই সময়ই নবদ্বীপে "রাম তর্কালঙ্কার" নামক একজন প্রধান পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আছে

নবদ্বীপের একটি প্রাচীন লেখা

২০ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় ১৫৯০ শকাব্দের একটি বাটীবিক্রয়পত্র মুদ্রিত করিয়াছিলেন (ঊষা নামক বৈদিক পত্রিকার প্রথম ভাগ, ১০ম খণ্ড, ১৮১৩ শাকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ২৩-২৯ পৃষ্ঠা)। এ যাবৎ কোন ঐতিহাসিক এই মূল্যবান্ প্রমাণপত্রটি যথাযথ আলোচনা করেন নাই। আমরা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের অনুগ্রহে ইহার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীনাথাচার্য্যচূড়ামণি-রচিত "বিবাহতত্ত্বার্ণব" গ্রন্থের একটি জীর্ণ প্রতিলিপি সামশ্রমী মহাশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লিপিকালাদি এই :—

শাকে বিধুনবভুবনৈরব্দে রামং প্রণম্য লিপিমকরোৎ।
শ্রীযুতবাণীনাথো বিবাহতত্ত্বার্ণবস্যাস্য॥

এই বাণীনাথ শ্রীনাথের পৌত্র ছিলেন বলিয়া সামশ্রমী মহাশয় লিখিয়াছেন। কিন্তু কি প্রমাণবলে, তাহা লিখিত হয় নাই। প্রতিলিপির আদ্য পৃষ্ঠে "শ্রীজগদীশ শর্ম্মা"র এক পুত্রের জাতপত্র লিখিত ছিল (জন্মশক ১৪৯৬)—সামশ্রমী মহাশয় এই জগদীশকে জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত অভিন্ন ধরিয়াছেন। লিপিকার বাণীনাথ শ্রীনাথের পৌত্র হইলে তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু জগদীশ তর্কালঙ্কারের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল "বাণীনাথ ভট্টাচার্য্য" এবং তিনিই যদি লিপিকার হন, তাহা হইলে উক্ত জাতপত্র জগদীশ তর্কালঙ্কারের

১২। "অনুমানদীধিতিরৌদ্রামধিকং প্রপঞ্চিতমস্মাভিঃ" (মুক্তাবলীরৌদ্রী, ৩১ ক পত্র)। এই গ্রন্থের প্রতিলিপি আলোয়ার মহারাজের গ্রন্থাগারে আছে: Peterson : *Cat. of Ulwar Mss.*, p. 27. বলা বাহুল্য, বিদ্যানিবাসপুত্র রুদ্র ন্যায়বাচস্পতি সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যক্তি।

১৩। Hall : *Contributions* p. 84 "pupil of one Rama of Navadwip"

জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের হওয়া অসম্ভব নহে। এই জীর্ণ গ্রন্থমধ্যে তালপত্রে লিখিত একটি বিক্রয়পত্র ছিল, তাহা উদ্ধৃত হইল :

স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তীত্যাদি মহারাজাধিরাজ শ্রীশ্রী**হজরত আল্লে**-দেবপাদানামভ্যুদয়িনি গৌড়রাজ্যে ওজীর শ্রী**সেখ ফরিদ** মহা (? সাহা)ধিষ্ঠিত-হুসেনাবাজমুল্লুকে শ্রী**শিখিমহাপাত্র**-মহাশয়াধিকৃতনবদ্বীপসীকে নবত্যধিকচতুর্দ্দশশতাব্দীয়শ্রাবণে মাসি শ্রী**রামতর্কালঙ্কার**ভট্টাচার্য্যাণাং সদসি শ্রীজগন্নাথাচার্য্যাৎ শিবাঙ্কাধিক-সপ্তদ্রীং মূল্যমাদায়, পূর্ব্বস্যাং গোবিন্দশরণবাটী দক্ষিণস্যাং শ্রীকৃষ্ণদাস চক্রবর্ত্তিবাটী পশ্চিমায়াং পুষ্করিণী উত্তরস্যাং দিশি শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য্যবাটী ইত্থং চতুঃসীমাবদ্ধং বাব (? র) কোণারামান্তর্গতং বাটীখণ্ডং শ্রীবল্লভাচার্য্য-হরিদাস পণ্ডিতাভ্যা-মুপরিলিখিতনাম্নি বিত্তদাতরি বিক্রীতমিতি শাক ১৪৯০ তি ৪ শ্রাবণস ॥

শ্রীবল্লভাচার্য্যস্য। শ্রীহরিদাস সম্মনঃ (সালকঃ)।

"অত্রার্থে সাক্ষিণঃ" বলিয়া ২১ জনের নাম আছে, তাহা 'ঊষা' পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। 'হজরত আল্লে' সুলেমান কররাণীর উপাধি ছিল ইতিহাসে পাওয়া যায়। নবদ্বীপ তৎকালে "হুসেনাবাদ" পরগণার অন্তর্ভূক্ত একটি "সীক" ছিল এবং শাসনকর্ত্তৃদ্বয়ের নাম সম্পূর্ণ নূতন। তখনও ভবানন্দের বংশ নবদ্বীপাধিকার প্রাপ্ত হন নাই বুঝা যায়। যাঁহার সভায় পত্র লেখা হয়, তাঁহার নাম "রাম তর্কালঙ্কার"—শ্রীরাম নহে এবং তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভবানন্দপুত্র হইতে অভিন্ন বলিয়া আমরা অনুমান করি।

উদ্ধৃত আলোচনার ফলে ১৫৬৮ খ্রীঃ ভবানন্দের পুত্র রাম তর্কালঙ্কারের জীবিতকাল নির্ণীত হইলে তৎপুত্র রুদ্রদেব তর্কবাগীশ এবং মধুসূদনের ছাত্র গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশের অভ্যুদয়কাল অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে অপ্রত্যাশিত এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, তাহার মীমাংসার জন্য বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অপ্রাসঙ্গিক হইলেও সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি। ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথ পঞ্চানন ১৫৫৬ শকাব্দে (১৬৩৪ খ্রীঃ) বৃন্দাবনে থাকিয়া "ন্যায়সূত্রবৃত্তি" রচনা করেন। মুক্তাবলীর রচনাকাল সুতরাং ১৬০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে যাইবে না। দিগন্তবিশ্রুতকীর্ত্তি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পৌত্র হইয়া রুদ্রদেবের পক্ষে ভিন্ন সম্প্রদায়ের এক সমসাময়িক গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করা অসম্ভব ; সুতরাং প্রশ্ন হইবে- -

ভাষাপরিচ্ছেদ কাঁহার রচনা ?

প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে ভাষাপরিচ্ছেদের এক জীর্ণ প্রতিলিপি আমাদের হস্তগত হয়, তাহার পুষ্পিকা এই :

"ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রী**কৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌম**ভট্টাচার্য্যবিরচিতো ভাষাপরিচ্ছেদ......"

ইহা এক নামের ভিন্ন গ্রন্থ নহে, অবিকল প্রচলিত ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থই বটে। আমরা প্রথমতঃ লিপিকারের বিচিত্র ভ্রম বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম। সম্প্রতি কুমিল্লার রামমালা গ্রন্থাগারের পুথিবিভাগে শ্রীহট্ট হইতে ভাষাপরিচ্ছেদ ও মুক্তাবলীর প্রায় ২৫০ বৎসরের প্রাচীন প্রতিলিপি সংগৃহীত হইয়াছে। উভয় গ্রন্থের পুষ্পিকা যথাযথ উদ্ধৃত হইল (৩১৬ সং সংস্কৃত পুথি)—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য-বিরচিতঃ ভাসাপরিচ্ছেদঃ সমাপ্তঃ
বাগীশ্বর্য্যাঃ পদদ্বন্দ্বং নিধায় হৃদি সর্ব্বদা।
লিখিতা পুস্তিকা চৈষা সতাং চিত্তবিহারিণী।

শ্রীরামঃ শরণম্।

মধুসূদনসদ্ব্যাখ্যাস্বর্গঙ্গাকণসম্ভবা।
শুদ্ধির্যা জায়তে সা কিং বুধান্তরবচোঽম্ভসা॥

(৮ খ পত্র)

ইতি শ্রীযুতমহামহোপাধ্যায়শ্রীকৃষ্ণদাসসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য-বিরচিতা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা।

(১৬ খ পত্র)

মুক্তাবলীর প্রারম্ভে শ্লোকমধ্যে "বিষ্ণোর্বক্ষসি **বিশ্বনাথ**-কৃতিনা" লিখিত আছে। উক্ত প্রতিলিপিতেও লিপিকার এই পাঠই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সংশোধনপূর্ব্বক উপরে "কৃষ্ণদাস" লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তদ্দ্বারা ছন্দঃপতন ঘটে না। বুঝা যায়, বিশ্বনাথের নামে এই গ্রন্থের প্রচার সম্যক্ জানিয়াও লিপিকার স্পষ্টাক্ষরে তাহা সংশোধন করিয়াছেন। মূল গ্রন্থের পুষ্পিকায় সর্ব্বশেষ শ্লোকটির সহিত গুণানন্দের শব্দালোক বিবেকের গুরুবন্দনা-শ্লোকের আশ্চর্য্য মিল দেখিয়া অনুমান হয়, দুই মধুসূদন অভিন্ন এবং মুক্তাবলীর উপরও যে মধুসূদনের একটা সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, লিপিকারের উদ্ভট শ্লোকটিতে তাহার লুপ্তস্মৃতি নিবদ্ধ থাকিয়া রুদ্রদেবের উক্তির আশ্চর্য্য সমর্থন বহন করিতেছে। অনুসন্ধান করিলে ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর অপর অপর প্রতিলিপিতেও উক্তরূপ পুষ্পিকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। কয়েক মাস পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়ার শেষ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ৺শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারের গৃহে ১৭৮৫ শকাব্দে লিখিত মুক্তাবলীর একটি প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, তাহাতেও অবিকল উক্তরূপ পুষ্পিকা রহিয়াছে এবং আরম্ভ-শ্লোকের "বিশ্বনাথ" সংশোধন করিয়া 'কৃষ্ণদাস' লিখিত হইয়াছে। চিরপ্রচলিত বিশ্বনাথ পঞ্চাননের গ্রন্থবিষয়ে তিনটি বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন সময়ের প্রতিলিপিতে ভিন্নকর্ত্তৃত্বের আরোপ উপেক্ষা করা চলে না—একটা সুপ্রাচীন প্রবাদের ক্ষীণ স্মৃতির লুপ্তোদ্ধার ইহার মধ্যে পাওয়া যাইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধেও এইরূপ বিরোধ বিরল নহে। রৌদ্রী টীকার অস্মন্নির্দ্দিষ্ট কালনির্ণয় দ্বারা বিশ্বনাথ অপেক্ষা কৃষ্ণদাসের কর্ত্তৃত্বেরই পরিপোষণ হয়। কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম দীধিতির একজন সুপ্রাচীন টীকাকার। তদ্রচিত "অনুমানদীধিতিপ্রসারিণী"র মুদ্রিতাংশের (সোসাইটির সংস্করণ) সহিত ভবানন্দীর তুলনা করিলে অনায়াসে উপলব্ধি হয় যে, তিনি ভবানন্দেরও পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ তাঁহার অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়। মুক্তাবলী এই কৃষ্ণদাসের রচনা বলিয়া গৃহীত হইলে ভবানন্দের সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমান করিতে হইবে।

বিশ্বনাথের কর্ত্তৃত্বে সন্দেহ করার অপর একটি কারণও বিদ্যমান আছে। জগদীশ-বংশীয় নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ মহাশয়ের বিপুল পুথিসংগ্রহমধ্যে অন্যূন

৩০০ বৎসরের প্রাচীন মুক্তাবলীর এক প্রতিলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থের প্রথম পত্রটি নাই এবং পুষ্পিকায়ও গ্রন্থকারের নাম নাই। লিপিকালাদি এই :—

ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমাপ্তা। খৌআল সং শ্রীউমানন্দেন লিখিতৈষা পুস্তীতি। **দেশীয় সক॥ ২০৫ দুই শএ পাচ সকা** তারিখ ৩ অগ্রহণ।

লিপিকার মৈথিল "খৌআল বংশ"সম্ভূত ছিলেন, মুরারির টীকাকার রুচিপতিও এই বংশীয় ছিলেন। "দেশীয় শকে"র উল্লেখ এই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া যাইতেছে, ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ইহা লক্ষ্মণাব্দও নহে, পরগণাতি সনও নহে নিশ্চিত। বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গারাজের সৃষ্টি হইতে যদি কোন শকের কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে পুথিটি খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের হইয়া পড়ে; কিন্তু তদপেক্ষা ইহা যে অনেক প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান, মিথিলার কর্ণাটবংশের ধ্বংসের পর খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে শ্রোত্রিয় কামেশ্বরবংশের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা হইতে এই দেশীয় শকের উৎপত্তি। তদনুসারে প্রতিলিপির তারিখ হয় অনুমান ১৫৭০ খ্রীঃ—যখন বিশ্বনাথ পঞ্চানন বাল্য অতিক্রম করিয়াছেন কি না সন্দেহ। সুতরাং কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌমই ভাষাপরিচ্ছেদ-মুক্তাবলীর গ্রন্থকার ছিলেন ধরিতে হইবে।

গুণানন্দের বংশ-পরিচয়

আমরা মূল প্রসঙ্গ হইতে বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। নবদ্বীপে গুণানন্দের নাম বিলুপ্ত হওয়ায় বুঝা যায়, তাঁহার বাড়ী নিজ নবদ্বীপে ছিল না। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার প্রান্তবর্ত্তী বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম "সুবর্ণপুর"নিবাসী স্বর্গত শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় "ব্রাহ্মণ-বংশবৃত্তান্ত" (১৩২২ সন) নামক গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম গুণানন্দের বংশ-পরিচয় মুদ্রিত করিয়া একটি মূল্যবান্ তথ্য কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শরৎবাবু গুণানন্দের কোন গ্রন্থাদির পরিচয় জানিতেন না। তৎসত্ত্বেও কেবল প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন যে, গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশের সন্তান নদীয়া, গাঙ্গুরিয়া গ্রামে অবস্থিত।

"গুণানন্দ সুপণ্ডিত, সুতার্কিক ও সিদ্ধপ্রভাবসম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিলেন। স্মৃতি, শ্রুতি, ন্যায়, মীমাংসা ও দর্শনাদি নানা শাস্ত্রে ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার, ইঁহার তর্কশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইঁহার পত্নী মহাদেবী, অদ্ভুত সহনশীলতা দেখাইয়া সহমৃতা হন।" (৩২ পৃঃ)

উদ্ধৃত লেখা হইতে বুঝা যায়, গুণানন্দের স্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেলেও তাঁহার উপাধি "বিদ্যাবাগীশ" ও জগদীশ তর্কালঙ্কারের সহিত তাঁহার সমকালীনত্বের ক্ষীণ স্মৃতি শরৎবাবুর গ্রন্থরচনাকালেও বাঁচিয়া ছিল এবং এই গুণানন্দ যে আমাদের আলোচ্য মহা-নৈয়ায়িক হইতে অভিন্ন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শরৎবাবুর গ্রন্থে (পৃঃ ৩২-৩৩ ও ১১৪-৫ পৃঃ) গুণানন্দবংশীয় বহু পণ্ডিতের নাম এবং একটি শাখার নামমালা মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু গুণানন্দের ধারাবাহিক বংশাবলী শরৎবাবু সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমানেও অপ্রাপ্য।

আমরা গুণানন্দের বর্ত্তমান বংশধর সিমহাটনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবদাস

ভট্টাচার্য্য (বয়স ৭১) মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জ্ঞাত হইয়াছি, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। গুণানন্দ ভরদ্বাজগোত্রীয় "ডিংসাই" গাঞি রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার বাড়ী নদীয়া জিলার অন্তর্গত স্বর্ণপুর ও সিমহাট গ্রামের সংলগ্ন "গাঙ্গুরিয়া" গ্রামে অবস্থিত ছিল। কাঁচড়াপাড়া হইতে ৯।১০ মাইল দূরবর্ত্তী এই গ্রাম সুপ্রাচীন 'বহরমপুর রাস্তা'র পার্শ্বে অবস্থিত এবং বহু পূর্ব্বে একটি শাখানদী 'শুঠী' বা "সুক্ষ্মাবতী" গ্রামটির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া গিয়াছিল। এই মড়া 'গাঙ্গে'র খাত এখনও বিদ্যমান এবং তদনুসারেই গ্রামের নামকরণ ('গাঙ্গ্ ঘুরিয়া') হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। সংলগ্ন সিমহাট (পুরাতন পত্রানুসারে 'ছিমহাট') গ্রাম 'কেশর' ভাবাপন্ন বহু কুলীন বংশের প্রসিদ্ধ একটি সমাজস্থান ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ও নাগরিক সভ্যতার আকর্ষণে সিমহাটের সমৃদ্ধ অধিবাসিবৃন্দ পতনোন্মুখ বিশাল অট্টালিকাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামটিকে রিক্তপ্রায় করিয়া গিয়াছে।

গাঙ্গুরিয়া গুণানন্দবংশীয় ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর নামেই চিরকাল পরিচিত। তাঁহার বিস্তৃত বংশলতার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে এক সময়ে ইহা "ছোট নবদ্বীপ" নামে পরিচিত ছিল। কিম্বদন্তী আছে; জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমস্ত পণ্ডিতসমাজ জয় করিয়া এখানে আসিয়া বহুদিনব্যাপী বিচারে পরাজিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিসম্পাতেই বংশের ভীষণ অধঃপতন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে গ্রামটি প্রায় জনশূন্য অরণ্যে পরিণত হইয়াছে এবং মুষ্টিমেয় অধিবাসীর মধ্যে এক ঘরমাত্র গুণানন্দের বংশধর বিদ্যমান আছে। নামমালা যথা,—
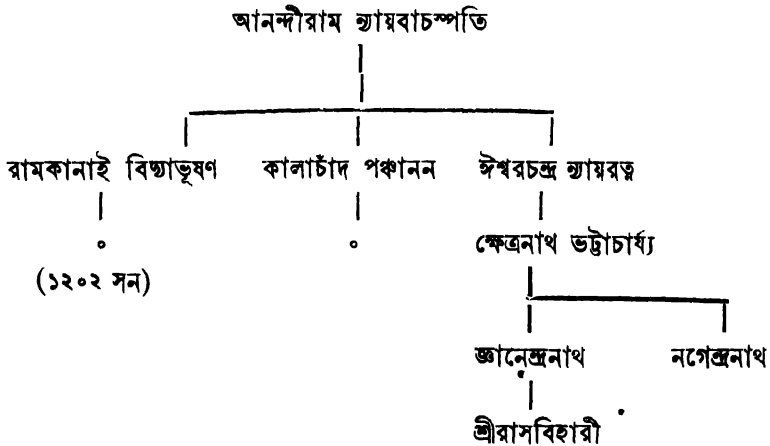
ক্ষেত্রনাথ শ্রীযুত শিবদাস ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতৃসম্পর্কিত "ত্রিরাত্র" জ্ঞাতি ছিলেন। এই বাড়ীর নিকটে কতিপয় ইষ্টকাময় বাস্তবাটীর ধ্বংসাবশেষ, তন্মধ্যে ৩টি ভগ্ন শিবলিঙ্গ এবং অদূরে একটি নাতিবৃহৎ দীর্ঘিকা গাঙ্গুরিয়ার ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠীর পূর্ব্বস্মৃতি বহন করিতেছে। বাস্তবাটীর একটিতে দয়ারাম বাচস্পতি ও কালীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত বাস করিতেন, কালীশঙ্করের পৌত্র চতুর্ভুজ ভট্টাচার্য্য, তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর, তৎপুত্র আশুতোষ ও তৎপুত্র শ্রীঅনাথবন্ধু

(বর্ত্তমানে সিমহাটনিবাসী)। এই দুই ঘর ও শ্রীযুক্ত শিবদাস ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ব্যতীত গুণানন্দের বিশাল বংশবৃক্ষের সমস্ত ধারা প্রলয়কারী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহাদের নাম উদ্ধার করা অসাধ্য এবং শরৎবাবুর গ্রন্থে যে সকল নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে প্রমাণসিদ্ধ নহে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের গৃহে রক্ষিত তায়দাদ ও অন্যান্য প্রচীন পত্রাদি পরীক্ষা করিয়া আমরা এই বংশের প্রধান একটি শাখার এইরূপ নামমালা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি :—
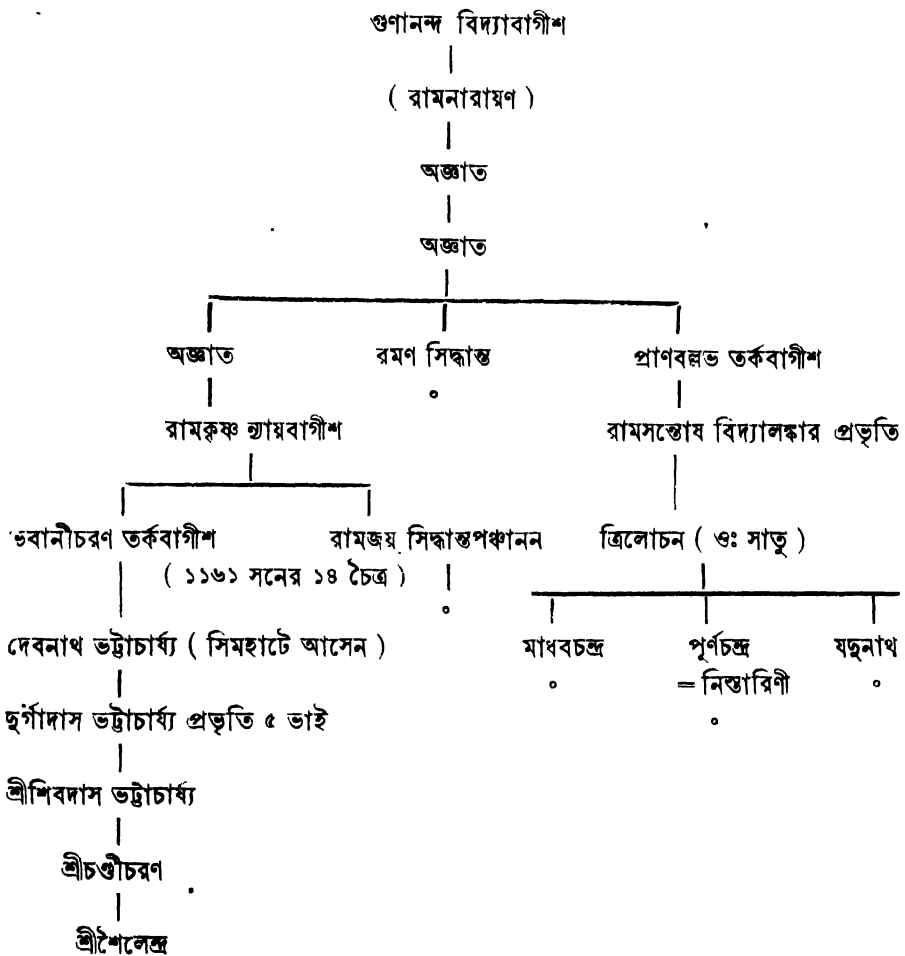
প্রাণবল্লভ তর্কবাগীশের ৫ পুত্র—রামসন্তোষ, রামানন্দ বিদ্যাভূষণ, ভৃগুরাম ন্যায়পঞ্চানন, রামশরণ ন্যায়বাগীশ কবিরঞ্জন ও হরিরাম ন্যায়ালঙ্কার। রামসন্তোষ ভিন্ন সকলেই নিঃসন্তান এবং (হরিরাম ভিন্ন) সকলের সম্পত্তি ত্রিলোচন ভট্টাচার্য্য ১২০২ সনের পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১২৮৩ সনে যদুনাথ স্বর্গী হইলে নিস্তারিণী দেবী ও তৎপর যদুনাথের "সপিণ্ড

জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্র" দুর্গাদাস প্রভৃতিরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র একই তারিখে ১১৬০ সনের ১৭ শ্রাবণ—রামসন্তোষ প্রভৃতি ৫ ভাইয়ের প্রত্যেককে ৫০/০ বিঘা ভূমি দান করেন। সম্ভবতঃ ইহা পূর্ব্বতন একটা বৃহৎ ভূমিদানের অংশবিভাগ মাত্র—প্রবাদ আছে, এই ভট্টাচার্য্যগোষ্ঠী ১০০০/০ বিঘা ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন (ব্রাহ্মণবংশ-বৃত্তান্ত, পৃঃ ৩৩)। শ্রীযুত শিবদাস ভট্টাচার্য্যের সহিত জ্ঞাতিত্ব সম্পর্কে উপরিলিখিত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য যদুনাথের ধারা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী এবং ক্ষেত্রনাথ আরও দূরতর ভ্রাতৃ-পর্য্যায়ের লোক ছিলেন। সুতরাং গুণানন্দ অন্যূন ১০ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন সন্দেহ নাই।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে 'ডিংসাই'বংশীয় একজন খ্যাতনামা গুণানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। 'চৈতল' চট্টবংশীয় বিখ্যাত কুলীন চন্দ্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র (মাধবের পুত্র) রাজারামের কুলক্রিয়ার বর্ণনায় লিখিত আছে[১৪]:

"রাজারামে দিণ্ডী গুনানন্দস্য পৌত্রী রামনারায়ণস্য কন্যাবিবাহঃ।"

বুঝা যায়, গুণানন্দ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রভাবেই এই কুলক্রিয়া সম্ভব হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশে' (পৃঃ ১৩৩) মাধব ও চন্দ্রশেখরের পিতামহ "উদয় কুলবরে"র কুলকারিকা ১০৭ সমীকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে, তদনুসারে খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে চন্দ্রশেখরাদি ও গুণানন্দের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা যায়।

গুণানন্দের বিলুপ্ত বংশাবলীর অপর কতিপয় নাম এখানে সংগৃহীত হইল:—জগদীশ তর্কালংকার (১১৭৩ সনের সনদ, অপুত্রক), রামগোপাল বিদ্যানিবাসের পুত্র নন্দরাম ন্যায়ালংকার (১১৬০ সন, পুত্র পার্ব্বতীচরণ প্রভৃতি), মনোহর তর্কভূষণ, জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন, কৃষ্ণ সিদ্ধান্ত (দৌহিত্র রামপ্রসাদ চট্ট প্রভৃতি), কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত (১১৬০ সন), আনন্দীরাম ন্যায়পঞ্চাননের পুত্রদ্বয় রামকান্ত ন্যায়ভূষণ ও কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীধর বিদ্যাভূষণের ভ্রাতা রামকান্ত তর্কালঙ্কার ও রামকান্তপুত্র রামলোচন বিদ্যানিধি (১১৬২ সন)॥

বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যূন ৪০০ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে নব্য ন্যায়ের যে অগণিত গ্রন্থাবলি রচিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই নিজ নবদ্বীপে বসিয়া লিখিত। বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের এই আভিজাত্য অপ্রতিহত ছিল—কতিপয় "পত্রিকা"কার ব্যতীত নবদ্বীপের বাহিরে নব্য ন্যায়ের কোন গ্রন্থকারই প্রায় জন্মে নাই; কিম্বা তাদৃশ গ্রন্থ প্রচার লাভ করে নাই। কেবল কাশীধামে প্রাচীন কাল হইতেই যে বাঙ্গালীর একটা বিশিষ্ট পণ্ডিতসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে কয়েক জন খ্যাতনামা নব্য ন্যায়ের গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে এক গুণানন্দ ব্যতীত প্রায়

১৪। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সং সংস্কৃত পুথির (কুলসারাবলী) ৩২৬ক পত্র। অপর একটি কুলপঞ্জীতেও (১৮১৫থ সং) রাজারাম সম্বন্ধে আছে "দীণ্ডী বিভাহ গুণানন্দস্য পৌত্রী"।

কাহারও নাম করা যায় না, যাঁহার গ্রন্থ ভারতের নানা স্থানে প্রচার লাভ করিয়া নবদ্বীপের সহিত অধুনালুপ্তস্মৃতি এক "ছোট" নবদ্বীপের মহিমা ঘোষণা করিয়াছিল এবং এ বিষয়ে গুণানন্দের কীর্ত্তি বঙ্গদেশে প্রায় অতুলনীয়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় এক গুণানন্দ-রচিত "স্মৃতিসার" নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।[১৫] গ্রন্থারম্ভে ২য় শ্লোকে আছে:

স্মৃতি(ং) বীক্ষ্য গুরুং নত্বা প্রীতয়ে বিদুষাং মুদা।
ক্রিয়তে স্মৃতিসারস্তু গুণানন্দেন ধীমতা॥

পুষ্পিকায় ('ইতি গুণানন্দরচিতং স্মৃতিসারং সমাপ্তং', ৪থ পত্র) উপাধি না থাকায় ইহাঁর সহিত আলোচ্য গ্রন্থকারের অভেদ কল্পনার কোন হেতু নাই। স্মৃতিশাস্ত্রের অতি সাধারণ কতিপয় বিষয়ে প্রচলিত মুনিবচনের সংগ্রহস্বরূপ এই শ্লোকাত্মক গ্রন্থের রচনা একান্তভাবে বৈশিষ্ট্যহীন এবং ইহা প্রায় নিশ্চিতই বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্যের রচনা নহে।

১৫। ১৭৫৩ সং সংস্কৃত পুথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায়ও এই গ্রন্থের প্রতিলিপি আছে। (১২৯ঘ পুথি)।

বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠ আলোচনা

ডকটর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এম এ, বি এল

বৌদ্ধ গান ও দোহার পাঠে অনেক বিকৃতি প্রবেশ করিয়াছে। ইহার কয়েকটী কারণ আছে। প্রথমতঃ, এইগুলি লোকমুখ হইতে মূল পুস্তকে সংগৃহীত হয়। শ্রুতিপরম্পরায় পাঠবিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। দ্বিতীয়তঃ, মূলের প্রতিলিপিতে লিপিকর-প্রমাদ। তৃতীয়তঃ, মুদ্রিত পুস্তকের মুদ্রাকরপ্রমাদ। কাহ্নপাদের একটী গীত হইতে এই পাঠবিকৃতি দেখাইতেছি।

মুদ্রিত পাঠ (চর্য্যা ৭)

অলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমন ভইলা ॥ ধ্রু ॥
কাহ্নু কহিঁ গই করিব নিবাস
জো মন গোঅর সো উআস ॥ ধ্রু ॥
তেতিনি তেতিনি তিনি হো ভিন্না
ভণই কাহ্ন ভবপরিচ্ছিন্না। ধ্রু।
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে কাহ্নু বিমন ভইঈলা ॥ ধ্রু ॥
হেরি সে কাহ্নি নিঅড়ি জিনউর বট্টই
ভণই কাহ্নু মোহিঅহি ন পইসই। ধ্রু।

সৌভাগ্যক্রমে এই অংশের আদর্শ পুথির আলোকচিত্র মুদ্রিত পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আমরা দেখি যে, মুদ্রিত "কাহ্ন" (২ বার) "কাহ্নু" (৩ বার) স্থানে আদর্শ পাণ্ডুলিপিতে "কাহ্ন" আছে। ইহাই বিশুদ্ধ পাঠ। আদর্শ লিপিতে ৪র্থ চরণে "মণগোঅর", ৮ম চরণে "বিমণ" ও ৯ম চরণে "নিঅড়ী" পাঠ আছে। আদর্শ পাণ্ডুলিপিতেও কিন্তু লিপিকর-প্রমাদ আছে। ১ম চরণে "বাট" ও "রুন্ধেলা" শব্দ দুইটীর মধ্যে একটী বৃথা একার আছে, ২য় চরণে "কহিঁ" ও "গই" এই দুই শব্দের মধ্যে একটী বৃথা ব আছে। শাস্ত্রী মহাশয় মুদ্রিত পুস্তকে ইহা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এ দুটী ভিন্ন ৮ম চরণে "ভইঈলা" "ভইলা" স্থানে লিপিকরপ্রমাদ। লিপিকর ন ও ণ যদৃচ্ছাক্রমে লিখিয়াছেন, প্রমাণ—২য় চরণে "বিমন"; কিন্তু ৮ম চরমে "বিমণ"; কিন্তু মুদ্রিত পুস্তকে উভয় স্থলে "বিমন"। লিপিকর হ্রস্ব দীর্ঘের মধ্যে পার্থক্য করেন নাই, যেমন "তিনি"; ইহা তীনি হইবে (প্রাকৃত তিন্নি, সংস্কৃত ত্রীণি)। ৮ম ও ৯ম চরণে "কাহ্ন" (মুদ্রিত কাহ্নু) ও "কাহ্নি" গায়কের প্রক্ষেপ বা আখর। মূল পুস্তক যে লোকমুখ হইতে সংগৃহীত, ইহা তাহার প্রমাণ। এই গীতটী পাদাকুলক ছন্দে রচিত। ইহার বিশুদ্ধ পাঠ নিম্নে দেওয়া হইল। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রাকৃতের

ন্যায় কেবল ণ লেখা হইত কিংবা যদৃচ্ছাক্রমে ণ ন লেখা হইত, তাহা অমীমাংসিত থাকায়, আদর্শ পাণ্ডুলিপির ণ ন যথাদৃষ্ট লিখিত হইল। আমার মনে হয়, মূল পুস্তকে মাহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী প্রাকৃতের অনুসরণে সর্ব্বত্র ণ ও স লেখা হইত। আমি সর্ব্বত্র স দিয়া বানান করিয়াছি।

বিশুদ্ধ পাঠ

আলিএঁ কালিএঁ বাট রুন্ধেলা।
তা দেখি কাহ্ন বিমনা ভইলা॥ ধ্রু॥
কাহ্ন কহিঁ গই করিব নিবাস।
জো মণগোঅর সো উআস॥ ধ্রু॥
তে তীনি তে তীনি তীনি হো ভিন্না।
ভণই কাহ্ন ভব পরিছিন্না॥ ধ্রু॥
জে জে আইলা তে তে গেলা।
অবণাগবণে (কাহ্ন) বিমণা ভইলা॥ ধ্রু॥
হেরি সে (কাহ্নি) ণিঅড়ি জিনউর বট্টই।
ভণই কাহ্ন মো হিঅহি ন পইসই॥ ধ্রু॥

এই পাঠ ছন্দ ও ভাষাতত্ত্বানুযায়ী। অপভ্রংশ ছন্দের নিয়মানুযায়ী একার ও ওকার আবশ্যকমত হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়, ইহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। চরণান্তে হ্রস্ব স্বরকে আবশ্যক হইলে দীর্ঘ গণনা করিতে হইবে। ছন্দের অনুরোধে মূল শব্দের আ, ঈ, ঊ হ্রস্ব উচ্চারিত হইতে পারে; অন্য পক্ষে অ, ই, উ দীর্ঘ উচ্চারিত হইতে পারে; যথা—উআস শব্দের উ দীর্ঘ। এই নিয়ম মধ্য যুগের মৈথিল কবিতায়ও দৃষ্ট হয়। অনুনাসিকের পূর্ব্বস্বর আবশ্যকমত হ্রস্ব বা দীর্ঘ হয়। এই জন্য রুন্ধেলা শব্দের রু হ্রস্ব। লিপিকর বর্গীয় ও অন্তঃস্থ বকারদ্বয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেন নাই। বস্তুতঃ প্রাচ্য ভারতীয় লিপিতে ইহার পার্থক্য ছিল না। ভাষাতত্ত্বের অনুরোধে আমরা ঈ, ঊ এবং অন্তঃস্থ ব আমাদের প্রস্তাবিত বিশুদ্ধ পাঠে নির্দ্দেশ করিয়াছি।

ছন্দ ও ভাষাতত্ত্ব ব্যতীত সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ আমাদিগকে পাঠ সংশোধন করিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

মুদ্রিত পাঠ—

তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা
তোহোর অন্তরে ছাড়িনড় এট্টা॥ (চর্য্যা ১০)

সংস্কৃত টীকা—

"তন্ত্রীতি···চাঙ্গিতমিত্যাদি···এতয়োঃ··মম বিক্রয়ণং···করোষি ভো ডোম্বি···। অতএব নটবৎ সংসার-পেটকং ময়া পরিত্যক্তং তবান্তরেণেতি।"

তিব্বতী অনুবাদ—গ্র্যদ্ ছোঙ্ গ্যঙ্-মো গ্শন্ য়ঙ্ মে-তো-গ্ ত্সেগ্স্।
খ্যোদ্ ক্যি ছেদ্ দু 'দম্-বু' ই স্নন্[১] গ্শগ্-গো ॥

(অর্থ—হে ডোম্বী, তন্ত্র আরও পুষ্পপাত্র বেচ। তোমার জন্য নলের পেটরা ছাড়িয়াছি।)

বিশুদ্ধ পাঠ—

তান্তি বিকণহ (ডোম্বী) অবর মো চাঙ্গিড়া।
তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়-পোড়া ॥

এখানে 'ডোম্বী' ছন্দের অতিরিক্ত পদের আখর মাত্র। আর একটি উদাহরণ দিতেছি।

মুদ্রিত পাঠ—

শাখি করিব জালন্ধরি পাত্র
পাখি ণ রাহঅ মোরি পাণ্ডিআ চাদে ॥ (চর্য্যা ৩৬)

সংস্কৃত টীকা—

শাখি করীত্যাদি। শ্রীগুরুজালন্ধরিপাদান্...সাক্ষিণঃ কৃত্বা...। যে যে...পণ্ডিতাচার্য্যাঃ। তে তে মম পাশসান্নিধানান্তরমপি[২] ন পশ্যন্তি।

তিব্বতী অনুবাদ—জা-ল-ন্দ-রি'ই শব্স্ লস্ ম্ঙোন্ সুম্ ঞিদ্-দু ব্যস্।
ব্দগ্-গিস্ ছুর্ব্ য়ঙ্ পণ্-ডি-ত-য়িস্ ল্ত মি ব্যোদ্ ॥

(অর্থ—জালন্ধরি পাকে সাক্ষী করিব। আমার নিকটে সত্ত্বেও পণ্ডিত দেখেন না[৩]।

বিশুদ্ধ পাঠ—

সাখী করিব জালন্ধরি পাএ।
পাসি ণ চাহই (মোরে) পাণ্ডিআচাএ ॥

সংস্কৃত টীকায় উদ্ধৃত পাঠ অনেক স্থলে আমাদিগকে সাহায্য করে। এই পদের সংস্কৃত টীকায় "শাখি" উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মুদ্রিত পুস্তকে "শাখি" ও "পাত্র" মুদ্রাকরপ্রমাদ মাত্র। Royal Asiatic Society of Bengalএর প্রতিলিপিতে "শাখি" ও "পাএ" আছে। (এই প্রতিলিপি অনেক স্থলে মুদ্রাকরপ্রমাদ সংশোধন করিতে সাহায্য করে।) এই প্রস্তাবের সর্ব্বপ্রথমে উদ্ধৃত চর্য্যার ১ম চরণের সংস্কৃত টীকায় আছে—"আলীত্যাদি" এবং ৩য় চরণের সংস্কৃত টীকায় আছে "কাহ্ণ[৪] কহি গই ইত্যাদি।"

প্রাচীন লিপিতত্ত্বও আমাদিগকে পাঠ সংশোধন করিতে সহায়তা করে। শেষ উদ্ধৃত পদে আমরা মুদ্রিত "রাহঅ" স্থানে "চাহই" পড়িয়াছি। সংস্কৃত টীকা ও তিব্বতী অনুবাদ এই পাঠ সমর্থন করে। অধিকন্তু বাঙ্গালার প্রাচীন লিপিতত্ত্ব হইতে আমরা জানি যে, র ব চ, এই তিন অক্ষরের মধ্যে গোলযোগ সম্ভবপর ছিল।

১। স্নন্ অপপাঠ। শুদ্ধ পাঠ স্নোদ্ বা স্গম হইবে। তিব্বতী অক্ষরে ইহা অসম্ভব নহে।

২। বিশুদ্ধ পাঠ "পার্শ্বসন্নিধানান্তরমপি" হইবে।

৩। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি ইহার সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন—"পণ্ডিতং ন পশ্যামি।" প্রকৃত অনুবাদ "পণ্ডিতো ন পশ্যতি" হইবে।

৪। মুদ্রিত পুস্তকে কাহ্নু।

সংস্কৃত টীকা কিংবা তিব্বতী অনুবাদ সকল স্থলে নির্ভরযোগ্য নহে, ইহা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। কোনও কোনও স্থলে মূল পুস্তকের ভ্রান্ত পাঠ সম্মুখে রাখিয়া এই টীকা বা অনুবাদ রচিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মুদ্রিত পাঠ—

গুরুবোধসে সীসা কাল। (চর্যা ৪০)

তিব্বতী অনুবাদ—ব্ল-ম'ই থোব্‌স্‌-ক্যিস্‌ স্লোব্‌-ম 'খ্রুল্‌-পর্‌ ন্য। (= গুরুর বোধের দ্বারা শিষ্য ভ্রান্ত হইবে)।

সংস্কৃত টীকা—

...বজ্রগুরুঃ...বচনদরিদ্রত্বেন যুক্তঃ। তস্য শিষ্যোণাপাবচস্তেন...কিঞ্চিন্ন শ্রুতম।

এখানে তিব্বতী অনুবাদ মূলের ভ্রান্ত পাঠ সমর্থন করিতেছে। কিন্তু সংস্কৃত টীকা হইতে আমরা শুদ্ধ পাঠ পাই—

গুরু বোব সে সীসা কাল।

মুদ্রিত পাঠ—

কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা। (চর্যা ৪০)

সংস্কৃত টীকা—

যথা বধিরঃ সংকেতাদিনা মূকস্য সংবোধনং করোতি।

তিব্বতী অনুবাদ—ল্কুগ্‌স্‌-পস্‌ ওন্‌-পর্‌ স্মྲ-ব জি ব্‌শিন্‌ নো (=বোবা কালাকে যেমন উপদেশ দিল)।

এখানে সংস্কৃত টীকা মূলের ভ্রান্ত পাঠ সমর্থন করিতেছে। কিন্তু তিব্বতী অনুবাদ হইতে আমরা শুদ্ধ পাঠ পাই—

কাল বোবেঁ সংবোহিঅ জইসা।

ইহা দ্রষ্টব্য যে, তিব্বতী অনুবাদ সংস্কৃত টীকা হইতে স্বাধীন। কোন স্থলে তিব্বতী অনুবাদ সংস্কৃত টীকার ভুল সংশোধন করে, আবার কোনও স্থলে সংস্কৃত টীকা তিব্বতী অনুবাদের ভুল সংশোধন করে।

বৌদ্ধ গানের পাঠ সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা দোহা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অধিকন্তু চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের[৬] টীকা ও সুভাষিতসংগ্রহের কয়েক স্থলে দোহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে দোহার পাঠান্তর পাওয়া যায়। একটী উদাহরণ দিতেছি। কৃষ্ণাচার্য্যপাদের দোহাকোষের ২২নং শ্লোক মুদ্রিত পুস্তকে এইরূপ—

জই পবন গমন দুআরে দিত তালা বিভিজ্জই।
জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিবহো কিজ্জই॥
জিণ রঅণ উঅজ্জই।
ভণই কাহ্নু ভব ভুংজতে নিব্বাণ বি মিজ্জই॥

৫। লোন—অপপাঠ। ইহার কোন অর্থ নাই।

৬। পুস্তকের প্রকৃত নাম আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়। ইহা আমি Sir Asutosh Memorial Volumeএ আমার প্রবন্ধের পাদটীকায় দেখাইয়াছি।

ইহা রোলা ছন্দে রচিত। কিন্তু তৃতীয় চরণ একেবারে অসম্পূর্ণ। অন্যান্য চরণেও ছন্দের দোষ আছে। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের টীকায় (পৃঃ. ১০) এই শ্লোকটী নিম্নলিখিতরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

> জহি মণ পবণ গঅণ দুআরে দিট তাল বিদিজ্জই।
> জই ত সুঘোর অন্ধাঁরে মণি দিব হো কিজ্জই॥
> জিণ রঅণ উঅরেঁ জই অম্বরু ছুপ্পই।
> ভণই কহ্নু ভব ভুঞ্জন্তে নিব্বাণ বিসিস্‌সই॥

সৌভাগ্যক্রমে এই দোহাকোষের তিনটী তিব্বতী অনুবাদ আছে। (সরহের দোহাকোষের দুইটী অনুবাদ আছে)। মূলের মেখলানাম্নী একটি সংস্কৃত টীকাও আছে। ইহাদের অতিরিক্ত ভাষাতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব ও ছন্দের সাহায্যে আমরা এই শ্লোকের নিম্নলিখিতরূপ বিশুদ্ধ পাঠ প্রস্তুত করিতে পারি।

> জই পবণ-গমণ-দুআরে দিঢ তালা বি দিজ্জই।
> জই তসু ঘোর অন্ধারেঁ মণ দীবহো কিজ্জই॥
> জিণ-রঅণ উঅরেঁ জই সো বর অম্বরং ছুপ্পই
> ভণই কহ্নু ভব ভুঞ্জন্তে নিব্বাণো বি সিজ্ঝই॥

মুদ্রিত পুস্তকের আদর্শ পুথির লিপিকরের কয়েকটী বানান-প্রবৃত্তি আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। যথা.—

(১) কোন কোন স্থলে সংস্কৃতের বানান অনুসরণ করা হইয়াছে। যথা—

চর্য্যা (২নং চর্য্যা) [চজ্জা হইবে]
কুলিশ (৪ নং ,,) [কুলিস হইবে]
ধামার্থে (৫ নং ,,) [ধামাথে হইবে]
বিদ্যা (৯ নং ,,) [বিজ্জা হইবে]
শক্তি (১১ নং ,,) [সত্তি হইবে]
দেশ, শাস্ত্র, শালী (ঐ) [দেস, সাস্ত্র, সালী হইবে]
জিতা (১২ নং চর্য্যা) [জিত্তা বা জীতা হইবেঁ]
তিশরণ, শূন (১৩ নং ,,) [তিসরণ, সুণ হইবে] ইত্যাদি, ইত্যাদি।

(২) বানানে কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই। যথা—

সুণ (১৩ নং চর্য্যা)
সুন (১৭, ২৮, ৩১, ৪৪, ৪৫ নং চর্য্যা)
শূন (১৩, ৩৫ নং চর্য্যা)
শূণ (৪৫ নং চর্য্যা)
} [সুণ হইবে]

মুসা (২১ নং চর্য্যা ৪ স্থানে)
মুষা (২১ ,, ৩ স্থানে)

ণাবী (১৩ নং ,,)
নাবী (৮ নং ,,)

ণাব (৪৯ নং ,,)
নাব (১৫ নং ,,)

অম্ভে (২২ নং ,,)
অম্হে (৪ নং ,,)
আম্হে (১নং ,,)
আহ্মে (১২ ,,)

যামায় (৩৩ নং চর্য্যা)
সমাঅ (৪৩ নং ,,)
সমায় (৪০ নং ,)

ষষহর (২৭ নং ,, ২ বার)
সসহর (১৮ নং ,,)

শশী (১১ নং ,,)
সসি (১৭ নং ,,)

ণইরা মণি (২৮ নং ,,)
নিরামণি (ঐ ,,)
নৈরামণি (৫০ নং ,,) । ইত্যাদি

(৩) বানানে স্বরের দীর্ঘত্ব রক্ষিত হয় নাই। ধ্বনিতত্ত্ব অনুসারে এবং ছন্দ দ্বারা আমরা দীর্ঘত্ব নিরূপণ করিতে পারি।—

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই। (চর্য্যা ২)
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে। (চর্য্যা ৩৩)

উভয় স্থলে পিটা পীঢ়া-রূপে শুদ্ধ করিতে হইবে। পীঢ়া, প্রা. পীঢ়অ, সং পীঠক। ছন্দেও ৪ মাত্রা প্রয়োজন। পিটা হইলে ৩ মাত্রা হয়। তিনা তীণি-রূপে শুদ্ধ করিতে হইবে। তীণি, প্রা. তিণ্ণি, সং. ত্রীণি। এইরূপ অন্যান্য স্থানে।

(৪) বানানে ঢ় স্থানে ট লেখা হইয়াছে। যথা,—দিট (চর্য্যা ১, ৩, ১১, ৪১ ; শুদ্ধ দিঢ়)। বট (চর্য্যা ২৯ ; শুদ্ধ বঢ়)। বাটই (চর্য্যা ৪৫ ; শুদ্ধ বাঢ়ই)। বেটিল (চর্য্যা ৬ ; শুদ্ধ বেঢ়িল)। গটই (চর্য্যা ৫ ; শুদ্ধ গঢ়ই) ইত্যাদি।

(৫) কতিপয় স্থলে বানানে ড়, ঢ় স্থানে ড্‌হ্‌ লিখিত হইয়াছে। যথা,—বাড্‌হী (চ: ৫০ ; শুদ্ধ বাঢ়ী)। বড্‌হিল (চ. ৩৩ ; শুদ্ধ বাঢ়িল)।

(৬) কতিপয় স্থলে বানানে ল স্থানে ড় লেখা হইয়াছে। যথা,—গাইড় (চ. ২ ; শুদ্ধ গাইল)। সনাইড় (চ. ২ ; শুদ্ধ সমাইল)। লীড়েঁ (চ. ১৮ ; শুদ্ধ লীলেঁ); স্বচ্ছড়ে (চ. ১৪ ; শুদ্ধ স্বচ্ছলে)।

(৭) প্রায় ছ স্থানে চ্ছ লেখা হইয়াছে। যথা,—

চ্ছিণালী (চ. ১৮); চ্ছিজই (চ. ৪৬); চ্ছাড়ী (চ. ১৫); চ্ছড়ই (দোহা, পৃ: ১১২); চ্ছারে (দোহা, পৃঃ ৮৪); আচ্ছন্তেঁ (চ. ৩৯); কাচ্ছি (চ. ৮); কাচ্ছী (১৪); ইত্যাদি।

(৮) বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব একরূপে লেখা হইয়াছে। পদের আদিতে সম্ভবতঃ উভয় বর্ণের উচ্চারণ এক ছিল। কিন্তু পদমধ্যে অন্তঃস্থ ব ধ্বনিতত্ত্ব দ্বারা কতিপয় স্থলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। যথা,—পিবই (চ. ৬); নাবী, ঠাবী (৮); কবড়ী (১৪); নাব

(১৫); ণাব (৪৯); দেবী (হোই সঙ্গে মিল, ১৭); অবণাগবণা (২১); পড়বেষী (৩৩); চেবই (৩৪,৩৬); সহাব, পাব (পরস্পর মিল, ৪১); ইত্যাদি। [নাই (১৪), কোই (৪২) প্রভৃতি কতিপয় স্থানে অন্তঃস্থ ব লোপ করা হইয়াছে; শুদ্ধ রূপ নাবী, কোবি।]

(৯) কয়েক স্থলে অন্ত্য হ্ স্থানে অ লেখা হইয়াছে। যথা, বিকণঅ (চ. ১০, বিকণহ স্থানে); খাঅ (ঐ, খাহ্ স্থানে); বাহঅ (১৩, বাহহ স্থানে); ইত্যাদি।

(১০) বর্ত্তমান কালের ১ম পুরুষের একবচনের বিভক্তি -ই স্থানে স্বেচ্ছামত অ, এ, য় লেখা হইয়াছে। যথা,— জাই (চ. ২, ১৫, ২০, ২৯, ৩২ ইত্যাদি); কিন্তু জাঅ (চ. ৪, ১৯, ৩৩ ইত্যাদি), জায় (চ. ৪০)। বাজই (চ. ১৭); কিন্তু বাজঅ (চ. ৩১)। বাজএ (চ. ১১); ইত্যাদি। খাঅ (চ. ২, মিল "জাই" সঙ্গে); দীসঅ (চ. ৬, মিল "পইসই" সঙ্গে); বাজঅ (চ. ৩১, মিল "রাজই" সঙ্গে); পতিভাসঅ (ঐ; মিল "পইসই" সঙ্গে)।

(১১) কতিপয় স্থানে অন্ত্য স্বরে ঁচন্দ্রবিন্দু লোপ করা হইয়াছে। যথা,—অচ্ছহু (চ. ৬); ঠাবী (চ. ৮); বাসে (চ. ৫০); বোহে (চ. ২১); রঅণহু (চ. ২৭);। তহি (চ. ৩১); নাহি (চ. ৩, ৮, ১৮, ২০, ৩৩, ৪২, ৪৯; তুলনীয় নাহিঁ, চ. ৩৭, ২ বার, নাঁহি, চ. ৩৩); ণাহি (চ. ২২, ৪৩); কইসে (চ. ২৮, ২৯, ৩৯, ৪২; তু. কইসেঁ ৮, ৪০); লীলে (চ. ১৪; তু. লীড়েঁ = লীলেঁ, ১৮); ইত্যাদি।

(১২) কতিপয় স্থলে ঁ যথাস্থানে না হইয়া অন্য অক্ষরের উপর লেখা হইয়াছে। যথা,—খেঁপহু (চ. ৪; শুদ্ধ খেপহুঁ); বিআরেঁতে (চ. ১৫; শুদ্ধ বিআরেতেঁ); হাঁউ (চ. ২০, ৩৫; শুদ্ধ হাউঁ বা হউঁ); জাণঁহু (চ. ২২; শুদ্ধ জাণহুঁ); নাঁহি (চ. ৩৩; শুদ্ধ নাহিঁ); কাঁহি (চ. ৩৭; শুদ্ধ কাহিঁ); হিঁএ (চ. ৪৪; শুদ্ধ হিএঁ); পঁউআ (চ ৪৯; শুদ্ধ পউআঁ); তঁহি (চ ৫০; শুদ্ধ তহিঁ); ইত্যাদি।

(১৩) কতিপয় স্থলে অনর্থক চন্দ্রবিন্দু লেখা হইয়াছে। যথা,—জইসোঁ তইসোঁ (চ. ১৩; আদর্শ পাণ্ডুলিপি জইসো তইসো); বুঝএঁ (চ. ২০; R. A. S. B.র পাণ্ডুলিপি বুঝএ); সঁএঁ (চ. ২৬); তঁহিঁ (চ. ২৮); পণিআঁ (চ. ৩৫); পমাএঁ (চ. ৩৮); ইত্যাদি।

(১৪) লিপিকর যদিও স্বেচ্ছামত শ, ষ, স, ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ যে একই ছিল, তাহা মিল (Rhyme) হইতে বুঝা যায়। যথা,—অবকাশ, পাস ॥ (চ. ৩৭); রোষে। কইসে ॥ (চ. ২৮); কীষ। দিস ॥ (চ. ২৯); সেস। বিশেষ ॥ (চ. ৪৯)।

(১৫) এইরূপ ণ, নএর উচ্চারণ যে এক ছিল, তাহা মিল হইতে ধরা যায়। যথা,—বখানে। নিবাণে ॥ (চ. ৩৮); জান। বিহ্নাণ ॥ (চ. ৪৪); ঠাণা। ণিবাঁনা ॥ (চ. ১৬)।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের গীতগোবিন্দ হইতেও প্রমাণিত হয় যে, শ, ষ, সএর উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশে (অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে) এক ছিল। ইহা সকার বা শকার উচ্চারণ, তাহা অন্য প্রমাণসাপেক্ষ। তাহাতে আমরা নিম্নলিখিত মিল দেখি ;—হংস। দিনেশ ॥ বিকাশে। বিলাসে ॥ কৃতহাসে। দন্তুরিতাসে ॥ বংশে। প্রশশংসে ॥ বংশম্। বতংসম্ ॥ নিমেষম্। নিবেশম্ ॥ বিকাশম্। বিলাসম্ ॥

বঙ্গদেশের পালরাজত্ব সময়ের তাম্রলিপি হইতেও ১১শ ও ১২শ শতকে পূর্ব্বোক্তরূপ একটি উচ্চারণ প্রমাণিত হয়। প্রথম মহীপালদেব (১০২৩ খ্রীঃ অব্দের সময়), বৈদ্যদেব (অনুমান ১১০০ খ্রীঃ অব্দ) এবং মদনপালদেবের (অনুমান ১১১৯ খ্রীঃ অঃ) তাম্রলিপিতে দেখা যায় যে, ২১ স্থানে শ ষ স্থানে স এবং ১০ স্থানে স স্থলে শ সংস্কৃত শব্দের বানানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১০০০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের ন্যায় কেবল স উচ্চারণ ছিল কিংবা মাগধীর ন্যায় শ উচ্চারণ ছিল অথবা ঢক্কী ও ওড্রী প্রাকৃতের ন্যায় শ, স উচ্চারণ ছিল, তাহা অনুমিত ভিন্ন প্রমাণিত হয় না। সম্ভবতঃ গৌড়ী প্রাকৃতে এবং আদিম বাঙ্গালা (Proto-Bengali) ভাষায় শ, স, দুইই উচ্চারণ ছিল।[৭] কিন্তু অন্ততঃ একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় শৌরসেনী ও মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের অনুকরণে সম্ভবতঃ পণ্ডিতী বানানে, উচ্চারণ যাহাই হউক না কেন, কেবল স ব্যবহৃত হইতে থাকে ; কিন্তু সাধারণ বানানে যদৃচ্ছাক্রমে শ য স ব্যবহৃত হয়। আমরা বানানে কেবল স ব্যবহার করিতে চাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় (৭০০—১২০০ খ্রীঃ অঃ) দন্ত্য স উচ্চারণই ছিল। যেমন একটি ব দ্বারা বর্গীয় ও অন্তঃস্থ দুই উচ্চারণ নির্দ্দিষ্ট হইত, সেইরূপ স দ্বারা হয় ত দন্ত্য ও তালব্য দুই উচ্চারণ প্রদর্শিত হইত, নয় ত আধুনিক বাঙ্গালার সএর ন্যায় কেবল তালব্য উচ্চারণ প্রকাশিত হইত, নয় ত মৈথিলীর ন্যায় কেবল দন্ত্য উচ্চারণ সূচিত হইত। উচ্চারণ সম্বন্ধে এই সকারযুক্ত বানানে কিছুই প্রমাণিত হইবে না।

প্রাচীন বাঙ্গালায় সাধারণ প্রাকৃতগুলির ন্যায় কেবল ণ ছিল কিংবা পৈশাচীর ন্যায় কেবল ন ছিল, কিংবা ন ণ উভয়ই ছিল, তাহা বলা দুষ্কর। উচ্চারণ যাহাই হউক না কেন, বানানে বোধ হয়, কোনই নিয়ম ছিল না। প্রাকৃত সম্বন্ধে বররুচি বলেন—"নো ণঃ সর্ব্বত্র" (২।৪২) সর্ব্বত্র ন স্থানে ণ হইবে। কিন্তু হেমচন্দ্রের মতে আদিতে ণত্ব বৈকল্পিক—"বাদৌ" (৮।১।২২৯)। কিন্তু সংযুক্ত বর্ণ হইলে আদিতে ন থাকিবে ; যথা,—প্রা. নাও, সং. ন্যায়ঃ। আর্ষে পদমধ্যেও ন ব্যবহৃত হইতে পারে ; যথা, অনিলো, অনলো (৮।১।২২৮)। মার্কণ্ডেয়ের ১।৪২ সূত্রের টীকার মতে দ্বিত্বে বিকল্পে ন্ন হয় ; যথা,—আসন্নং, আসণ্ণং ; সন্নদ্ধং, সণ্ণদ্ধং। দেখা যাইতেছে যে, বররুচির পরবর্ত্তী প্রাকৃত বৈয়াকরণদের মতে একমাত্র অনাদি স্থানে ন হয় না; কেবল ণ হয়। কিন্তু আর্ষ প্রয়োগে এই অনাদি স্থানেও ন থাকিতে পারে। ফলে সাধারণ প্রাকৃতে (অর্থাৎ পৈশাচী ভিন্ন সর্ব্বত্র) ণ স্থানে ন হইবে না। কিন্তু আর্ষ

৭। দ্রষ্টব্য—মদীয় Les Chants Mystiques, পৃঃ ৫৪

প্রয়োগে ন স্থানে যে কোন অবস্থায় ন, ণ, দুই-ই হইতে পারে। আমরা যদিও সরলতার জন্য বররুচির অনুসরণে সর্ব্বত্র ণ বানান রাখিতে চাই; কিন্তু এ ক্ষেত্রে উচ্চারণের অনিশ্চয়তার জন্য আদর্শ পাণ্ডুলিপিরই বানান বজায় রাখা সঙ্গত মনে করি। আমার অচির-প্রকাশিত বৌদ্ধ গানের ইংরেজি সংস্করণ The Buddhist Mystic Songsএ (Dacca University Studies, 1940) সর্ব্বত্র স বানান করিয়াছি; কিন্তু ন, ণ সম্বন্ধে আদর্শ পুথির পাঠ অনুযায়ী প্রায়শঃ যথাদৃষ্ট বানান রক্ষা করিয়াছি।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

[প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তক ও ১১৯২ বঙ্গাব্দের পুথির পাঠভেদ নির্ণয়।]

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর একখানি বিশুদ্ধ সমালোচনামূলক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া উচিত, বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এ বিষয়ের সমর্থক স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর ১১৯২ সালের পুথির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইহার পর শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের পাঠভেদ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই।

সুনীতিবাবুর প্রবন্ধে ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতচন্দ্রের সর্ব্বপ্রাচীন পুথি (১১৯১ সালের) প্যারি নগরে আছে। সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় যেগুলি আছে, তাহা কয়েক বৎসর পরের। সুতরাং ১১৯২ সালের পুথিখানি প্রাচীনত্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেছে।

এই পুথিখানি নড়াইলের অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি গঙ্গারাম দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীধরের সম্পত্তি ছিল। একখানি পুথির মধ্যেই "অন্নদামঙ্গল" ও "বিদ্যাসুন্দর" পর পর লিখিত। মোট পত্রসংখ্যা ১৩৭। প্রত্যেক পত্রের উভয় পৃষ্ঠেই লেখা। পত্রগুলির আয়তন ১৪ × ৫ ইঞ্চি। প্রত্যেক পত্রে ৯টী ছত্র। ৭৮ সংখ্যক পত্রের এক অংশে "অন্নদামঙ্গল" সমাপ্ত; এবং সেইখানেই "বিদ্যাসুন্দর" আরম্ভ। ১৩৭ সংখ্যক পত্রে বিদ্যাসুন্দর সমাপ্ত হইলে, পুস্তকের স্বত্বাধিকারীর নাম, পুথি সমাপ্তির তারিখ ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে।

যে মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে পুথি মিলাইয়াছি, সেখানি "বসুমতী সাহিত্য-মন্দির হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত" ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর চতুর্দ্দশ সংস্করণ। এই বইখানি হাতের কাছে থাকায় ইহাই ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু কাজ করিতে করিতে দেখা গেল যে, ঐ পুস্তকের (অন্নদামঙ্গল অংশের) ৪২, ৪৩ এবং ৪৬, ৪৭ পৃষ্ঠা নাই। এই স্থানটী, ১২৯৬ সালে "বঙ্গবাসী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সঙ্গে মিলাইয়াছি। ইহা ব্যতীতও, বঙ্গবাসী সংস্করণের বইএর সঙ্গে পুথির অনেক স্থল মিলাইয়াছি এবং সেই সেই স্থানে উহা উল্লেখ করিয়াছি।

বাম দিকে মুদ্রিত পুস্তকের অংশ, এবং ডান দিকে সমরেখায় পুথির লেখা উদ্ধার করা হইয়াছে। সাধারণতঃ এক এক ছত্রের যে অংশটী পুথি ও পুস্তকে বিভিন্ন, কেবল সেইটুকুই দেখান হইয়াছে। ছত্রের অন্য অংশের স্থানে কেবল একটী রেখা (————) দেখান হইয়াছে। বুঝিতে হইবে যে, ঐ স্থানটি পুথি ও পুস্তকে অভিন্ন।

পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, স্থানে স্থানে এক একটী প্রস্তাবের কোন অংশ পুথিতে আছে, পুস্তকে নাই ; অথবা পুস্তকে আছে, পুথিতে নাই। আবার কোন স্থানে পংক্তি-গুলি পুস্তকে যেরূপ পর পর সাজান আছে, পুথিতে সেরূপ নাই। কোন শ্লোক আগে, কোনটা বা পরে আছে।

পুথির লেখক (লিপিকার) সুশিক্ষিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। অসংখ্য বানান-ভুল আছে। দন্ত্য "ন", মূর্দ্ধন্য "ণ", "শ", "ষ" "স", হ্রস্ব দীর্ঘ ই-কার, উ-কার ইত্যাদির বিচার নাই। গ্রাম্যতা দোষও আছে। বানানগুলি প্রায়ই সংশোধন করিয়া লিখিয়াছি, কোন কোন স্থলে "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্"।

এই পাঠভেদ নির্ণয় দ্বারা সাহিত্যিকগণের যদি কথঞ্চিৎ সাহায্যও হয়, তবে শ্রম সার্থক মনে করিব। পরিশেষে পুথির স্বত্বাধিকারী, কবি গঙ্গারামের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত সুকুমার দত্ত মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। দীর্ঘকাল পুথিখানি আমার ব্যবহারের জন্য তিনি ছাড়িয়া না দিলে, আমার কাজ করা অসম্ভব হইত।

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নদামঙ্গল

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র--১
গণেশ বন্দনা	
	গ্রন্থারম্ভে এই সংস্কৃত অংশটী পুথিতে আছে; মুদ্রিত পুস্তকে নাই। উহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি —
মুদ্রিত পুস্তকে আরম্ভ "গণেশায় নমো নমঃ" এই হইতে।	নমো গণেশায়ঃ নমো বাগ্দেব্যৈ ॥ যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেত-পদ্মাসনা। যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা। যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর-প্রভৃতিভিঃ দেবৈঃ সদা বন্দিতা। সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥ ইহার পর—"গণেশায় নমো নমঃ" ইত্যাদি।
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্বকাজ	তব নাম সিদ্ধি সর্ব্ব কাজ
... ...	... ...
শিবের তনয় হয়ে	শিবের তনয় হৈয়া ঐরূপ — "কৈয়া" — "হৈয়া"

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১
খেলাচ্ছলে	খেলাছলে
জানিতে নারিনু কভু	জানিতে না পারি কভু
	পুথির পত্র—২
শুন প্রভু গণেশ্বর	শুন দেব গণেশ্বর
নিবেদিনু বন্দনাবিশেষে	…বন্দনাবিশেষ
ভারতচন্দ্র সরল ভাষে	ভারত সরস ভাষে
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে	… আদেশ।

শিববন্দনা

গিরিসুতা প্রিয়তম	…… প্রেমথম (?)
হিমকরশেখর শঙ্কর	… শিখর …
সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়	সঙ্গের নাচিয়া বেড়ায়
যোগীর অগম্য হয়ে…	… হৈয়া —
… যোগ লয়ে	… লৈয়া —
মায়ামুক্ত তুমি জীব	…… মায়াযুক্ত …

সূর্য্যবন্দনা

তোমার মহিমা বেদে নাহি সীমা	তোমার মহিমা কে জানিবে সীমা
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে	অপরাধ ক্ষম দীনে
… …	… …
সর্ব্বদেবময় সর্ব্ববেদাশ্রয়	সর্ব্বময়মন সর্ব্ববেদশ্রজন (সৃজন ?)
… …	… …
অতি খরতর	অতি খর কর
.. …	… …
করি হে কোটি প্রণাম	করি যে…
… …	… …
মাথায় মাণিকবর	মাথার মাণিকবর
… …	… …
স্মরিলে তোমায়…	সেবিলে তোমায়…
… …	… …
আসরে উদয় হবে	আসরে সদয় হবে

বিষ্ণুবন্দনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩
পুরাণ পুরুষোত্তম…	পুরাণে পুরুষোত্তম…
… …	… …
বরণ জলদঘটা	বরণ জলদজটা…
… …	… …
রতননূপুর বাজে তায়	রতননূপুর পায়। বাজে তায়।
… …	… …
মুখসুধাকরে সুধাহাস	মুখসুধাকর…
… …	…
রূপে দশ দিশ পরকাশ	রূপে ত্রিভুবন পরকাশ…
… …	… …
কদম্বের কুঞ্জবনে…	কদম্ব নিকুঞ্জবনে

কৌষিকীবন্দনা

শুম্ভ নিশুম্ভঘাতিনী ॥ ইহার পরেই—মহিষমর্দ্দিনী ইত্যাদি।	"শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী"র পরে ও "মহিষমর্দ্দিনী"র পূর্ব্বে—"শঙ্করী সিংহবাহিনী" এইটুকু আছে।
… …	… …
দুর্গবিঘাতিনী	দুর্গতিনাশিনী
…	…
রতন কদলীকায়	রতন কদলী কাম
…	…
অমূল্য অম্বর তায়	অমূল্য অম্বরতাম ("অম্বরতাম" নিশ্চয়ই লিপিকরপ্রমাদ)
…	…
করি সুত কুম্ভ উচ	করিসুত কুচ উচ
…	…
কনকমৃণাল রাজে	কনকমৃণাল সাজে
…	…
মুকুতা রঞ্জিত	মুকুতা ললিত
	পুথির পত্র—৪
	পুথিতে "অর্দ্ধশশী ভালে শোভে" এই

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪
মুদ্রিত পুস্তকের—	
"মালতীমালায়" হইতে	পংক্তির পরই—কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাখ রাঙ্গা পায়
"ভারতে করহ দয়া" পর্য্যন্ত অংশ	অভয়া দেও অভয়ে ॥
পুথিতে বাদ পড়িয়াছে।	এইখানে কৌষিকীবন্দনা সমাপ্ত।

লক্ষ্মীবন্দনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
কমলা কমলালয়া	কমলা কমল দিয়া
সনাল কমল সনাল উৎপল	সনসে কমল সনশে উৎপল
...	... (সনসে ?)
কমল কোরক কদম্বনিন্দক	কমলা ভাবুক ভ্রমরচুচুক
...	...
—	করি অরি মাঝে জিনি করিরাজে
দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ	দৃষ্টিসুধা প্রকাশ
...	...
লাক্ষার কাঁচলি	লক্ষের কাচলি
চমকে বিজলী	চমকে বিজুলী
...	...
রূপ গুণ গান	রূপ গুণ জ্ঞান
...	...
তুমি হও যারে বাম	তুমি যারে হও বাম
...	...
—লয়ে—হয়ে	—লৈয়া—　　—হৈয়া—
...	...(এই পাঠভেদ বহু স্থলে আছে। আর দেখান অনাবশ্যক)
উর মহামায়া দেও পদচ্ছায়া	উর মহামায়া দেহ পদছায়া
...	...
রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে	রাজলক্ষ্মী স্থির হৈয়া

সরস্বতীবন্দনা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
স্তবে কর অনুমতি	স্তবে কর অবগতি
বাগীশ্বরী বাক্যবিনোদিনী	রাগেশ্বরী বাক্যবিনোদিনী

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৪
অনুরাগ সে সব রাগিণী	অনুরাগী যে অনুরাগিণী
সপ্ত স্বর তিন গ্রাম, মূর্চ্ছনা	শাতপ্ররতীন গ্রাম মুছস্থনাকাশীনাম
একুশ নাম শ্রুতিকলা	ক্রতকলা সতত সঙ্গীণী
সতত সঙ্গিনী	(যেমন বানান আছে, তেমনি লিখিলাম
	এই লাইন কয়টী বিকৃতশব্দপূর্ণ)
	পুথির পত্র—৫
দূর কর অজ্ঞান সকল	দূর কর কুজ্ঞান সকল
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি	কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি
গীতে দিলা অনুমতি	গীতে দিলে অনুমতি

অন্নপূর্ণাবন্দনা

দেহ মোরে পদচ্ছায়া	দেও মোরে পদছায়া
করিয়ে প্রণাম।	করিনু প্রণাম।
...	...
শুন আপনার গুণগ্রাম।	শুনহ আপন গুণগ্রাম।
...	...
ভক্তের দুরিত হর	ভকতের দুঃখ হর
দারিদ্র্য দুর্গতি কর চূর্ণ	দারিদ্রের দুঃখ কর চূর্ণ
সুখদাত্রী দুঃখহরা	দারিদ্রের দুঃখহরা
...	...
কণ্ঠকম্বুরাজ রাজে	কণ্ঠকন্দ রাজ রাজে
নানা অলঙ্কার সাজে	নানা আভরণ সাজে
...	...
মৃণালের গর্ব্বহর	মৃণালের মনোহর
...	...
কঙ্কনের কন্‌কনি	কঙ্কনের ঝন্‌ঝনি
নানা অলঙ্কার ঝলমল	নানা অলঙ্কারে ঝলমল
...	...
সম্বৃত পলায় তাতে	জগৎ পূর্ণিত ভাতে
..	...
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া	বিবিধ বিধানে পরশিয়া

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৫
সিধ্য সিধ্যা বিদ্যাধর	সিদ্ধি সিদ্ধা বিদ্যাধর
...	. .
ললিত কবরী ভার	ললিত কুচের ভার
	...
চৌদিকে বেড়িয়া গান করে	—করে গান
—তুমি দেবী উরহ আসরে।	—তুমি দেবী পুরুষ প্রধান।
ঘটে কর অধিষ্ঠান, শুন নিজ গুণগান	শুন নিজ গুণগান আশরে হইয়া অধিষ্ঠান
...	...
গায়কের কণ্ঠে—	গায়েনের কণ্ঠে—
স্বপনে রজনী শেষে	আপনি রজনী শেষে

গ্রন্থসূচনা

	পুথির পত্র—৬
—অচ্যুত অনুজা	—অজুতা অনুজা
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অম্বিকা অভয়া	অনাদ্যা অনন্তা আদ্যা অম্বিকা অজয়া। (১২৯৬ সালের বঙ্গবাসী সংস্করণে "অজয়া" আছে)
অপরাধ ক্ষম অগো অব গো অব্যয়া	অপরাধ ক্ষমা কর অরোগা অরূয়া (অরোগা অরূয়া অর্থশূন্য শব্দ-বিকৃতি মনে হয়)
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব।	স্থন স্থন সভাজন নিবেদন সব।
যেরূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব॥	জেইরূপে হৈল অন্নপূর্ণামহোৎসব॥
	দেওয়ান আলামচন্দ্র রায়ে রাঞীয়া॥
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য)	আলাবির্দ্ধি খা ছিল পাটনায় নওয়াব।
	আশীয়া করিয়া জুদ্ধ বধিল নওয়াব॥
	...পাতশা খেতাব॥
	কটকে হইল আলাবির্দ্ধির আলম।
	ভাইপো সৌলাতযঙ্গ দিলেক কলাম॥
	... ...
	মুরাদ বাখর খা তারে দিলেক কটকে লুট্যা লইয়া—
	উত্তর কটকে গেল হৈয়া ত্বরা ২

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৬
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য)	উড়িশ্যা—
	— ঘুম।
	ভুবনে ভুবনেশ্বরে মহাদেবের স্থান।
	… …
	দুরন্ত মোগল—
	দেখিয়া নন্দীর বড় ক্রোধ উপজিল।
	মারিতে লইল হাতে।—
	করিব জবন সব— ॥
	…
	—গড়শ্বেতরায়।
	…
"বর্গী মহারাষ্ট্র" ইত্যাদি দুই লাইন	পাঠাইয়া দিল রঘু ভাস্কর পণ্ডিত।
পুথিতে নাই।	ইহার পরেই আছে—
	গঙ্গা পার হৈল বাঁধি নৌকার জাঙ্গাল
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য)	লুটিয়া বাঙ্গালার লোক করিল কাঙ্গাল।
	কাটিল বিস্তর লোক গ্রামে২ পড়ি।
	… … …
	নগর পুড়িল কত দেবালয় তায়।
	বিস্তর ধাম্মিক তাহে ঠেকে গেল দায়।
"নদীয়া প্রভৃতি" হইতে	
১০টী লাইন	
(এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন	নওয়াব মুরশীদাবাদে ধর্যা নিয়া জায়।
দায়—এই পর্য্যন্ত)	
পুথিতে বাদ গিয়াছে।	
	পুথির পত্র—৭
বন্ধ করি রাখিলেন মুরশিদাবাদে	পিতাপুত্রে রহিলেন মুরশীদাবাদে
	… … …
	চৌত্রিশ অক্ষরে নাহি জাহা কৈল স্তব
	অন্নপূর্ণা স্বপনে হইলা অনুভব ॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র ৭
(মুদ্রিত পুস্তক দ্রষ্টব্য)	শুন বাছা কৃষ্ণচন্দ্র— ... . কয়্যা দিব প্রজুক্তি গীতের ইতিহাস ইহার পরেই—
পুস্তকে— "চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়" এই ছত্র হইতে "অন্নদামঙ্গল কহে নবরসতর।" পর্য্যন্ত বারটি ছত্র আছে। পুথিতে "গীতের ইতিহাস"এর পর মাত্র দুই ছত্র।	তাহাতে ভূপতি অন্নপূর্ণারে পূজিয়া। কহিছে ভারতচন্দ্র সপন দেখিয়া—

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র ৭
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়	কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পক্ষ সদা তেজময়
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই	পঞ্চমে মহেশচন্দ্র তুল্য দিতে নাই। (পুথিতে চতুর্থ ও পঞ্চম উভয়ের নামই মহেশচন্দ্র ; ইহা নিশ্চয়ই ভুল)
(মুদ্রিত পুস্তকে পাঠভেদ দ্রষ্টব্য	ফুল্যার মুখটি বাম জয়গোপাল জামাই ("রাম" লিখিতে কি "বাম" লেখা হইয়াছে ? "রামজয়গোপাল"ই বা কিরূপ নাম হয় ? অথবা "রায় জয়গোপাল ?")
	দ্বিতীয় পক্ষের যুব যুবরাজ কায়ে। (মুদ্রিত পুস্তকের—"শ্রীগোপাল ছোট সবে" ইত্যাদি হইতে "চট্ট-বলরাম" পর্য্যন্ত ৪ ছত্র পুথিতে নাই)
পাঠকেন্দ্র গদাধর—	পাঠক গোবিন্দ গদাধর—
ভূপতির পিসা—	ভূপতির শিষ্য—
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি	তার সুত কৃষ্ণদেব রাজকিশোর সন্ততি
ভূপতির পিসার জামাই তিন জন	ভূপতির পিতার—
কৃষ্ণানন্দ মুখুর্য্যা পরমযশোধন	কৃষ্ণচন্দ্র মুখপাধ্যা পরমভাজন।
মুখুর্য্যা আনন্দিরাম কুলের সাগর	মুখর্য্যা আনন্দীরাম মঙ্গলে আগর (আগর=আকর ?)

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৭
মুখরাজকিশোর কবিত্বকলাধর	মুখর্য্যা রাজকিশোর করিণাকার (করিনাকার=?)
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেবপ্রায়	শুকদেব রায় বুঝি শুকদেব প্রায়
...	
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ	কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত সভাসদ (এই পর্য্যন্ত ১১৯টী পাঠভেদ পাওয়া গেল)

কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন

	পুথির পত্র—৮
হরষির্ত্ত রামবোল—	হরষিতে বলরাম সদা রঙ্গ ভঙ্গ।
মোহন ঘোষালচন্দ্র—	মোহন খোশালচন্দ্র—
...	...
ভোজপুরে সোয়াল বেঁদেলা শত শত।	ভোজপুর্য্যা শোয়ার বোন্দেলা শত শত
...	...
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ	আমীন বাড়ুয্যা দ্বিজ
...	..
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।	কোঠায়ে কাঙ্গালিবিঘরে নিশান নৌবৎ। (?)
পাতসাই শিরপা	পাতশাহী শিরোপা
স্থলতানী-স্থলতানৎ	স্থলতনী শালবনাত
শিরপেঁচ মোরছী কালগী নিরমল (বঙ্গবাসী সংস্করণ— সরপেচ মোরছা কলগী নিরমল)	সরমুরছল লাগীয়া নিরমল
...	
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে	ধর্ম্মচন্দ্র রাজা নাম কহি যে সভারে
...	...
স্বপনে কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে	স্বপন কহিলা আশী জননির বেশে
	পুথির পত্র—৯
—আনন্দে শিখাবে	—আনন্দে শিখিবে
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা।	এত বলি অমৃত মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥	সেই রশে স্থধাগীত ভারত রচিলা॥

গীতারম্ভ

পুস্তক	পুথির পত্র—৯
সংসার যাহার ছায়া	সংসারে যাহার দয়া
প্লাবিত কারণ জলে, বসিস্থল বিনা স্থলে বিনা গর্ভে প্রসব হইলা।	বসিস্থল বিনাসনে, ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র তিনে বিনে গর্ভে প্রসব হইলা।
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম,	দেখিয়া শিবের কর্ম্ম,
তাহাতে পশিলা মর্ম্ম	তাহাতে বশিল মর্ম্ম
ভার্য্যারূপা ভবানী হইয়া।	ভগরূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি,	লিঙ্গ হইয়া পশুপতি,
দুজনে সন্তুষ্ট অতি	দুজনে সম্ভোগ রতি
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা ॥	ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা
...	
শিবের বিকট সাজ	শিবের বিবাহ সাজ
	...
আরম্ভিয়া দেবযাগ	আরম্ভ করিয়া জাগ

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ

	পুথির পত্র—১০
	পুথিতে মাত্র দুই লাইন ধুয়া—
"কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো।"	কালীরূপা কত শত পরা ও পরা।
ইত্যাদি ৭টি লাইন।	অন্নপূর্ণা নামে মাতঙ্গি কমলা তারা ধুয়া
তাহার পর—	ইহার পরেই—
নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।	নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
...	
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ	ক্রোধে সতী হৈলা তবে কালিকার বেশ
...	
মহামেঘবরণা দন্তুরা	মহাঘোর বদন দন্তুরা
...	..
আর বাম করেতে কৃপাণ খরশাণ	আর এক করেতে শোভে কৃপাণ খরশাণ
...	...
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর	চারি হাতে শোভে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর।
	(লিপিকার চারিটী ছত্র ডিঙ্গাইয়া এইখানে পৌছিয়াছেন)

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১০
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে	ভৈরবী হইয়া দেবী গেলেন তথাতে
...	...
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে	নাগবঙ্গ নাগঅঙ্গ বিপরিত গলে।
	(অথবা—নাগবস্ত্র নাগঅস্ত্র ?)
	...
	পুথির পত্র—১১
—ভীম সভয় হইলা	শিব সভয় হইলা
...	...
রত্নগৃহে রত্নসিংহাসনমধ্যস্থিতা।	রত্নমাঝে সিংহাসন তার মাঝে স্থিতি।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা॥	পিতবাশ পিতবর্ণা ভূবনভূশীতি॥
—এক অসুরের জিহ্বা ধরি	—একাসুরের মুণ্ড ধরি
...	...
চন্দ্রখণ্ড সুশোভন	চন্দ্র সূর্য্য সুশোভন
...	..
রক্তপদ্মাসনা শ্যামা—	রক্তবর্ণা পদ্মাসন—
...	...
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে	চমকিত বিশ্বনাথ বিশ্বের ঠমকে।
...	...
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছ ভয়।	তোমরা যে কহিলা পলাইয়াছি ভয়ে।
(বঙ্গবাসীসং—পাইয়াছি ভয়)	
...	
প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিমু ভজন॥	ভগ হৈয়া আমি তোমা করিমু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে।	লিঙ্গরূপ হইলা তুমি আমার ভজনে।
	পুথির পত্র—১২
—সতী হৈলা সতী	—রাখিলেন সতী
—কালীর মুরতি	—কালিমা মুরতি
...	...
জটাভস্ম আদি ধৃত	জটাভস্ম অবধূত
নাগের পৈতা গলায়	সর্পের পৈতা গলায়
...	...
গৃহী বলা দায়	গৃহে নাহি রয়—
	(১৩ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত ৪টী পত্র হারাইয়াছে।)

পীঠমালা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১৭
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি	মহোদর——সর্ব্বদা যাহা সেবি।
...	...
উজানিতে কফোনি—	উজানিতে কূর্পর—(খর্পর ?)
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ—	ভৈরব কপিলেশ্বর ভয়ে—
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্বসিদ্ধি সাথ	দেবী দুর্গা সর্ব্বসিদ্ধি সেই বৈদ্যনাথ
দেবগর্ভা দেবতা—	দেবগর্ব্ব দেবতা —
নল নামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায়	অনন্ত নামেতে ভৈরব ত্রিপুরা তথায়
নকুলেশভৈরব—	নকুলীশ ভৈরব-
—সংবর্ত্তভৈরব	—সম্মত্ত ভৈরব

শিববিবাহের মন্ত্রণা

উমা দয়া কর গো।	উমা দয়া কর গো মা উমা দয়া কর গো
বিষম শমনভয় হর গো॥	
	পুথির পত্র—১৮
ভবে ঋণিচক্র ঋণে তার গো।	তবে বুলে চক্রবুলে তবো—(?) (বুনে—বুনে ?)

নারদের গান

দুর্গবিঘাতিনী—	দুর্গতিঘাতিনী—
জয় কালি কপালিনী মস্তকমালিনি	কালী কপালীকা মস্তকমালিকা
জয় চণ্ডি দিগম্বর—	জয় চণ্ড দিগম্বরী—
	"শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি দুই ছত্র পুথিতে নাই।
আমারে বুঝিলে বৃদ্ধ—	আমারে দেখিলে বৃদ্ধ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—১৮
—বাঁয়ে নড়ে দাঁত	বায়ে নড়ে দাত।
(বঙ্গবাসীসং—"বায়ে")	
	পুথির পত্র—১৯
—ডেক্‌রা বামন	—বোকড়া বামন
...	...
—না পারি কহিতে	—না পারি সহিতে
...	...
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয়	কি কহিব অকথ্য তোমার ভাগ্যোদয়
...	...
বিবাহ কাহারে দিবে ভাবিয়াছ কিবা।	বিবাহ কাহারে দিবা ভাবিয়াছ মনে।
শিবপতি ইহার•ইহার নাম শিবা॥	শিব পতি এহার হইবে সভে জানে॥
...	...
জনক জননী ভাবে জন্মিলা যখনি	তব ঘরে উমা মাতা আস্যাছে যখনি
...	...

শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্ম

	পুথির পত্র—২০
দিন দুই স্থির রহ।	দিন দুই তিন রহ।

রতির বিলাপ

ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে	ভাসে রতি লোচনতরঙ্গে
...	...
বিপরীত এ নহে বিধান	প্রিতের (পিরীতের ?) এ নহে বিধান
...	...
আহা আহা হরি হরি—	হাহা হাহা—
	পুথির পত্র—২১
এই ফল বিরহীর শাপে	এই ফল বিরহিণীর শাপে

রতির প্রতি দৈববাণী

অগ্নিকুণ্ড জালি রতি সতী হৈতে চায়	অগ্নি জালি রতি সতী মরিবারে চায়
...	...
—তনু ত্যাগ না কর	—প্রাণ ত্যাগ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুঁথির পত্র—২১
তার ঘরে এই কাম জনমিবে গিয়া	তাঁর গর্ব্ভে—
...	...
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে	মোহিনী মোহিত শরে—
...	...
মৎস্য গিলিবেক তারে আহার বলিয়া	গিলিবে বোদালি (?) তারে আহার বলিয়া
...	...
	পুঁথির পত্র—২২
শুনি রতি সাত পাঁচ ইত্যাদি	স্বনি রতি সাত পাচ করিয়া ভাবনা। নিভায় অনলকুণ্ড ছাড়িয়া ক্রন্দনা ॥

শিবের বিবাহযাত্রা

সবে হৈলা যত্নবান্	সভে হৈলা হৃষ্টমান
...	
ব্রহ্মা পুরোহিত চলিলা ত্বরিত	—নারদ সহিত
...	
কুবের ভাণ্ডারী যক্ষগণ ভারী ইত্যাদি	—যক্ষ অধিকারী ভোজনের দ্রব্য সাজি।
...	
যাবৎ বিবাহ না হবে নির্ব্বাহ উপবাস তবে সবে।	যাবৎ বিবাহ তাবৎ নির্ব্বাহ শেষে উপবাস রবে।
(ইহার পরেই—"এরূপ করিয়া বর সাজাইয়া" ইত্যাদি)	(ইহার পর পুথিতে এইটুকু বেশী আছে :— রথ হস্তী আর কি কাজ তোমার যে বুড়া বলদ আছে। তোমার যে গুণ কত কোটি গুণ কব মেনকার কাছে। তার পর—"এইরূপ কৈয়া, বর সাজাইয়া" ইত্যাদি)
অন্ধকারে শোভিল ভালো।	আধারে শোভিল ভালো।
...	...
করে জড়াজড়ি	করে চড়াচড়ি
...	...
করে চড়াচড়ি	করে জড়াজড়ি

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৩
যত কন্যাযাত্র দেখিয়া সুপাত্র	—কন্যাযাত্রে দেখি বরপাত্রে
	...

শিববিবাহ

করবিলসিত নিশিত পরশু	করবিরাজিত প্রখর পরশু
(পুস্তক দ্রষ্টব্য)	লক ২ ফণী জটা বিরাজে ধক ধক ধক দহন সাজে বিমলচরণ অঙ্গিয়া। (মুদ্রিত পুস্তকে একটু বেশী আছে) ... ডম২ ডম বদন ভালে —ডমরু গালে রুদ্র ধরে তাল, নাচয়ে বেতাল ভৃঙ্গী অঙ্গরঙ্গে ভঙ্গিয়া।
সভা মাঝে হিমালয়—	—গিরিরাজ—
...	..
উত্তরাস্যে—	উত্তর দিকে—
...	...
—কহে ধীরগণ	—দ্বিজগণ
...	...
—দক্ষযজ্ঞ ভাবে মনে	কহিতে না পারে কিছু দুঃখ ভাবে মনে
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া	ধুতরার ঝোকে হর ঢুলিয়া ঢুলিয়া
...	...
—বিধির বিহিত	—বিধির সৃহিত
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা	হাসিয়া২ বিধি বিশেষ কহিলা
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর	স্মরহর বর হর পিতা ত শঙ্কর
...	...
—কোন্দল লাগাইতে	—কোন্দল ভেজাইতে
..	...
—ভয় দেখাইয়া	—দরশন দিয়া
এয়োগণ সঙ্গে করি—	আইয়াগণ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৪
মেদিনী বিদরে—সামাই	——শাভাই।
	"কেমন জামাই পাল্যা বুঝ্যা শুঝ্যা লও"
	এই ছত্রের পর পুথিতে দুইটী অতিরিক্ত ছত্র আছে, যাহা মুদ্রিত পুস্তকে নাই ঃ—
	শুনহ মেনকা বলি কহেন নারদ।
	ভালো জামাই পাইয়াছ সুঅঙ্গ সুপদ ॥

কোন্দল ও শিবনিন্দা

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে—	বিয়ার বরে আই মাঝারে—
—তামার শলা—	—তামার তার—
—কান্ধে বীণাযন্ত্র	-- কান্ধে লই তন্ত্র'
	পুথির পত্র—২৫
মেয়েগুলা মাথা কোঁড়ে—	মায়্যাগুলা মাথা কোটে (কোট্যা) তোরে রক্ত দিব
বেণা ঝোড়ে ইত্যাদি	বিনা গাহে ঝুটী বাধে কি কর বশিয়া
	(বেনাগাছে—পাঠান্তর)
...	. .
ঘুরুলে বাতাস ইত্যাদি	ঘুরন্যা (অথবা ঘুরল্যা) বাতাস লৈয়া জলের ঘুরন্যা (ঘুরল্যা)।
	সেহাকুলের কাটা ঝাট আন চায়্যা ॥
	পুথির পত্র—২৫
এক ঠাঁই এত মেয়ে ইত্যাদি	এক ঠাঞি এত মায়্যা দেখ না আসিয়া।
	দোহাই চণ্ডীর মেনে (মেলে) ঝাট আয় ধাইয়া ॥
	...
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা	এ বলে উহারে সখী তুমি বড় ঠেঁটা
(ইহার পরের ৪ ছত্র পুথিতে নাই)	
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা	গোবিন্দের মুখ দেখি চাহি রহিল কেটা
. .	. .
পথিকেরে ভুলাইয়া	পথিকেরে ভুলাইতে সদা আখি ঠারে।
ইহার হইয়া— মকর	—পামর।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৫
চারি মুখো রাজাটা	চারি মুখ রাজাদিষ্টি—
বাঁয়ে নড়ে ভাঙ্গে বেড়ী বুড়ার দশন।	বাতাসেতে নড়ে বুড়া নাজটার দশন।
...	...
বুড়ার গলায় হাড়মালা এ কি জ্বালা	বুড়ার গলায় দেখি এ কি মুণ্ডমালা
...	...
আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।	অনল নিভাইল সভ দেবতা লজ্জায়।
	(ইহার পরে মুদ্রিত পুস্তকে দুই ছত্র বেশী আছে)

শিবের মোহন বেশ

	পুথির পত্র—২৬
	("আমায় শঙ্কর করুণা কর গো" ইত্যাদি ৬ লাইন পুথিতে নাই)
—উমারে না সহে।	—সতীরে না সহে।
	("যে দুঃখে দক্ষের ঘর" ইত্যাদি দুই ছত্র পুথিতে পরে আছে। ইহার ঠিক আগে আছে—"বর লৈয়া নরলীলা" ইত্যাদি ২ ছত্র)
হর নিয়া নরলীলা—	বর লৈয়া নরলীলা—
কৃপা করি মেনকারে—	মায়া লাগি—
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়	মেনকার হইল বোধ উমার কৃপায়
ছাই দিব্য চন্দন-	ছাই দেখে চন্দন—
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই	হরগুণ উমাগুণ—ঐ
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন	বিধি দেবগণ আশী পূরিল ভুবন।
অশোক কৌতুক করে যত বিদ্যাধর	অশেষ কৌতুক—

[ক্রমশঃ]

আয়ুর্বেদ-প্রচারে অগ্রদূত

নবযুগে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের
উদ্বোধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং'র

পুস্তক প্রচার বিভাগ

জাতীয় সাধনার এক দিক উজ্জ্বল করিয়াছে।

জগতের যাবতীয় চিকিৎসা-গ্রন্থের মূলভিত্তিস্বরূপ মহাগ্রন্থ

চরক সংহিতা

চরক চতুরানন মহামতি চক্রপাণি-কৃত 'আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা' ও মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক-বর গঙ্গাধর কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয় প্রণীত 'জল্প-কল্পতরু' নাম্নী

টীকাদ্বয় সহিত—দেবনাগরাক্ষরে

উৎকৃষ্ট কাগজ ও মুদ্রণ দ্বারা সমগ্র সংহিতা গ্রন্থ সঙ্কলিত

প্রথম খণ্ডে সমগ্র সূত্রস্থান, মূল্য ৭৷৷০, ডাকমাশুল ১৶০ .

দ্বিতীয় খণ্ডে নিদান, বিমান, শারীর ও ইন্দ্রিয়াভিধানস্থান, মূল্য ৬৷৷০, ডাকমাশুল ১৶০

তৃতীয় খণ্ডে চিকিৎসা, কল্প ও সিদ্ধিস্থান, মূল্য ৮৲, ডাকমাশুল ১৷৶০

সমগ্র তিন খণ্ড একত্রে ১৮৲, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

সি. কে. সেন এণ্ড কোং, লিমিটেড

জবাকুসুম হাউস—৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

প্রাচীন পবিত্র তীর্থ

গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত কালীগড় গ্রামে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির। ইহা একটি বহু পুরাতন সিদ্ধপীঠ এবং বলয়োপপীঠ নামে জনশ্রুতি আছে। এখানে পঞ্চমুণ্ডি আসন আছে। দেবতা সিদ্ধেশ্বরী, মহাকাল—ভৈরব। ই, আই, আর, হুগলী-কাটোয়া লাইনের জীরাট ষ্টেশনের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে মন্দির। এখানকার মাদুলীতে সন্তান হয় ও রোগ সারে। বিশেষ বিবরণের জন্য রিপ্লাই কার্ড লিখুন।

সেবাইত—শ্রীকামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়
বলাগড় পোঃ

সংস্কৃত পুথির বিবরণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত

"... ....Scholars will be grateful to Professor Chakravarti for his contribution to this important and slowly-advancing work."—*Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland—1939.* P. 296.

এই গ্রন্থ পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-গ্রন্থাবলী

সাহিত্য

সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, বিশ্বসাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্যসৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রভৃতি এগারটি প্রবন্ধ। মূল্য ১৲

আধুনিক সাহিত্য

বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, সঞ্জীবচন্দ্র, "কৃষ্ণচরিত্র", "রাজসিংহ", বিদ্যাপতির রাধিকা প্রভৃতি ষোলটি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য চৌদ্দ আনা।

লোকসাহিত্য

ছেলেভুলানো ছড়া, কবি সংগীত, গ্রাম্যসাহিত্য প্রভৃতি প্রবন্ধের সমষ্টি। মূল্য দশ আনা।

সাহিত্যের পথে

সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যবিচার, আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের তাৎপর্য, কবির কৈফিয়ৎ, বাস্তব, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি প্রভৃতি প্রবন্ধ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কথিত সাহিত্য-সম্বন্ধে ভাষণগুলিও এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যে-সকল আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সবই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। ছন্দের অর্থ, বাংলা ছন্দের প্রকৃতি, গদ্যছন্দ, ছন্দের মাত্রা, ছন্দের হসন্ত হলন্ত, সংগীতের মুক্তি প্রভৃতি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

বাংলা শব্দতত্ত্ব

এই সংস্করণে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অনেক রচনা ও আলোচনা সংকলিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে "শব্দচয়ন" বিভাগে বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ সংকলিত হইয়াছে। মূল্য এক টাকা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত

কাব্য-জিজ্ঞাসা

দ্বিতীয় সংস্করণ

সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত অবলম্বনে সাহিত্যতত্ত্বের আধুনিক আলোচনা। দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন রচনা সংযোজিত হইল। মূল্য দেড় টাকা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

= বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী =

(মূল্যতালিকা ঃ পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (৩য় সং যন্ত্রস্থ)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ
সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৬॥০, ৮॥০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২॥০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ,
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩॥০, ৪॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং.) ৩।০, ৪॥০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩॥০
৩য় খণ্ড— ২॥০, ৩।০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং.)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২॥০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ১৲, ১।০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১॥০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১॥০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১॥০, ২৲

নেপালে বাঙ্গালা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১।০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার
চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ডে)
গিরিশচন্দ্র বসু ১॥০, ২।০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী
ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ
সম্পাদিত ॥০, ৸০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬।০

আলালের ঘরের দুলাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস ১॥০

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামনারায়ণ তর্করত্ন
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামরাম বসু
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩৪৮

কৃত্তিবাসের কুলকথা ও কালনির্ণয়*

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

অমর কবি কৃত্তিবাসের কালনির্ণয় আলোচনার এখনও অবসান হয় নাই। এই আলোচনার প্রধান অবলম্বন কৃত্তিবাসের তথাকথিত আত্মবিবরণী এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম নামোল্লেখকারী কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের তথাকথিত 'মহাবংশ' গ্রন্থ। সম্প্রতি আত্মবিবরণীর ঐতিহাসিক অংশের 'যথার্থতা' বা প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া অভিনব যুক্তির অবতারণা হইয়াছে।[১] তর্কস্থলে সংশয়বাদীর ঐ যুক্তি মানিয়া লইলেও আত্মবিবরণীর কুলপরিচয়াংশের ও ধ্রুবানন্দ-রচিত গ্রন্থের প্রামাণ্য এখনও সন্দেহনির্ম্মুক্ত থাকায় কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ব্যাপারে একটি পথ উন্মুক্ত পাওয়া যায়। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সর্ব্বপ্রথম রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্র হইতে কৃত্তিবাসের বংশপরিচয় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার প্রকাশিত উপকরণ অবলম্বন করিয়া স্বর্গত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কৃত্তিবাসের কালবিচার করিয়া গিয়াছেন।[২] কিন্তু রাঢ়ীয় কুলশাস্ত্ররূপ সুনিবিড় অরণ্য-পথে খুব কম লোকই বিচরণ করিয়াছেন; স্বর্গত বসু মহাশয়ের পর বিগত অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে (শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ব্যতীত) কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে কেহ সাহসপূর্ব্বক এই অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া আমরা পরিজ্ঞাত নহি। নব্য ন্যায়ের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থের ন্যায় দুরূহ বিলুপ্তপ্রায় কুলশাস্ত্রের এই পরিণতি অস্বাভাবিক না হইলেও শোচনীয় সন্দেহ নাই। ফলে, ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্থূলভাবে এ যাবৎ যাঁহারা বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই ভ্রম প্রমাদের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি।

কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক 'গৌড়েশ্বর' যাঁহাদের মতে রাজা কংসনারায়ণ, তাঁহারা কেহই ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশে'র রচনাকাল ১৪৮৫ খৃঃ (১৪০৭ শকাব্দ) সম্বন্ধে এ যাবৎ কোন প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই এবং এই রচনাকাল ধরিয়া গণনা করিয়াও কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ খৃঃ কিম্বা আরও পরে নির্ণয় করিতে তাঁহারা একটুও বাধা কিম্বা দ্বিধা বোধ করেন নাই। সুপ্রতিষ্ঠিত গবেষণাশীল মনীষীদের এই অনবধানতা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। ধ্রুবানন্দের গ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে মোট ১১৭টি 'সমীকরণে'র উল্লেখ

---

* ১৩৪৮।২১এ অগ্রহায়ণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪৮ সন, পৃঃ ১৫১-২—শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২। বিশ্বকোষ (১ম সং), ৪র্থ ভাগ, ১৩০০ সন, পৃঃ ৩৩৬ ও ৪০২। বঙ্গসাহিত্যপরিচয়, পৃঃ ৪৮৬-৮৮।

দৃষ্ট হয়, এই সমীকরণসমূহের পৌর্ব্বাপর্য্যক্রম সম্বন্ধে আশা করি, কাহারও সন্দেহ হইবে না। ৫৩ সংখ্যক সমীকরণে কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী ওঝার কুলকারিকায় (পৃঃ ৬৫) কৃত্তিবাস ও তাঁহার ভ্রাতাদের নাম আছে। কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ খৃঃ সনে হইলে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা শান্তির জন্মকাল ১৪৩৪ সনের পূর্ব্বে নহে নিশ্চিত। এই ভ্রাতা ৭৪ সমীকরণে (পৃঃ ৯১) উল্লিখিত হইয়াছেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র ভরত (যাহার জন্ম ১৪৫৪ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই নহে) ৮৭ সমীকরণে (পৃঃ ১১৩) বিখ্যাত কুলীন মনোহর-দুর্গাবরের সহিত সম্মানিত হইয়াছেন। ভরতের কুলকারিকায় তাঁহার পুত্রদ্বয় গোপাল-মাধবের নাম আছে— ইহাদের জন্মকাল কিছুতেই ১৪৭৪ ও ১৪৭৬ সনের পূর্ব্বে পড়ে না। অতঃপর আরও ৩০টি সমীকরণ হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে কৌলীন্যহ্রাস হেতু কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃপৌত্র গোপাল-মাধবের নাম নাই বটে, কিন্তু ভরতের সমকক্ষ মনোহর-দুর্গাবরের পুত্রগণ ১০৮ সমীকরণে (পৃঃ ১৩৪-৩৫) উল্লিখিত হইয়াছেন এবং গোপাল-মাধবও কুলক্রিয়ায় ত্রুটি না থাকিলে হইতে পারিতেন।[৩] সমীকরণ কালে কুলীনদের বয়স মাত্র ২০ বৎসর ধরিয়াও এবং পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়াও ১০৮ সমীকরণের কাল ১৪৯৪ সনের পূর্ব্বে যায় না, তাহার পরেও কতিপয় সমীকরণ হইয়াছিল। সুতরাং মহাবংশের রচনাকাল ১৪৮৫ সন ধরিলে কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ ১৪৩৩ সন হওয়াই একান্ত ভাবে অসম্ভব, ১৪৪০ কিম্বা ১৪৬০ সনের কথা ছাড়িয়াই দিলাম।[৪]

এযাবৎ কোন কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রতিলিপিতে কিম্বা কোন রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে কৃত্তিবাসের অধস্তন পুত্রাদি কাহারও নাম পাওয়া যায় নাই।[৫] সম্প্রতি আমাদের সংগৃহীত একটি প্রাচীন কুলপঞ্জীতে প্রসঙ্গক্রমে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার যথাযোগ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পূর্ব্বে ধ্রুবানন্দের গ্রন্থ ও তাহার রচনাকাল সম্বন্ধে প্রচলিত মত সংশোধনপূর্ব্বক কৃত্তিবাসের কুলপরিচয় যথোচিত বিশুদ্ধভাবে কীর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক।

৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে কতিপয় মূল্যবান্ কুলগ্রন্থের পুথি রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটিতে (১৮১৫ খ সংখ্যক পুথির ৩৪১ খ পত্রে) গোপাল-মাধবের কুলক্রিয়া এই ভাবে লিখিত হইয়াছে:—"মাধবস্যার্ত্তিবং বলভদ্র মিশ্র অত্র কৈবর্ত্তাভাবঃ বংশে কুলাভাবশ্চ।...গোপালঃ কাকুৎস্থিমেলে গতঃ বংশে কুলাভাবশ্চ।" আমাদের সংগৃহীত কুলগ্রন্থে (ফুল্যাপ্রকরণ ২০ পত্র) গোপাল-মাধব ও তাঁহাদের অধস্তনঃ ৩।৪ পুরুষের কুলক্রিয়া বিবৃত হইয়াছে এবং গোপাল সম্বন্ধে একটি কারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে: "কিং ন কাঞ্জিপুরাইশ্চ কাকুৎস্থে মুচ্ছিতোভবৎ। সংসর্গদোষাৎ গোপালে কুলাভাসোভবত্তদা।" মাধবসুত অনন্ত এবং গোপালসুত দৈবকী কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন।

৪। *Des. Cat. of Bengali Mss.*, Cal. Univ., Vol. 1., Introd., pp. x-xii; শারদীয় সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৪৮, পৃঃ ১৫২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৫। সরল কৃত্তিবাস, যোগীন্দ্রনাথ বসু, ভূমিকা, পৃঃ ৸০।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থাবলী ও আবির্ভাবকাল

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের ইতিহাসে তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট যুগের পরিকল্পনা আছে—আদিযুগ অর্থাৎ প্রাগ্ বল্লাল যুগ, মধ্যযুগ অর্থাৎ বল্লাল হইতে দেবীবরের মেলবন্ধনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এবং আধুনিক যুগ, দেবীবর হইতে বিগত শতাব্দী পর্য্যন্ত। আদিযুগের পৃথক্ কোন প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ধ্রুবানন্দ-রচিত প্রচলিত মিশ্রগ্রন্থ পৃথক্ মধ্যযুগের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ বটে—ইহাতে প্রাগ্ বল্লাল যুগের কিম্বা মেলবন্ধনের পরবর্ত্তী যুগের বিবরণ নাই। ১৩২৩ সনে স্বর্গত বসু মহাশয় এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। নানাবিধ মনোহর ছন্দের শ্লোকাবলীঘটিত এই গ্রন্থ সম্যক্ ভাবে আলোচনা করিলে সন্দেহ থাকে না যে, ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রথমতঃ "মহাবংশাবলি" নামে ('মহাবংশ' নহে) ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় কুলীনদের ধারাবাহিক বংশাবলি ও কুলক্রিয়ার বিবরণ পর্য্যায়ক্রমে লিখিয়া নানাপ্রকরণে বিভক্ত এক পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং পরে ন্যূনাধিক ১১৭টি সমীকরণের জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কারিকা গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি স্বয়ং কিম্বা অন্য কোন প্রাচীন কুলাচার্য্য তাঁহার উল্লিখিত মূল গ্রন্থের শ্লোকগুলি ভাঙ্গিয়া প্রত্যেক সমীকরণকারিকার সঙ্গে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। চট্টবংশীয় অন্যতম প্রথম কুলীন অরবিন্দ ও তৎপুত্র আহিতের কুলক্রিয়া উপজাতিছন্দের ৩ শ্লোকে কীর্ত্তিত হইয়াছিল—বর্ত্তমান মিশ্রগ্রন্থে তাহা ভাঙ্গিয়া ১½ শ্লোক ২য় সমীকরণে (পৃঃ ২) এবং ১½ শ্লোক ৭ম সমীকরণে (পৃঃ ৭) পড়িয়াছে। একটি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের শ্লোকার্দ্ধের একপাদ ৩০ সমীকরণে (পৃঃ ৩৩, চং ধনোজ রঘুপতির বিবরণের শেষ পঙ্ক্তি) এবং অপর পাদ ৪৫ সমীকরণে (৫৬ পৃঃ, মধুকস্য প্রথম পঙ্ক্তি)! এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে। 'মহাবংশাবলি' এবং 'সমীকরণকারিকা'র এই অপূর্ব্ব অভিন্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিই কালক্রমে ঘটকসম্প্রদায়ে 'মিশ্রগ্রন্থ' নামে সুপ্রচারিত হইয়াছে, মূল গ্রন্থদ্বয় পৃথক্‌ভাবে অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজসাহী মিউজিয়ামে সংযুক্ত মিশ্র গ্রন্থের ১৭১০ শকের একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপির শেষে পুষ্পিকা আছে, "ইতি **সমীকরণসারঃ** সমাপ্তঃ" এবং কুলকারিকাংশ-বর্জ্জিত কেবল সমীকরণ কারিকার ক্ষুদ্র একটি প্রতিলিপিও সেখানে রক্ষিত আছে।[৬] এই সংযুক্ত মিশ্র গ্রন্থের আলোচনা কুলাচার্য্যের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ঐতিহাসিকের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। প্রথমতঃ, যে সময়ে এক একটি সমীকরণ সাধিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ব্যক্তিগত কুলকারিকায় উল্লিখিত সমস্ত কুলক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছিল কিছুতেই বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সমীকরণে কুলীন মাত্রেই স্থান লাভ করিতে পারেন নাই; সমীকরণ-বহির্ভূত কুলীনদের বিবরণ প্রায়শঃ ভ্রাতার সঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে এবং বহু বিবরণ বিলুপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। সমীকরণ গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কুল-বিবরণাংশ বিচার করিতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ নবদ্বীপের সাধারণ পাঠাগারে মিশ্রগ্রন্থ

৬। ১৮৮৩ সংখ্যক পুথি। ইহাতে মোট ১১৮ সমীকরণ পাওয়া যায়।

হইতে পৃথক্ মূল মহাবংশাবলি গ্রন্থের যে জীর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্বয়ং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের ৺ কৃত্তিবাসের পিতার কুলকারিকা যথাযথ পাওয়া গিয়াছে।[৭]

প্রচলিত মিশ্র গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক সমীকরণ গ্রন্থের নহে, পরন্তু মূল মহাবংশাবলিরই সন্দেহ নাই।[৮] এ যাবৎ এই গ্রন্থদ্বয়ের কিম্বা মিশ্র গ্রন্থের কোন প্রতিলিপিতে গ্রন্থের রচনাকালের কোনপ্রকার নির্দ্দেশ আবিষ্কৃত হয় নাই। স্বর্গত বসু মহাশয় ধ্রুবানন্দের কালসূচক নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রথম আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করেন :[৯]

সপ্তাকাশপিতামহাননবিধোঃ শাকে গতে শ্রীশিবং
নত্বা তাং কুলদেবতাং হৃদি জপন্ মিশ্রধ্রুবানন্দকঃ।
যোগৈঃ কুত্র কুলং জগাদ বরতো দর্ভপ্রদানৈর্বুধৈঃ
জ্ঞাত্বা সাংশ (?) সতপ্যকঞ্চ কুলবিৎ তস্মিন্ ব্যবস্থাপকঃ।

কাল নির্দ্দেশ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এতই দুর্ল্লভ বস্তু যে, তাহা প্রাপ্তি মাত্র সকলকে মুগ্ধ করিয়া দেয়। স্বর্গত বসু মহাশয় উল্লিখিত শকাব্দ ১৪০৭ (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দ) মুগ্ধচিত্তে বিনা বিচারে তথাকথিত 'মহাবংশের' রচনাকাল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালার শিক্ষিত-সমাজ অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহাই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। অথচ যে গ্রন্থে ঐ শ্লোক পাওয়া গেল, তাহা ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলি'ও নহে, সমীকরণ গ্রন্থও নহে, কিম্বা মিলিত মিশ্রগ্রন্থও নহে; পরন্তু "৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলকারিকা" এবং এই অজ্ঞাত কুলকারিকায়ই আবার দেবীবরের মেল বন্ধনের কালসূচক শ্লোকটিও ছিল। সাধারণ ভাবে ধ্রুবানন্দের আবির্ভাব-কাল সূচনা ব্যতীত উদ্ধৃত শ্লোকটির কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই, শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতে বুঝা যায়, ধ্রুবানন্দ ঐ শকে কৌলীন্য প্রথার নিয়মাবলী ও অংশাদিব্যবস্থাঘটিত কোন পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন, তাঁহার মহাবংশাবলি কিম্বা সমীকরণ গ্রন্থের রচনাকাল ঐ শ্লোকে নিবদ্ধ

৭। ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ বৈশাখ, পৃঃ ৬৯৮-৭০১ অস্মল্লিখিত প্রবন্ধে এই দুষ্প্রাপ্য পুথির বিবরণ ও ধ্রুবানন্দের অন্যান্য কথা দ্রষ্টব্য। "মুখযটী কুলের" নৃসিংহ প্রকরণটী এই পুথিতে প্রায় সম্পূর্ণ আছে। বনমালি, তৎপুত্র শান্তি ও তৎপুত্র ভরতের কুলবিবরণীর পর, বনমালির অপর পুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের কুলকারিকায় নৃসিংহ প্রকরণ শেষ হইয়াছে। কৃত্তিবাস কিম্বা তাঁহার অপর কোন ভ্রাতার কুলবিবরণ মিশ্রগ্রন্থে কিম্বা এই পুথিতে নাই। বনমালির পূর্ব্বে অনিরুদ্ধ প্রভৃতির ধারা (১০৮ সমীকরণ পর্য্যন্ত) যথাযথ আছে,—সামান্য পাঠভেদ মাত্র। লক্ষ্য করিবার বিষয়, কোন কোন সমীকরণকারিকা এই পুথির পার্শ্বদেশে লিপিকার উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থদ্বয়ের পার্থক্য স্পষ্ট সূচনা করিয়াছেন।

৮। "শ্রীমদ্বন্দ্যঘটীয়কাদিকমহাবংশাবলিং" পদের সরলার্থ গ্রন্থের প্রারম্ভে বন্দ্যবংশের বিবরণ ছিল। নবদ্বীপের পুথিতে বন্দ্যবংশের প্রারম্ভাংশ নাই। মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকাদি আধুনিক সব গ্রন্থও বন্দ্যবংশ দিয়াই আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং ঘটকসম্প্রদায় এই পদের যে কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা করে, তাহা গ্রহণ করা যায় না (সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, ৭২৬ পৃঃ)।

৯। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১মাংশ (২য় সং) ১৮৭ পৃঃ।

হয় নাই নিশ্চিত। সুতরাং নূতন করিয়া অন্তর্লীন ও বহিঃস্থিত প্রমাণাবলীর সাহায্যে মহাবংশাবলির রচনাকাল নির্ধারণ করা আবশ্যক হইয়াছে।

মুদ্রিত মিশ্রগ্রন্থের ৫০ সমীকরণে (পৃঃ ৬১-৬২) সাগরদিয়া বন্দ্যবংশীয় মাধবসুত বিষ্ণুর কুলকারিকায় তাঁহার আট পুত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ স্বয়ং গ্রন্থকার "সর্ব্বেষাং চ কৃপাস্থলং তদনুজো মিশ্রো ধ্রুবানন্দকঃ।" পরবর্ত্তী ৭০ সমীকরণে (পৃঃ ৮৭-৮৮) বিষ্ণুর তৃতীয় পুত্র পৃথ্বীধর ও জ্যেষ্ঠ পুত্র "সৎপণ্ডিত" শঙ্কর এই দুই ভাই মাত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন; সমীকরণবহির্ভূত অপর ছয় ভাইএর কুলকারিকাও তৎসঙ্গে মিশ্রগ্রন্থে যোজিত পাওয়া যায়। নবদ্বীপ গ্রন্থাগারের মূল মহাবংশাবলির খণ্ডিত পুথিতে ৮ ভ্রাতারই কুলবিবরণ ধারাবাহিক প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্কর ও তাঁহার অধস্তন ২।৩ পুরুষের কুলবিবরণ আছে। ৭ম ও ৮ম ভ্রাতার কুলবিবরণের পাঠ এইরূপ :—

লম্বোদরার্ত্তিঃ শুভপূতিগাঙ্গঃ কামাইচট্টেঽপি চ ভুলাতা চ।
লম্বোদরস্যাত্মজবিশ্বনাথঃ **মিশ্রধ্রুবানন্দকুলং প্রবক্ষ্যে।**
আর্ত্তিঃ কৃতা শ্রীবরমিশ্রকে চ ক্ষেমাশ্চ বাণেশ্বরকো মুখোঽসা।
বুৎসাহকংশৈর্দ্বযমেব চক্রে আর্ত্তিশ্চ চট্টো মকরন্দনামা।
লভ্যোচিতশ্চট্টজবিষ্ণুশর্ম্মা॥

মুদ্রিত মিশ্রগ্রন্থে এ স্থলে শ্লোকমধ্যে ধ্রুবানন্দের নাম নাই, ইহা গ্রন্থরচনার প্রণালী-বিরুদ্ধ। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ৮ ভ্রাতার মধ্যে ৭ ভ্রাতারই পুত্রগণের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু ধ্রুবানন্দের কোন পুত্রের নামোল্লেখ নাই। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, তিনি অপুত্রক ছিলেন। আমাদের নূতন সংগৃহীত কুলপঞ্জীতে ধ্রুবানন্দের কুলবিবরণ এইরূপ পাওয়া যায় :—

ধ্রুবানন্দমিশ্রস্যার্ত্তি চট্টশ্রীবরমিশ্র ক্ষেম্য মুখ বানঘটক পুনরার্ত্তি চট্ট মকো লভা চট্ট বিষ্ণু **অপুত্রোঽয়ং।**
(সাগরদিয়া প্রকরণ, ২০ খ পত্র)

ধ্রুবানন্দের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র-রচিত "কুলতত্ত্বার্ণব" গ্রন্থের কৃত্রিমতা বিষয়ে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

অপরিচিত উৎসাহ-কংশের কথা বাদ দিয়া ধ্রুবানন্দ ৪ জন কুলীনের সহিত কুল করিয়াছিলেন—বঙ্গভূষণ চট্ট, শ্রীবরমিশ্র (৬৩ সমীকরণে গৃহীত), কাঁচনা মুখ বাণেশ্বর (৭৬ সমীকরণ), খনিয়া চট্ট মকরন্দ (৬১ সমীকরণ) এবং বিভোচট্ট বিষ্ণু (৬৭ সমীকরণ)। ইহারা প্রত্যেকেই সমীকরণগৃহীত কুলীন। তন্মধ্যে চট্ট মকরন্দের সম্পর্কিত এবং এক সমীকরণীয় কুলীন পূতি শোভাকরের মৃত্যুশকাঙ্ক (১৩৭৭ অর্থাৎ ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দ বলিয়া লিখিত আছে (পৃঃ ৭৭)।

কুলীনদের কুলক্রিয়ার উল্লেখ মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্য ক্রম পরিলক্ষিত হয়। শোভাকরের ৯টি কুলক্রিয়ার মধ্যে চট্ট মকরন্দের সহিত সম্বন্ধ সপ্তম, মকরন্দের শেষ বা চতুর্থ কুলক্রিয়া উক্ত শোভাকরের সহিত এবং তৎপূর্ব্বে তৃতীয় কুলক্রিয়া ধ্রুবানন্দের সহিত;

পক্ষান্তরে ধ্রুবানন্দ চট্ট মকরন্দের সহিত সম্বন্ধের পর একটিমাত্র কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন। ধ্রুবানন্দের স্বকীয় এবং স্বসম্পর্কিতবিষয়ক এই ক্রমনির্দ্দেশ প্রামাণিক বলিয়া ধরা অসঙ্গত হইবে না। তদনুসারে ১৪৫৫ সনে শোভাকরের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে মকরন্দের হিতস্ব কুল, তৎপূর্ব্বে মকরন্দের সহিত ধ্রুবানন্দের কুল এবং তাহারও পূর্ব্বে ধ্রুবানন্দের অপর কতিপয় কুলক্রিয়া ঘটিয়াছিল ধরিতে হইবে। তর্কের খাতিরে আমরা এই সব কয়টি কুলক্রিয়ার ঘটনা একই বৎসর ১৪৫৫ সনে ধরিলাম এবং তৎকালে ধ্রুবানন্দের বয়স মাত্র ২০ বৎসর ধরিলাম। মহাবংশাবলি রচনাকালে ধ্রুবানন্দের বয়স যদি ৯০ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলেও ১৫২৫ সনের পরে যায় না। ইহাই রচনাকালের অধস্তন পরমসীমারূপে ধরিতে হইবে।

বস্তুতঃ শোভাকরের মৃত্যুকালে ধ্রুবানন্দের বয়স ৩৫।৪০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত এবং তদনুসারে মহাবংশাবলির রচনাকাল প্রায় ১৫১০ সনে নির্দ্ধারণ করা যায়। ধ্রুবানন্দ অতি-বার্দ্ধক্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; কারণ, ধ্রুবানন্দের ভ্রাতা পৃথ্বীধরের বহুসংখ্যক প্রপৌত্রের নাম পর্য্যন্ত সমস্ত মিশ্রগ্রন্থে পাওয়া যায় এবং মহাবংশাবলির পুথিতে দুইটি প্রপৌত্রের কুল-ক্রিয়ারও উল্লেখ আছে।[১০]

১১৪ সমীকরণে কাঁচনামুখ পরমানন্দ সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি ধ্রুবানন্দের সম্পর্কিত বাণেশ্বরের সমকক্ষ জ্ঞাতিভ্রাতা জগন্নাথের পৌত্র (৭৬ সমীকরণ দ্রষ্টব্য)। পরমানন্দের কুলকারিকায় তাঁহার তিন পুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—"লোকনাথো রঘুশ্চৈব ভবনাথোপি তৎসুতঃ" (১৩৯ পৃঃ)। এই লোকনাথ চৈতন্যসম্প্রদায়ের বিখ্যাত লোকনাথ গোস্বামী এবং আধুনিক যুগের বহু কুলপঞ্জিকায় কাঁচনা প্রকরণে "লোকনাথ সন্ন্যাসী" বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ সং পুথির ১৮৬ পত্র)। লোকনাথের জন্মাব্দ ১৪৮৩ সন বলিয়া অনুমিত হয় (সপ্ত গোস্বামী, পৃঃ ১৭)। মিশ্রগ্রন্থের রচনাকাল ১৪৮৫ সন ধরা হইলে ১১৪ সমীকরণের কাল ১৪৮০ সনের পরে নহে, তৎকালে পরমানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র লোকনাথের বয়স ন্যূনকল্পে ২০ ধরিয়াও জন্মকাল হয় ১৪৬০ সন অর্থাৎ মহাপ্রভুর ২৬ বৎসর পূর্ব্বে। ইহা সম্ভব নহে। গ্রন্থ-রচনাকালে লোকনাথের বয়স ২০ ধরিয়া এবং ১৪৮০ সনে তাঁহার জন্ম ধরিয়া ধ্রুবানন্দের গ্রন্থের তারিখ হয় ১৫০০ সন।

বঙ্গভূষণ চট্টবংশীয় শ্রীগর্ভ আচার্য্যশিরোমণি ৮০ সমীকরণে সম্মানিত এবং তাঁহার

১০। ১০৭ সমীকরণে (পৃঃ ১৩৩) পৃথ্বীধরের পৌত্র ভগীরথের কুলকারিকায় তাহার ৫ পুত্রের উল্লেখ আছে। মহাবংশাবলির নবদ্বীপস্থ পুথিতে অপর পৌত্র রত্নগর্ভের কুলক্রিয়া ও ৩ পুত্রের উল্লেখ আছে— "কমলাকান্তঃ শ্রীকান্তো বল্লভশ্চ সুতা ইমে" ; কিন্তু অস্মৎসংগৃহীত কুলপঞ্জীতে (সাগরদিয়া ১৫ খ পত্র) রত্নগর্ভের ৭ পুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বুঝা যায়, গ্রন্থ রচনার পরেও রত্নগর্ভের আরও ৪ পুত্র জন্মিয়াছিল। ১৩৬ পৃঃ অপর পৌত্র (দামোদরজ) গোবিন্দের বিষয়ে নবদ্বীপের পুথিতে এক পঙ্‌ক্তি বেশী আছে— "রামচন্দ্রস্তার্ত্তিরভূচ্চট্টজো লোকনাথকঃ।" ঐ পৃষ্ঠে জহ্নুজ গোবর্দ্ধনের পুত্র ষষ্ঠীদাস সম্বন্ধেও ঐ পুথিতে এক পঙ্‌ক্তি অধিক আছে—"ষষ্ঠীদাসস্ত ন্যূনোদ্ভূৎ সুরানন্দো মুখোদ্ভবঃ।'

কুলকারিকার সঙ্গে সমীকরণবহির্ভূত তাঁহার ৫ ভ্রাতার কারিকা আছে। ২য় ভ্রাতা কমলনয়নাচার্য্যের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র মাধব (১০৩ পৃঃ)। ইনিই নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গার স্বামী বটেন। শ্রীগর্ভের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র কেহ কেহ ৯৮ সমীকরণে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মাধবকে যদি স্বয়ং নিত্যানন্দের (জন্ম ১৪৭৩ সন) সমবয়স্ক ধরা যায় এবং পিতৃব্যপুত্রদের সমীকরণকালে মাধবের বয়স যদি ২।১ বৎসর মাত্র ধরা যায়, তাহা হইলেও ১১৭ সমীকরণের অর্থাৎ ধ্রুবানন্দের গ্রন্থরচনার কাল ১৫০০ সনের পূর্ব্বে হয় না। সুতরাং ইহাই মিশ্রগ্রন্থের রচনাকালের উর্দ্ধতন পরমসীমা বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে।

ধ্রুবানন্দের গ্রন্থে কালনির্ণয়ের প্রায় অসংখ্য সূত্র বিদ্যমান আছে—একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য সূত্র ধরিয়া আমরা উক্ত মতের পরিপোষণ করিতেছি। খড়দহ মুখবংশীয় বিখ্যাত কুলীন কামদেবের ১১ পুত্র ছিল (পৃঃ ১০৭)—দশম পুত্র সুধাকরের কুলবিবরণে (পৃঃ ১২৯) সর্ব্বশেষে লিখিত আছে :—

"ততোঽস্য তনয়া নীতা জনেশভট্টসূনুনা।"

এই "জনেশ ভট্ট" (কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত একটি মিশ্রগ্রন্থের পুথিতে—১০৮৬ সং পুথির ১৫৫ পত্রে "জলেশভট্ট" পাঠ আছে) বিখ্যাত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জ্যেষ্ঠ পুত্র "জলেশ্বরবাহিনীপতি ভট্টাচার্য্য"। কিন্তু সুধাকরের কুলক্রিয়া জলেশ্বরের সঙ্গেই হইয়াছিল, জলেশ্বরের পুত্রের সঙ্গে নহে। কারণ, অস্মৎসংগৃহীত কুলপঞ্জীতে (খড়দহ, ২৯খ পত্র) সুধাকরের কুলক্রিয়ায় স্পষ্ট লিখিত আছে :—

"শেষে কন্যা **দেবলবন্দ্য বাহিনীপতৌ** গতা অতো নাসঃ।"

সম্ভবতঃ "জলেশভট্টসূরিণা" পাঠ বিকৃত হইয়া কালক্রমে 'ভট্টসূনুনা' হইয়াছে সার্ব্বভৌমের জন্মকাল প্রায় ১৪৪৫-১৪৫০ সন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম দশকে পড়ে সন্দেহ নাই।[১১]

কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষগণ

বল্লালী কুলীন মুখবংশীয় উৎসাহের পুত্র **আহিত** বা **আয়িত** প্রথম সমীকরণের প্রথম কুলীন। প্রচলিত মিশ্রগ্রন্থে দ্বিতীয় সমীকরণের প্রারম্ভে একটি গদ্য পঙ্‌ক্তি লিখিত আছে :—(২ পৃঃ)

'ইদানীং লক্ষ্মণসেনস্য সভাশ্রিতা কুলীনা নিগদ্যন্তে।''

তদ্দ্বারা অনুমান করিতে হয়, প্রথম সমীকরণ বল্লাল সেনের রাজত্বকালেই সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না; ছন্দোবদ্ধ গ্রন্থে গদ্যাংশের প্রক্ষিপ্ততা ও অপ্রামাণ্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ঘটকসমাজে সমীকরণের প্রবর্ত্তকরূপে লক্ষ্মণ সেনের নামই চিরপ্রচলিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে রামনাথ-রচিত "কুলমঞ্জরী"

১১। ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪৭, ৪২৬ পৃঃ।

নামক একটি দুষ্প্রাপ্য কুলগ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১৮১৫ক সংখ্যক পুথি)। এই গ্রন্থ নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। ফুলিয়া মেলের কুলীন মুখবংশীয় শ্রীগোপাল সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আছে :

"শ্রীগোপাল অসৌ কেশরকোণী রাজকৃষ্ণচন্দ্রশেষকন্যাবিবাহী শিবনিবাসে মহতী ঘটা সন ১১৫৮ ৯ অগ্রহায়ণঃ।" (১৮ ক পত্র)

ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর উক্তি সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে আহিত সম্বন্ধে লিখিত আছে :— (১ পত্রে)

পূর্ব্বরাজাভিষেককালীন উৎসাহগরুড়য়োরবিদ্যমানে স্বপর্য্যা(য়)শুদ্ধতয়া রাজ্ঞানুমত্যা আত্মতুল্যপুত্রত্বাৎ আত্মন উৎসাহস্থ পর্য্যায়ে আয়িতোমুখস্য সমীকরণতা সিদ্ধা যথা আয়িতো বহুরূপাখ্য ইত্যাদি।"১২

সুতরাং লক্ষ্মণসেনের অভিষেককালেই প্রথম সমীকরণ হইয়াছিল, এইরূপ একটি মত কুলাচার্য্যমধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তাহাই সমীচীন বলিয়া ধরা যায়। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ ১১৭০ সনের পূর্ব্বে নহে এবং ১১৭৮ সনের পরে নহে নিশ্চিত ; আমরা ১১৭৫ সন ধরিয়াই গণনা করিব। সমীকরণব্যাপার কুলমর্য্যাদানির্ণয়ের একটা বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং এই কৌলীন্য-মর্য্যাদা নির্ভর করে নিজের এবং পুত্রকন্যার বিবাহঘটনার উপর। সুতরাং সমীকরণকালে কুলীনদের বয়স অন্যূন ৪০ ধরিতে হইবে, ৫০-৬০ হওয়াই স্বাভাবিক। মহাবংশাবলির কুলকারিকায় আহিতের নয়টি কুলক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে দ্বিতীয় কার্য্য চট্ট বহুরূপের সহিত 'উচিত' সম্বন্ধ বটে। সৌভাগ্যক্রমে এই সম্বন্ধের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় ; কারণ, আহিতের পুত্র উধোর সহিত বহুরূপের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, ইহা উধোর কারিকায় (পৃঃ ৪) স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। এতদনুসারে আহিতের জন্মকাল ১১৩০ সনের পরে নহে, প্রায় নিশ্চিতরূপেই নির্দ্ধারণ করা যায়।

আহিতের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ **উধো** (উদ্ধরণ) ৪র্থ সমীকরণে সম্মানিত। উধোর দ্বিতীয় পুত্র **শিয়ো** খঞ্জ ছিলেন (৭ম সমীকরণ, ৮ পৃঃ) এবং তদ্ধেতু তাঁহার 'ন্যূনতা' ঘটিয়াছিল। এ বিষয়ে পূর্ব্বোদ্ধৃত রামনাথের "কুলমঞ্জরী"র বচন উল্লেখযোগ্য :—

"শিয়োমুখস্য খঞ্জস্য দীনভাবত্বাৎ বাং দুর্ব্বলিঃ করং গৃহীতবান্ এতেন লঙ্ঘীভূতঃ। নূনস্তু মুংশিয়ো ইতি প্রকৃতিকোমলত্বং অতঃ প্রভৃতি. ফুল্লস্থাননির্দ্দেশশ্চ। পুত্রে নৃসিংহে ফুল্লরবো ভবিষ্যতি।" (২ ক পত্র)

এই শিয়োর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ **"নরসিংহ ওঝা"**—যিনি ১৪শ সমীকরণে প্রসিদ্ধ আখণ্ডল বন্দ্য প্রভৃতির সহিত প্রতিষ্ঠালাভ করেন (পৃঃ ৩)। তাঁহার কাল নির্ণয়ের উপর কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় অনেকটা নির্ভর করে।

দনুজমাধব ও নরসিংহ

প্রচলিত মিশ্রগ্রন্থে তৃতীয় সমীকরণের শিরোভাগে একটি গদ্য বচন উদ্ধৃত পাওয়া

১২। সম্বন্ধনির্ণয়ে (৩য় সং ২৬৮ পৃঃ পাদটীকা) কোন অজ্ঞাত কুলগ্রন্থ হইতে অনুরূপ বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ১মাংশ (২য় সং), পৃঃ ১৫১ সমীকরণবিষয়ে দ্রষ্টব্য।

যায়—"ইদানীং দনুজমাধবস্থ সভাশ্রিতা কুলীনা নিগদ্যন্তে।" তদনুসারে স্বর্গত বসু মহাশয় (তদীয় গ্রন্থের ১৫৪ পৃঃ) সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ৩য় সমীকরণ হইতে (ষষ্ঠ পর্য্যন্ত) দনুজমাধবের রাজত্বকালে ঘটিয়াছিল। তাঁহার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণসিদ্ধ নহে। উক্ত গদ্য বচন ধ্রুবানন্দের 'সমীকরণকারিকা' কিম্বা 'মহাবংশাবলি'র অন্তর্ভুক্ত নহে নিশ্চিত, ইহা পরবর্ত্তী যোজনা। সমীকরণ গ্রন্থে এক স্থলে মাত্র (২য় সমীকরণকারিকায়) রাজা লক্ষ্মণসেনের নাম আছে—আর অন্য কোথাও কোন রাজার নাম নাই। মহাবংশাবলি গ্রন্থের সহিত সমীকরণগ্রন্থের সাক্ষাৎ কোনই সম্বন্ধ নাই, ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। মহাবংশাবলিতে ধ্রুবানন্দের নিজ পূর্ব্বপুরুষ বন্দ্য মহেশ্বরের কুলকারিকায় পাওয়া যায়, মহেশ্বর ও তৎপুত্র মহাদেব উভয়েই লক্ষ্মণসেনের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন (পৃঃ ২)। পঞ্চমসমীকরণীয় মুখবংশীয় মহাদেবের কুলকারিকায় একবারই মাত্র দনুজমাধবের নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা কোন্ সমীকরণ কাহার সময়ে হইয়াছিল, নির্দ্ধারণ করা কঠিন। লক্ষ্মণসেনের আশ্রিত বন্দ্য (মহেশ্বরসুত) মহাদেব চতুর্থ সমীকরণের কুলীন; সুতরাং অন্ততঃ চতুর্থ সমীকরণ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণসেনের সময়ে পড়িয়াছিল অনুমান করা চলে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সমীকরণস্থ সকলেই ১ম ও ২য় সমীকরণীয়দের পুত্র, কেবল আশ্চর্য্যের বিষয়, ধ্রুবানন্দ যাঁহাকে দনুজমাধবের সম্মানভাজন করিয়াছেন, সেই ৫ম সমীকরণীয় মহাদেব মুখ ১ম সমীকরণের ১ম কুলীন আহিতের অন্যতম ভ্রাতা ছিলেন। পক্ষান্তরে ষষ্ঠ সমীকরণীয় ১২ জনের মধ্যে ৬ জনই প্রথম কুলীনদের পৌত্র, ৫ জন পুত্র এবং ১ জন উক্ত ৫ম সমীকরণীয় মুখ মহাদেবের পুত্র। পিতার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সমীকরণে পুত্রের অবস্থান সমগ্র মিশ্রগ্রন্থে আর কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সমীকরণের মধ্যে কালের ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল এবং ইহার একমাত্র ঐতিহাসিক কারণ হইতেছে তুরষ্ক আক্রমণ। এতদনুসারে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথম ভাগে ১ম ও ২য় সমীকরণ এবং শেষ ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি সমীকরণ—৩য়, ৪র্থ ও ৫ম—ঘটিয়াছিল অনুমান করাই যুক্তিযুক্ত। মুখ মহাদেব (জন্ম অনুমান ১১৪৫ সন) বর্ত্তমান মিশ্রগ্রন্থের স্থূলদৃষ্টিতে একই সময়ে সমীকরণের সম্মান ও দনুজমাধবের সম্মান লাভ করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ নাই। তুরষ্ক আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ব্বে সমীকৃত হইয়া বার্দ্ধক্যে দনুজমাধবের সভায় তাঁহার অবস্থিতি মোটেই অসম্ভব নহে।

এড়ুমিশ্রের কারিকানুসারে লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেন তুরষ্কভয়ে দেশত্যাগ করিয়া সসৈন্যে বিপ্রগণ সহ "বঙ্গে" দনুজমাধবের আশ্রয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন।[১৩] এই ঘটনার কাল অনুমান ১৩শ শতাব্দীর তৃতীয় কি চতুর্থ দশকে পড়িবে এবং বিজয়সেনের ন্যায় তাঁহার সুদীর্ঘ (৬০ বৎসরের) রাজত্ব অনুমান করিলে সোনারগাঁর দনুজরায়ের সহিত তাঁহার অভেদ কল্পনা একই স্থানে অল্প সময়ের মধ্যে দুই দনুজের অস্তিত্বকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর

১৩। ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃঃ ৭০৩।

যুক্তিযুক্ত। কেশবসেনের সঙ্গে যে সকল ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, অতিবৃদ্ধ মুখ মহাদেব সম্ভবতঃ তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন এবং ধ্রুবানন্দ তজ্জন্য তাঁহারই কুলকারিকায় দনুজমাধবের নামোল্লেখ করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আহিতের জন্মাব্দ ১১৩০ সনের পরে যাইবে না। এক পুরুষে ৩৫ বৎসর (অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ৩ পুরুষে শতাব্দী) ধরিলে নরসিংহ ওঝার জন্মকাল হয় ১২৩৫ সন এবং ১ পুরুষে ৪০ বৎসর (অর্থাৎ ২½ পুরুষে শতাব্দী) ধরিয়া হয় ১২৫০ সন। সুতরাং যৌবনে নরসিংহ দনুজমাধবের সভায় ছিলেন নিঃসন্দেহ। এড়ুমিশ্রের নবাবিষ্কৃত কুলপরিচয় ও বংশাবলী দ্বারাও ইহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলির নবদ্বীপস্থ একমাত্র পুথি অনুসারে মুখ আহিতের প্রপিতামহ "গুঞ্জিক"। এই গুঞ্জিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা "জিয়া"র অধস্তন সপ্তম পুরুষ এড়ুমিশ্র বটেন এবং নরসিংহ ওঝা তদনুসারে এড়ুমিশ্রের 'জ্ঞাতিভ্রাতা' হইতেছেন—উভয়ের দনুজমাধবের সভায় অবস্থান সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়।[১৪] এই নরসিংহ ওঝাকে দনুজমর্দ্দনের সভায় ১৪১৮ সনে টানিয়া আনা একেবারেই অসম্ভব।

নরসিংহের একমাত্র পুত্র **গর্ভেশ্বর** (২১ সমীকরণ) এবং জ্যেষ্ঠ পৌত্র সুবিখ্যাত **মুরারি ওঝা** (৩৪ সমীকরণ, পৃঃ ৩৯)। মুরারির বিবরণে ধ্রুবানন্দের পরবর্ত্তী আধুনিক যুগের কুলপঞ্জীতে "দেবকুটস্থাননির্ণয়ঃ" বলিয়া এক অভিনব বাসস্থানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১৫] ফুলিয়ার নিকটে

১৪। প্রচলিত কুলপঞ্জীতে আহিত গুঞ্জিকের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বলিয়া বর্ণিত হয় (সম্বন্ধনির্ণয়[৩] পৃঃ ৩৪২, নগেন বসু, পৃঃ ১৪১); কিন্তু ধ্রুবানন্দের মতই প্রামাণিক (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৪৭, পৃঃ ৭০০), তাহাতে সন্ন্যাসীর পুত্রকল্পনা নাই! 'এড়ুমিশ্রের পরিচয়' নামে সম্বন্ধনির্ণয়ে (পৃঃ ৭১২-১৭) মুলো পঞ্চাননের এক দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে—'এড়ুমিশ্র গিরিসুত রোষাকর পৌত্র'—কিন্তু ইহা 'বাসুদেবের তিন শিষ্য চৈরে রঘোষয়'এর মতই সম্পূর্ণ অলীক কল্পনা এবং অপ্রামাণিক। কুলগ্রন্থের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা কবে হইবে জানি না। এড়ুমিশ্রের বংশাবলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক পুথি দেখিয়া আমরা মুদ্রিত করিয়াছিলাম (ভারতবর্ষ, ভাদ্র ১৩৪৭, পৃঃ ৩৫৫), কিন্তু সম্প্রতি কাশীর সরস্বতীভবনস্থ অধিকতর প্রামাণিক পুথি হইতে তাহা সংশোধন করিতেছি : "জিয়োসুৎ শালু তৎসুত শঙ্কর তৎসুতৌ বলদেববশিষ্ঠৌ, বলদেবসুতাঃ গদো........., গদাধরমিশ্রসুৎ দুর্য্যোধন মিশ্র তৎসুতাঃ এড়ুমিশ্র চক্রপাণি গণপতিকাঃ। **এড়ুমিশ্র পঞ্জিকাকারঃ তৎসুৎ কুশধ্বজমিশ্র** তৎসুত মাঙ্-বাঙ্-হিজ্জল-অচ্যুতকা......" (১০৮৭ নং পুথির ১৪৩ খ পত্র—'সমুদ্রগৌড়কুলং' নামে এই পুথিতে ১৪৩-৪৫ পত্রে এড়ুমিশ্রের বিস্তৃত অধস্তন বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে)। ঢাকার পুথিতে শালু ও কুশধ্বজের নাম বাদ পড়িয়াছে। এড়ুমিশ্র ধ্রুবানন্দের ন্যায় অতিবার্দ্ধক্যে "পঞ্জিকা" রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, মিশ্রগ্রন্থের এক পুথিতে (পরিশিষ্ট, ১৪৮ পৃঃ) "**কিঞ্চ এড়ুমতে**" বলিয়া ২৩ সমীকরণস্থ কাঁটাদিয়া বন্দ্য ভীমজ হরির কুলকারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে—এই হরি প্রথম কুলীন মকরন্দের বৃদ্ধপ্রপৌত্র এবং নরসিংহ ওঝার এক পুরুষ পরবর্ত্তী।

১৫। অস্মৎসংগৃহীত কুলপঞ্জীর ১ম পত্র। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭৮৭ নং পুথিতে (১৩২ খ পত্র) 'দেবগৃহে' পাঠ আছে এবং "অত্র কুম্ভীরতলা স্থান নির্ণয়" বলিয়া আর একটি গ্রামেরও উল্লেখ আছে। রামনাথের 'কুলমঞ্জরীর' পাঠ 'কুম্ভীরমূলস্থান' এবং 'দেবকুটী' (১৮১৫ ক সং পুথির ২ খ পত্র)।

কিম্বা অন্যত্র এই নামের গ্রাম আছে কি না, গবেষণাযোগ্য। ধ্রুবানন্দ স্পষ্ট মুরারির আট পুত্রের উল্লেখ করিয়াছেন এবং কুলগ্রন্থে এই নামগুলিতে বিন্দুমাত্রও পাঠভেদ নাই। সম্ভবতঃ এক জনকে ("নিবাস") অপুত্রমৃত বলিয়া কৃত্তিবাস বাদ দিয়াছেন। আমাদের সংগৃহীত কুলপঞ্জীতেও "তৎসুতাঃ ভৈরবশৌরি বনমালি অনিরুদ্ধ মদন মার্কণ্ডব্যাসকাঃ" (ফুল্যাপ্রকরণ ১ পত্র) বলিয়া ৭ পুত্রেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আত্মবিবরণীতে অকুলজ্ঞ লিপি-কারের হস্তে পড়িয়া প্রায় সবগুলি নামই অবোধ্য হইয়া আছে; আমরা যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি :—

মহাপুরুষ "সৌরি" (মুরারি নহে) জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে "আনি"॥
মদরহিত ("মদন") ওঝা সুন্দরমুরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস যমজ (?) শাস্ত্রে অবগতি॥

মুরারির ভ্রাতৃদ্বয় সূর্য্য ও গোবিন্দের কুলবিবরণাদি মিশ্রগ্রন্থে কিম্বা মহাবংশাবলিতে নাই, পরবর্ত্তী কুলগ্রন্থেও দুষ্প্রাপ্য। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সংগৃহীত 'কুলপঞ্জীর পাদটীকায় সূর্য্যপণ্ডিতের এইরূপ বিবরণ আছে: "সূর্য্যস্যাত্তি চট্ট কুবের ক্ষেমা চট্ট বনমালি, তৎসুতাঃ গণপতিনিশাপতিবিশ্বম্ভরশঙ্করকাঃ।" (ফুল্যা, ১ পত্র)। তদনুসারে আত্মবিবরণীর 'বিভাকর' কাটিয়া 'বিশ্বম্ভর' করিতে হইবে। অস্মদীয় কুলপঞ্জীতে মুরারির কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দের অধস্তন বংশাবলি পাওয়া যায়: যথা, "গোবিন্দস্যাত্তি গাং কঙ্ক কেশবসুত তৎসুতাঃ আদিত্যবিদ্যাপতিরুদ্রকাঃ ..(বিদ্যাপতির এক পুত্রের নাম 'বিভাকর')।" (ফুল্যা, ২১ক পত্র)। এতদনুসারে আত্মবিবরণীর এক স্থলের সংশোধিত পাঠ হইবে :—

"গোবিন্দজ আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর।

ভৈরবসুত 'গজপতি'র নাম যথাযথ মিশ্রগ্রন্থে পাওয়া যায় (৮৫ পৃঃ)।

কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃগণ

কৃত্তিবাসের ভ্রাতৃগণের নামোল্লেখে আত্মবিবরণী ও মিশ্রগ্রন্থের মধ্যে অনুপেক্ষণীয় প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। মিশ্রগ্রন্থের পাঠ নবদ্বীপস্থ মহাবংশাবলি প্রভৃতির সহিত মিলাইয়া সংশোধন করিলে দাঁড়ায় (৮৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য) :—

তৎসুতা জজ্ঞিরে শুভাঃ।
কৃত্তিবাসাঃ কবির্ধীমান্ সাম্যাৎ শান্তির্জ্জনপ্রিয়ঃ।
মাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো জলাশয়ঃ।
বলো শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥
(নবদ্বীপ পুথির পাঠ—মাধুঃ সাধুতরোপ্যাসীৎ)

এখানে স্পষ্ট ৮ পুত্রের উল্লেখ আছে, 'শ্রীমান্‌' পদ বিশেষণ করিলেও ৭ পুত্রের। অস্মদীয় কুলপঞ্জীর পাঠে কোন প্রভেদ নাই :—"তৎসুতাঃ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিৎ মৃত্যুঞ্জয় শান্তী মাধব শ্রীকণ্ঠ শ্রীমান বলোচতুর্ভুজকাঃ।" (১৯ক পত্র)। পক্ষান্তরে আত্মবিবরণীতে দুইবার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—'ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী', এবং 'ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী'। কিন্তু নিরতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়, নামোল্লেখকালে কৃত্তিবাস অন্তত ৭ ভাইয়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,

সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস।
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর (পাঠান্তর শ্রীকর) ভাই তার নিত্য উপবাসী।
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ের ব্যাখ্যানুসারে 'শান্তিমাধব' এক নাম এবং ভাস্কর চতুর্ভুজেরই অপর নাম। কিন্তু ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি সকলেই মাধবকে শান্তি হইতে পৃথক্‌ ধরিয়াছেন। আমাদের ধারণা, কৃত্তিবাস এখানে 'সহোদর' ও 'ভাই' শব্দ পৃথগর্থে ব্যবহার করিয়াছেন—'সহোদর' তাঁহারা ছয় জনই (কৃত্তিবাস, শান্তি, মাধব, বলভদ্র, চতুর্ভুজ ও ভাস্কর) এবং বৈমাত্রেয় 'ভাই' দুই জন (মৃত্যুঞ্জয় ও শ্রীধর)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম কুলপঞ্জীতে বনমালির নয় পুত্রের উল্লেখ আছে :—

"বনমালিকন্ত সন্দিগ্ধমুখরপণ্ডিতবিবাহঃ তত আর্ত্তি গাং পুরাই লভ্যাবং শ্রীকরমিশ্র গং বনমালিজ ক্ষেম্য চং পাং বৃহস্পতি। তৎসুতাঃ মাধব শান্তি বলভদ্র মৃত্যুঞ্জয় জগোভাসো কৃত্তিবাসপণ্ডিত শ্রীনাথ শ্রীকান্তাঃ। (১৮১৫ খ পুথি, ৩৪৯ খ পত্র)।

লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানেও মাধবকে শান্তি হইতে স্পষ্ট পৃথক্‌ ধরা হইয়াছে, এবং আত্মবিবরণীর 'ভাস্কর' কুলগ্রন্থসুলভ বিকৃতির ফলে 'ভাসো' হইয়াছে। সম্ভবতঃ অল্প বয়সে ভাস্কর গত হওয়ায় ধ্রুবানন্দ তাঁহার নাম জানিতে পারেন নাই। 'শ্রীধর' শ্রীকণ্ঠের পাঠান্তর ধরা যায় এবং শ্রীমান্‌ (ও জগো, শ্রীনাথ প্রভৃতি) হয় ত রামায়ণ রচনার পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের নূতন সম্বাদ

যে কুলপঞ্জীতে কৃত্তিবাসের সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। মহেশের নির্দ্দোষকুলপঞ্জিকার ন্যায় ইহা ধারাবাহিক পত্রাঙ্ক সহ লিখিত নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণ পৃথক্‌ পত্রাঙ্ক দিয়া লিখিত এবং অধিকাংশই খণ্ডিত। খড়দহ-প্রকরণের শেষে একটি শ্লোক আছে :—

ইতি খড়দহকুলং সমাপ্তং।
শেঁখো ঘোষপ্রসূতোরং আত্মা ঘটককেশরী।
সন্ততিং মুখমুখ্যস্ত ব্যাখনং (?) কৃবিতং (?) খলু। (৩১ খ পত্র)

ঘোষাল প্রকরণে এই ঘটকবংশের সম্পূর্ণ বংশাবলী লিখিত হইয়াছে (১৩-১৫ পত্র)—ইঁহারা বংশজ এবং "ঘটককেশরী" প্রথম কুলীন শিরো ঘোষালের অধস্তন ১৭শ পুরুষ। মিশ্রগ্রন্থে ঘোষালবংশের ১১।১২ পুরুষ পর্য্যন্ত নাম আছে, সুতরাং ঘটককেশরী আরও ৫।৬ পুরুষ পরবর্ত্তী ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক। ফুল্যা প্রকরণে নবদ্বীপরাজ রঘুরামের কন্যাবিবাহের উল্লেখ আছে, কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কন্যাবিবাহের উল্লেখ নাই—তদ্দ্বারাও ১৮শ শতাব্দীর প্রথম পাদে তাঁহার সময় নির্ণয় করা যায়। দক্ষিণরাঢ়ের অধুনালুপ্ত এক ঘটকসম্প্রদায়ের গ্রন্থ বিধায় প্রচলিত কুলপঞ্জী হইতে বৈশিষ্ট্য হেতু ইহাতে কিছু কিছু নূতন বিবরণ পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ। দুঃখের বিষয়, কাগজের দোষে বর্ত্তমান প্রতিলিপিটির অনেক স্থল নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

মিশ্রগ্রন্থে ৬৪ সমীকরণে (৮১ পৃঃ) সমীকরণ-বহির্ভূত হইলেও গাঙ্গুলীবংশীয় মুরারির জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাবরের কুলকারিকা উদ্ধৃত হইয়াছে ; দুর্গাবরের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম গোপীনাথ। অতঃপর মিশ্রগ্রন্থে এই ধারার আর বিবরণ নাই। উল্লিখিত কুলগ্রন্থে গোপীনাথ প্রভৃতির কুলবিবরণ পাওয়া যায়। গোপীনাথের ৪ পুত্র "যদু রঘু সাতু স্বরানন্দকাঃ।" যদুর বিবরণ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল (গাঙ্গুলিপ্রকরণ, ৮ ক পত্র) :—

"যদোলভ্যা চট্ট পরমানন্দ পাটল্যা চন্তভুজসুত বশিষ্ঠপৌত্রঃ কেশবপ্রপৌত্রঃ, **জ্যেষ্ঠং মুখ কালীদাস কৃর্ত্তিবাসপণ্ডিতপৌত্রঃ বনমালিওঝাপ্রপৌত্রঃ শঙ্করসুত কির্ত্তিবাসস্য নাসপূর্ব্বে,** চট্টহরি ধনো পিথাইগোদসুত ভত্তিস্বপূর্ব্বে. চট্টজনার্দ্দন বিভো রামাচার্য্যসুত বারমুণ্ডাবিষ্ণুপৌত্রঃ তৎসুতা রাম বাণীনাথ জগদীশকাঃ।"

এই প্রসঙ্গোক্তি হইতে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে তিনটি নূতন কথা জানা গেল। তাঁহার পুত্রের নাম শঙ্কর, পৌত্রের নাম কালীদাস এবং **বার্দ্ধক্যে কৃত্তিবাস কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন**। তাঁহার কৌলীন্যনাশের পূর্ব্বেই তাঁহার পৌত্রের কুলক্রিয়া (সম্ভবতঃ বিবাহ) সম্পাদিত হইয়াছিল এবং কৃত্তিবাস অন্যূন ৭০ বৎসর পরমায়ু পাইয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি, মিশ্রগ্রন্থে কিম্বা মহাবংশাবলীতে কৃত্তিবাসের কুলকারিকা নাই, যদিও তাঁহার দুই ভ্রাতা (শান্তি ও মৃত্যুঞ্জয়) এবং এক ভ্রাতুষ্পুত্র ভরত সমীকরণদ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসকে উপেক্ষা করার কারণ এত দিনে আবিষ্কৃত হইল। কুলগ্রন্থে অনুসন্ধান করিলে কৃত্তিবাস কি ভাবে কুলভঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহাও জানা যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

উল্লিখিত কুলপঞ্জীর পাটুল্যা (চট্ট)প্রকরণে প্রসঙ্গতঃ কৃত্তিবাসের একটি কুলক্রিয়ার নির্দ্দেশ আছে। মিশ্রগ্রন্থের ৩৮ সমীকরণে (৪৪ পৃঃ) পাটুলির চট্টবংশীয় বিখ্যাত কুলীন কৃষ্ণের পুত্র কেশবের কারিকায় তাঁহার ৮ পুত্রের উল্লেখ আছে—৭ম পুত্র বামন। মিশ্রগ্রন্থে বামনের কুলবিবরণ নাই, মহাবংশাবলির প্রতিলিপিখানিতেও কৃষ্ণপ্রকরণে বামনের কুল পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঘটককেশরী বামনের অধস্তন ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত নামমালা দিয়াছেন :—

বামনস্যার্ত্তি মুখ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত তৎসুত বিজয় ইত্যাদি (পাটুল্যা, ১৪ ক পত্র)।

এখানে পূর্ব্বোদ্ধৃত লিপির ন্যায় বিবৃতি না থাকিলেও "পণ্ডিত" উপাধিধারী মুখবংশীয় কৃত্তিবাস ঐ যুগে অদ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই।

এক পুরুষে কত বৎসর ?

কৃত্তিবাসের জন্মকাল নির্ণয়ের সাহায্যকল্পে মধ্যযুগের রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজে কত বৎসরে এক পুরুষ হইত, তাহার গড়পড়তা অবধারণ করা কর্ত্তব্য। আধুনিক যুগের মেলী কুলীনদের অবস্থা দৃষ্টে তাহা গণনা করিলে অত্যন্ত ভুল হইবে। মিশ্রগ্রন্থে এ বিষয়ে অসংখ্য সূত্র ছড়াইয়া আছে, যাহা ধরিয়া গণনা করা সম্ভব। আমরা ২।১টি দৃঢ় সূত্র ধরিয়া গণনা করিতেছি। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলির রচনাকাল ১৫০০ হইতে ১৫২৫ সনের মধ্যে সুনিশ্চিত। শেষ ১৫টি সমীকরণে (১০৩ হইতে ১১৭) যে সকল কুলীন সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই প্রথম কুলীন হইতে ১০ম পুরুষ অধস্তন—কেবলমাত্র ২টি বংশে (খড়দহ মুখ ও ধনো চট্ট) ৯ম পুরুষ দেখা যায় (১০৫ সমীকরণ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে, সমগ্র মিশ্রগ্রন্থে একটি মাত্র বংশে (ঘোষাল) ১১শ পুরুষ পাওয়া যায়। ১১৩ সমীকরণে ঘোষাল ভ্রাতৃপঞ্চক সম্মানিত হইয়াছেন (পৃঃ ১৩৮-৩৯); ইঁহাদের কারিকায় ইঁহাদের পুত্রদের নামোল্লেখ আছে। তাঁহারা ১২শ পুরুষ হইতেছেন এবং তন্মধ্যে ৩ জনকে 'কর্ম্মকুণ্ঠ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই তিন জন কুলক্রিয়াসমর্থ বয়সে বিদ্যমান ছিলেন। শেষ ১১৭ সমীকরণের কাল ১৫০০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই নহে, আর ১১৩ সমীকরণ দশ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকিলেও ১৪৯০ সনের পূর্ব্বে কিছুতেই হয় না। ১২শ পুরুষ ভ্রাতৃত্রয়ের বয়স তৎকালে ৩৫ ধরিলে তাঁহাদের জন্ম হয় ১৪৫৫ সনে : প্রথম কুলীন শিরো ঘোষালের জন্ম ১১২৫ সনের পরে নহে। গণনা দ্বারা ১ পুরুষে ঠিক ৩০ বৎসর হয়, ইহাই ন্যূন কল্পের পরমসীমা। মিশ্রগ্রন্থের বহুসংখ্যক বংশধারার মধ্যে এই একটি মাত্র বংশে কমাইবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও এক পুরুষে ৩০ বৎসরের কম হয় না, যুক্তিযুক্ত গণনায় ৩২ বৎসর হইবে। শেষ সমীকরণের ১০ম পুরুষীয় কুলীনদের ধারায় গণনা দ্বারা এক পুরুষে ৩৫—৩৭ বৎসর পাওয়া যাইবে। ১০৫ সমীকরণস্থ ৯ম পুরুষীয় কুলীনের ধারায় বেশী পক্ষে চূড়ান্ত গণনায় এক পুরুষে ৪০ বৎসর হয়। ইহাই অধিক কল্পে পরমসীমা ধরিয়া মিশ্রগ্রন্থের ১০-১২ পুরুষব্যাপী গণনার ফলে একপুরুষে গড়পড়তা দাঁড়াইল ৩৫ বৎসর অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন ৩ পুরুষে এক শতাব্দী। আমরা বাহুল্য ভয়ে অন্য গণনা পরিত্যাগ করিলাম।

কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ

আহিতের জন্মাব্দ ১১৩০ সনের পরে নহে। ৩৫ বৎসরে এক পুরুষ ধরিয়া কৃত্তিবাসের জন্মাব্দ হয় ১৩৭৫ সন ; ৪০ বৎসরে ধরিলে হয় ১৪১০ সন। গড়পড়তা ধরিয়া গণনায়

কৃত্তিবাসের জন্মাব্দের অধস্তন সীমা ১৪১০ সনের পরে যাইবে না। মিশ্রগ্রন্থে ইহার পরিপোষক অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, আমরা কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পিতা বিষ্ণু (৫০-সমীকরণ) ও কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী (৫৩ সমীকরণ) সমসাময়িক এবং প্রায় একবয়স্ক। বিষ্ণুর আট পুত্রের সর্ব্বকনিষ্ঠ ধ্রুবানন্দের জন্মাব্দ প্রকারান্তরে গণনা করিয়া প্রায় ১৪২০ সন আমরা নির্ণয় করিয়াছি: বনমালীর ৮ পুত্রের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কৃত্তিবাস তদপেক্ষা ১৫।২০ বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক।

পূতি শোভাকর ৬১ সমীকরণে সম্মানিত হইয়াছেন—৯ কুলক্রিয়া শেষ করিয়া ১৪৫৫ সনে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তর্কস্থলে ঐ বৎসরই তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ৬১ সমীকরণের কাল ধরিয়া গণনা করা যাউক। ঐ সমীকরণস্থ পূতিবংশীয়দের পিতৃগণ ৩৯ সমীকরণে কুলীন ছিলেন এবং চট্ট মকরন্দের পিতা গণপতি ৪১ সমীকরণে গৃহীত অর্থাৎ এক পুরুষে ২০।২২টি সমীকরণ হইয়াছিল। এক পুরুষে ন্যূনকল্পে ৩০ বৎসর ধরিয়াও কৃত্তিবাস-পিতা বনমালীর ৫৩ সমীকরণের কাল হয় ১৪৪৩ সন। ১৪৩৩ সনে কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়া থাকিলে পিতার সমীকরণকালে তাঁহার প্রথম পক্ষের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র কৃত্তিবাসের বয়স হয় মাত্র ১০।১১ বৎসর অর্থাৎ পুত্রকন্যার একটিরও সম্বন্ধ যোজনার বহু পূর্ব্বেই বনমালী কৌলীন্য-মর্যাদায় সমীকৃত হইতেছেন—কুলীন-সমাজে এইরূপ হওয়া অসম্ভব। যুক্তিযুক্ত গণনায় শোভাকরের মৃত্যুর ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সমীকরণমর্যাদার কাল ধরিয়া প্রায় ১৪২৫ সনে বনমালীর সমীকরণকালে কৃত্তিবাসের বয়স ২৫।৩০ ধরা যায় এবং ১৪শ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁহার জন্মাব্দ খুঁজিতে হয়।

ঘটককেশরীর কুলপঞ্জী অনুসারে পাটুলির চট্টবংশীয় বামনের সহিত কৃত্তিবাসের 'আর্ত্তিত্ব' সম্বন্ধ ছিল। বামনের কোন কোন ভ্রাতা ৫৭ সমীকরণে (পৃঃ ৭০-৭১) সম্মানিত হইয়াছিলেন। বামনকে যদি ৬১ সমীকরণেও ধরা যায় এবং ১৪৫৫ সনই ঐ সমীকরণের কাল হয়, তথাপি (১৪৩৩ সনে জন্ম ধরিয়া) মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাসের 'আর্ত্তিত্ব'রূপ প্রবীণ সম্বন্ধ অসম্ভব। পক্ষান্তরে ১৪৩০-৩৫ সনে বামনের মর্য্যাদাকাল ধরিয়া কৃত্তিবাসের জন্ম ধরা যায় প্রায় ১৩৯০ সনে।

কৃত্তিবাসের জন্মকালে তাঁহার পিতামহ মুরারি ওঝা জীবিত ছিলেন। আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায়:—

> দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
> কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥

এই শ্লোকটির অর্থ দুর্ব্বোধ্য। কৃত্তিবাসের জন্মদিন শ্রীপঞ্চমী, তাহার দুই দিন পরে মাকরী সপ্তমী, তদুপলক্ষ্যে ফুলিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত কোন তীর্থে (যেখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠিত) মুরারি ওঝার গমনেচ্ছা এখানে সূচিত হইতে পারে। কিম্বা, হয় ত কৃত্তিবাসের জন্মের অব্যবহিত পরেই মুরারি 'দক্ষিণযাত্রা' অর্থাৎ মহাযাত্রা করিয়াছিলেন। পঞ্চম পুত্র

বনমালীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মকালে মুরারির বয়স যদি অধিককল্পে ৮৩ ধারা যায়,[১৬] তাহা হইলেও কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ সনে হইলে মুরারির জন্ম হয় ১৩৫০ সনে। আহিত হইতে মুরারি পর্য্যন্ত (এক শিয়ো ব্যতীত) সকলেই জ্যেষ্ঠ পুত্র, তৎস্থলেও এক পুরুষে ৪০ বৎসর ধরিয়া মুরারির জন্মাব্দ ১৩৩০ সন হইবে। ১৩৫০ হইলে গড়পড়তা দাঁড়ায় এক পুরুষে ৪৪ বৎসর অর্থাৎ ২ ৡ পুরুষে এক শতাব্দী এবং তাহাও জ্যেষ্ঠানুক্রমিক বংশধারায়। সুতরাং কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪৩৩ সনে প্রতিপন্ন করিয়া কংসনারায়ণের সভায় তাঁহাকে স্থাপন করিতে হইলে সমগ্র কুলশাস্ত্র, আত্মবিবরণীখানি ও পুরুষকালের গড়পড়তা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

আত্মবিবরণীর 'পূণ্য মাঘ মাস' পাঠ ধরিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় ১৩৯৯ সনে (১৩২০ শকাব্দ) কৃত্তিবাসের জন্ম নির্ণয় করিয়াছেন।[১৭] আমরা ১৩৭৫ হইতে ১৪০০ সন মধ্যে গণনাদ্বারা ৪টি বৎসরেই ঐ যোগ পাইয়াছি। যথা,

(১)	১৩৭৫,	৭ জানুয়ারি	=১১ মাঘ	রবিবার,	শুক্লা পঞ্চমী	৬৮।৪৫ পল।
(২)	১৩৭৯,	২৩ ঐ	=২৭ ঐ	ঐ	ঐ	৪২।৪৭ পল।
(৩)	১৩৮৯,	৩ ঐ	=৭ ঐ	ঐ	ঐ	১৫।২৪ পল।
(৪)	১৩৯৯,	১৩ ঐ	=১৭ ঐ	সোমবার	ঐ	৫।২০ পল।

(রবিবার চতুর্থী ৩।৫০ পল মাত্র)।

প্রথম তিন অব্দে ষষ্ঠীযুক্ত পঞ্চমীতেই ৺সরস্বতীপূজা ঘটিয়াছিল। রাজা গণেশের সভায় উপস্থিতিকালে কৃত্তিবাসের আনুমানিক বয়স সম্বন্ধে মতভেদ হইবে। কৃত্তিবাস "পণ্ডিত" তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে একমাত্র উপাধিধারী ব্যক্তি ছিলেন এবং ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে অনধিক ৮ বৎসর মধ্যে সকল শাস্ত্র নিয়মপূর্ব্বক গুরুর নিকট পাঠ করিয়া শেষ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। আমরা তজ্জন্য ১৩৮৯ সনেই তাঁহার জন্মাব্দ অবধারণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করি।

১৬। প্রবন্ধলেখক পিতার ষষ্ঠ সন্তান. প্রবন্ধলেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্মকালে তাহার পিতার বয়স ছিল ৬৪।

১৭। সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪০ পৃঃ ১৩-১৪।

সেকালের সংস্কৃত কলেজ—৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেক্রেটরী

কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে সেক্রেটরী-রূপে প্রধানতঃ এক জন সাহেব কলেজের তত্ত্বাবধারণ করিতেন। তিনিই শিক্ষা-বিভাগের সহিত কলেজ-সংক্রান্ত পত্রাদি ব্যবহার করিতেন। ১৮৫১ সনের পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপ্যাল বলিয়া কোন পদের সৃষ্টি হয় নাই; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই প্রথম প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ। তাঁহার পূর্ব্বে সেক্রেটরী-রূপে সংস্কৃত কলেজে যাঁহারা কার্য্য করিয়াছিলেন, কলেজের পুরাতন নথিপত্র-দৃষ্টে তাঁহাদের কার্য্যকাল-সমেত একটি তালিকা দিতেছি।

১। **মেজর এ. প্রাইস্**· ইনিই সংস্কৃত কলেজের প্রথম সেক্রেটরী। কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮২৪ সন হইতে ১৮৩২ সনের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ইঁহার কার্য্যকাল; এই পদের বেতন ছিল মাসিক ৩০০৲।

২। **এইচ. এইচ. উইলসন**···প্রাইস সাহেবের স্থলে স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উইলসন সাহেব প্রায় এক মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।*

৩। **লেপ্টেনাণ্ট এইচ. টড**···মেজর প্রাইসের স্থলে লেঃ টড্ (Todd) স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৩২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগ হইতে পরবর্ত্তী মার্চ মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া পরলোকগমন করেন। ইঁহারও বেতন ছিল মাসিক ৩০০৲।†

৪। **এইচ. এইচ. উইলসন**··টড্ সাহেবের স্থলে স্থায়ী ভাবে কেহ নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উইলসন সাহেব দেড় মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন।

৫। **ক্যাপ্টেন এ. ট্রয়ার**···লেঃ টডের স্থলে হিন্দুকলেজের সেক্রেটরী ক্যাপ্টেন ট্রয়ার (Troyer) মাসিক ৩০০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন।‡ তাঁহার কার্য্যকাল—১৮৩২ সনের মে মাসের মধ্যভাগ হইতে ১৮৩৫ সনের ২৬এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।

* "The final departure of the Secretary for the Sanscrit College Major Price from Calcutta agreeably to the intimation conveyed in his letter of the 30th of last month [December] took place on the 17th instant [ultimo] and no person having been appointed to succeed him, I have assumed charge of the College from that date. With your permission I will continue the charge of the College until a successor to Major Price is appointed."—Letter, dated 12th Feb., 1832 from H. H. Wilson to the Sub-Committee of the Government Sanscrit College.

† " . . . I am also desired to instruct you to take charge of the Institution."—Letter, dated 13th Feb., 1832 to Lt. H. Todd.

‡ "I am directed to inform you that the Hon'ble the Vice-President in Council has this day been pleased to appoint Capt. A. Troyer, Secretary to the Hindoo College in the room of Lt. Todd deceased."—Letter, dated 8th May, 1832 from H. T. Prinsep, Secretary to Government to the General Committee of Public Instruction.

৬। **রামকমল সেন**···ট্রয়ারের পদত্যাগের তারিখ (২৬ ফেব্রুয়ারি) হইতে রামকমল সেন অস্থায়ী ভাবে সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষা-বিভাগ ১১ জুন ১৮৩৫ তারিখে রামকমলকে মাসিক ১০০৲ বেতনে স্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী ও স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন। প্রায় চারি বৎসর কার্য্য করিবার পর ১ জানুয়ারি ১৮৩৯ তারিখে রামকমল এই পদ ত্যাগ করেন।

৭। **রাধাকান্ত দেব**···রামকমল সেন কিছু দিন কার্য্যে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময় রাজা রাধাকান্ত দেব অস্থায়ী ভাবে সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যকাল প্রায় চারি মাস—১৮৩৬ সনের ১৩ ডিসেম্বর হইতে ১৮৩৭ সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত।

৮। **জে. সি. সি. সদর্ল্যাণ্ড**···১ জানুয়ারি ১৮৩৯ তারিখে রামকমল সেন পদত্যাগ করিলে সদর্ল্যাণ্ড (Sutherland) সাহেব প্রায় তিন মাস সেক্রেটরীর কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

৯। **মেজর জি. টি. মার্শাল**···২৭ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে মার্শাল (Marshall) সাহেব সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন।* তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরীও ছিলেন। এই পদে তিনি ১৮৪০ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

মার্শাল সাহেবের রচিত একখানি বই পরিষদ্ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি ; বইখানির নাম—

Guide to Bengal: Being a close translation of Ishwar Chandra Sharma's Bengallee Version of that portion of Marshman's History of Bengal, which comprizes the rise and progress of the British Dominion, with notes and observations. (1850).

১০। **ডাঃ টি. এ. ওয়াইজ**···১৮৪০ সনের মে মাস হইতে পর-বৎসরের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ডাঃ ওয়াইজ (Wise) সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটরী-রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১১। **রসময় দত্ত**···১৭ এপ্রিল ১৮৪১ তারিখে মাসিক ১০০৲ বেতনে ছোট আদালতের জজ রসময় দত্ত স্থায়ী ভাবে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর কার্য্যভার গ্রহণ করেন। এই পদে তিনি প্রায় ১০ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ৬ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখে বিদ্যাসাগরকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দেন।

১২। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর**···৬ জানুয়ারি হইতে ২১ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের (সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ ছাড়া) অস্থায়ী সেক্রেটরীর কার্য্যও করিয়াছিলেন।

অতঃপর সেক্রেটরী ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ রহিত করিয়া প্রিন্সিপ্যাল পদের

* "...I have this day taken charge of the office of Secretary to the Government Sanscrit College."—Letter, dated 27th March, 1839 from G. T. Marshall, Secretary, Sanscrit College, to T. A. Wise, Secretary, General Committee of public Instruction.

সৃষ্টি হয়। ১৮৫১ সনের ২২ জানুয়ারি হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন।

বাংলা শ্রেণী

১৮৩৮ সনে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে বাংলায় পাটীগণিত ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা দিবার কথা উঠে। এ-বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী রামকমল সেন ৩১ আগষ্ট ১৮৩৮ তারিখে জেনারেল কমিটি অব পাব্‌লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশ্যনকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি :—

3. The Sub-Committee thinks it is desirable that something should be done to give a more popular tone to the minds and pursuits of the students. It fully concurs too in this that the study of arithmetic should be made general It thinks also that the various works on European Natural Philosophy Geography and History translated into Bengali should be studied in class and that provision should be made for instruction in the Regulations and Forensic practices.

১২ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে ইংরেজী-শ্রেণীর ভূতপূর্ব্বক শিক্ষক নবকুমার চক্রবর্ত্তী বাংলায় পদার্থবিদ্যা ও পাটীগণিত শিক্ষা দিবার জন্য মাসিক ৮০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী ২৭এ মার্চ তারিখে শিক্ষা-কমিটি নবকুমারের নিয়োগ মঞ্জুর করিয়া সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটরী মার্শাল সাহেবকে লেখেন :—

. . . I am directed to state that the General Committee has been pleased to appoint Baboo Nubokumar Chuckrobutty as Bengalee teacher of Arithmetic and Natural Philosophy on a monthly salary of 80 Rupees. He will be required to deliver his lectures on Natural Philosophy in the Bengalee language according to the European system.

নবকুমার সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ভূগোল ও কোম্পানীর রেগুলেশ্যনগুলি শিখাইবার অনুমতি চাহিয়া পরবর্ত্তী ১৩ই জুলাই সেক্রেটরী মেজর মার্শালকে লেখেন :—

I would beg the favour of your asking the Hon'ble President and Members of the Sub-Committee to grant me permission to teach the students of the Sanscrit College the principles of Geography which they have not in Sanscrit as well as of Company's Regulations which they so much wish to learn in addition to Natural Philosophy and Arithmetic.

১৮৪২ সনের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত চলিয়া সংস্কৃত কলেজের বাংলা-শ্রেণী উঠিয়া যায়। ইহার পরিবর্ত্তে পুনরায় ইংরেজী-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংরেজী শ্রেণী

কলিকাতা গবমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ছাত্রবর্গকে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা দিবার জন্য ১ মে ১৮২৭ তারিখে **এম. ডবলিউ. ওলাষ্টন** (M. W. Wollaston) নামে এক জন সাহেবকে মাসিক ২০০৲ বেতনে নিযুক্ত করা হয়। ইহা অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। ক্রমে ক্রমে ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই শ্রেণীর জন্য আরও দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৪ এপ্রিল ১৮৩০ তারিখে **গঙ্গাচরণ সেন** মাসিক ৫০৲ বেতনে এই শ্রেণীর প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ সনের মে মাস হইতে গঙ্গাচরণের স্থলে **শ্যামলাল সেন** ৫০৲ বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইংরেজী শ্রেণীর দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক-রূপে **নবকুমার চক্রবর্ত্তী** ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ তারিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। নবকুমার হিন্দুকলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষও ছিলেন।

সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীর তিন জন শিক্ষক—ওলাষ্টন, গঙ্গাচরণ ও নবকুমার কর্ত্তৃক ১৮৩৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম পক্ষে 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' নামে একখানি দ্বিভাষিক পাক্ষিক (পরে মাসিক) পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে।

১৮৩৫ সনের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে ইংরেজী শ্রেণী উঠিয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষা-বিভাগ ২৩ নবেম্বর ১৮৩৫ তারিখে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রামকমল সেনকে লেখেন :—

The General Committee directs me to acknowledge your letter of the 13th instant and its enclosures.

Satisfied of the inutlity of the English Department of the Sanscrit College it will recommend to Government its immediate abolition. No time should be lost therefore by you in giving the masters warning that their salaries will cease on the 31st December.

The General Committee is of opinion that the plan suggested by me of introducing into the Hindoo College from time to time a few young Pundits to prosecute a course of English studies may be attended with useful results and requests the experiment may be made.

It seems desirable that the selection should fall in some of the younger pupils of the Sanscrit College who have evinced by their successful cultivation of Sanscrit Literature habitual application combined with the talents and general aptitude to learn.—Letter, dated 23rd Nov., 1835 from J. C. C. Sutherland, Secretary, General Committee of Public Instruction.

১৮৪২ সনের অক্টোবর মাসে সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রেণীতে দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত হন :—

রসিকলাল সেন

১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে রসিকলাল মাসিক ৯০৲ বেতনে ইংরেজী শ্রেণীর হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দুকলেজের এক জন কৃতী ছাত্র। সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রের মধ্যে তাঁহার "Previous Appointments" সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

A Translator of the Smuggled Salt Cases in the Tumluk Salt Agency and subsequently a Writer under J. Ward in 1834 and 1835 the Head Master of the Midnapoor School and 1835 to 1837 ?) to 1842 to the same of Earl Auckland's School at Barrackpore.

রসিকলাল সেন ১৮৫৩ সনের অক্টোবর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন।

শ্যামাচরণ সরকার

১ অক্টোবর ১৮৪২ তারিখে মাসিক ৭০৲ বেতনে শ্যামাচরণ সরকার ইংরেজী শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে তিনি পাঁচ বৎসর মাদ্রাসা কলেজের বাংলা-শিক্ষক ছিলেন।

শ্যামাচরণ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ পরিষদ্ গ্রন্থাগারে দেখিয়াছি।—

(১) বাঙ্গলা ব্যাকরণ—শ্যামাচরণ শর্ম্ম। ১২৫৯ সাল।

(২) ব্যবস্থা দর্পণ—শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার। ১৮৫৯।

নবীনচন্দ্র পালিত

শ্যামাচরণ সদর দেওয়ানী আদালতের পেশকারের পদ লাভ করিলে, তৎপদে ২২ মার্চ ১৮৪৮ তারিখে মাসিক ৭০৲ বেতনে হিন্দুকলেজের ছাত্র নবীনচন্দ্র নিযুক্ত হন।

রাজনারায়ণ বসু

নবীনচন্দ্র পালিতের পর রাজনারায়ণ বসু ১২ মে ১৮৪৯ তারিখ হইতে মাসিক ৭০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অতঃপর তিনি মেদিনীপুর স্কুলের হেডমাষ্টার হন।

বিশ্বনাথ সিংহ

ইংরেজী-শ্রেণীর দ্বিতীয় শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু পদত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে ৯ এপ্রিল ১৮৫১ তারিখে বিশ্বনাথ সিংহ নিযুক্ত হন। বিশ্বনাথ সিংহের "Previous Appointments" সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে প্রকাশ :—

Assistant English Master at the Hindu College from May, 1841 to September, 1847—the same at the Normal School from September, 1847 to October, 1849. Supernumerary Master at the Hindu College from November, 1849 to May, 1850—Assistant English Master at the Hooghly College from June, 1850 to 7th April, 1851

*　　*　　*

১৮৫৩ সনের জুলাই মাসে কাউন্সিল-অব-এডুকেশন সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী শ্রেণীটি নূতন করিয়া গঠন করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহার জন্য ইংরেজী-শ্রেণীর শিক্ষকদিগকে অন্যত্র বদলি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কার্য্য করিবার পর তাঁহাদিগকে অন্যত্র বদলি করা হয়। ইংরেজী শ্রেণীর পরবর্ত্তী ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত নহে।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ.

[পাঠভেদ নির্ণয়—২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৬
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেল নিজবাসে	ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব গেল নিজ নিজ বাসে
নিত্য সখী আসি—	নিজ সখী—
ডাকিনী যোগিনী আদি—	চৌষট্টি যোগিনী আইলা—

সিদ্ধি উদ্‌ঘটন

মুদ্রিত পুস্তক	পুথি
বড় আনন্দ উদয়	আজি বড় আনন্দ উদয়
রায় গুণাকর কহে পুটকর	রায় গুণাকর কহে নিরন্তর
মোরে যেন দয়া হয়।	আমায়ে যেন দয়া রয়।
...	...
—ফেঁকো	—ফাকা
—ভেকো	—ভাকা
—ঘোটনা কুড়ঁা—	—ঘোটনা খুড্যা
...	...
সতী নিবসতি এল—	সতী আইলা বসতি—
...	...
আজি হৈল ইষ্ট সিদ্ধি—	আজি হৈল হৃষ্ট মন—
	পুথির পত্র—২৭
মউরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা	মহরি মরিচ আদি জতেক মসলা
	একেত্র সকল দিয়া রশলা কর্‌হ।
	ভুঞ্জিবে মনের মত কামনা পুরহ ॥
	(এই দুই ছত্র মুদ্রিত পুস্তকে নাই)
—ঘোটনা কুঁড়া—	—ঘোটনা কুড্যা (কুড়্যা ?)
পাকে পাকে ঘোটনায়—	তাকে পাকে—
...	...
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল	উমাবতী হাসিছেন বদন উজ্জল।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৭
	সিদ্ধি ভক্ষণ
মহাদেব আঁখি ঢুল ঢুল।	মহাদেবের তিন আখি দেখি ঢুল ঢুল।
নহ নন্দী ইত্যাদি	সদয়েতে কন নন্দী দেও আসি কোল।
...	...
ভবানী ভাবেন ভবভাবভরাকুল	—ভবভাবেতে আকুল
...	...
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন	জপেন বিজয় বীজমন্ত্র পঞ্চানন
—মন্ত্র পড়িয়া অশেষ	—মন্ত্র পড়িল বিশেষ
—পিয়া করিল নিঃশেষ	—প্রায়—
হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে—	হুহুঙ্কার ছাড়ি বৈশে—
...	...
ভাল বলে—	ভালো বলে—
...	...
—আন দেখি তাই	—আন দেখি থাই
...	...
শঙ্কর কহেন সতি সবায়ে ডাকাও	শঙ্কর বলেন নন্দী—
সাবধানে কেহ যেন না হয় বঞ্চিত।	সভে লৈয়া খাও জেন না হয় বঞ্চিত।

হরগৌরীর কথোপকথন

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৮
আমারে ছাড়িও না ভবানী।	আমারে দয়া ছাড়িয় না গো।
এবার পাথারে—	এ ঘোর পাথারে—
—যেন খেলা দিলা	—যেন খেলা দোলা
তেমন এখানে খেলিও না।	তেমন এ খেলা খেলিও না।
...	...
ভারতে এ ফেরে-	ভারতে এ ফাঁদে ফেলিও না গো।
বিনয়ে দেবীর প্রতি—	বিনয় প্রণয়—
—সকল বিশ্বসার	—কারণবিশ্বসার

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—২৮
—তোমার দেখা পান্থ আরবার।	—তোমারে আমি পান্থ আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥	সত্য কর আমারে না ছাড়িবেক আর॥
—এখন কি হয়।	—এমন কি হয়।
...	...
—মৃত পতি অঙ্গে পুড়ে মরে।	—মৃত পতির সঙ্গে পুড়্যা মরে।
	পুথির পত্র—২৯
দশ হাত তোমার আমার দুই হাত	দশ হাত আমার তোমার আট হাত
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন	হরগৌরী একতনু ইথে নাহি আন
	("দুই জনে সহাস্যবদনে রসরঙ্গে" ইত্যাদি দুই ছত্র পুথিতে "আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র" এই ছত্রের ঠিক পূর্ব্বে আছে।)

হরগৌরীর রূপ

এ কি নিরুপম	কেশ নিরুপম
শ্বেত পীত কায়	শ্বেত রক্ত কায়
...	...
আধ গলে শোভে গরল কালা	আধ কণ্ঠে সাজে গরল কালি
আধ মুখে ভাঙ্গ ধতুরা	—ধুতুরা ভক্ষণ
ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু ইত্যাদি	কাজলে রঞ্জিত এক নয়ান, ভাঙ্গে ঢুলু ঢুল আর লোচন, আধ ভালে শোভে সিন্দুর চন্দন, আধ হরিতাল পুরি রে।
	...
মিলন হইল বড়ই সাধে	মিলি এক হৈল—
—এক অবাধে	—এক আরাধে
হইল প্রণয় করি রে।	হৈমবতি চরি রে।
...	...
শোভ দিল বড় মিলিয়া বাস	—মিলিয়া বসি
—গঙ্গাসরসী	—গঙ্গা শিরসি
হরগৌরী বিয়া হৈল সায়	—বিভা পালা হৈল সায়

কৈলাস বর্ণন

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩০
ইন্দুরে পোষে বিড়াল	ইন্দুর পোষে বিড়ালে
...	...
কেহ নাহি হিংসে কারে	কেহ না হিংসয়ে কারে
...	...
কেবল সুখের মূল	সকল সুখের মূল
...	...
—সুখের সাগর	—সুধার সাগর
(বঙ্গবাসী সং—সুধার সাগর)	
...	...
বিধি বিষ্ণু অগোচর	বিধি বিষ্ণুর গোচর
...	...
ভারত ব্রাহ্মণ করে নিবেদন	কহে সুবচন ভারত ব্রাহ্মণ

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা

বিধি মোরে ইত্যাদি	দারুণ বিধি মোরে লাগিল২ বাদে।
বিধি যার বিবাদী...সাধে	বিধি জারে বিবাদিত কি করে তার সাধে।
...	...
—যত করি ছন্দোবন্ধ	—কত মত করি ছন্দ
...তবু তাই সাধ	—তমু তাহে সাধ
...	...
—সে মজে বিষাদে	—সে ঠেকে বিবাদে
—মেগে	—মাগ্যা
—লেগে	—লাগ্যা
	পুথির পত্র—৩১
পরস্পর পরস্পর শুনি এই সূত্র	পরস্পর লোকমুখে শুনি এই সূত্র

হরগৌরীর কোন্দল

আপনি মাখেন ছাই	হর আপনি—
...	...
—কথা কৈতে ভয় হয়	—কহিতে ভয় নাহি হয়
—হেন ঘরে দিল বিয়া	—ভিক্ষুকেরে দিল বিয়া
...	...

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩১
শুনিলি বিজয়া ইত্যাদি	শুন লো—
—নাম হৈল চণ্ডী ॥	—হইলাম চণ্ডী ॥
—না দেখি সীমা—	—না দেখি লেশ—
কড় পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।	কড়া পড়িয়াছে তাহে অন্নবস্ত্র দিতে।
কেন সব কটুকথা কিসের লাগিয়া ॥	কেনে সভ কটুকথা কহেনাশ্চর্ম্মিতে ॥ (কহেন আচম্বিতে ?)
...	...
—পূর্ব্বকালী ধন কই।	—পূর্ব্বকার ধন কই।
...	.
বড় পুত্র গজমুখে—	বড় পুত্র গজানন—
(মুদ্রিত পুস্তকে—"সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান" এই ছত্রের পরেই "ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যা পান ঠাকুর। তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥" এই দুই ছত্র আছে। পুথিতে ইন্দুর সম্বন্ধীয় দুই লাইন, কিছু পরে একটু পরিবর্ত্তিত আকারে আছে।	(পুথিতে—"বাপের সমান" ইহার পরেই কার্ত্তিকের বর্ণনা) ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয়…খান। উপায়ের সীমা নাহি ময়ুরে শিখান ॥ নিম্নোক্ত দুই ছত্র মুদ্রিত পুস্তকে নাই :— ধনু বান হাতে করি সদাই বেড়ান। খাইতে বাপের সাপ মউরে শিখান ॥ ইহার পরে— ভিক্ষা করি সদা যাহা আনেন ঠাকুর। গনাইর ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর ॥
	পুথির পত্র—৩২

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ

ঘর উজাড়িয়া যাব ভিক্ষায় যে পাই খাব	এ ঘর তেজিয়া যাব ভিক্ষা করিয়া খাইব
..	...
নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥	বিশেষ করিয়া কহে জয়া ॥

জয়ার উপদেশ

খেয়াতি হবে কাঙ্গালী ॥	ক্ষাত হইবে কাঙ্গালী
...	...
অন্ন দেহ ক্ষয়ে	অন্ন খাবে চায়্যা ॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৩
রহিতে না দিবে কাছে	রহিতে নাধিবে লাজে
. .	...
ভাজে দিবে সদা তাড়া	দে খ সভে দিবে তাড়া
...	...
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া	যদি দেখে অন্নছাড়া
	...
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে	এ তিন ভুবনে যেখানে যেখানে
এই স্থানে দেহ ভক্ষ্য	এইখানে সর্ব্ব ভক্ষ
.	
কোথাও না পেয়ে অন্ন	কোথাও অন্ন না পাইয়া
...	..
হইয়া অতি বিষণ্ণ	তোমার এ গুণ গাহিয়া
তন্ত্রে	তন্ত্র
মন্ত্রে	মন্ত্র
...	...
হইবে লক্ষ্মী অচলা	হইয়া রবে অচলা
...	...
সব হবে পাছে	সব কবো পাছে
	পুথির পত্র—৩৪

অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ধারণ

কত মায়া কর কত কায়া ধর	—সর্ব্ব দুঃখ হর
ছাড় ছাড় মায়া	ছাড়ি দেও মায়া
...	...
দেবদেবী ভুজঙ্গ কুরঙ্গ আদি যত	—ভুজঙ্গ কিন্নর
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর।	ঘৃত দধি দুগ্ধ আদি সাগরে সাগর।
...	...
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।	কেহ রান্ধে কেহ বাড়ে কেহ২ খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়॥	কি হইল গণ্ডগোল কহন না জায়॥

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৪

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

	শিঙ্গা ডম্বরু হাড়ের মালা
	গঙ্গাধর বহিশাজেলা (?)+ধূয়া।
	(মুদ্রিত পুস্তকে নাই)
ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া	এথায়ে ত্রিদেশনাথ—
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিলে	ডিমিমি২ ডিমি—
...	...
—যত রঙ্গ চিঙ্গা	—যত রিঙ্গা ভিঙ্গা
...	...
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥	কেহ আনি দেয় ভাঙ্গ আফিঙ্গ গরল ॥
...	...
চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ	—চিত ডাকে চেতানন্দ।

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ

গুমান হইল গুঁড়া	পরিতাপে হইল বুড়া
...	...
	পুথির পত্র—৩৫
হেদে লক্ষ্মী	আজি লক্ষ্মী
...	...
তবু অন্ন নাহি পাই	—তমু ভিক্ষা নাহি পাই
...	...
—লক্ষ্মী করি দিলা ভেদ	—লক্ষ্মী কহি দিলা ভেদ
এ বড় মায়ার পরমাদ	ঘরে যাও না ভাব প্রমাদ
...	...
কৈলাসে রহিলা গিয়া	কৈলাসে কহিলা গিয়া
...	...
দেখি অন্নদার ক্রীড়া ইত্যাদি	দেখি অন্নদার সজ্জা শিবের হইল লজ্জা
	ভাব কিছু না পান ভাবিয়া।
স্থানু স্থানু হইলা ডরে	স্থানে স্থানে হৈল ডরে
...	...
ভারতের উপরোধে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে	বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে ভারতের উপরোধে

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৫

শিবকে অন্নদান

অন্ন খান শিব সুখ সম্পন্ন	অন্ন খান শিব হৈয়া সম্পূর্ণ
	("পায়স পয়োধি সপসপিয়া" হইতে "নাচেন শঙ্কর ভাবে ভুলিয়া" পর্য্যন্ত ৮ ছত্র পুথিতে "মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা" ইহার পরে আছে।)

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্য

	পুথির পত্র—৩৬
জয় জগদীশ	জয় জগদীশ্বর
...	
পরিহর মায়া অব অবিলম্বে	পরিহরি মায়া ভব অবিলম্বে
যদি কর মমতা ইত্যাদি	যদি তব মমতা হত হয়ে যমতা
	দেবী ভূবী সমতা গুহ হেরম্বে।
(মুদ্রিত পুস্তকের "তব জন যেবা, সুরপতি কেবা" ইত্যাদি ৬ ছত্র পুথিতে নাই।)	(এইখানে ধুয়া শেষ)
হরিয়া যতেক মায়া মহামায়া হাসি।	হরিলা যতেক মায়া মনে মনে হাসি।
বিধি হরিহর তার করয়ে কামনা	বিধি————————কি করে মাননা
	("পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন" এই ছত্রের পরেই "শিবের শিবত্ব" ইত্যাদি। মুদ্রিত পুস্তকের "অন্নপূর্ণা মহামায়া" ইত্যাদি ৪ ছত্র পুথিতে নাই।)
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী।	দাক্ষায়ণী দক্ষসুতা দানবদলনী।
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী	হৈমবতী—হেরগ (গো) জননী
(পুস্তকে ইহার পরে যে দুই লাইন আছে, তাহা পুথিতে নাই)	
হেরি হাহাকার হর হরিণহরিণি	হেরি হাহাকার হর হেরি নিহারিণি
কামরিপু—কামনা	—কামদা—
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥	করুণা করিয়া রক্ষা কর কৃপা করি॥
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।	রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের মঙ্গল।

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৬
যে শুনে এ নীত তার করহ মঙ্গল ॥	যে স্থানে—কুশল ॥
গায়নে গায়নে মাগো মাগি এই বর।	গায়েনের মনে মাগ (মাগো) মাগি এই বর।

শিবের কাশীবিষয়ক চিন্তা

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
পুণ্যভূমি বারাণসী—	ধন্য তুমি বারাণসী
মহিমা কহিতে কে বা জানে	—কে বা পারে
(বঙ্গবাসী সং—কে বা পারে)	
...	
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে ইত্যাদি	তীর্থ সাড়ে তিন কোটি দেবতা ছত্রিস কোটি সর্ব্বদা করেন অধিষ্ঠান।
মহেশ্বর রাজধানী—	মহেশের রাজধানী—
	পুথির পত্র—৩৭
	...
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত—	শিবলিঙ্গ সঙ্গমিত—
দেবতা কিন্নর নর সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।	—ঋষি দৈত্য বিদ্যাধর অপ্সরা করয়ে মোক্ষ আশ।
...	...
অনেকের হৈল বাস—	অনেক রহিল বাস
...	...
—অন্নজীবী হবে তারা	—অন্নজীবী সভে তারা
...	...
এত ভাবি ত্রিলোচন—	এত বলি ত্রিলোচন—

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র
ভাবি ভাবি চিতে—	ভব ভাবি চিতে—
—কহিলা বিস্তর	—কহিল সত্বর
বিধির সন্ধান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ	বিবিধ বন্ধনে অপূর্ব্ব নির্ম্মাণে
দিনে দিনে ক্ষীণ-	দিনে মাজা (?) ক্ষীণ—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৭
মণিকরিকর—	মণিকনিকর—
...	...
—মাজা ক্ষীণী	—মাজাখানি
সুখসরোবর—	শোভা সরোবর—
...	..
কানের কুণ্ডল—	গায়ের কুন্তল—
...	...
—কেশমল্লীমালে	—কেশমুক্তি মালে

অন্নপূর্ণার পুরী নির্ম্মাণ

	পুথির পত্র—৩৮
	দেখরে আনন্দ কানন শোভা।
	সরোবর মনোহর মহেশের মনোলোভা ॥
...	(মুঃ পুস্তকে এই দুই ছত্র নাই)
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর।	মাণিক্যে বান্ধিল চারু দেখিতে সুন্দর।
...	...
দিয়া কৈল চারি পাশ—	—চারি পাড়ে—
তুলিলা পাতালে গঙ্গা—	তুলিল পাতাল-গঙ্গা—
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥	সুশীতল সুগভীর বাসিত নির্ম্মল ॥
—সুরঙ্গ চরণ ॥	—সুরঙ্গ বদন ॥
—গড়িল কমল।	—গড়িল উরুমল (?)
নীলমণি দিয়া গড়ে—	নীলকান্তমণি গড়ে—
কাদাখোঁচা দলপিপী কামিকোড়া কঙ্ক।	কাদাখোচা জলফেফি কামিকোড় কঙ্ক
পানিতর বেনে বউ—	পানিতর বাগ্যারুই—
চিতল ভেকুট—	চিতল ভেকটী—
বানি লাটা গড়ই উল্কা শউল শাল	বান নেটা গড়ই ফলই সইল সাল।
গুঁতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোল চেঙ্গা ॥	গুতিয়া ভাঙ্গান বালি ভোলা ভেল চেঙ্গা ॥
মাগুর গাগর আড়ি—	—আতি—

মুদ্রিত পুস্তক	পুথির পত্র—৩৮
কাল বসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলুই ॥	কালবাউশ বাসপাতা সহুক ফলই ॥
গাজদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিসা।	গঙ্গদাড়া ভেদা টেপা টেঙ্গরা খলিশা
খরশুলা তপসিয়া—	—তপস্যা—
—পুন্নাগ কেশর।	—পলাস কেশর।
...	...
শেহুলী···রঙ্গন।	সিহলি পারুলী দনা পিয়ালী রঙ্গন।
মালতী···মল্লিকা কাঞ্চন ॥	—কান্দকা কাঞ্চন ॥
	(কন্দিকা ?)
জবা যুথী···মোহন।	অপরাজিতা জুতি জাতি চন্দ্রমল্লিকা।
চন্দমণি·· সুশোভন ॥	চন্দমণি সূর্য্যমণি গন্ধেতে অধিকা ॥
...	...
পারিজাত মধুমল্লী ঝাঁটি মুচুকুন্দ।	—অতসী মল্লিকা ঝুটি মুচকুন্দ।
...	...
খাজুর গুবাক শালু পিয়াল তমাল	খৰ্জ্জুর পিয়াল তাল গুবাক তমাল।
...	...
—বাজবাজতুবমূতী।	—বাজরাজতুরমতী।
কাহাকুহী ইত্যাদি	কুহক কুহকিগণ ঝডাৎ জোত্তাধুতী ॥
	পুথির পত্র - ৩৯
ঠেঁটা ভেটি ভাটা—	জেটি ভেটি ভাটু —
...	...
—বারণ গণ্ডার।	—বিবিধ গণ্ডার।
বারশিঙ্গা—	রামসিঙ্গা—
গাধাগোধা হাপা হাউ—	গাধা গোধা হরিণাদি—
হুডান্ নকুল গোলা গবর বিড়াল ॥	ছোতাল নকুল গোয়া মুসুক বিড়াল ॥
("কাঁকলাস" ইত্যাদি ছত্রটি পুথিতে নাই)	ইহার পরেই—
	পশু পক্ষী আদি জিবী নির্ম্মাণ হইল।
	সৃষ্টি হেতু জোড়ে জোড়ে বিশাই গড়িল ॥
	অতঃপর—
	"শর্পখণ্ড শঙ্খেপে লিখ্যন্তে"
	কেউটিয়া খরিল কালী ইত্যাদি। [ক্রমশঃ]

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুথি

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী এম এ

প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময় হইতেই ইহার পুথিশালার সূচনা। বস্তুতঃ, সুশৃঙ্খলভাবে বাংলা পুথির সংগ্রহ ও বিবরণপ্রণয়নের কার্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ই অগ্রণী[১]। পরবর্তী কালে অবশ্য অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অল্পাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে, এক হিসাবে আর কোন বড় প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে পরিষদের সমকক্ষ নহে। বাংলা সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালী জনসাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতির ফলে অতি সামান্য খরচে পরিষদের এই বিশাল পুথিশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। ছোট বড় অনেকে পুথি উপহার দিয়া এই পুথিশালাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন। বস্তুতঃ, ইহার অধিকাংশ পুথিই উপহারলব্ধ—ক্রীত পুথির সংখ্যা নগণ্য।

পরিষৎসংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকখানির পূর্ণ বা প্রাসঙ্গিক বিবরণ[২]

১। পরিষৎ কেবল নিজ সংগৃহীত পুথির বিবরণ সংকলন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। মুন্সী আবদুল করিম, শিবরতন মিত্র প্রভৃতির সংগৃহীত পুথির বিবরণও পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৩০৪ হইতে ১৩২৬ সাল পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতভাবে পরিষৎপত্রিকায় নানাস্থানের পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (১৩০৪, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩০৫—১ম, ৩য়, ৪র্থ, ১৩০৬—১ম, ৩য়, ৪র্থ, ১৩০৭—২য়, ৩য়, ৪র্থ, ১৩০৮—১ম, ৩য়, ১৩০৯—২য়, ১৩১০—২য়, ১৩১৩—৩য়, ১৩১৯—৩য়, ১৩২০—১ম, ৩য়, ১৩২৬—২য়, ৩য় সংখ্যা। পরিষৎপত্রিকার দৃষ্টান্তানুসারে অন্যান্য অনেক পত্রিকায়ও নানা পুথির বিবরণ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তবে এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য হইতে দরকারমত কোন পুথির বিবরণ খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর নহে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য Catalogus Catalogorum নামক সংস্কৃতপুস্তককোষের অনুকরণে একখানি প্রাচীনবঙ্গ-সাহিত্যকোষ সংকলনের কল্পনা পরিষদের আছে। এই উদ্দেশ্যে কিছু দিন পূর্বে 'প্রাচীনবঙ্গসাহিত্যকোষ-সমিতি' নামে একটী সমিতিও গঠিত হইয়াছিল (পরিষৎকার্যবিবরণ—৩৪শ, ৩৫শ ও ৩৬শ বর্ষ)।

২। রামমোহনের রামায়ণ (২|১,), অন্ধ কবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল (৩|১১৭), কবি উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল (৩|১৯৭), হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল (৩|২৫৫), কবি রূপনারায়ণের দুর্গামঙ্গল (৪|৭৩), চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৮|১২৩), বাণীকণ্ঠের মোহমোচন (২০|২১১), এগারখানি সংস্কৃত বৈদ্যক-গ্রন্থ (২০|৫১), চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা (২১|৪৯), কৌলমার্গ বিষয়ে একখানি প্রাচীন পুথি (৩৭|১২৫), বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ (৩৯|২৪৯), রামচন্দ্র কবিকেশরী (৪৩ | ১৭১-৮৩), মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল (৪৫|১১৪), চোরের পাঁচালি (৪৫|২১৫), রেল ভ্রমণের প্রাচীন চিত্র (সাহানা, পৌষালী সংখ্যা, ১৩৪৪)।

ইহা ছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ও ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভূমিকায় ও ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থেও পরিষদের একাধিক পুথির বিবরণ প্রদত্ত ও বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইয়াছে।

বিভিন্ন সময়ে পরিষৎপত্রিকায় বা অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে—কতকগুলি[১] পরিষৎ বা অন্য প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারেও প্রচারিত হইয়াছে।

গত বর্ষ পর্যন্ত পরিষৎসংগৃহীত যে সমস্ত বাংলা পুথি তালিকাভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা—৩২২৭। ১৩২৯ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত পুথিগুলির একটা মোটামুটি বিষয়-বিভাগ ঐ বর্ষের কার্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া,[২] চারি শত পুথির বিস্তৃত বিবরণ স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, পরিষৎসংগ্রহের বৈশিষ্ট্য ও গৌরবের নির্দেশ এখন পর্যন্ত একত্র কোথাও পাওয়া যায় না। অনেক অজ্ঞাতপূর্ব বা অল্পজ্ঞাত গ্রন্থ এখনও সাধারণের অগোচরে এই পুথিশালায় বিরাজ করিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে পরিষৎসংগৃহীত বাংলা পুথিগুলির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

উপকরণ

আলোচ্য পুথিগুলির মধ্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় ইহাদের উপকরণ। উপকরণের বৈচিত্র্য ভারতীয় পুথির একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য। তালপাতা, ভোজপতা, তেরেটপাতা, গাছের বাকল প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুর উপর লিখিত পুথি ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। পরিষদের বাংলা পুথিগুলি কিন্তু সমস্তই কাগজের উপর লিখিত—তালপাতায় লিখিত পুথি একখানিও ইহাদের মধ্যে নাই। অথচ, বাংলা দেশে তালপাতার প্রচলন কম নহে। বস্তুতঃ বাংলা দেশে—এমন কি, পরিষদের সংস্কৃত পুথিসংগ্রহের মধ্যেও—বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গাক্ষরে লিখিত তালপাতার পুথি দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয়, তালপাতার মত পবিত্র আধারে ভাষাগ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা প্রাচীনগণ সঙ্গত বিবেচনা করিতেন না।

অক্ষর

পুথিগুলি প্রায় সমস্তই বঙ্গাক্ষরে লিখিত—একখানি পুথির অক্ষর নাগর। শেষোক্ত পুথিখানি ক্ষেমানন্দকৃত মনসামঙ্গলের। বঙ্গভাষায় নাগরাক্ষরে লিখিত আরও কতকগুলি পুথির পাতা সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, সেগুলি এখন পর্যন্ত সাজান গুছান

১। কৃষ্ণকীর্তন, সংকীর্তনামৃত, মহাভারত (আদি পর্ব), শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, নেপালে বাঙ্গালা নাটক, সাধকরঞ্জন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ (উত্তরাকাণ্ড), বিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল, কৃষ্ণের জন্মলীলা ও বাল্যলীলা, (চণ্ডীদাসের পদাবলী—পরিষৎসংস্করণ, ১৩৪১, পৃঃ ২২৫—৩০৮, দীনচণ্ডীদাসের পদাবলী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১।১—৭৬)।

২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ—৩য় খণ্ড, ১ম—৩য় সংখ্যা। কয়েক বৎসর হইল, সমগ্র বাংলা পুথির সবিবরণ বিষয়ানুক্রমিক তালিকা প্রণয়নের কার্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। মুদ্রণের কার্যও কতক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

হয় নাই। অবশ্য বাংলা দেশে নাগরাক্ষর নূতন বস্তু নহে—সিলেট নাগরী বাংলার একাংশে সুপ্রচলিত। এই প্রসঙ্গে নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত চারিখানি নাটকের পুথিও উল্লেখযোগ্য।[১]

প্রাচীনতা

কয়েকখানি পুথির অক্ষর বিশেষ প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রকাশিত গ্রন্থের পুথিখানিকে পরিষদের পুথিশালার প্রাচীনতম পুথি বলা যাইতে পারে। ইহার আবিষ্কার বাংলার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহার অক্ষর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদের সমকালীন। তারিখযুক্ত পুথির মধ্যে ১০৫০ সালের অর্থাৎ প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বের হস্ত-লিখিত নিম্ননির্দিষ্ট পুথিগুলির নাম করা যাইতে পারে। তবে তারিখের মধ্যে কোন্‌টী বঙ্গাব্দ ও কোন্‌টী মল্লাব্দ, জোর করিয়া বলা সব ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে।

সংখ্যা	গ্রন্থ	অব্দ	সংখ্যা	গ্রন্থ	অব্দ
৫৬৯	মহাভারত (আদিপর্ব)	৯৮৫	১৫৬২	লবকুশের যুদ্ধ	১০১৮
৫৮২	মহাভারত (দ্রোণপর্ব)	১০০০	২১৯৫	মহাভারত (উদ্যোগপর্ব)	১০২০
৫৮৫	মহাভারত (কর্ণপর্ব)	১০০০	১০৭২	মহাভারত (আদিপর্ব)	১০২৩
১২৯৫	গুরুদক্ষিণা	১০০২	৫৭৩	মহাভারত (বনপর্ব)	১০৩৭
৫৯৫	মহাভারত (অশ্বমেধপর্ব)	১০০৩	২৬৬০	প্রহ্লাদচরিত্র	১০৩৮
১৬১৫	মহাভারত (স্বর্গারোহণপর্ব)	১০১১	২১৬১	রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)	১০৪৩
২৬৬৮	কৃষ্ণবিজয়	১০১১	২৭০৭	মণিহরণ	১০৪৪
১৬১৩	মহাভারত (আশ্রমিকপর্ব)	১০১২	১৫৮২	মহাভারত (বিরাটপর্ব)	১০৪৭
১৫৭৫	মহাভারত (সভাপর্ব)	১০১৭	১৭৪৯	উদ্ধবসংবাদ	১০৪৮

আধুনিকতম পুথির মধ্যে তিনখানি পুথির নাম করা যাইতে পারে। প্রথমখানির নাম 'শৃঙ্গাররসপদ্ধতি' (২১২৫), দ্বিতীয়খানির নাম 'শৃঙ্গারতিলক' (২৩৮৬)। প্রথমখানি ১২৪৮ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত সংস্করণের প্রতিলিপি; দ্বিতীয়খানির মুদ্রণের তারিখ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই, তবে যে ছাপাখানায় উহা মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'ভবসিঙ্গ যন্ত্র'। ইহাদের মুদ্রণের উপরিলিখিত বিবরণ পুথির শেষে পাওয়া যায়।[২] তৃতীয় পুথির নাম 'পাণ্ডবগীতা' (১৯৬১)। এই পুথির শেষে ইহার মুদ্রণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

'ইতি পঞ্জীকা মাধুরী যন্ত্রে ১০০০ গীতা প্রকাশীতা। ইতি পাণ্ডবগীতা শোমাপ্ত। তারিখ ৭ ভাদ্র মঙ্গলবারে।'

১। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক।' এই প্রসঙ্গে বঙ্গাক্ষরে লিখিত উড়িয়া ভাষার দুই একখানি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। জগন্নাথ দাসের ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় ও দ্বাদশ স্কন্ধের (২৬৩) বঙ্গাক্ষরে লিখিত দুইখানি পুথি পরিষদে আছে। প্রথমখানির লিপিকাল—১১৯৫ সাল, দ্বিতীয়খানির ১২৬৯ সাল।

২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৯।২৫৮-৯।

পুথিগুলির মধ্যে সময়নির্দেশের জন্য বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত বিভিন্ন অব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গাব্দ বা সন, মল্লাব্দ (৩০৩চি[১]), মঘী সন (৮৬৬), ত্রিপুরাব্দ (১৫১, ১৭২) ও শকাব্দের ব্যবহার (২৩৭৭, ১৬৯, ১৫৭১, ২৬২০, ২৫, ৫৬৪) একাধিক পুথিতে দেখা যায়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে বঙ্গাব্দের ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বেশী। সাধারণতঃ মল্লাব্দ স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হওয়ায় কোন্‌টী মল্লাব্দ, কোন্‌টী বঙ্গাব্দ নির্ণয় করা কঠিন।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

কতকগুলি পুথির মালিক, লেখক বা পাঠকের নাম উল্লেখযোগ্য। রমণীর হস্ত-লিখিত দুই একখানি পুথির সন্ধান এই সংগ্রহের মধ্যে পাওয়া যায়। যথা, মুক্তকেশী বসুজায়া-লিখিত 'অন্নদামঙ্গল' (২৬৩৩), বনবিষ্ণুপুররাজ গোপালসিংহদেবের মহিষী ধ্বজামণি পট্টমহাদেবী-লিখিত 'প্রেমবিলাস' (২৬২)। রামায়ণের লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ডের দুইখানি পুথির (১৩৬, ১৩৭) মধ্যে একখানি মহারাণী আনন্দকুমারীর পিতা গোপালবাবুর বাটীতে লিখিত হইয়াছিল; আর একখানি (১৩৭) আনন্দকুমারীর নিজ পাঠার্থে লিখিত। এই গোপালবাবু ও গোপাল সিংহ অভিন্ন হইতে পারেন। গোপাল সিংহদেব অপরিচিত নহেন—তিনি ১২৭৩ সালে পরলোকগমন করেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণমঙ্গল নামক গ্রন্থের পুথি (১২৬৯) তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের পরিচয় প্রদান করে। বিষ্ণুপুরের চৈতন্যসিংহনামক আর এক রাজার একখানি পুথি পরিষৎসংগ্রহে আছে। চৈতন্যসিংহ ছিলেন ঐ পুথিখানির মালিক।

বিষয়

বিষয়ভেদে পুথিগুলির আলোচনা করিলে তেমন নূতন বিষয় কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করে না সত্য, তবে সুপরিচিত বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত গ্রন্থকারকৃত গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশের সন্ধান পাওয়া যায়। বস্তুতঃ বর্ণনীয় বিষয়গত বৈচিত্র্যের অভাব সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ বা তাহাদের বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া রচিত গ্রন্থ, বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্যখ্যাপনের উদ্দেশ্যে একাধিক কবির রচিত মঙ্গলকাব্য এবং বৈষ্ণব উপাসনা ও রাধাকৃষ্ণ এবং বৈষ্ণব মহাপুরুষদিগের লীলা বর্ণনাত্মক বৈষ্ণব সাহিত্য—এইগুলিই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একরূপ সর্বস্ব। ইহা ছাড়া আর যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য। পরিষদের সংগৃহীত বাংলা পুথিগুলিও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই প্রকৃতিরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

১। এই পুথির তারিখ রাজড়া সন ১১৩৫ সাল, মন্দারন সন ১২৩৬ সাল।

পরিষৎসংগৃহীত পুথিগুলির মধ্যে মাত্র দুই চারিখানিতে বিষয় হিসাবে কিছু কিছু নবীনত্ব পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে বীর কাশীশ্বরকৃত 'চোরচক্রবর্তী', মহানন্দ চক্রবর্তিকৃত 'রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা' এবং শিবরামঘোষকৃত 'কালিকামঙ্গল', এই তিনখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রথম ও তৃতীয়খানির বিস্তৃত বিবরণ ইতঃপূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে[১]। আশা করা যায়, দ্বিতীয়খানির বিবরণও এই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

চোরের রাজা চোর চক্রবর্তীর চৌর্যকীর্তির বর্ণনা প্রথম গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়। চোরের রীতিনীতি সম্বন্ধে সাধারণকে সচেতন করাই আলোচ্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য—চোরের প্রশংসা বা চৌর্যের উৎসাহদান ইহার কাম্য নহে। তাই গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন—

চৌরচক্রবর্তিকথা শুনিতে মোধুর।
জে কথা শুনিলে লোকে হয়ত চতুর॥

চম্পাবতীর রাজা নিজ রাজ্যে চুরি বন্ধ করার জন্য চোরদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিতেছিলেন। চোরচক্রবর্তী তাঁহাকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে চম্পাবতী পুরী লণ্ডভণ্ড করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া রাজাকে নিজ সংকল্পের কথা জানাইল। পরে রাজার সমস্ত সতর্কতা বিফল করিয়া চোরচক্রবর্তী নগরের ঘরে ঘরে চুরি আরম্ভ করিল। রাজা, কোটাল, কেহই তাহার হাতে নিস্তার পাইলেন না। অথচ শত চেষ্টায়ও চোর ধরা পড়িল না। অবশেষে চোর নিজেই ধরা দিল এবং পূর্বাপর সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। সকল কথা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে চোরের সহিত নিজকন্যা মালাবতীর বিবাহ দিলেন। চোরও কিছু জিনিষ আশ্রয়দাতা মালিকে দিয়া, অপহৃত সমস্ত জিনিষের বাকী অংশ মালিকদের ফিরাইয়া দিল। নাগরিকগণ তখন মুক্তকণ্ঠে চোরের প্রশংসা ও কোটালের নিন্দা করিতে লাগিল।

শিবরাম ঘোষের কালিকামঙ্গলে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসনের এক নব রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত সংস্করণগুলির উপাখ্যান হইতে আলোচ্য গ্রন্থের উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—পুত্তলিকাগুলির নামও ইহাতে পৃথক্। এই উপাখ্যান কবির স্বকপোলকল্পিত, না বাংলা দেশে প্রচলিত প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত, স্থির নিশ্চয় করা কঠিন। তবে ইহার মধ্যেই বত্রিশ সিংহাসনের বঙ্গীয় রূপ বজায় থাকা একেবারে অসম্ভব নহে। আর তাহা হইলে বত্রিশ সিংহাসনের ইতিহাসে ইহা এক নূতন আবিষ্কার। দুঃখের বিষয়, পুথিখানি অসম্পূর্ণ।

পাকুড়নিবাসী মহানন্দ চক্রবর্তী ১২৬৪ হইতে ১২৮০ বঙ্গাব্দের মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে নয়খানি গ্রন্থের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে। 'রেল ভ্রমণ বর্ণনা' গ্রন্থে মফঃস্বল হইতে রেলযোগে কলিকাতায় আগমনের একটি কৌতুকপূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বাংলা ব্যঙ্গরচনার ইতিহাসে আলোচ্য গ্রন্থের মূল্য অবিসংবাদিত। রেলপথপ্রবর্তনের সমসময়ে লিখিত এই বিবরণ কল্পনাপ্রসূত হইলেও ইহা নূতনবস্তুদর্শনে তৎকালীন সমাজের বিস্মিত মনোভাবের অকৃত্রিম চিত্র প্রকাশ করিতেছে সন্দেহ নাই।

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪৫।২১৫-২২১, সাহানা, পৌষালী সংখ্যা, ১৩৪৪।

অনেক দিনের আয়োজনের পর কলিকাতায় যাওয়া স্থির হইলে 'শুভ' চৈত্র মাসের বিংশ দিবসে—

দশ ঘণ্টা রাত্রিকালে ছাড়িয়া বসতি।
ইষ্টশানে শক্তিপীঠে করিল বসতি॥
ধ্যানযোগে বসিয়া থাকিল সর্বজনা।
একচিত্তে সবে করে বরের প্রার্থনা॥
বরপত্র পাইলে কামনা সাঙ্গ হয়।
ঘুচয়ে মনের সন্দ ধন্দ দূরে যায়॥
যেইরূপ ভক্তজন চিন্তে চারি ভিতে।
হেন কালে জয়ঘণ্টা বাজে আচম্বিতে॥
ঘণ্টারব শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া।
বরপত্র লইলাম প্রণামি সপিয়া॥
... ...
ইত্তমধ্যে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।
উত্তর দিকে মহাশব্দ শুনিতে পাইল॥
... ...
ভক্তের কারণ লইয়া শতেক আলয়।
অতিদ্রুত উপনীত আসিয়া তথায়॥
ভক্তগণ সবে উঠে জয় জয় দিয়া।
শিষ্যগণ যায় যত আয়োজন লয়া॥
কেহ কেহ আসি করে চরণ মর্দ্দন।
কেহ পদে তৈল দিয়া শান্তি করে শ্রম॥
কেহ যজ্ঞকাষ্ঠ আনি যোগায় ত্বরিতে।
কেহ শান্তিজল আনি রাখে কলসেতে॥
... ...
বৈদ্যবাটী ফরাসডাঙ্গা শ্রীরামপুর এড়ায়।
দশ ঘণ্টা সময়েতে গেলাম হাবড়ায়॥
পীঠস্থান মধ্যে গিয়া স্থকিত হইল।
যেন চণ্ডীমণ্ডপেতে প্রতিমা বসিল॥
চারি দিক্ হইতে ধাইল শিষ্যগণ।
একে একে ভক্তগণে করিলো মোচন।
বরপত্র হস্তে দিয়া লইল বিদাই।
গোলোকের সঙ্গে যেন গোলোকধামে যাই॥

এই প্রসঙ্গে একখানি আধুনিক পুস্তকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুস্তকখানির নাম ব্রাহ্মধর্ম্ম—ইহা দুই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রতি খণ্ডে ১৬টী করিয়া অধ্যায়। ইহার দুইখানি পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে (৯৪৩—৯৪৫)। গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রতি অধ্যায়ে বিভিন্ন

উপনিষৎ হইতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রুতিগুলির সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্যব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতি অধ্যায়ে বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থ হইতে গার্হস্থ্যধর্মোপযোগী শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। এ স্থলেও শ্লোকগুলির সংস্কৃত ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। সনাতনমার্গাবলম্বীদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই এই পুস্তকের একাধিক খণ্ড পুথির আকারে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

পৌরাণিক গ্রন্থ

পৌরাণিক গ্রন্থের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বন করিয়া রচিত গ্রন্থের আদরই বেশী। তাই অগণিত কবি মুখ্যতঃ এবং গৌণতঃ এইগুলিকে আশ্রয় করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অনুপলভ্যমান কতকগুলি উপাখ্যানও বাংলায় রচিত কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে যোগাদ্যার বন্দনা, যযাতির নরমেধ যজ্ঞ ও দণ্ডীপর্ব নামক প্রসিদ্ধ উপাখ্যানের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।১ কাশীরাম দাস (৭৯৫), রাজারাম দত্ত (২২৩৪, ৮২১), উমাকান্ত (৮২৪) ও কবি মহীন্দ্র বা মহেন্দ্র- (১৬২০, ৮২২, ৮২৩, ১২৪০) রচিত দণ্ডীপর্বের পুথি পরিষদে আছে। মহেন্দ্রের গ্রন্থে ও শ্রীযুক্ত আবদুল করিম-প্রণীত একখানি পুথির বিবরণে (বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১।২৩৩) উহাকে ভাগবতের অন্তর্গত বলা হইয়াছে।

পরিষৎসংগৃহীত রামায়ণের পুথির মধ্যে কুমুদানন্দ দত্তের রামের অশ্বমেধ (৫৬৩), কৈলাস বসুর অদ্ভুত রামায়ণ (৫৬৬), মহানন্দ চক্রবর্তীর রামায়ণ (আদি, বন ও উত্তরা খণ্ড), সীতাসুতের রামায়ণ (অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কাকাণ্ড) এবং হটু শর্মার রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড) অপূর্বপরিচিত।

কুমুদানন্দ দত্তের গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ,—অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য মুনিঋষিগণের উপদেশ, যজ্ঞীয় অশ্ব সংগ্রহের জন্য ভরত শত্রুঘ্ন প্রভৃতির চতুর্দিকে অন্বেষণ, অশ্বপ্রাপ্তি, রামচন্দ্রের যজ্ঞদীক্ষা, অশ্বের ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া এবং তাহার রক্ষার্থ সসৈন্য শত্রুঘ্নের তৎপশ্চাৎ যাত্রা, দেশদেশান্তরে ভ্রমণ, বাল্মীকির আশ্রমে লবকুশ কর্তৃক অশ্ববন্ধন, শত্রুঘ্নের সহিত লবকুশের যুদ্ধ ও শত্রুঘ্নের মৃত্যু, খবর শুনিয়া অযোধ্যায় রামপ্রভৃতির শোক, ভরতের যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও মৃত্যু, লক্ষ্মণের যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধ ও মৃত্যু, রামের শোক ও দেহত্যাগের সঙ্কল্প, হনুমান্ দ্বারা সুগ্রীব ও বিভীষণকে আনয়ন, বানর, রাক্ষস ও মানুষ সৈন্য সহ রামের যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত ভ্রাতৃগণ দর্শনে রামের শোক, লবকুশের সহিত যুদ্ধ, রামের মৃত্যু, হনুমান্, সুগ্রীব ও বিভীষণের বন্ধন, যুদ্ধ জয় করিয়া লব কুশের মাতৃসমীপে গমন, সীতার শোক ও বিলাপ, দেহত্যাগার্থ সকলের

১। রামায়ণের অন্তর্গত না হইলেও 'বাগদির ব্রাহ্মণ' 'দ্বিজ ভূতনাথের' 'বঞ্চিত রায়ের পালা' (২৫২২) নামক গ্রন্থের উল্লেখ এ স্থানে করা যাইতে পারে। ইহার বর্ণনীয় বিষয় যোগাদ্যার বন্দনার অনুরূপ—কেবল শাঁখারির স্থলে বঞ্চিত রায়ের কথা বলা হইয়াছে, এই পার্থক্য।

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশোদ্যোগ, বাল্মীকি কর্ত্তৃক সান্ত্বনা, ইন্দ্রের অমৃতবর্ষণ, সকলের জীবনপ্রাপ্তি, অশ্ব লইয়া রাম প্রভৃতির অযোধ্যায় গমন, যজ্ঞসমাপ্তি, লবকুশ কর্ত্তৃক রামায়ণ গান, সীতার পাতালপ্রবেশ।

১২৭৪-১২৮০ এই কয় বৎসরে মহানন্দ চক্রবর্ত্তী রামায়ণ রচনা শেষ করেন। ১২৭৪ সনের ফাল্গুনে আদিকাণ্ডের আরম্ভ, ১২৭৫ সনের শ্রাবণে সমাপ্তি; কার্তিকের শেষে অযোধ্যাকাণ্ড ও অরণ্যকাণ্ডের সমাপ্তি, ১২৮০ সনের কোজাগরী পূর্ণিমার দিন এক বৎসরের প্রযত্নের ফলে উত্তরাকাণ্ডের রচনা সমাপ্ত হয়।[১]

মল্লরাজ গোপালসিংহ ও চৈতসিংহের সমসাময়িক সীতাসুত বোধ হয় তাঁহাদেরই আদেশে ও উৎসাহে রামায়ণ রচনা করেন।[২]

সীতাসুত-রচিত রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা, অরণ্য ও লঙ্কাকাণ্ডের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে (চি ৩০৩,৩০৪, ৩০৮)। এই পুথিগুলির মূল মালিক গুরুচরণ দাস কর্মকার। পূর্বরাঢ়ের বালিট্টাগ্রামবাসী দর্পনারায়ণ দাস মজুমদার সাত টাকা পারিশ্রমিকে গুরুচরণকে চারি কাণ্ড

১। ফাল্গুনে আরম্ভ শ্রাবণের অর্ধগতে।
বিরচিল আদিকাণ্ড এ পঞ্চ মাসেতে।
অযোধ্যাকাণ্ডের কথা রচিল বিস্তারি।
কার্তিকের অর্ধগতে সমাপন করি।
ইতি সনে পক্ষ শশি সিন্ধুযুক্ত বাণ।
কর্কট অর্ধেক রবির ভৃগু অধিষ্ঠান।
তৃতীয় প্রহরকাল তিথি তায় বেদ।—আদিখণ্ডের পুথি (১৯৬২)
সনে শশি পক্ষ সিন্ধুবাণ যুক্ত।
... ...
বারেতে ভার্গব গোপিকা মাধবরস রাস পূজানিশি।—বনখণ্ডের পুথি (১৯৬৩)
ইতি সন বার শত সাল মিলে আশী।
আশ্বিন কোজাগর পূর্ণমাসী।
সমাপ্ত হৈল বেলা তৃতীয় প্রহর।
... ...
বিরচিল বচ্ছরেকে অবকাশমতে—উত্তরাখণ্ডের পুথি (১৯৬৪)

২। গোতম তন্ত্রের কথা সীতাসুত কয়।
মহারাজা মল্লাবলীনাথের জয় জয়।—অরণ্যকাণ্ড, পত্র৩
বাল্মীকি আদেশ দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজা গোপালসিংহনাথের জয় জয়।—ঐ, পত্র ৪২
দ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকপুরাণ।
মহারাজা চৈতসিংহের জয় কর রাম।—লঙ্কাকাণ্ড, পত্র১৪০
বাল্মীকপুরাণ দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজা মল্লাবনীনাথের জয় জয়।—ঐ, পত্র ২০৩

রামায়ণ লিখিয়া দেন। পুস্তক সাঙ্গ হইলে গুরুচরণ বস্ত্র ও যোয়া দিবেন প্রতিশ্রুতি দেন। (লঙ্কাকাণ্ডের পুথির শেষ দ্রষ্টব্য)।

পূর্বপরিচিত কবিদের রচিত গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণের একখানি সম্পূর্ণ পুথি (২৫৭৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসের সমগ্র রামায়ণের সম্পূর্ণ পুথি নিতান্ত দুর্লভ বলিয়া এ পুথিখানি বিশেষ মূল্যবান্। সমগ্র রামায়ণের আর একখানি পুথিও (১৯১৭) অবশ্য পরিষদের পুথিশালায় আছে। তবে তাহা তিন চারি স্থলে কিছু কিছু খণ্ডিত। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুদ্রিত সংস্করণে অপ্রকাশিত কৃত্তিবাসের নামে প্রচারিত সাত কাণ্ডের বন্দনা (১০৪৫-৭), যোগাদ্যার বন্দনা (১৬০-৩, ১০৪৯-৫৪), আদিকাণ্ডে যজ্ঞরক্ষা ও যযাতির পালা (২৫০৭, ২২, ১৫৯, ৯০৯, ১৬২৩, ২৩২৬, ৭০চি), অরণ্যকাণ্ডে শিবরামের যুদ্ধ (১৫৮, ১০৩২, ১০৬৩, ২১৬২, ২২৮০, ১০৬২) ও লঙ্কাকাণ্ডে বজ্রপাতবধ (২১৭১) প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বজ্রপাতবধের উপাখ্যানটী অপরিচিত বলিয়া মনে হয়। ইহার বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—রাবণের ভাগিনেয় লঙ্কার দক্ষিণস্থ দেশের রাজা বজ্রপাত নারদের মুখে রাবণবধবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সীতা সহ রামলক্ষ্মণকে লঙ্কা হইতে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। পরে হনুমান্ তাহাকে বধ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে উদ্ধার করিয়া আনেন।

রামপ্রসাদের রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডের একখানি পুথিতে (১৭৮৩) গ্রন্থরচনার ইতিহাস-বর্ণন প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, রামপ্রসাদ পিত্রাদেশে এই কার্যে প্রবৃত্ত হন। পিতা জগৎরাম অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম কাণ্ড মিলাইয়া রামায়ণ রচনা করেন—

সীতারাম লীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত অধ্যাত্মমত একত্র করিয়া জুত
রচিলা বিবিধ রসধাম। (১খ)

লঙ্কাকাণ্ডের আর একখানি পুথিতে (৫৬৫) কিন্তু ভণিতায় রচয়িতা-হিসাবে জগৎরামের নামই পাওয়া যায় :

জগৎরাম লঙ্কাকাণ্ড গায় গীত।
অদ্ভুতঅধ্যাত্মমত করিঞা সঞ্চিত। (২৫ক)

মহাভারতের পুথির মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের ভীষ্মপর্ব (৭৮৭, ৭৮৮), কৃষ্ণরামের জৈমিনিভারত (৭৮৫) ও অশ্বমেধপর্ব (৭৯২), গোবর্ধনের গদাপর্ব (২৫৭২), রাজীব সেনের উদ্যোগপর্ব (৭৯৩), রাম সরস্বতীর সভাপর্ব (১২৪৭, ১২৪৮), অকিঞ্চন দাসের সৌপ্তিকপর্ব (২৪৭০), হরিদাসের জৈমিনিভারত (২২৩৫), কুমুদ দত্তের যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ (৭৯০, ৭৯১), পঞ্চানন্দের দাতা কর্ণের পালা (৯১৯), রমানাথ রায়ের সাবিত্রীর পালা (৮১৪-৫) ও রাম-নারায়ণের নলরাজার প্রসঙ্গ অপূর্বপরিচিত। পূর্বপরিচিত কবিদের কাব্যের অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত অংশের পুথির মধ্যে কাশীরাম দাসের পাণ্ডবমিলন (২৫১৮), যানপর্ব (৬০২), বৃহৎ-

দ্রোণপর্ব (২৩১৩), স্বপ্নপর্ব (৬০৪), অনুশৌচিকপর্ব (৭৪২), অনুশান্তিপর্ব (১১৫৮) ও অভিষেকপর্ব (৬০৩) উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত কুন্তী ও পাণ্ডবগণের প্রথম মিলন ও পরিচয় 'পাণ্ডবমিলনে' বর্ণিত হইয়াছে। মৌষল পর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের উপাখ্যানের সংমিশ্রণে যানপর্বের সৃষ্টি। শুকপরীক্ষিৎসংবাদরূপে বৃহৎ দ্রোণপর্ব রচিত হইয়াছে। দশম স্কন্ধের অমৃতসমান কাহিনী শ্রবণের পর পরীক্ষিৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শুকদেব দুর্যোধনাদির যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করিতেছেন, এইরূপে এই পর্বের সূচনা। 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' যুধিষ্ঠিরের এই ঘোষণার বিবরণের দ্বারা গ্রন্থ শেষ করা হইয়াছে। নিদ্রাকালে দৃষ্ট দুঃস্বপ্নের ফল কীর্তন করিয়া ও অন্যান্য বহু সদুপদেশ দিয়া রাণী ভানুমতী রাজা দুর্যোধনকে কৃষ্ণ ভজনা করিবার ও পাণ্ডবপক্ষের সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ দিতেছেন—ইহাই স্বপ্নপর্বের বর্ণনীয় বিষয়। ঋষিগণের নিকট যুধিষ্ঠিরের জ্ঞাতিহত্যাজনিত অনুশোচনা অনুশৌচিকপর্বে বর্ণিত হইয়াছে। অনুশান্তিপর্বের বর্ণনীয় বিষয়—যুদ্ধে স্বজনবিনাশে যুধিষ্ঠিরের শোক এবং কৃষ্ণ ও ব্যাসকর্তৃক তাঁহার সান্ত্বনা। যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের বর্ণনা অভিষেকপর্বের উপজীব্য। মহাভারতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 'নৈষধচরিত' গ্রন্থের (৭৮৬) সূচনা কৌতুকাবহ। এই গ্রন্থের মতে যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বৃহদ্বল মহামুনি নলের উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

ভাগবতের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত গ্রন্থের পুথির মধ্যে অভিরাম দাসের গোবিন্দ-বিজয় (১২১৩-৪, ১৬২৬),[১] উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল (৮৬৭), কংসারি বা শ্রীকৃষ্ণ মিত্রের প্রহ্লাদচরিত্র (১২৬১, ২৫৯১), কবিশেখরের সম্পূর্ণ গোপালবিজয় (১২৯০), কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল (৮৬৬), গঙ্গারাম দত্তের উষাহরণ (৯৩৮, ১২৩৮), গদাধর দাসের রাসপঞ্চাধ্যায় (২৮৮) ও সুদামার দারিদ্র্যভঞ্জন (৯১৬), মহারাজা গোলাপ সিংহের রাধাকৃষ্ণ-মঙ্গল (১২৬৯),[২] জয়নারায়ণের কৃষ্ণবিলাস (১২৭০), দ্বৈপায়ন দাসের প্রহ্লাদচরিত্র (১২৬০), বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত (৩৫৯)',[৩] রমানাথের কৃষ্ণবিজয় (১২৯৩)[৪] ও কৈলাস বসুর মহাভাগবতপুরাণ (৭৯৯-৮০১) উল্লেখযোগ্য। গঙ্গারাম দত্ত ভাগবত ও হরিবংশ অবলম্বন করিয়া উষাহরণ রচনা করেন :

ভাগবত হরিবংশ ঐক্যতা করিয়া।
গঙ্গারাম দত্ত ভণে বাণী সঙরিয়া। (৭ক)

১। বিশেষ বিবরণ—সুকুমার সেন-কৃত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পৃঃ ৫৬০-৩। ১২১৪ পুথিখানির ২২৪থ পৃষ্ঠার পর হইতে গুণরাজ খানের রচনা—ইহা লিপিকর স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন : 'ইতি শ্রী অভিরামের কৃত কথক পুস্তক ছিল তাহা সমাপ্ত পাইলাম না। অতএব গুণরাজ খানের কৃত পুস্তক লইএগ শেষে সাঙ্গ করিলাম। ইহাতে কেহ দোষ লইবেন না।'

২। বিশেষ বিবরণ—সুকুমার সেন, পৃঃ ৭০২-৩।

৩। বিশেষ বিবরণ—ঐ, ৭০০-২।

৪। বিশেষ বিবরণ—ঐ, ৭০৩-৪।

গ্রন্থ রচনার তারিখ ১৬৯২ শকাব্দ :—

ভুজ অঙ্ক ঋতু ব্রহ্ম শকে উপনীত।
এই কালে এই পুথি হইল রচিত। (৪০খ)

মহাভাগবতপুরাণের (৭৯৯)[১] শেষে গ্রন্থকারের বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকার মেদিনীপুরবাসী। গ্রন্থসমাপ্তির তারিখ :—

পূর্ব সমুদ্রের গর্ভে শশির গমন।
পশ্চিম জলধিপৃষ্ঠে শোভে বিন্দু গিরি।
দক্ষিণাস্যে বুদ্ধিমান্ বুঝিবে বিচারি
শকের নির্ণয় এই বৎসরান্ত মাসে।

অন্যান্য পুরাণের মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার উপাখ্যান অবলম্বনে বিভিন্ন গ্রন্থ বিভিন্ন নামে রচিত হইয়াছে। কালিকাপুরাণ বা কালিকামঙ্গল (১৭৭৮), দেবীমাহাত্ম্য (১৯০৪, ২৫০৫), কালিকাবিলাস (১৩৯৭, দুর্গামঙ্গল (৮০৫, ১৪১৭), দেবীমঙ্গল (২৪৫১) প্রভৃতি নামে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। তবে এই উপাখ্যানের সঙ্গে কোন কোন গ্রন্থে শুম্ভ নিশুম্ভের জন্ম, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয়ে পুনর্জন্ম, শিবগৌরীর বিবাহ, দেবীর হিমালয়ে আগমন প্রভৃতি উপাখ্যানও দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকাপুরাণ নামক গ্রন্থে (৯০৬) গৌরীর বিবাহ হইতে গণেশের জন্ম পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দুর্গাপুরাণে (৮০৬) দুর্গার হিমালয়ে আগমন ও পূজা লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ত্রিলোচন দাসের কল্কিপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বাংলা কাব্যগুলির অন্যতম আশ্রয় ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের জন্মখণ্ড। রামপ্রসাদ রায়ের কৃষ্ণলীলামৃতসিন্ধু (১৩৪৯) গ্রন্থে এ কথা স্পষ্টতই স্বীকৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত মধ্যে জন্মখণ্ড মত।
রচনা করিএ গ্রন্থ কৃষ্ণলীলামৃত।

মুকুন্দ ভারতী-রচিত ব্রহ্মপুরাণে (২৮৯, ২৩৩২) শ্রীক্ষেত্র ও জগন্নাথের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

সংস্কৃতমূলক পুরাণাতিরিক্ত গ্রন্থ

বিভিন্ন পুরাণ অবলম্বনে রচিত নানা গ্রন্থ ব্যতীত এমন কিছু কিছু গ্রন্থও প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়, যেগুলির অবলম্বন পুরাণাতিরিক্ত সংস্কৃত গ্রন্থ। বস্তুতঃ সংস্কৃত প্রায় সকল শাস্ত্রের পুস্তকই বাংলায় পাওয়া যায়।[২] অবশ্য ইহাদের অধিকাংশই কেবলমাত্র প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী। এই সকল পুস্তকের মধ্যে পরিষদের পুথিশালায় স্মৃতি, আয়ুর্বেদ,

১। ইহার বর্ণনীয় বিষয়—শিবের বিবাহ, কার্তিকেয়োৎপত্তি, তারকাসুরবধ, রাবণবধ প্রভৃতি।
২। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৩৯। ২৪৯-৫৯।

দর্শন, জ্যোতিষ, কামশাস্ত্র ও কাব্যের পুথি কিছু কিছু পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিদগ্ধমাধব, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, গোবিন্দলীলামৃত, চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুক্তাচরিত্র প্রভৃতি পুস্তকের বাংলা অনুবাদের পুথিও এখানে আছে। গীতগোবিন্দ ও হংসদূতের একাধিক অনুবাদের প্রচুর পুথি এই দুইখানি পুস্তকের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

মঙ্গলকাব্য

বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক মঙ্গলকাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। পরিষদের মঙ্গলকাব্যের পুথির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানির নাম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

দ্বিজ নিধিরাম গাঙ্গুলী, কবিচন্দ্র ও দ্বিজ রূপরামের অনাদিমঙ্গল, দ্বিজ কবিচন্দ্রের কপিলামঙ্গল, ধনঞ্জয়ের কমলামঙ্গল, কবিচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, কৃষ্ণরামের ও নিধিরাম কাব্যরত্নের কালিকামঙ্গল, হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গল, মাধবাচার্যের সারদামঙ্গল, শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্র ও রূপরামের ধর্মমঙ্গল, দ্বিজ মুকুন্দের জগন্নাথমঙ্গল, দ্বিজ বাণেশ্বর, কবিবল্লভ, রসিকানন্দ ও সীতারাম দাসের মনসামঙ্গল, কৃষ্ণরাম ও রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল, রামচরণের বটুয়মঙ্গল, রামেশ্বর ঘোষ, শম্ভুসুত ও কবিবল্লভের শীতলামঙ্গল, বীরেশ্বরের সরস্বতীমঙ্গল ও দ্বিজ কবিচন্দ্রের শিবায়ন। ইহাদের মধ্যে কপিলামঙ্গলের বিষয়বস্তু গোপ্রশংসা, দেবগণের গোপূজা ও স্বর্গ হইতে কপিলা গাভীর মর্ত্যে আগমনবৃত্তান্ত। কমলামঙ্গলে লক্ষ্মীর উৎপত্তি, চরিত্র ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। জগন্নাথের উৎপত্তি ও মহিমার বিবরণ লইয়া জগন্নাথমঙ্গল বিরচিত। বটুয়মঙ্গলে শিবপুত্র বটুকের মাহাত্ম্যসূচক উপাখ্যানের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। শীতলামঙ্গলের বিষয়—বিভিন্ন স্থানে বসন্ত রোগের বিস্তার, শীতলা কর্তৃক তাহার দূরীকরণ ও নিজ মহিমা প্রচার। সরস্বতীর মহিমাবর্ণন প্রসঙ্গে সরস্বতীর বরপুত্র বররুচি, কালিদাস প্রভৃতির উপাখ্যানবর্ণন সরস্বতীমঙ্গলের উপজীব্য।

নাটক

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটকের স্বল্পতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরিষদের পুথিশালায় মাত্র চারিখানি নাটকের পুথি আছে—বিদ্যাবিলাপ নাটক, মহাভারত গীতিনাট্য, রামচরিত গীতিনাট্য ও মাধবানলকামকন্দলা। পুথিগুলি নেওয়ারী অক্ষরে লিখিত ও নেপাল হইতে সংগৃহীত। 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' এই নামে পুথিগুলি সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের দিক্ দিয়া নাটকগুলির মূল্য অবিসংবাদিত।

মুসলমানী বাংলা

'মুসলমানী বাংলায়' নাতিস্বল্প সাহিত্য বাংলায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার কিছু অংশ ছাপাখানার মারফত জনসাধারণের সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিলেও আধুনিক হিন্দু বা মুসলমান সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি এ দিকে তেমন আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই সকল 'মুসলমানী কেতাব' যে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বহুল প্রচলিত, তাহার প্রমাণ—একাধিক কেতাবের একাধিক সংস্করণ প্রকাশ। এই সকল মুদ্রিত কেতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহাদের পত্রবিন্যাসরীতি; আরবী পারসী পুস্তকের মত এগুলির পত্রসমূহ দক্ষিণ হইতে বাম দিকে সাজান।

'মুসলমানী বাংলার' কয়েকখানি পুথি পরিষদের পুথিশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। একখানি ছাড়া ইহাদের সকলগুলিই অন্যান্য সাধারণ পুথির মত—বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বর্ণনীয় বিষয় মুসলমান ঐতিহ্য ও গ্রন্থকার মুসলমান[১]। একখানি পুথির লিপিকর ও ক্রেতা উভয়েই হিন্দু। এই পুথিখানির নাম—আবুসামার পুথি। রচয়িতার নাম—জয়নাল আবেদিন। লিপিকর—যজ্ঞেশ্বর দাস পাল সরকার, 'সাকিন রণডাঙ্গা, পরগণে জাহানাবাদ, জেলা মেদিনীপুর।' ক্রেতা কার্ত্তিক মণ্ডল। সন ১২১৯ সালে রচিত বা লিপীকৃত 'লালমোহনের কেচ্ছা'র পুথিখানি আধুনিক পুস্তকাকারে বাঁধা এবং ইহা পড়িতে হয় বাম হইতে দক্ষিণ দিকে।

বিবিধ

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন বাংলায় শব্দশাস্ত্রবিষয়ক কোনও গ্রন্থই পাওয়া যায় না। আধুনিক ধরণের একখানি বাংলা অভিধানের জীর্ণ পুথিই এ বিষয়ে পরিষদের পুথিশালার একমাত্র সম্পত্তি। পুথিখানিতে নকলের তারিখ, গ্রন্থকারের নাম বা রচনার সময় কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাতে পুথির মালিক ও লেখকের নাম এইরূপ ভাবে দেওয়া হইয়াছে :

> এই অভিধানের অধিকারি...গজনহার আহম্মদ খোন্দকার সাং হ...জপুর পরগণে বালিয়া। সঅক্ষরমিদং শ্রীমথুরামোহন দাস সাং বাজলা। পরগনে জীঃ বালিয়া।

অভিধানখানি পূর্ব্ববঙ্গে রচিত বলিয়া মনে হয়। বিশেষভাবে আলোচনা করিলে বাংলা অভিধানের ইতিহাসে ইহার স্থান নির্ণয় করা সম্ভবপর হইতে পারে।

শব্দশাস্ত্রের ন্যায় দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। দশ উল্লাসে সমাপ্ত আত্মবোধ (২১২১) নামক গ্রন্থে কিছু কিছু দার্শনিক কথা আছে। গ্রন্থখানি

১। এইরূপ কয়েক জন প্রাচীন গ্রন্থকারের পরিচয় ও তাঁহাদের গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ ডক্টর এনামুল হক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—৪১।৩৮-৫৪, ৪৩।৯৩-১০৯, ১৪২-৬০)।

কথাচ্ছলে লিখিত। ইহাতে সুমতি কুমতি, এই দুই স্ত্রীর বিরোধ, তাহাদের কলহ ভঞ্জন ও সুমতি কুমতির সন্তানাদির গুণ দোষ প্রভৃতি বিষয় বর্ণন প্রসঙ্গে কিছু কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন বাংলার উপাখ্যানগুলি প্রধানতঃ দেবতার মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। তবে স্বতন্ত্র উপাখ্যান বিরল হইলেও অজ্ঞাত নহে। এইরূপ উপাখ্যানের মধ্যে হুকুম পীরের কবি শঙ্করের রচিত 'ফেন্তারার পালা' (১৭৭৩) উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—ফেন্তারার কন্যা রাউতি বাপ ভাইকে মারিয়া সাধু মদনের অনুগমন করে। রাজবাড়ীতে মালিনী মদনকে দিনে গাড়র ও রাত্রিতে মানুষ করিয়া রাখে। ছদ্মবেশে রাজার জামাই হইয়া রাউতি তাহাকে উদ্ধার করে।

পরিশিষ্ট

মূল প্রবন্ধে যথাস্থানে অনুল্লিখিত আর কয়েকখানি পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইতেছে :

পৌরাণিক গ্রন্থ

গুণরাজ খানের শ্রীধর্ম্ম ইতিহাস বা কথা ইতিহাস গ্রন্থে (২১৭৮) প্রথমে যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা হইতে আরম্ভ করিয়া বনবাস পর্যন্ত বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে দুর্বাসার পারণ, যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পতিব্রতার উপাখ্যান, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ও তাহার ফল, পিতামাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য, কলির প্রভাব ও অজামিলের উপাখ্যান বর্ণন। অবশেষে "কোন পুণ্য কর্ম্ম করিলাম না" বলিয়া যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রদর্শন। নানা উপদেশ প্রদান ও রামায়ণের কাহিনী বর্ণনা।

হরেকৃষ্ণ দাসের বাল্মীকপুরাণে (১৭৮১) বাল্মীকির পূর্ব ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে বাল্মীকির পূর্বনাম বৃন্দা দৈত্য।

মঙ্গলকাব্য

রামাই বা রাম পণ্ডিতের অনিলপুরাণ (২৫৬৫) শূন্যপুরাণ হইতে স্বতন্ত্র। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুরের উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। দয়ারাম দাসের ধুনা কুটার পালা (২৩৪৯) সরস্বতীর মাহাত্ম্যবর্ণনাত্মক কাব্য। দয়ারামের নামযুক্ত সারদামঙ্গল বা সারদাচরিতের উপাখ্যানের[১] সহিত এই গ্রন্থের উপাখ্যানের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ইহার বর্ণনীয় বিষয়

১। শ্রীসুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৯১৮-২০।

এইরূপ—সুবাহু রাজা তাঁহার একমাত্র পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পুরোহিতের নিকট অর্পণ করেন। পুরোহিত দ্বাদশ বৎসর সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও রাজপুত্রের বিদ্যাশিক্ষায় কৃতকার্য হইতে না পারিয়া রাজাকে জানাইলেন—রাজাও গুণহীন পুত্রকে বধ করিবার জন্য কোটালকে আদেশ দিলেন। কোটাল রাজপুত্রকে ছাড়িয়া দিলে রাজপুত্র বনে পলায়ন করিলেন। এই সময় সরস্বতী এক বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। কিছু কাল পরে 'বৈদের দেশের রাজার বিদ্যালয়ে পড়িলে তোমার বিদ্যালাভ হইবে' এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হন। দেবীর উপদেশানুসারে রাজপুত্র সেখানে গেলে বৈদের দেশের পঞ্চ রাজকন্যা তাঁহাকে পাঠশালা ঝাঁটপাট করা ও ধুনা দেওয়ার কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তাই রাজপুত্রের নাম হইল 'ধুনাকুটা'। পরে সরস্বতী পূজার দিন রাত্রিতে রাজপুত্র দেবীর দর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার বরে অশেষ বিদ্যার অধিকারী হইলেন। অবশেষে তিনি পঞ্চ রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

বৈষ্ণব

পদাবলী, চরিতকাব্য, অনুবাদগ্রন্থ, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থের পুথি পরিষদের পুথিশালায় আছে। আপাতদৃষ্টিতে কতকগুলি গ্রন্থকে দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণ-ভক্তির মাহাত্ম্যবর্ণনই এগুলির উপজীব্য বিষয়। এ জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির নাম করা যাইতে পারে :—

অক্ষরচৌতিশা (১৫৫৪-৫), সংসারতরণতত্ত্ব (৯১১), গোপীবল্লভদাসের জ্ঞানচৌতিশা (২১৪৬), প্রেমানন্দের জ্ঞানচন্দ্রিকা (২১৪৫)। শিবরহস্যাগমে (৯১৭) গৌরীর প্রশ্নের উত্তরে শিবকর্তৃক কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বিবিধ

মদনের পালা (৯৩৪) গ্রন্থে সায়েস্তা খাঁর সমকালীন মদন রায় নামক জমিদারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তিন বৎসরের খাজনা বাকী পড়ায় নবাবের পাইক জমিদারকে ধরিতে আসে। তখন এক মুসলমান কর্মচারীর পরামর্শে মদন রায় মবারক গাজীর শরণাপন্ন হন। গাজীর মধ্যস্থতায় মদন রায় নবাবের শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। গাজী নবাবের সহিত দেখা করিয়া মদন রায়কে ছাড়িয়া দিতে বলেন এবং নবাবও প্রাপ্য রাজস্ব ক্রমশ দিবার আদেশ দিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কমলাকান্তরচিত মদনমোহনের পালা (৯৩২) কিন্তু মদনমোহন ঠাকুরের মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন ঠাকুর—কলিকাতাবাসী গোকুল মিত্রের বাটীতে আসার ফলে বিষ্ণুপুর ও বিষ্ণুপুররাজ-

মল্লবংশের দুরবস্থার বর্ণনা এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। একখানি খণ্ডিত পুথিতে (১৫৫৩) জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনীর ক্ষুদ্র অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। লেখাপড়ার আর্য্যা (২৩৫১) লেখাপড়া শিক্ষা বিষয়ে উপদেশাত্মক কয়েকটি কবিতা। যথা—

একমন হয়া বৈস অন্ত কথা ছাড়।
ঠিক সোজা হয়া বৈস জেন বাঁকে নাঞি ঘাড়॥
ঘাড় বাঁকিলে অক্ষর হইবেক বাঁকা।
ইহা বুঝিতে নারে তারে বলি বোকা॥
মজলিসমাফিক বৈস লিখিবে অক্ষর।
একার ঐকার মাত্রা সমতুল্য কর॥
সজা পাতি লিখিবে বাঁকিয়া নাঞি জায়।
কালি কলম কাগজ সমান চাই তায়॥

বৈদ্য কমল সেন ও শুভঙ্কর ভৃগুরাম-রচিত ছত্রিশ কারখানা গ্রন্থে (২৫৯৬) তোষাখানা, পিলখানা, বারুদখানা প্রভৃতি ৩৬টি 'খানা'-অন্ত শব্দের অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে; যেমন, 'পিলখানা বলি তারে যথা হস্তী থাকে।' ইহা পদ্যময় সংস্কৃত অভিধানের ক্ষুদ্র বাংলা রূপ হিসাবে কৌতূককর ও মূল্যবান্।

অঙ্কপুস্তকের অধিকাংশই শুভঙ্করের আর্যার সংগ্রহমাত্র। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণচরণের অঙ্কপুস্তক (৯৪০) উল্লেখযোগ্য। ইহাতে শুভঙ্করের ধরণে কতকগুলি আর্যা পাওয়া যায়। কৃষ্ণচরণ বহু স্থানে শুভঙ্করের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

হইয়া অতি ভক্তিযুত বন্দিব মহেশস্থুত লম্বোদর দেবতাপূজিত।
তদন্তরে শুভঙ্কর বন্দিয়া মস্তকপর রচি ভাষা মহন সঙ্গীত॥—(প্রারম্ভ)
শুভঙ্কর ভাবি মনে শ্রীকৃষ্ণচরণ ভণে (পত্র ৩, ৪)।*

* পরিষদের বাংলা পুথি সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ রচনার উপকরণ সংগ্রহে আমি পরিষদের পুথিশালার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সূচী

—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—

(মূল্যতালিকা : পরিষদের সদস্য ও সাধারণের পক্ষে)

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন (৩য় সং যন্ত্রস্থ)
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত

ন্যায়দর্শন—বাৎস্যায়ন ভাষ্য
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ ৩॥০, ৮॥০

চণ্ডীদাস-পদাবলী, ১ম খণ্ড
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ২॥০, ৩৲

শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী, নবসংস্করণ
সম্পাদক শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ ৩॥০, ৪॥০

সংবাদপত্রে সেকালের কথা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত
১ম খণ্ড (পরিবর্দ্ধিত ২য় সং) ৩৷০, ৪॥০
২য় খণ্ড— ৩৲, ৩॥০
৩য় খণ্ড— ২॥০, ৩৷০

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (২য় সং)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲, ২॥০

বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-৬৭)
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৲

লেখমালানুক্রমণী
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥০, ৸০

মহাভারত (আদিপর্ব্ব)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ২৲, ৩৲

কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ১৲, ১৷০

রসকদম্ব—কবিবল্লভ-রচিত
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৲, ১॥০

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ অনূদিত ১৲, ১॥০

অনাদি-মঙ্গল
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ১॥০, ২৲

নেপালে বাংলা নাটক
শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৲, ১৷০

হরপ্রসাদ সংবর্দ্ধন লেখমালা, ২ খণ্ডে
শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ৪৲, ৫৲

Hand-book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parished
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৲, ৬৲

উদ্ভিদ্ জ্ঞান (২ খণ্ডে)
গিরিশচন্দ্র বসু ১॥০, ২৷০

কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন
শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও অটলবিহারী ঘোষ সম্পাদিত ৸০, ১৲

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল
শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ১৲, ১॥০

গোরক্ষ-বিজয়
শ্রীআবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত ॥০, ৸০

সংস্কৃত পুথির বিবরণ
শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত ৫৲, ৬৷০

আলালের ঘরের দুলাল
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস সম্পাদিত ১॥০

কালীপ্রসন্ন সিংহ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামনারায়ণ তর্করত্ন
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামরাম বসু
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।০

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৪৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা
১৩৪৮

সেকালের সংস্কৃত কলেজ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাকরণ—পাণিনি-শ্রেণী

১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাসে কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হয়। সংস্কৃত কলেজে প্রথমে ব্যাকরণের দুইটি শ্রেণী ছিল ; একটি—পাণিনি, অপরটি—মুগ্ধবোধ।

গোবিন্দরাম উপাধ্যায়

পাণিনি-শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন—গোবিন্দরাম উপাধ্যায় ; তাঁহার বেতন ছিল ৪০৲। তিনি ছাত্রগণকে ভট্টোজী দীক্ষিত-কৃত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' পড়াইতেন। সংস্কৃত কলেজে পাণিনি-শ্রেণী তিন বৎসর—১৮২৭ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। গোবিন্দরাম ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য কাশী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৭ সনের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেতন (তৎকালে ৮০৲) লইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরীর একখানি পত্রে প্রকাশ :—

> ...Kaumudi Class...As the Pundit of the class has been compelled by ill-health to resign his situation and return to Benares it is 'vorth while to replace him and the abolition of the class will leave about 100 Rs. a month available for any other object.*

ব্যাকরণ—মুগ্ধবোধ-শ্রেণী

প্রথম শ্রেণী—

হরনাথ তর্কভূষণ

সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে হরনাথ তর্কভূষণ মাসিক ৪০৲ বেতনে ব্যাকরণ-শ্রেণীর প্রথম পণ্ডিত নিযুক্ত হন। নামে প্রথম ব্যাকরণ-শ্রেণী

* Letter dated 7 Feb. 1828 from W. Price, Secretary, Calcutta Government Sanscrit College, to the Sub-Committee of the Hindu College.

হইলেও এই শ্রেণীতে তখন ভট্টিকাব্য ও অমরকোষের অংশবিশেষ পড়ান হইত। হরনাথ সংস্কৃত কলেজের সহিত প্রায় ২০ বৎসর সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৪৩ সনের মাঝামাঝি তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি কাশীবাস করিতে থাকেন। তথা হইতে পর-বৎসরের মাঝামাঝি তিনি পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকালে তাঁহার বেতন ছিল—৯০৲।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

শিক্ষা-পরিষদ্ হরনাথের স্থলে একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী জি. টি. মার্শালের উপর। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মার্শালের অধীনে চাকরি করিতেন। মার্শাল ৯০৲ বেতনের এই পদটি তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ না করিয়া তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে দিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে মার্শাল হরনাথের শূন্য পদে তারানাথকে নির্ব্বাচিত করেন। তিনি তাঁহার রিপোর্টে লেখেন :—

> I would recommend that the first Chair, to which is attached a salary of 90 Rupees per mensem should be given to Taranath Tarkavachasputi a resident of Ambika and formerly a student of the Sanscrit College,* which he quitted about ten years ago. This recommendation is made altogether from a conviction of this individual's superior qualifications and without any solicitation, direct or indirect, on his own part : only his willingness to accept the appointment if offered to him, having been ascertained. He does not teach a "*Tole*" or public School, but he has, I am creditably informed, several private pupils and I know from report and also personal conviction that he has kept up and added to the stores of Hindoo Literature and Science, which he acquired at College : in fact his zeal for learning has led him to visit Benares two or three times, on each of which occasions he resided at that city for a considerable period. In every department he is, in my opinion, far above mediocrity and in several branches of Science I doubt if any Pundit of Bengal can compete with him namely, in the Upanishads of the Veds, in Vedanta, Sankhya, Memangsa, Jyotisha, and Patanjula. His general intelligence, especially in Hindu Philosophy, is well known : On this point, the Hon'ble Mr. Millet, to whom I had once occasion to introduce this Pundit, will, I have no doubt, add his testimony.

* তারানাথ ১৫ জানুয়ারি ১৮৩৫ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হইতে যে প্রশংসা-পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি ছয় বৎসর কলেজে কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, ন্যায়, বেদান্ত ও স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

The circumstance of his having been educated at the Institution in which he now aspires to be a Professor gives him the advantage of being thoroughly acquainted with the system of instruction and the best mode of bearing and conduct to be observed towards the students. On the whole, I have not the least doubt that Taranath, if appointed will, by his services, make a worthy return to his Alma Mater for the benefits which he in the past received.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst. Coll. Dept.

২৩ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মাসিক ৯০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৭৩ সনের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া ৬২ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। অবসরগ্রহণকালে তাঁহার বেতন ছিল—১৫০৲। ১ জানুয়ারি ১৮৭৪ হইতে মৃত্যুকাল-পর্য্যন্ত (২০ জুন ১৮৮৫) তিনি মাসিক ৭০৸১০ টাকা পেনসন পাইয়াছিলেন। এই পেনসন-সংক্রান্ত কাগজপত্রে সংস্কৃত কলেজে তাঁহার চাকুরির এইরূপ ইতিহাস দেওয়া আছে :—

Sanskrit College		*Date of beginning*	*Date of end*
1st Grammar Professor	90/-	23 Jany. 1845	11 June 1863
do.	100/-	12 June 1863	30 Apr. 1866
do.	120/-	1 May 1866	27 May 1870
do.	150/-	28 May 1870	11 Sep. 1872
Prof. of Hindu Philosophy and Grammar	150/-	12 Sep. 1872	31 Dec. 1873

তারানাথ তর্কবাচস্পতি বহু গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক একটি তালিকা দিতেছি :—

১৮৪৭ — কিরাতার্জ্জুনীয় (মল্লিনাথের টীকা সহ)
— শিশুপালবধ ঐ ১৭৬৯ শক।
১৮৪৯ — বৈয়াকরণভূষণসার (স্বকৃত বিবৃতি সহ)। ১৯০৬ সংবৎ।
১৮৫১ — রঘুবংশ (মল্লিনাথের টীকা সহিত)
— কুমারসম্ভব, ১-৭ সর্গ ঐ ১৯০৭ সংবৎ।
— শব্দার্থরত্ন (স্বকৃত) ভাদ্র, ১৭৭৩ শক।
— বাক্যমঞ্জরী (স্বকৃত, বঙ্গাক্ষরে)।
১৮৫৭ — ধনঞ্জয়বিজয় (স্বকৃত টীকা)
— মহাবীরচরিত। ইং ১৮৫৭।
১৮৫৮ — ছন্দোমঞ্জরী (তারানাথ কর্তৃক সংস্কৃত)। ১৯১৫ সংবৎ।
১৮৬১ — গয়ামাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি।

১৮৬৩ — সিদ্ধান্তকৌমুদী (সরলা নাম্নী ব্যাখ্যা)। ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৩।
(পূর্ব্বার্দ্ধ ১৭৮৫ শক, পরার্দ্ধ ১৭৮৬ শক)

১৮৬৪ — রত্নাবলী (স্বকৃত প্রাকৃতানুবাদ সহ)। ১৯২১ সংবৎ।

১৮৬৫ — ব্রহ্মস্তোত্রব্যাখ্যাসহিত সিদ্ধান্তবিন্দুসার। বঙ্গাক্ষরে, ১৭৮৭ শক।

১৮৬৬ — তুলাদানাদিপদ্ধতি (স্বকৃত, বঙ্গাক্ষরে)। ভাদ্র, ১৯২৩ সংবৎ।

— কুমারসম্ভব, ৮ম-১৭শ সর্গ।

১৮৬৮ — বেণীসংহার (স্বকৃত টীকা সহ)। ১৯২৪ সংবৎ।

— আশুবোধ ব্যাকরণ। ১৯২৪ সংবৎ।

১৮৬৯ — ধাতুরূপাদর্শ। ১৯২৬ সংবৎ।

— রাজপ্রশস্তি। ১৯২৬ সংবৎ।

১৮৬৯-৭০ — শব্দস্তোমমহানিধি।

১৮৭০ — বৃত্তরত্নাকর (টীকা সহ)।

— মুদ্রারাক্ষস (স্বকৃত বিবৃতি সহ)। ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৭।

— মালবিকাগ্নিমিত্র ঐ । ইং ১৮৭০।

১৮৭১ -- হিতোপদেশ (স্বকৃত টীকা সহ)। ইং ১৮৭১।

— অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ। আগষ্ট ১৮৭১।
(ইহার "বিজ্ঞপ্তি"র তারিখ ইং ১৮৬৩)

— গায়ত্রী প্রকরণ।

— সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী (স্বরচিত বৃত্তি সহ)।

১৮৭২ — পরিভাষেন্দুশেখর।

— ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলী টীকা সহ)

— ভামিনীবিলাস। ইং ১৮৭২।

— সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

— কবিকল্পদ্রুম। ইং ১৮৭২।

— কাদম্বরী, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ (সব্যাখ্যান)। ১৭৯৩ শক।

— দশকুমারচরিত (স্বকৃত টীকা সহ)। ১৯২৯ সংবৎ।

— বহুবিবাহবাদ।

১৮৭৩ — লিঙ্গানুশাসন (স্বকৃত বিবৃতি সহ)।

১৮৭৩-৮৪ — বাচস্পত্যাভিধান।

এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন-রচিত তর্কবাচস্পতির জীবনচরিতে দেওয়া আছে। অপর একখানি জীবনচরিতে তারানাথের আরও দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

(১) তারাধন তর্কভূষণ 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত ভাষার উন্নতি' পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

"...১৯০৬ সম্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটী দেবাক্ষরের ও বঙ্গাক্ষরের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযন্ত্রের আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই যন্ত্র হইতে একখানি পঞ্জিকা বাহির করিয়াছিলেন। ঐ পঞ্জিকার ভূমিকায় তিনি পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের আকার ও গতিবিধি আদি আর্য্যভট্ট, সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতির জ্ঞাতানুসারে পয়ার ছন্দে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। এ কথা এ স্থলে উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি পঞ্জিকাসন্নিবেশিত পয়ারগুলি পাঠ করিয়াছেন, সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে জানিতেন না বলিয়া যে তাঁহার সংস্কার আছে, তাহা বিদূরিত হইবে।

(২) তারাধন পুনরায় ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

['আবার অতি অল্প হইল'] এই জঘন্য পুস্তিকাতে তারানাথের "ঘূর্ণায়মান" আদি যে দুই একটী ব্যাকরণ অশুদ্ধির কথা উল্লেখ ছিল তর্কবাচস্পতি কেবলমাত্র তাহার উত্তর বঙ্গভাষায় কয়েক পত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাহাতে বিদ্যাসাগর প্রযুক্ত কটূক্তির কোন উল্লেখই করেন নাই। তারানাথ এই প্রবন্ধের নাম দিয়াছিলেন "লাটী থাকিলে পড়ে না।"

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তারানাথ সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছেন :—

তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ।

রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন

সংস্কৃত কলেজের পাঠারম্ভকাল—১৮২৪ সনের জানুয়ারি মাস হইতে দ্বিতীয় পণ্ডিত রামদাস সিদ্ধান্ত তর্কপঞ্চানন ছাত্রগণকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়াইতেন। কয়েক মাস অধ্যাপনার পরেই—২১ অক্টোবর ১৮২৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বেতন ছিল মাসিক ৪০৲।

কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন

রামদাসের শূন্য পদে ১৮২৪ সনের নবেম্বর মাস হইতে ৪০৲ বেতনে কীর্ত্তিচন্দ্র নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগ সম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী কর্ত্তৃপক্ষকে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

The Secretary begs to inform the Sub Committee of the Government Sanscrit College that Ramdasa Siddhanta Terka Panchanana the 2d Pundit of the Mugdhabodh Grammar Class died of fever on

the 21st ultimo. Kirti Chandra who is acting as Librarian during the absence of Lakshi Narayana is a candidate for the vacant situation. He has been duly examined and found not only well qualified in the system of Grammar it will be his especial duty to teach but likewise versed in other departments of Science cultivated in the College. The Secretary begs therefore to propose him as a fit person to succeed to the office of the 2nd Mugdhabodha Grammar Pundit in the room of Ramdasa deceased and in the meantime he has been appointed to take charge of the classes until the pleasure of the Sub Committee is known.

1st November 1824.

১৮২৫ সনে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাঁহার মৃত্যু হয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের বেতন-বই হইতে জানা যায়, তাঁহার হিসাবে অক্টোবরের ১৫ দিনের বেতন ২০৲ দেওয়া হইয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যুতে ২২ অক্টোবর ১৮২৫ তারিখে 'সমাচার দর্পণ' লেখেন :—

> সহগমন।—কীর্ত্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন এক ব্যক্তি সুপণ্ডিত যিনি সংপ্রতি শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর স্থাপিত সংস্কৃত কালেজে এক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি গত ২৬ আশ্বিন বুধবার [?] ওলাউঠারোগোপলক্ষে পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর হইবেক ঞিহার সাধ্বী স্ত্রী সহগমন করিয়াছেন।

কীর্ত্তিচন্দ্রের পদে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হন,—তাঁহার কথা মুগ্ধবোধের ৩য় শ্রেণীর বিবরণে আলোচিত হইবে।

২য় শ্রেণী—

হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন

ছাত্রের আধিক্যবশতঃ ১৮২৫ সনের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর জন্য ২২ জানুয়ারি ১৮২৫ তারিখে ৩০৲ বেতনে হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চানন নিযুক্ত হন। হাতীবাগানে হরিপ্রসাদের চতুষ্পাঠী ছিল। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বেতন ছিল ৪০৲

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

হরিপ্রসাদের স্থলে মুগ্ধবোধ ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

১৮৪৪ সনের মাঝামাঝি গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে ৫০৲ বেতনে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ব্যাকরণের ২য়

অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহাকে এই পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটরী জি. টি. মার্শাল; শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহারই উপর নির্ব্বাচনের ভার দিয়াছিলেন। মার্শাল সাহেব লেখেন :—

The second Professorship of 50 Rupees per mensem I would recommend to be given to Dwarakanath Vidyabhushan an ex-student of the Sanscrit College, who, I have been informed by Dr. Mouat, stood first on the List of Candidates lately examined for these appointments and in fact answered correctly all the questions submitted on the occasion. This last I consider a very satisfactory proof of his perfect efficiency in the particular department which he would be required to teach. In general acquirements also, I know him to be thoroughly qualified. He holds a certificate from the Hindu Law examination Committee, of eminent proficiency in Smriti or Hindu Law. He passed with great credit through the entire regular course of the College, studying every branch of Literature and Science, and quitted the institution last year at the expiry of the prescribed period, 12 years, during 2 last of which he was the head student and held one of the First Scholarships of 20 Rupees a month. His youth (his age is about 25 years) is rather in his favor for this subordinate and laborious situation. I firmly believe no other candidate can produce equal proofs of qualification and I therefore strongly recommend Dwarakanath Vidyabhushan for the vacancy.—Letter dated 2 Jany. 1845 from G. T. Marshall, to Baboo Rassomoy Dutt, Secy. to the Council of Education, Sanst. College Dept.

দ্বারকানাথ এই পদে ১৪ মে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৭৩ সনের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি পেন্‌সনের জন্য আবেদন করেন; এই পেন্‌সনসংক্রান্ত কাগজ-পত্র হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল তথ্য—প্রধানতঃ চাকুরি-জীবন সংক্রান্ত জানিতে পারা যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

Dwarakanath Vidyabhushan
Father : Hara Chandra Nyaratna
Brahman
Residence : Changripotha, 24 Pargs.
Date of beginning service : 16 November 1844.
Length of Service : 28 years 7 months 18 days.
Proposed Pension : Rs. 69-3-0
Age : 53 years 3 months.

HISTORY OF SERVICE

Sanskrit College		*Date of beginning*	*Date of End*
Librarian	30 Rs.	16 Nov. 1844	13 Jany. 1845
2d Grammar Prof.	50 ,,	14 Jany. 1845	1 Apr. 1845
do.	50 ,,	2 Apr. 1845	14 May 1855
Asst. to the Principal	100 ,,	15 May 1855	30 Nov. 1855
Prof. of Sanskrit Literature	90 ,,	1 Dec. 1855	11 June 1863
	100 ,,	12 June 1863	28 Feb. 1866
	120 ,,	1 Mar. 1866	27 May 1870
	150 ,,	28 May 1870	9 Aug. 1872
On sick leave		10 Aug, 1872	31 Aug. 1872
Prof. of Sanskrit Literature	150 ,,	1 Sep. 1872	2 Sep. 1872
On sick leave		3 Sep. 1872	17 Sep. 1872
Prof. of Sanskrit Literature		18 Sep. 1872	30 June 1873

১ জুলাই ১৮৭৩ তারিখ হইতে দ্বারকানাথ পেনসন্ গ্রহণ করেন; তাঁহার পেনসনের পরিমাণ ছিল—৬৯।১০।

দ্বারকানাথ কর্তৃক প্রণীত, সম্পাদিত ও "প্রচারিত" পুস্তকগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

১। নীতিসার। ১৮৫৬।

২। রোমরাজ্যের ইতিহাস। ১৬ বৈশাখ ১২৬৪ (ইং ১৮৫৭)। পৃ. ২৫০।

৩। সুবুদ্ধি ব্যবহার। ১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৭ (ইং ১৮৬০)। পৃ. ৫৭।

৪। গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস। পৃ. ৩৫৭।

ইহার আখ্যাপত্রে প্রকাশকাল নাই, তবে ইহা যে "সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত" তাহার উল্লেখ আছে। সোমপ্রকাশ যন্ত্র ১৮৬২ সনের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। পুস্তকখানি যে ১৮৬২-৬৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত, তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ১৮৬৫ সনের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথের অন্য কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে এই পুস্তকখানিরও বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি।

৫। ভূষণসার ব্যাকরণ। ১৮৬৫।* (নূতন প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালা ব্যাকরণ)

৬। বিশ্বেশ্বর বিলাপ (পদ্য)। ৪ ভাদ্র ১২৮১ (ইং ১৮৭৪)। পৃ. ১০৭।

৭। সাংখ্যদর্শন (মূল, ভাষ্য ও সরল অনুবাদ সহ)। ১২৯৩। পৃ. ৩০০। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' পুস্তকখানি দ্বারকানাথ কর্তৃক "সম্পাদিত" হইয়া, তাঁহার

* ১ মে ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' ইহার বিজ্ঞাপন প্রথমে প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুর অব্যবহিত পরে দুর্গাচরণ রায় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে দ্বারকানাথের পুস্তকাবলী সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ইনি গ্রীস ও রোম রাজ্যের দুই খানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়া মুদ্রিত করেন। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর পাঠোপযোগী কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন যথা;—নীতিসার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ ও উপদেশমালা ১ম ও দ্বিতীয় ভাগ। সাংখ্যদর্শন এবং ভূষণসার ব্যাকরণ।—২য় সংস্করণ (১২৯৮), পৃ. ৪৯৩-৯৪।

১৩ নবেম্বর ১৮৬৫ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' দ্বারকানাথ তাঁহার "প্রণীত" ও "প্রচারিত" কয়েকখানি পুস্তকের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে "প্রচারিত" পুস্তকখানি—"মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ…৸৹"

দ্বারকানাথ দুইখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই দুইখানি :—

(১) 'সোমপ্রকাশ'—এই সাপ্তাহিক পত্রখানির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—১৫ নবেম্বর ১৮৫৮ তারিখে। ইহার বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২৪৭-৪৯ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইবে।

(২) 'কল্পদ্রুম'—এই মাসিক পত্রখানির আবির্ভাব ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে। ইহাতে 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

১৮৮৬ সালের ২২এ আগষ্ট দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হয়।

তৃতীয় শ্রেণী

গঙ্গাধর তর্কবাগীশ

কীর্ত্তিচন্দ্রের মৃত্যু হইলে তৎপদে ১৭ নবেম্বর ১৮২৫ তারিখে গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে তিনি এম. এন্স্‌লি ও অন্যান্য সিবিলিয়ানের পণ্ডিত ছিলেন।

গঙ্গাধর হালিশহর—কুমারহট্ট-নিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র। তিনি কলিকাতা সিমুলিয়া শিবচন্দ্র দাসের গলির ভিতর একখানি ক্ষুদ্র বাটী ক্রয় করিয়া তথায় বাস করিতেন।

গঙ্গাধর প্রথমে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াইতেন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রথমে তাঁহার শ্রেণীতেই প্রবেশ করেন ও তথায় তিন বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের অধ্যাপনা বিষয়ে বিদ্যাসাগর এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন :—

> কুমারহট্টনিবাসী পূজ্যপাদ গঙ্গাধর তর্কবাগীশ মহাশয় তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তর্কবাগীশ মহাশয়ের অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। তৎকালে সকলে স্পষ্ট বাক্যে

স্বীকার করিতেন, ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়, অপর দুই শ্রেণীর ছাত্রেরা কোন ক্রমে সেরূপ হয় না। বস্তুতঃ পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় শিক্ষাদান-কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ, সাতিশয় যত্নবান্, ও সবিশেষ পরিশ্রমশালী বলিয়া, অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।—'শ্লোকমঞ্জরী', বিজ্ঞাপন।

মুগ্ধবোধের ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৪০ তারিখে মৃত্যু হইলে গঙ্গাধর তাঁহার স্থলে ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হইয়াছিলেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের দু-একটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি এই—

(১) সেতুসংগ্রহ। ১৮৩৫।

'সেতুসংগ্রহ' মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকা। এ-সম্বন্ধে ৭ জুলাই ১৮৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' তর্কবাগীশ নিম্নোদ্ধৃত পত্র প্রকাশ করেন :—

সম্প্রতি মুগ্ধবোধের সুগমার্থ প্রকাশক সেতু সংগ্রহনামক এক পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে ইহা যদি কোন ব্যুৎপন্ন লোকে লিখিয়া গ্রহণ করেন তবে পঞ্চ মুদ্রা পারিতোষিক পাইবেন পুস্তকের আকর স্থান গবর্ণমেণ্টসংস্থাপিত সংস্কৃত বিদ্যামন্দির পত্রসংখ্যা প্রায় ৩০০ শত গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় এই যে বহুদূরদর্শির দৃষ্টিপাত হইলে ভ্রমাদি প্রযুক্তাশুদ্ধ যদি থাকে তাহা শুদ্ধ হইতে পারিবে।…কুমারহট্টনিবাসি শ্রীগঙ্গাধর শর্ম্মণঃ সংজ্ঞপ্তিঃ।—'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় 'সেতুসংগ্রহে'র একখানি পুথি আছে। ইহার পত্র-সংখ্যা ২৮৮। পুথিপাঠে জানা যায়, ইহার রচনাকাল ১৭৫৭ শক (ইং ১৮৩৫)।

১৮৭১ সনের জানুয়ারি মাসে গিরিশ তর্করত্ন সটীক 'মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্' প্রকাশ করেন। ইহাতে অন্যান্য টীকার সহিত গঙ্গাধর-কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের টীকাও মুদ্রিত হইয়াছে।

(২) খোসগল্পসার। ইং ১৮৩৯।

এই পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর, ১৪ মার্চ ১৮৪০ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' নিম্নাংশ মুদ্রিত হয় :—

খোসগল্পসার।—সংস্কৃত কালেজের একজন অধ্যাপক খোসগল্পসার নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহাতে দেশের মধ্যে যে সকল রহস্যজনক কথা এবং তদনুরূপ স্বকপোল কল্পিত কতিপয় খোসগল্প তন্মধ্যে সংগ্রহীত হইয়াছে। [হরকরা, ১২ মার্চ]

'খোসগল্পসার' যে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের রচনা, পাদরি লঙের মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের তালিকায় (পৃ. ৭৫) তাহার উল্লেখ আছে ; তিনি লিখিয়াছেন :—

TALES....*Khos Galpa Sar*, 1839, pleasing tales by Gungadhar Tarkavhagis, of Halishwar.

১৮৪৪ সনের জুন (?) মাসে গঙ্গাধর তর্কবাগীশের মৃত্যু হয়। তাঁহার স্থলে ১৪ জানুয়ারি ১৮৪৫ তারিখে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ স্থায়ী ভাবে ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক হরিপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হইলে তৎপদে ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ নিযুক্ত হন। ৩য় শ্রেণীর অধ্যাপকের শূন্য স্থান পূর্ণ করেন রামগোবিন্দ গোস্বামী। তাঁহার নিয়োগকাল ১ ডিসেম্বর ১৮৪০, মাসিক বেতন ৪০৲। সংস্কৃত কলেজে যোগদান করিবার পূর্ব্বে রামগোবিন্দ প্রুফ-সংশোধনের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির পণ্ডিত ছিলেন।

২য় শ্রেণীর অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের সহকারী পদে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার স্থলে ১৫ জুন ১৮৫৫ হইতে রামগোবিন্দ ২য় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

২৮ মার্চ ১৮৬০ তারিখে রামগোবিন্দের মৃত্যু হয়।

৪র্থ শ্রেণী—

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর

১৮৪৬ সনের মে মাসে সংস্কৃত কলেজে মুগ্ধবোধের চতুর্থ শ্রেণী স্থাপিত হয়। ২০ মে ১৮৪৬ তারিখে হরিনাভি-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এই শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন ছিল ৪০৲। আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য তাঁহার শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করিয়াছিলেন। ৭ মে ১৮৫৫ তারিখে প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু হয়।

প্রাণকৃষ্ণ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি এই :—

১। কুলরহস্য। ১৮৪৪।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫১ (১১ জুন ১৮৪৪) তারিখের 'সম্বাদ ভাস্করে' প্রকাশ :—

> চন্দ্রিকা যন্ত্র হইতে কুলরহস্য নামা এক নূতন পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে, উক্ত যন্ত্রালয়ের পণ্ডিতাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় ঐ পুস্তক রচনা করেন, দুই সপ্তাহ গত হইল পণ্ডিতবর ভট্টাচার্য্য তাহার এক পুস্তক আমারদিগের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন আমরা বিস্মৃতি ক্রমে পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহা বিবেচনা করিতে পারি নাই,…গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত কবিতায় কুলরহস্যকে রহস্য চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া তাহাতে দাক্ষিণাত্য বৈদিক মহাশয়দিগের কুলীন মৌলিক বংশজাদির লক্ষণ ব্যবহার বাসস্থানাদির তাবদ্বিবরণ লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কবিতাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করি, তিনি সংস্কৃত ভাষায় চলিত শব্দে সুললিত কবিতা করিয়াছেন, অতএব ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ত্তমানকালীন কবিগণের মধ্যে উত্তম শ্রেণীতে গণিত হইতে পারেন,…।

২। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং। ইং ১৮৪৫। পৃ. ১৫।

৩। ধর্ম্মসভা বিলাস। ইং ১৮৫০। পৃ. ৪১। (চম্পূকাব্য)

৪। শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন। ইং ১৮৫৪। পৃ. ৫৯।

৫। শরীরোৎপত্তিক্রম।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই নামের একখানি ৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকা আছে। মিউজিয়মের পুস্তক-তালিকায় ইহার প্রকাশকাল—"কলিকাতা ১৯১৭" (ইং ১৮৬০) দেওয়া আছে। সম্ভবতঃ ইহা পুনর্মুদ্রিত পুস্তক ; কারণ, ইহা প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।

প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর কিছু দিন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত 'সমাচার চন্দ্রিকা' যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

৫ম শ্রেণী—

কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন

ছাত্রাধিক্য হওয়ায়, চারিটি মুগ্ধবোধ-শ্রেণীতে কুলাইতেছিল না। এই কারণে ব্যাকরণের ৫ম শ্রেণী স্থাপিত এবং মাসিক ৪০৲ বেতনে ঐ শ্রেণীর জন্য এক জন অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত ২৯ জানুয়ারি ১৮৪৭ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে লেখেন। পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারি মাসে এই প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। তদনুসারে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন (ভূতপূর্ব্ব স্মৃতি-অধ্যাপক) এই পদে ১২ মার্চ ১৮৪৭ তারিখে মাসিক ৪০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫৯ বৎসর—একরূপ বৃদ্ধ হইয়াছেন। এই কারণে তাঁহার দ্বারা অধ্যাপনা-কার্য্য আশানুরূপ ভাবে চলিতেছিল না। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার প্রাক্কালে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের আমূল সংস্কার-কল্পে ১৬ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে শিক্ষা-পরিষদ্‌কে এক সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন ; তাহাতে কাশীনাথ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> The 5th Grammar Professor, Pundit Kashinath Tarkapanchanan, is not quite equal to discharge the duties of his class. He is an old Pundit and seems to be in his dotage. He is altogether unacquainted with that discipline which is absolutely required for so young a class as his. Being an old man, he will not bear to be directed, as is usual with all Pundits of his age.
>
> From all these circumstances his class is the most irregular of all. Therefore, I beg leave to propose that he be placed in charge of the library with his present salary, Rs. 40 a month,...

বিদ্যাসাগরের এই প্রস্তাব শিক্ষা-পরিষদ্‌ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। কলেজের অধ্যাপকদের

বেতন-বইয়ে প্রকাশ, কাশীনাথ ১৮৫১ সনের জুন মাস হইতে "গ্রন্থাধ্যক্ষ" হিসাবে বেতন লইয়াছিলেন।

সাহিত্য-শ্রেণী

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

[এ বৎসরের প্রথম সংখ্যা পত্রিকায় সাহিত্য-শ্রেণীর বিবরণের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইয়াছে]

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্বানন্দ ন্যায়বাগীশ অস্থায়ী ভাবে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপনা করিতেছিলেন। জয়গোপালের স্থলে যিনি স্থায়ী ভাবে সাহিত্য-শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তিনি সংস্কৃত কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র—মদনমোহন তর্কালঙ্কার। জয়গোপালের মৃত্যুকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত ৯০৲ বেতনে সাহিত্য-অধ্যাপকের পদটি বিদ্যাসাগরকে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর ঐ পদ গ্রহণ না করিয়া, সতীর্থ মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে দিতে অনুরোধ করেন। সংস্কৃত কলেজে মদনমোহনের নিয়োগকাল—২৭ জুন ১৮৪৬। এই পদে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে তিনি যে-যে স্থলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে তাহার এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> Vernacular Teacher of the Pathsala attached to the Hindoo College for 2 months in 1842.
>
> Pundit of the College of Fort William from April 1843 to December 1845.
>
> Pundit of the Kissenagar College from Jany. 1846 to June.

মদনমোহনের 'জীবনচরিতে' (পৃ. ৭) প্রকাশ, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম্ম স্বীকার করিবার পূর্ব্বে এক বৎসর বারাসত-গবর্মেণ্ট-বিদ্যালয়ের প্রথম পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছিলেন।

মদনমোহন ৫ নবেম্বর ১৮৫০ তারিখে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। তিনি পরবর্ত্তী ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজে ছিলেন। কাউন্সিল-অব-এডুকেশন তাঁহার পদত্যাগে এইরূপ মন্তব্য করেন :—

> Ordered to be recorded with an expression of the high opinion entertained by the Council for the zeal and ability with which Pundit Muddonmohun Tarkalankar performed his duties during his connection with the Sanskrit College.

সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন; এই পদে ছয় বৎসর কার্য্য করিবার পর তিনি তথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হন। ইহার এক বৎসর পরে তিনি কান্দীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। তথায় ৯ মার্চ ১৮৫৮ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মদনমোহন যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেগুলির একটি তালিকা দিতেছি :—

(১) রসতরঙ্গিণী। ইং ১৮৩৪ (?)

মদনমোহনের জীবনীতে প্রকাশ, "অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন সময়েই সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তর্কালঙ্কার রসতরঙ্গিণীনামক কবিতা গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার বিচিত্র কবিত্বশক্তির প্রথম পরিচয় দেন।"

(২) বাসবদত্তা। শক ১৭৫৮ [=ইং ১৮৩৬]। পৃ. ১৫১।

(৩) শিশুশিক্ষা, ১ম-৩য় ভাগ। ইং ১৮৪৯।

মদনমোহন যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেগুলিরও একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্—শ্রীহর্ষবিরচিতম্। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

কবিকল্পদ্রুমঃ—বোপদেব কৃত। পরিভাষা টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

অনুমানচিন্তামণিদীধিতিঃ—রঘুনাথ শিরোমণি ভট্টাচার্য্য কৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৫ সংবৎ।

বৈয়াকরণভূষণসারঃ—কৌণ্ড ভট্ট কৃত। তারানাথ তর্কবাচস্পতি পরিশোধিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

আত্মতত্ত্ববিবেকঃ—উদয়নাচার্য্য কৃত। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন পরিশোধিত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

দশকুমারচরিতম্—দণ্ডিকৃত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৬ সংবৎ।

কাদম্বরী—বাণভট্ট কৃত। ১৯০৬ (?) সংবৎ।

মেঘদূতম্—কালিদাস কৃত। মল্লিনাথকৃত টীকা সহ। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

কুমারসম্ভবম্, ১-৭ সর্গ—কালিদাস কৃত। মল্লিনাথকৃত সঞ্জীবনী ব্যাখ্যা। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত। ১৯০৭ সংবৎ।

মদনমোহন যখন সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, তখন তিনি ও বিদ্যাসাগর উভয়ে মিলিয়া ১৮৪৭ সনে কলিকাতায় সংস্কৃত যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহারা উভয়েই এই মুদ্রাযন্ত্রের সমানাংশভাগী ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'আত্মচরিতে' মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> মদনমোহন তর্কালঙ্কার সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় একজন সুকবি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত প্রধান কবিতার নাম বাসবদত্তা। তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। বিটন স্কুল যখন প্রথম স্থাপিত হয়, তখন আপনার কন্যাকে উক্ত বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করাইয়া এবং অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাররূপ মহৎ

কার্য্যে বিটন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব এজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং "My dear Madan" (প্রিয় মদন) বলিয়া পত্র লিখিতেন। ইনি ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় "সর্ব্বশুভকরী" নামে পত্রিকা বাহির করেন।* এই পত্রিকাতে স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে একটী প্রস্তাব তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক ঐরূপ উৎকৃষ্ট প্রস্তাব অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় বিল্বগ্রামের একজন ভট্টাচার্য্য হইয়া সমাজ-সংস্কার কার্য্যে যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি সহস্র সাধুবাদের উপযুক্ত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিক্ষা-পরিষদের সেক্রেটরী ডাঃ ময়েট মদনমোহনের স্থানে সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু নানা কারণে বিদ্যাসাগর এই পদ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে ডাঃ ময়েট বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় বিদ্যাসাগর জানাইলেন, শিক্ষা-পরিষদ্ তাঁহাকে প্রিন্সিপ্যালের ক্ষমতা দিলে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করিতে পারেন। ডাঃ ময়েট বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন।

৫ ডিসেম্বর ১৮৫০ তারিখে ৯০৲ বেতনে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজের প্রকৃত অবস্থা কি, এবং কিরূপ ব্যবস্থা করিলে কলেজের উন্নতি হইতে পারে—এ বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের উপর ভার পড়িল। ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর 'দীর্ঘচিন্তা ও যথেষ্ট বিবেচনা-প্রসূত' এক বিস্তৃত রিপোর্ট শিক্ষা-পরিষদে দাখিল করিলেন।†

শিক্ষা-পরিষদ্ এমনই একজন কার্য্যপটু, দৃঢ়চিত্ত লোককে চাহিতেছিলেন। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠিত করা যায় কি না—এই কথাই তাঁহারা কিছু দিন হইতে ভাবিতেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরী রসময় দত্ত অবসর গ্রহণ করিলে পুরাতনের বাধা সরিয়া গেল।

২২ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ হইতে বিদ্যাসাগর ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে সেক্রেটরী ও অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরীর পদ রহিত হইল।

---

* 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সনের আগষ্ট মাসে। এই পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ১৭৭-৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এই দীর্ঘ রিপোর্ট *General Report on Public Instruction*, etc. 1850-51 গ্রন্থের ৩৪-৪৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্রের *Isvar Chandra Vidyasagar* পুস্তকেও এই রিপোর্ট পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

যাঁহারা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্রের সাহায্যে লিখিত আমার 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' পাঠ করিতে পারেন।

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকগণের বিবরণ প্রকাশকালে (৪৭শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) শেষ সহ-সম্পাদক—শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের নামটি অনবধানবশতঃ বাদ পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে তাঁহার স্থলে শ্রীশচন্দ্র ১ ডিসেম্বর ১৮৪৭ তারিখে নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ২১ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়াছিলেন। তৎপরে সংস্কৃত কলেজ হইতে সহ-সম্পাদকের পদ একেবারে রহিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্যের অধ্যাপক হইতে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইলে, সহকারী সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মাসিক ৯০৲ বেতনে ২২ জানুয়ারি ১৮৫১ তারিখ হইতে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। এই পদে তিনি ১৮৫৫ সনের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার পর তিনি মুর্শিদাবাদের জজ-পণ্ডিত হন। সংস্কৃত কলেজে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ শ্রীশচন্দ্রের শূন্য পদ অধিকার করেন।

শ্রীশচন্দ্র বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র। আর একটি কারণেও তাঁহার নাম সাধারণের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত; বিধবা-বিবাহ-আইন হইলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বিধবা-বিবাহ করেন (৭ ডিসেম্বর ১৮৫৬)।

সংশোধন ও সংযোজন

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৪৭ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৬৩) ভরতচন্দ্র শিরোমণির পরিচয়দানকালে লিখিয়াছিলাম, "ভরতচন্দ্র খুব সম্ভব ১৮৭৭ সালে পরলোকগমন করেন।" প্রকৃতপক্ষে শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়—২২ অগ্রহায়ণ ১২৮৫ (ইং ৭ ডিসেম্বর ১৮৭৮) তারিখে।

প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থা

ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায় এম. এ.

কৃষিপ্রধান দেশে ভূমি-ব্যবস্থা সমাজ-বিন্যাসের গোড়ার কথা। প্রাচীন বাঙলায় কৃষিই ছিল অন্যতম প্রধান ধনসম্বল। কৃষি ভূমি-নির্ভর; কাজেই ভূমি-ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে গ্রামের সংস্থান, শ্রেণী-বিন্যাস, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অথবা সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ, বিভিন্ন প্রকারের ভূমির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের দায় ও অধিকার, ইত্যাদি। সেইজন্য কৃষি-নির্ভর দেশে জনসাধারণের ইতিহাস জানিতে হইলে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাসের পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থার এই পরিচয় অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার; প্রায় দুর্লভ বলিলেও চলে। প্রথমতঃ, ভূমি দান-বিক্রয় ব্যাপার উপলক্ষে যে কয়টি রাজকীয় শাসনের খবর আমাদের জানা আছে, তাহাই এ বিষয়ে আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উপাদান। ইহা ছাড়া অপরোক্ষ সংবাদ হয়ত কিছু কিছু পাওয়া যায় প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে; কিছু উপকরণ ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও পালি জাতক গ্রন্থাদি হইতেও সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোনও পণ্ডিত এইসব উপকরণ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু সার্থক গবেষণাও করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার সুবিস্তৃত এই দেশের বিস্তৃততর শাসন-লিপিলব্ধ সংবাদ লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয় লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় চেষ্টারই মূলে একটু গলদ রহিয়া গিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। স্মৃতিশাস্ত্র অথবা অর্থশাস্ত্র জাতীয় গ্রন্থাদিতে যে-সব সংবাদ পাওয়া যায় তাহা বাস্তবক্ষেত্রে কতটা প্রয়োজিত হইয়াছিল, কতটা হয় নাই সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এ কথা সহজেই অনুমান করা চলে প্রচলিত নিয়মকানুন বিধি-ব্যবস্থাগুলিই এই সব গ্রন্থে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, অন্ততঃ চেষ্টাটা সেই দিকেই হইয়াছিল; কিন্তু তখনই প্রশ্ন উঠিবে, এই সুবিস্তৃত দেশের সর্বত্রই কি একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, অথবা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে যাহা ছিল, খৃষ্টপরবর্তী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতকেও কি তাহাই ছিল? এই যে একটির পর একটি বিদেশী জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, রাজত্ব করিয়াছে, তাহারা যদি রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্রের, রাষ্ট্রাদর্শের অদল বদল করিয়া থাকিতে পারে, এবং তাহা যে করিয়াছে সে প্রমাণের অভাব নাই, তাহা হইলে ভূমি-ব্যবস্থার অদল বদল হয় নাই সে-কথা কেমন করিয়া বলা যাইবে? স্মৃতিশাস্ত্রগুলি সব একই সময়ে রচিত হয় নাই, যদিও মোটামুটি তাহাদের কালনির্ণয় আমাদের অজ্ঞাত নয়। তাহা সত্ত্বেও ইহা ত অনস্বীকার্য যে স্মৃতিশাস্ত্রের সমাজ-ব্যবস্থা আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার দিকে যতটা ইঙ্গিত করে, বাস্তব সমাজ-ব্যবস্থার দিকে ততটা নয়। সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল কিনা, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। আর কৌটিল্যের

"অর্থশাস্ত্র" সম্বন্ধে এ সন্দেহ যদি উত্থাপন নাই করা যায়, তাহা হইলেও এই জিজ্ঞাসা করা নিশ্চয়ই চলে যে, ইহার সাক্ষ্যপ্রমাণ কি পরবর্তী কাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য? অথচ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং সামাজিক দাবীর প্রয়োজনে ভূমি-ব্যবস্থা যে পরিবর্তিত হয় তাহা ত একেবারে স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যে-সব কথা বলা যায়, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে সে-কথা ত আরও বেশী প্রযোজ্য। তাহা ছাড়া এই জাতীয় গ্রন্থের সাক্ষ্যপ্রমাণ কোনটিই আমরা প্রাচীন বাঙ্‌লা দেশে নিঃসন্দেহে প্রয়োগ করিতে পারি না, কারণ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণই নির্দিষ্টভাবে বাঙ্‌লা দেশের দিকে ইঙ্গিত করে না। বাঙ্‌লার বাহিরের শাসনলিপির প্রমাণও বাঙলার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে ব্যবহার করা চলে না, যদিও সে চেষ্টা পণ্ডিতদের মধ্যে হইয়াছে। চোখের সম্মুখেই আমরা দেখিতেছি, মাদ্রাজে অথবা ওড়িষ্যায়, আসামে অথবা গুজরাতে যে ভূমিব্যবস্থা আজ প্রচলিত, বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে তাহার কোন যোগ নাই। বস্তুতঃ বর্তমান কালে এক প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা হইতে অন্য প্রদেশের ভূমি-ব্যবস্থা বিভিন্ন। প্রাচীন কালেও এই বিভিন্নতা ছিল না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি? ভূমির শ্রেণী বিভাগ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর; ভাগ, ভোগ, কর, ইত্যাদি নির্ভর করে ভূমিলব্ধ আয়ের উপর, সে-আয়ের তারতম্য ভূমির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, সব চেয়ে যেটি বড় কথা, ভূমির উপর অধিকার এবং সে-অধিকারের স্বরূপ, তাহাও এই সুবিস্তৃত দেশে বিভিন্ন কালে একই প্রকার ছিল, এই অনুমানই বা কি করিয়া করা যায়? যে-জাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ আগে করা হইয়াছে, এই সব গ্রন্থ প্রায় সমস্তই ব্রাহ্মণ্য আদর্শের দ্বারা শাসিত সমাজের সৃষ্টি; কিন্তু এই সমাজের বাহিরে অনার্য, আর্যপূর্ব সমাজ ও সেই সমাজের অগণিত লোক আমাদের দেশে বাস করিত; "শিষ্টদেশ"-বহির্ভূত এই বাঙ্‌লা দেশে তাহাদের সংখ্যা ও প্রভাব কম ছিল না। আমাদের ধর্ম, ধ্যানধারণা, আচারব্যবহার, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদিতে এখনও সেই সব প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; আমাদের ভূমি ব্যবস্থায় সেই প্রভাব পড়ে নাই, এ কথা কে বলিবে? সেই প্রভাব ভারতবর্ষের সর্বত্র এক ছিল না। আর্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বর্তমান যুক্তপ্রদেশে এই প্রভাবকে ঠেকাইয়া রাখা হয়ত সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে তাহা হইয়াছিল কি? পিতৃপ্রধান আর্য সমাজসংস্থান এবং মাতৃপ্রধান আর্যপূর্ব অথবা অনার্য সমাজসংস্থানে ভূমি-ব্যবস্থার তারতম্য থাকিতে বাধ্য; এবং এই তারতম্য প্রাচীন ভারতের ভূমি-ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দেশখণ্ডে বিভিন্ন ভাবে রূপ দান করেন নাই, এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় কি? এই সব কারণে কেবল মাত্র পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলি অবলম্বনে ভূমি-ব্যবস্থার ইতিহাস রচনা করা খুব যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ ভাবে, প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থার পরিচয়ে এই জাতীয় উপাদানের উপর কিছুতেই নির্ভর করা চলে না।

অন্যক্ষেত্রে যেমন এক্ষেত্রেও তেমনই, এই ভূমিব্যবস্থার পরিচয়ে আমি আমাদের প্রাচীন ভূমি দান-বিক্রয় সম্বন্ধীয় তাম্র-পট্টোলীগুলিকেই নির্ভরযোগ্য উপাদান বলিয়া

মনে করি। প্রথমতঃ, ইহাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ সম্বন্ধে অবাস্তবতার আপত্তি তুলিবার উপায় নাই; বস্তুতঃ যাহা প্রচলিত ছিল, যে-রীতি ও পদ্ধতি যখন অনুসৃত হইত, তাহাই যথাযথ ভাবে এই পট্টোলীগুলিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের উৎপত্তিস্থান ও কাল সম্বন্ধে কোনও অনিশ্চয়তা নাই। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে-সব সংবাদ জানা একান্তই প্রয়োজন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় এই সব উপাদানে পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা যতটুকু পাওয়া যায়, যতটুকু বুঝা যায়, ততটুকুই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য; যাহা পাওয়া যায় না তাহা লইয়া অভিযোগ করা চলে, কিন্তু কল্পনার সাহায্যে পূরণ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য বুদ্ধিসাধ্য,যুক্তিসাধ্য অনুমানে বাধা নাই, যতক্ষণ সে অনুমান সমাজ-বিবর্তনের সাধারণ ইতিহাসসম্মত নিয়ম, সমসাময়িক সমাজ-ব্যবস্থার ইঙ্গিত অতিক্রম করিয়া না যায়। তাহা ছাড়া এইসব প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে এমন কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে, যাহা খুব সুবোধ্য নয়; এমন সব শব্দ ও পদের ব্যবহার এই সব উপাদানে আছে যাহা সমসাময়িককালে নিশ্চয়ই খুব সহজবোধ্য ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে এখন আর তেমন নয়। এই সব ক্ষেত্রে স্মৃতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র জাতীয় উপাদানের সাহায্য লওয়া যাইতে পারে, আমিও লইয়াছি; তাহার একমাত্র কারণ, এই সব গ্রন্থে পূর্বোক্ত শব্দ বা পদের বা দুর্বোধ্য ও কষ্টবোধ্য রীতিপদ্ধতিগুলির সুবোধ্য ও বিস্তৃততর ব্যাখ্যা অনেক সময় পাওয়া যায়।

ভূমি-ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে-সব পট্টোলী প্রাচীন বাঙ্‌লায় এ-পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়। খ্রীষ্টোত্তর পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলি সমস্ত ভূমি-দানবিক্রয় সম্বন্ধীয়; এবং এই লিপিগুলিতে ভূমি-দানবিক্রয়ের উপায়ের ক্রম কম বেশী বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার ফলে ভূমি-সম্পর্কিত দায় ও অধিকার, ভূমির প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক প্রকার সংবাদ এই লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। এই উপায়-ক্রমের একটু পরিচয় এইখানে লওয়া যাইতে পারে। রাজা কর্তৃক ব্রাহ্মণকে কিংবা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমি-দানের লিপি বা দলিল প্রাচীন ভারতে অজ্ঞাত নয়; কিন্তু প্রাচীন বাঙ্‌লার এই পর্বের লিপিগুলি ঠিক এই জাতীয় ব্রহ্মদেয় বা দেবোত্তর ভূমি-দানের দলিল নয়। এই শাসনগুলি একটু বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিলে প্রাচীন বাঙ্‌লার ভূমি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমন সব সংবাদ পাওয়া যায় যাহা প্রাচীন ভারতের ভূমি-দান সম্পর্কিত শাসনগুলিতে নাই।

প্রথমেই দেখিতেছি, ভূমি ক্রয়েচ্ছু যিনি তিনি স্থানীয় রাজসরকারের কাছে আবেদন বিজ্ঞাপিত করিতেছেন। ক্রয়েচ্ছু একজনও হইতে পারেন, একজনের বেশীও হইতে পারেন, এবং একাধিক ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি একই সঙ্গে ক্রয়ের ইচ্ছা বিজ্ঞাপিত করিতে পারেন। যেমন, বৈগ্রাম তাম্রপট্টোলীতে দেখা যায় একই সঙ্গে দুই ভাই, ভোয়িল ও ভাস্কর, একত্র রাজসরকারে ভূমি-ক্রয়ের আবেদন জানাইতেছেন।* ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা

* পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখি, ব্রাহ্মণ নাথশর্মাও তাঁহার স্ত্রী রামী একই সঙ্গে আবেদন উপস্থিত করিতেছেন।

private individual বা সাধারণ গৃহস্থও হইতে পারেন, অথবা রাজসরকারের কর্ম্মচারী বা তৎসম্পর্কিত ব্যক্তি বা অধিকরণের সভ্যও হইতে পারেন। ধনাইদহ তাম্রপট্টোলীতে দেখা যাইতেছে ভূমি-ক্রেতা ও দাতা হইতেছেন একজন আয়ুক্তক বা রাজকর্ম্মচারী; ৫নং দামোদরপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল স্থানীয় অধিষ্ঠানাধিকরণের একজন সভ্য; বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলীতে আবেদন-কর্তা হইতেছেন মহারাজ রুদ্রদত্ত যিনি মহারাজ বৈন্যগুপ্তের পদদাস, তবে রুদ্রদত্ত মূল্য দিয়া ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, না বিনামূল্যেই তাহা লাভ করিয়াছিলেন স্পষ্ট করিয়া শাসনে বলা হয় নাই; ধর্ম্মাদিত্যের ১নং পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতা ও দাতার নাম বটভোগ যিনি ছিলেন সাধনিক, এবং এই উপাধি হইতে মনে হয় তিনি রাজকর্ম্মচারী ছিলেন; গোপচন্দ্রের পট্টোলীতে ভূমি-ক্রেতা ও দাতা হইতেছেন বৎসপাল যিনি ছিলেন বারকমণ্ডলের বিষয়-ব্যাপারের কর্তা, রাষ্ট্রের বিনিযুক্তক (বারক বিষয়-ব্যাপারায় বিনিযুক্তক বৎসপাল স্বামিনা), অর্থাৎ রাষ্ট্র-যন্ত্র সম্পর্কিত ব্যক্তি; ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত লোকনাথের পট্টোলীতেও ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মণ এই জাতীয় জনৈক রাষ্ট্র-যন্ত্রসম্পর্কিত ব্যক্তি, কিন্তু তিনি মূল্য দিয়া ভূমি লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা শাসনে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। রাজসরকার বলিতে সাধারণতঃ যে অধিষ্ঠান বা বিষয়ে প্রস্তাবিত ভূমির অবস্থিতি সেই অধিষ্ঠানের আয়ুক্তক ও অধিষ্ঠানাধিকরণ অথবা বিষয়ের বিষয়পতি ও বিষয়াধিকরণ এবং স্থানীয় প্রধান প্রধান লোকদের বুঝায়। দুই একটি পট্টোলীতে মাঝে মাঝে ইহার অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম যে নাই তাহা বলা চলে না, তবে তাহা খুব উল্লেখযোগ্য নয় এই কারণে যে, সর্বত্রই ভূমির প্রকৃত অধিকারীর স্থানীয় প্রতিনিধিদের বিজ্ঞাপিত করাটাই ছিল সাধারণ নিয়ম। রাজসরকারের উল্লেখ-প্রসঙ্গে তদানীন্তন রাজার এবং ভুক্তিপতি বা উপরিকের নামও উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত ছিল; কোন কোন ক্ষেত্রে শাসনের এই অংশে লিপির তারিখও দেওয়া হইয়াছে।

এই সাধারণ বিজ্ঞপ্তির পরই দেখিতেছি, ভূমি-ক্রয়ের বিশেষ উদ্দেশ্যটি কি, তাহা আবেদন-কর্তা সাধারণতঃ প্রথম পুরুষেই বিজ্ঞাপিত করিতেছেন, এবং তিনি যে ক্ষেত্র, খিল, অথবা বাস্তুভূমির স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মূল্য দিতে প্রস্তুত আছেন তাহাও বলিতেছেন। দেখা যাইতেছে, সর্বত্রই ভূমি-ক্রয়ের প্রেরণা ক্রীত-ভূমি দেবকার্য বা ধর্ম্মাচরণোদ্দেশে দানের ইচ্ছা।

তৃতীয় পর্বে পুস্তপাল বা দলিল-রক্ষকের বিবৃতি। ভূমি-ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তির আবেদন রাজসরকারে পৌঁছিলেই রাজসরকার তাহা পুস্তপাল বা পুস্তপালদের দপ্তরে পাঠাইতেছেন; পুস্তপাল বা পুস্তপালেরা প্রস্তাবিত ভূমি আর কাহারও ভোগ্য কিনা, আর কাহারও অধিকারে আছে কিনা, অন্য কেহ সেই ভূমি ক্রয়ের ইচ্ছা জানাইয়াছে কিনা, ভূমির মূল্য যথাযথ নির্ধারিত হইয়াছে কিনা, রাজসরকারের কোন স্বার্থ তাহাতে আছে কিনা ইত্যাদি জ্ঞাতব্য তথ্য নির্ণয় করিতেছেন তাহার বা তাহাদের দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্র, শাসন ইত্যাদির সাহায্যে, এবং কোনও প্রকার আপত্তি না থাকিলে প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয়ে সম্মতি

জানাইতেছেন। যে কতগুলি শাসনের খবর আমরা জানি তাহার প্রত্যেকটিতেই পুস্তপাল-দপ্তরের সম্মতিই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে; এই কারণে অনুমান করা স্বাভাবিক যে ব্যাপারটা নেহাৎই একটা কার্য-ক্রমগত ব্যাপারমাত্র। কিন্তু বোধ হয়, এই অনুমান সর্বত্র সঙ্গত নয়। ৫নং দামোদরপুর পট্টোলীতে বিষয়পতির সঙ্গে পুস্তপালের একটু বিরোধের ([বি]ষয়পতিনা কশ্চিদ্বিরোধঃ) ইঙ্গিত যেন আছে! কি লইয়া বিরোধ বাধিয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই; তবে অনুমান করা চলে যে পুস্তপালের দপ্তর হইতে কোন আপত্তি উঠিয়াছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত পুস্তপালের আপত্তি টেঁকে নাই।

চতুর্থপর্বে রাষ্ট্রের অনুমতি। যথানির্ধারিত মূল্য গ্রহণের পর রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে স্থানীয় রাজসরকার ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের ভূমি বিক্রয়ের অনুমতি দিতেছেন; এবং প্রস্তাবিত ভূমি যে-গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণ-কুটুম্বদের সম্মুখে, রাজপুরুষদের সম্মুখে বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দেশ করিয়া, অন্য ভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, স্থানীয় প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ভূমির মাপজোখ করিয়া বিক্রীত ভূমি ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে হস্তান্তরিত করিয়া দিতেছেন। কি সর্তে তাহা দিতেছেন, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে। দেখা যাইতেছে সর্বত্রই এই সর্ত অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী।

পঞ্চম পর্বে ক্রেতার বা বিক্রেতার পক্ষ হইতে ক্রীত অথবা বিক্রীত ভূমির দানের বিবৃতি। এই পর্বে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা কাহাকে বা কাহাদের কি উদ্দেশ্যে, কোন্ সর্তে ক্রীত ভূমি দান করিতেছেন তাহা বলা হইতেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ক্রেতার পক্ষ হইতে বিক্রেতাও তাহা করিতেছেন।

ষষ্ঠ অথবা সর্বশেষ পর্বে এই জাতীয় দত্তভূমি রক্ষণাপহরণের পাপপুণ্যের বিবৃতি দিতেছেন এবং শাস্ত্রোক্ত শ্লোকে তাহা সমাপ্ত করিতেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পর্বে শাসনের তারিখ উল্লিখিত আছে। স্থানীয় রাজসরকারের শীলমোহর দ্বারা এই সব পট্টোলী নিয়মানুযায়ী রেজেষ্ট্রি করা হইত।

সমস্ত তাম্রশাসনেই যে সব ক'টি পর্বের উল্লেখ একই ভাবে আছে, তাহা নয়। কোন কোনও তাম্রপট্টে সব ক'টি পর্বের বিস্তৃত উল্লেখ নাই, কোন কোনও পর্বের আভাসমাত্র আছে; আবার কোথাও কোথাও একেবারে বাদও দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া, কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমির মাপজোখ ও সীমানির্দেশ রাজসরকার হইতে না করিয়া গ্রাম প্রধানদের তাহা করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে, যেমন পাহাড়পুর পট্টোলীতে। এইরূপ অল্প ব্যতিক্রম কোথাও কোথাও থাকা সত্ত্বেও মোটামুটি পট্টোলীগুলি একই ধরণের।

কিন্তু এই পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যায়ে একেবারে অন্য ধরণের ভূমি-দানের পট্টোলীও যে নাই তাহা বলা চলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর পট্টোলী (৬ষ্ঠ শতক), জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী (৭ম শতক), লোকনাথের ত্রিপুরা পট্টোলী (৭ম শতক), এবং দেবখড়্গের আশ্রফপুরের পট্টোলী (৮ম শতক) দুটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটিই ভূমি-দানের শাসন, দত্তভূমি ক্রয়ের কোনও উল্লেখই ইহাদের মধ্যে

নাই ; কাজেই, পূর্বোক্ত শাসনগুলির ক্রমের সঙ্গে এই পট্টোলীগুলির তুলনা করা চলে না। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর তাম্রপট্টোলীতে মহারাজ রুদ্রদত্তের অনুরোধে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত স্বয়ং কিছু ভূমি দান করিতেছেন মহাযানী সম্প্রদায়ের বৈবর্তিক ভিক্ষুসংঘকে ; লোকনাথের ত্রিপুরী পট্টোলীতে রাজকর্মচারী ব্রাহ্মণ মহাসামন্ত প্রদোষশর্মণ এক অনন্তনারায়ণের মন্দির নির্মাণ ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য এবং তাহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য মহারাজ লোকনাথের কাছে কিছু ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, এবং রাজা সেই ভূমিদান করিতেছেন। জয়নাগের বপ্পঘোষবাট পট্টোলী ও দেবখড়্গের আস্রফপুর পট্টোলী দুটিতে ভূমিদানের অনুরোধ বা প্রার্থনা কেহ জানাইতেছেন, এমন উল্লেখও নাই ; রাজা নিজেই যথাক্রমে ভট্ট ব্রহ্মবীর স্বামী ও কোন বৌদ্ধসংঘকে ভূমিদান করিতেছেন, এইটুকুই শুধু আমরা জানিতে পাইতেছি।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে আগে যে দান-বিক্রয় সম্পর্কিত পট্টোলীগুলির উল্লেখ করিয়াছি সেগুলি সদ্যোক্ত পট্টোলীগুলি হইতে বিভিন্ন। পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলি প্রথমতঃ ভূমি-বিক্রয়ের শাসন এবং দ্বিতীয়তঃ ভূমি-দানের শাসনও বটে। সদ্যোক্ত পট্টোলীগুলি শুধুই ভূমি-দানের শাসন। ভূমি-বিক্রয়ের শাসন কাহাকে বলে বার্হস্পত্য ধর্মশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে ; বৃহস্পতি বলেন, ন্যায্য মূল্য দিয়া কোন ব্যক্তি যখন কোনও বাস্তু, ক্ষেত্র অথবা অন্য কোনও প্রকার ভূমি ক্রয় করেন এবং মূল্যের উল্লেখসমেত ক্রয় কার্যের একটি শাসন লিপিবদ্ধ করিয়া লন, তখন সেই শাসনকে বলা হয় ভূমি-ক্রয়ের শাসন। * পূর্বোক্ত লিপিগুলি যে বৃহস্পতি-কথিত ভূমি-ক্রয়ের শাসন এ সম্বন্ধে তাহা হইলে কোনও সন্দেহ নাই। জর্মান পণ্ডিত য়লি (Jolly) মনে করেন, বৃহস্পতি খ্রীষ্টোত্তর ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতকের লোক ; যদি তাহা হয় তাহা হইলে বৃহস্পতি পূর্বোক্ত পট্টোলীগুলির প্রায় সমসাময়িক। কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে"র 'বাস্তু' ও 'বাস্তু-বিক্রয়' অধ্যায়ে সর্বপ্রকার ভূমি, ঘরবাড়ী, উদ্যান, পুষ্করিণী, হ্রদ, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্রম ও রীতির উল্লেখ আছে ; এই অধ্যায় হইতে আমরা খবর পাই, এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মুখে হওয়া উচিত, এবং যিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়া ভূমি ডাকিয়া লইয়া ক্রয় করিতে রাজী হইবেন তাঁহার কাছেই প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয় করিতে হইবে। ভূমির মূল্যের উপর ক্রেতাকে রাজসরকারে একটা করও দিতে হইবে, একথাও কৌটিল্য বলিতেছেন। † মূল্যের উপর কোনও প্রকার করের উল্লেখ আমাদের লিপিগুলিতে নাই ; এবং যে-রীতিতে কৌটিল্য ভূমি-বিক্রয়ের কথা বলিতেছেন সে-রীতি অনুযায়ীই ভূমি-বিক্রয় হইয়াছিল, এমন আভাসও লিপিগুলিতে পাইতেছি না ; এগুলি 'নীলাম'-বিক্রয়ের দলিল নহে, অথচ কৌটিল্য যেন 'নীলাম'-বিক্রয়ের কথাই বলিতেছেন। তবে ভূমি-বিক্রয়ের ব্যাপারটা যে কুটুম্ব, প্রতিবাসী এবং সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের সম্মুখেই নিষ্পন্ন হইত তাহার উল্লেখ প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই পাওয়া যায়।

---

* Sacred Books of the East. xxxiii, p. 305.

† "অর্থশাস্ত্র", 2nd edn., Mysore. VI, I, p. 168ff., Eng. Trans. by Shamasastry, 2nd edn., p. 204, 206-7.

কতকটা পূর্বোক্ত শাসনানুরূপ ভূমি-বিক্রয়ের অন্ততঃ একটি পাথুরে প্রমাণের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে। এই লিপিটি নাসিকের একটি বৌদ্ধ-গুহার প্রাচীরে উৎকীর্ণ, এবং ইহার তারিখ খ্রীষ্টোত্তর দ্বিতীয় শতকের প্রথমার্ধ। ইহাতে উল্লেখ আছে যে, ক্ষত্রপ নহপানের জামাতা, দীনীকপুত্র উষবদাত জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ৪,০০০ কার্ষাপণ মূল্যে কিছু ক্ষেত্রভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন, এবং তাহা গুহাবাসী ভিক্ষুসংঘকে দান করিয়াছিলেন। * উষবদাত্ত ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন জনৈক গৃহস্থের নিকট হইতে, রাজার বা রাষ্ট্রের নিকট হইতে নয়, কাজেই সে-ক্ষেত্রে যে সুবিস্তৃত ক্রমের উল্লেখ প্রাচীন বাঙলার পূর্বোক্ত লিপিগুলিতে আছে তাহার কোনও প্রয়োজনই হয় নাই। আমাদের লিপিগুলিতে কিন্তু সাধারণ ভাবে একটি দৃষ্টান্তও পাইতেছি না যেখানে কোনও গৃহস্থ (private individual) কোন ভূমি বিক্রয় করিতেছেন; সর্বত্রই যে-ভূমি বিক্রীত হইতেছে তাহা রাজা বা রাষ্ট্রকর্তৃকই হইতেছে। এ-প্রশ্ন স্বভাবতই মনকে অধিকার করে, প্রাচীন বাঙলার সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কোনও গৃহস্থই কি ভূমি বিক্রয় করে নাই? সে-অধিকার কি তাঁহার ছিল না? যদি করিয়া থাকেন, যদি সে-অধিকার থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা কি উপায়ে বিধিবদ্ধ হইত? সে-বিক্রয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ কিরূপ ছিল, কৌটিল্যের ইঙ্গিতানুযায়ী ভূমির মূল্যের উপর রাজাকে বা রাষ্ট্রকে কিছু প্রণামী দিতে হইত কি, না রাষ্ট্র রাজস্ব লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত? এই সব অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রশ্নের কোনও উত্তর পাইবার সূত্রও লিপিগুলিতে আবিষ্কার করা যায় না।

এ পর্যন্ত খ্রীষ্টোত্তর অষ্টম শতক পর্যন্ত লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এইবার অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত লিপিগুলি একটু বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই বলা যায়, যতগুলি শাসনের সংবাদ আমরা জানি, তাহার সব ক'টিই ভূমি-দানের শাসন, ভূমি দান-বিক্রয়ের শাসন একটিও নয়। এই পর্বের শাসনগুলিকে সেই জন্য পূর্বোক্ত গুণাইঘর, বপ্‌পঘোষবাট, লোকনাথ বা আস্রফপুর লিপিগুলির সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, যদিও পাল ও সেন আমলের লিপিগুলি অনেকটা দীর্ঘায়ত। অন্য কারণেও এই পর্বের কোন কোন শাসনের সঙ্গে গুণাইঘর লিপি অথবা লোকনাথের লিপিটির কতকটা তুলনা করা চলে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর্মপালের খালিমপুর লিপিটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাসামন্তাধিপতি শ্রীনারায়ণ বর্মা একটি নারায়ণ-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সেই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ ও পূজার দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি যুবরাজ ত্রিভুবন পালকে দিয়া রাজার কাছে চারিটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং প্রার্থনানুযায়ী রাজা তাহা দান করিয়াছিলেন। এই ধরণের দৃষ্টান্ত আরও দুই একটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ শাসনে এই ধরণের প্রার্থনা বা অনুরোধের কোনও উল্লেখ নাই; রাজা যেন স্বেচ্ছায় ভূমি দান করিতেছেন, এই রকম ধারণা জন্মায়। অথবা এমনও হইতে পারে, অনুরোধ বা প্রার্থনা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা আর বাহুল্য অনুমানে উল্লিখিত হয় নাই। এই ধরণের লিপিগুলির সঙ্গে

* Ep. Ind. VIII, p. 78.

বপ্পঘোষবাট ও আশ্রফপুর লিপি দুইটার তুলনা করা যাইতে পারে। পাল আমলে দেখা যায়, কোথাও কোথাও ভূমি দান করা হইতেছে কোনও ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, যদিও ব্যক্তিগতভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমি-দানের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই ; কিন্তু, সেন আমলে সব দানই ব্যক্তিগত দান, এবং সেন রাজাদের যে কয়টি ভূমি-দানের সংবাদ আমরা শাসনে পাই তাহার সব কয়টিরই দান-গ্রহীতা হইতেছেন ব্রাহ্মণ এবং দানের উপলক্ষ্য হইতেছে কোনও ধর্মানুষ্ঠানের আচরণ। এই ধরণের দান কতকটা ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা জাতীয়, এবং এ-সব ক্ষেত্রে ভূমি-দান গ্রহণের কোনও অনুরোধ জ্ঞাপনের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। আমার ত মনে হয়, যে-সব ক্ষেত্রে কোনও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের জন্য ভূমির প্রয়োজন হইয়াছে, সেই খানেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা রাজাকে ভূমি-দানের অনুরোধ জানাইয়াছেন, এবং রাজাও সেই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন ; গুণাইঘর, লোকনাথ ও খালিমপুর লিপির সাক্ষ্য এই অনুমানের দিকেই ইঙ্গিত করে। আর, যেখানে রাজা অথবা রাষ্ট্র নিজেই প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা, অথবা যেখানে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোনও আয়তনের প্রয়োজন রাজা নিজেই অনুভব করিয়াছেন, অথবা রাষ্ট্র-কর্মচারীর বা জনপদ-প্রধানদের মুখ হইতে শুনিয়াছেন, সেখানে রাজা নিজেই স্বেচ্ছায় ভূমি-দান করিয়াছেন, কোন অনুরোধের অপেক্ষা বা অবসর সেখানে নাই। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমার এই অনুমানের সাক্ষ্য অষ্টমশতকের আশ্রফপুর লিপি দুইটিতে আছে। ইহার সাক্ষ্য এই যে রাজা দেবখড়্গ নিজেই আচার্য সংঘমিত্রের বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রচুর ভূমিদান করিয়াছিলেন, কোনও অনুরোধের উল্লেখ সেখানে নাই। শ্রীহট্ট জেলার ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত গোবিন্দকেশব দেবের লিপির সাক্ষ্যও একই প্রকারের।

এই পর্বের লিপিগুলিতে দেখিলাম, ভূমিদান করিতেছেন সর্বত্রই রাজা স্বয়ং, কিন্তু অষ্টম শতকের আগেকার লিপিগুলিতে দেখিয়াছি, ধর্মপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য ভূমিদান গৃহস্থ ব্যক্তিরাই করিতেছেন, এবং দানের পূর্বে সেই ভূমি মূল্য দিয়া রাজার নিকট হইতে কিনিয়া লইতেছেন। দুচার ক্ষেত্রে রাজাও ভূমিদান করিতেছেন, কিন্তু তাহা ক্রেতার পক্ষ হইতেই ; তিনি শুধু দানকার্যের পুণ্যের ষষ্ঠভাগ (ধর্মষড়ভাগং) লাভ করিতেছেন। এ প্রশ্ন স্বাভাবিক যে আগেকার পর্বে অর্থাৎ সপ্তম শতকের পূর্বে ধর্মপ্রতিষ্ঠানে যত ভূমি দান তাহা অধিকাংশ গৃহস্থব্যক্তিরাই করিতেছেন কেন, আর উত্তর পর্বে ভূমি দান শুধু রাজাই করিতেছেন কেন ? এই প্রশ্নের উত্তর কি এই যে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা, ভরণপোষণের দায়ীত্ব আগে ব্যক্তিগতভাবে পুরজনপদবাসি গৃহস্থরাই করিতেন, এবং পরে ক্রমশঃ সেই দায়ীত্ব রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে রাজাই গ্রহণ করিয়াছিলেন ? ব্যক্তিগত ভাবে ব্রাহ্মণদের যে-সব ভূমি দান করা হইত, সে-সব দান সম্বন্ধে এ ধরণের কোন প্রশ্নের বা উত্তরের অবকাশ নাই। এইরূপ ব্যক্তিগত দানের পরিচয় ঘাঘ্‌রাহাটি এবং বপ্পঘোষবাট পট্টোলী দুইটিতে পাওয়া যায়। পাল ও সেন আমলের লিপিতে এই পরিচয় প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ভূমিদান কি কি সর্তে করা হইত, কি কি দায় ও অধিকার বহন করিত তাহা এইবার আলোচনা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে পূর্ব পর্বের লিপিগুলির সংবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

যথামূল্যে প্রস্তাবিত ভূমি ক্রয়ের জন্য গৃহস্থ আবেদন যখন জানাইতেছেন, তখন তিনি ভূমি ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, সোজাসুজি এ কথা বলিতেছেন না ; বলিতেছেন, 'আপনি আমার নিকট হইতে যথারীতি যথানির্দিষ্ট হারে মূল্য গ্রহণ করিয়া এই ভূমি আমাকে **দান** করুন।' এই যে ক্রয়ের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে দানের প্রার্থনাও করা হইতেছে, ইহার অর্থ কি ? যে ভূমির জন্য মূল্য দেওয়া হইতেছে, তাহাই আবার দানের জন্যও প্রার্থনা করা হইতেছে কেন, এ কথার উত্তর পাইতে হইলে ভূমি কি সর্তে দান-বিক্রয় হইতেছে, তাহা জানা প্রয়োজন। ধনাইদহলিপিতে আবেদক ভূমি প্রার্থনা করিতেছেন, "নীবীধর্মক্ষয়েণ" ; দামোদরপুরের ১নং লিপিতে আছে, "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকভোজ্যো তয়া নীবীধর্মেণ দাতুমিতি" ; ২নং লিপিতে "অপ্রদাক্ষয়নি···মর্যাদয়া দাতুমিতি" ; ৩নং লিপিতে "হিরণ্যমুপসংগৃহ্য সমুদয়-বাহ্যাপ্রদখিলক্ষেত্রানাং প্রসাদং কর্তুমিতি···" ; ৫নং লিপিতে "অপ্রদাধর্মেণ···শাশ্বতকাল-ভোগ্যা" ; পাহাড়পুর-পট্টোলীতে আছে, "শাশ্বতকালোপভোগ্যাক্ষয়নীবী সমুদয়বাহ্যা-প্রতিকর···" ; বৈগ্রাম-পট্টোলীতে "সমুদয়বাহ্যাদি···অকিঞ্চিৎ প্রতিকরাণাম্ শাশ্বতাচন্দ্রার্ক-তারকভোজ্যানাম্ অক্ষয়নীব্যা···" ; বপ্পঘোষবাট গ্রামের পট্টোলীতে আছে, "অক্ষয়ানী[বী]-ধর্মণাপ্রদত্তঃ"। অন্যান্য লিপিগুলিতে শুধু ক্রয়বিক্রয়ের কথাই আছে, কোনও সর্তের উল্লেখ নাই। যাহা হউক, যে-সব লিপিতে সর্তের উল্লেখ পাইতেছি, দেখিতেছি—সেই সর্ত একাধিক প্রকারের : (১) নীবী ধর্মের সর্ত, (২) অপ্রদা ধর্মের সর্ত এবং (৩) অক্ষয়নীবী (ধর্মের) সর্ত, (৪) অপ্রদাক্ষয়নীবীর সর্ত। বৈগ্রাম ও পাহাড়পুর-পট্টোলী দুটিতে অক্ষয়নীবী ধর্মের সর্তের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সর্তের উল্লেখ আছে, সেটি হইতেছে, "সমুদয়-বাহ্যাপ্রতিকর" বা "সমুদয়বাহ্যাদি···অকিঞ্চিত্ প্রতিকর", অর্থাৎ ভূমি প্রার্থনা করা হইতেছে এবং ভূমি দান করা হইতেছে অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী এবং সকল প্রকার রাজস্ব-বিবর্জিত ভাবে। ইহার অর্থ এই যে, ভূমি-ক্রেতা সুচিরকাল, যাবচ্চন্দ্রসূর্যতারার স্থিতিকাল পর্যন্ত ভোগ করিতে পারিবেন কোনও রাজস্ব না দিয়া। রাজা বা রাষ্ট্র যে সুচিরকালের জন্য রাজস্ব হইতে ক্রেতা ও ক্রেতার বংশধরদের মুক্তি দিতেছেন, এইখানেই হইতেছে দান কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। ভূমির প্রচলিত মূল্য গ্রহণ করিয়া রাজা যে-ভূমি বিক্রয় করেন, সেই ভূমিই যখন অক্ষয়নীবীধর্মানুযায়ী সমুদয় বাহ্যাপ্রতিকর করিয়া দেন, তখন তাহা দানও করেন, এবং তাহা করেন বলিয়াই ভূমি বিক্রয় করিয়াও তিনি "ধর্মষড়্ভাগের" অর্থাৎ দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হন। রাজা ভূমির আয়ের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী, সেই এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকার যখন তিনি পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি দানপুণ্যের এক ষষ্ঠ ভাগের অধিকারী হইবেন, ইহাই ত যুক্তিযুক্ত। এই অর্থে ছাড়া পাহাড়পুর-পট্টোলীর "যৎ পরম-ভট্টারক-পাদানাম্ অর্থোপচয়ো ধর্মষড়্ভাগোপ্যায়নঞ্চ ভবতি" এ কথার কোনও সঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। বৈগ্রাম-পট্টোলীতে এই কথাই আরও পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। ৩নং দামোদর-পুর-পট্টোলীতেও পরমভট্টারক মহারাজের পুণ্যলাভের যে ইঙ্গিত আছে, তাহাও তিনি "সমুদয়বাহ্যাপ্রদ" অর্থাৎ সর্বপ্রকারের দেয়-বিবর্জিত করিয়া ভূমি বিক্রয় করিতেছেন বলিয়াই।

এইবার নীবীধর্ম, অক্ষয়-নীবীধর্ম বা নীবীধর্মক্ষয় এবং অপ্রদা ধর্ম কথা কয়টির অর্থ কি, তাহা জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বাঙ্‌লা দেশের বাহিরে গুপ্তযুগের যে লিপির খবর আমরা জানি, তাহার মধ্যে অন্ততঃ দুইটিতে "অক্ষয়নীবী" ধর্মের উল্লেখ আছে*। কোষকারদের মতে নীবী কথার অর্থ মূলধন বা মূলদ্রব্য †। কোন ভূমি যখন নীবীধর্মানুযায়ী দান বা বিক্রয় করা হইতেছে, তখন ইহাই বুঝান হইতেছে যে, দত্ত বা বিক্রীত ভূমিই মূলধন বা মূলদ্রব্য; সেই ভূমির আয় বা উৎপাদিত ধন ভোগ বা ব্যবহার করা চলিবে, কিন্তু মূলধনটি কোনও উপায়েই নষ্ট করা চলিবে না। তাহা হইলে "নীবীধর্ম" কথাটি দ্বারা যাহা সূচিত হইতেছে, "অক্ষয়-নীবীধর্ম" দ্বারা তাহাই আরও সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে, এই অনুমান অতি সহজেই করা চলে। যে-ভূমি সম্পর্কে এই সর্তের উল্লেখ আছে, সেই ভূমিই কেবল "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকা" ভোগ করিতে পারা যায়, ইহাও খুবই স্বাভাবিক। লিপিগুলিতেও তাহাই দেখিতেছি; বস্তুতঃ যে-সব ক্ষেত্রে "নীবী" বা "অক্ষয়-নীবী" ধর্মের উল্লেখ আছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই সঙ্গে সঙ্গে শাশ্বতাচন্দ্রার্ক-তারকা" ভোগের সর্তও আছে; যে-ক্ষেত্রে নাই, যেমন বপ্যঘোষবাটগ্রামের লিপিটিতে, সে-ক্ষেত্রেও তাহা সহজেই অনুমেয়। ধনাইদহ-লিপিতে আছে, "নীবীধর্মক্ষয়েণ"; এ ক্ষেত্রে ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে মূলধন অক্ষত রাখিবার রীতি বিলোপ করিয়া দিয়া, অর্থাৎ ভোক্তা স্বেচ্ছায় ঐ ভূমি দান-বিক্রয় করিয়া হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন, ইহাই যেন সূচিত হইতেছে। দামোদরপুরের ৩নং লিপিতে সর্তটি হইতেছে "অপ্রদাধর্মেণ"। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সর্তের সঙ্গে "শাশ্বতাচন্দ্রার্কতারকা" ভোগের সর্ত নাই। যাহা হউক, অনুমান হয়, এই সর্তানুযায়ী যে-ভূমি বিক্রয় করা হইতেছে, সেই ভূমিও দান অথবা বিক্রয়ের অধিকার ভোক্তার ছিল না। স্বেচ্ছামত ফিরাইয়া লইবার অধিকার দাতার অথবা রাজার ছিল কি না, তাহা বুঝা যাইতেছে না। যাহা হউক, মোটামুটিভাবে "নীবীধর্ম", "অক্ষয়-নীবীধর্ম" ও "অপ্রদাধর্ম" বলিতে একই সর্ত বুঝা যাইতেছে, অন্ততঃ আমাদের লিপিগুলিতে তাহা অনুমান করিতে বাধা নাই; যদিও মনে হয়, "অপ্রদাধর্মে"র সঙ্গে "নীবী" বা "অক্ষয়নীবী" ধর্মের সূক্ষ্ম পার্থক্য কিছু ছিল।

একটি জিনিস একটু লক্ষ্য করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে, যে-ভূমি কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে দান করা হইতেছে, সেই সম্পর্কেই শুধু "অপ্রদাধর্ম" বা "অক্ষয় নীবীধর্মে"র উল্লেখ পাইতেছি। ইহার কারণ ত খুবই সহজবোধ্য। তাহা ছাড়া সেই সব ক্ষেত্রেই কেবল রাজা রাজস্বের অধিকার ছাড়িয়া দিতেছেন, ইহাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। ব্যতিক্রম দু'একটি আছে; কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রেও দানের পাত্র কোনও ব্রাহ্মণ এবং তিনি দান গ্রহণ করিতেছেন কোনও ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে। কোনও গৃহস্থ যেখানে ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ভূমি ক্রয় অথবা দান গ্রহণ করিতেছেন, সে ক্ষেত্রে না আছে কোন চিরস্থায়ী সর্তের উল্লেখ, না আছে নিষ্কর করিয়া দিবার উল্লেখ।

---

* Fleet, C. I. I, III, nos, 12,62. † অমরকোষ, ৩, ৩, ২১২; হেমচন্দ্র, ২, ৫৩৪

এ পর্যন্ত শুধু সপ্তমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলির কথাই বলিলাম। এই বিষয়ে পরবর্তী লিপিগুলির সাক্ষ্যও জানা প্রয়োজন। অষ্টম হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যত রাজকীয় ভূমি-দানলিপির খবর আমরা জানি, তাহার প্রত্যেকটিতেই ভূমি-দানের সর্ত্ত মোটা-মুটি একই প্রকার। সর্ত্তাংশটি যে কোনও লিপি হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। খালিমপুর-লিপিতে আছে, "সদশপচারাঃ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যাঃ পরিহৃতসর্বপীড়াঃ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং"; শ্রীচন্দ্রের রামপাল-লিপিতে আছে, "সদশপরাধা সচৌরোদ্ধরণা পরিহৃতসর্বপীড়া অচাটভটপ্রবেশ অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা। সমস্তরাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়-সহিতা···আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন।" বিজয়সেনের বারাকপুর-লিপিতে আছে, "সহৃদশাপরাধাঃ পরিহৃতসর্বপীড়া অচট্টভট্টপ্রবেশা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্ত-রাজভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা।···আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্র-শাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ।" দেখা যাইতেছে, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপিতে যাহা আছে, তাহাই পরবর্তী লিপিগুলিতে বিস্তৃততরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সদশপচারাঃ বা সহৃদশাপরাধাঃ। আমাদের দণ্ডশাস্ত্রে দশ প্রকারের অপচার বা অপরাধের উল্লেখ আছে। তিনটি কায়িক অপরাধ, যথা—চুরি, হত্যা, এবং পরস্ত্রীগমন; চারিটি বাচনিক অপরাধ, যথা—কটুভাষণ, অসত্যভাষণ, অপমানজনক ভাষণ এবং বস্তুহীন ভাষণ; তিনটি মানসিক অপরাধ, যথা—পরধনে লোভ, অধর্ম চিন্তা এবং অসত্যানুরাগ। এই দশটি অপরাধ রাজকীয় বিচারে দণ্ডনীয় ছিল; এবং এই অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধী ব্যক্তিকে জরিমানা দিতে হইত। রাষ্ট্রের অন্যান্য আয়ের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন সেই ভূমির অধিবাসীদের জরিমানা হইতে যে আয়, তাহা ভোগ করিবার অধিকারও দান-গ্রহীতাকে অর্পণ করিতেছেন।

সচৌরোদ্ধরণা। চোর-ডাকাতের হাত হইতে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাজার; কিন্তু তাহার জন্য জনসাধারণকে একটা কর দিতে হইত। কিন্তু রাজা যখন ভূমি দান করিতেছেন, তখন দানগ্রহীতাকে সেই কর ভোগের অধিকার দিতেছেন।

পরিহৃতসর্বপীড়াঃ। সর্বপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার হইতে রাজা, দত্ত ভূমির অধিবাসীদের মুক্তি দিতেছেন। কোনও কোনও পণ্ডিত পারিশ্রমিক-না-দিয়া আবশ্যিক-শ্রম-গ্রহণ-করা অর্থে এই শব্দটি অনুবাদ করিয়াছেন। আমার কাছে এই অর্থ খুব যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে না, যদিও বহু প্রকারের রাজকীয় পীড়া বা অত্যাচারের মধ্যে ইহাও হয় ত একপ্রকার পীড়া বা অত্যাচার ছিল, এ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু "পরিহৃতসর্বপীড়াঃ" বলিতে যথার্থতঃ কি বুঝাইত, তাহার সুস্পষ্ট ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রতিবাসী কামরূপ রাজ্যের একাধিক লিপিতে আছে। বলবর্মার নওগাঁ-লিপিতে অনুরূপ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত আছে, "রাজ্ঞীরাজপুত্ররাণকরাজবল্লভমহল্লকপ্রৌঢ়িকাহাস্তিবন্ধিকনৌকাবন্ধিকচৌরোদ্ধরণিকদাণ্ডিক-দাণ্ডপাশিক-ঔপরিকরিক-ঔৎখেটিকচ্ছত্রবাসাদ্যুপদ্রবকারিণামপ্রবেশা।" রত্নপালের প্রথম তাম্রশাসনে আছে, "হস্তিবন্ধনৌকাবন্ধচৌরোদ্ধরণদণ্ডপাশোপরিকরনানানিমিত্তোৎখেটন-

হস্ত্যশ্বোষ্ট্রগোমহিষাজাবিকপ্রচারপ্রভৃতীনাং বিনিবারিতসর্ব্বপীড়া...”। কামরূপের অন্যান্য দু’একটি লিপিতেও অনুরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বপীড়া বলিতে কি কি পীড়া বা অত্যাচার বুঝায়, তাহার ব্যাখ্যা কতকটা সবিস্তারেই পাওয়া যাইতেছে। রাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপরিবারের লোকেরা, রাজপুরুষেরা যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন সঙ্গের নৌকা, হাতী, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষের রক্ষক যাহারা, তাহারা গ্রামবাসীদের ক্ষেত, ঘর-বাড়ী, মাঠ, পথ, ঘাটের উপর নৌকা এবং পশু ইত্যাদি বাঁধিয়া ও চড়াইয়া উৎপাত অত্যাচার করিত। অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারকারী যাহারা, তাহারা, দাণ্ডিক ও দাণ্ডপাশিক অর্থাৎ যাহারা চোর ও অন্যান্য অপরাধীদের ধরিয়া বাঁধিয়া আনিত, যাহারা দণ্ড দিত, তাহারাও সময়ে অসময়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার করিত। যাহারা প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করিত, এবং অন্যান্য নানা ছোটখাট শুল্ক আদায় করিত, তাহারাও প্রজাদের উৎপীড়িত করিতে ত্রুটি করিত না। ইহারা কার্য্যোপলক্ষে গ্রামে অস্থায়ী ছত্রাবাস (camp) স্থাপন করিয়া বাস করিত বলিয়া অনুমান হয়, এবং শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, রাজা নিজেও বোধ হয়, ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়া মনে করিতেন; বস্তুতঃ রাজকীয় লিপিতেই ইহাদের উপদ্রবকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমাদের বাঙ্‌লা দেশের লিপিগুলিতে এই সব উপদ্রবের বিস্তারিত উল্লেখ নাই, “পরিহৃতসর্ব্বপীড়াঃ” বলিয়াই শেষ করা হইয়াছে; তবে, একটি উৎপাতের উল্লেখ দৃষ্টান্তস্বরূপ করা হইয়াছে। যে ভূমি দান করা হইতেছে, বলা হইতেছে, সেই ভূমি অচাটভাট অথবা অচট্টভট্টপ্রবেশ, চট্টভট্টরা সেই ভূমিতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। চাট অথবা চট্ট বলিতে খুব সম্ভব, এক ধরণের অস্থায়ী সৈনিকদের বুঝাইত বলিয়া অনুমান হয়। চাম্বা প্রদেশের কোন কোন লিপিতে পরগণা বা চারকর্ত্তা অর্থে চাট কথাটির ব্যবহার পাওয়া যায়। ভট্ট বা ভাট কথাটি ভাঁড় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু রাজার ভৃত্য বা সৈনিক অর্থে কথাটি গ্রহণ করাই নিরাপদ্। যাহা হউক, চট্টভট্ট দুইই রাজভৃত্য অর্থে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্য। দত্ত ভূমি হইতে আয়স্বরূপ কোনও কিছু গ্রহণ করিবার অধিকারও রাজা ছাড়িয়া দিতেছেন, এই সর্ত্তটির উল্লেখ লিপিতে আছে। সেই সব অধিকারের ফলভোগী হইতেছেন দানগ্রহীতা; সেই জন্যই ইহার পরই বলা হইতেছে—‘সমস্তরাজভাগ-ভোগকরহিরণ্যপ্রত্যায়সহিতা’, অর্থাৎ সেই ভূমি হইতে ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ইত্যাদি যে সব আয় আইনতঃ রাজার অথবা রাষ্ট্রেরই ভোগ্য, সেই সব সমেত ভূমি দান করা হইতেছে, এবং বলা হইতেছে, দানগ্রহীতা “আচন্দ্রার্ক-ক্ষিতিসমকালং” অর্থাৎ শাশ্বত কাল পর্য্যন্ত সেই ভূমি ভোগ করিতে পারিবেন।

সর্ব্বশেষ সর্ত্ত হইতেছে “ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন”। ভূমি দান করা হইতেছে ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায় বা রীতি অনুযায়ী। এই কথাটির নানা জনে নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।* “বৈজয়ন্তী” মতে

* Ind. Ant. I, p. 46, n.; Ibid, IV, p. 106, n.; C. I. I., III, e. 138, n. 2; Ep. Ind. XI, XI. p, 177.

যে-ভূমি কর্ষণের অযোগ্য, সেই ভূমি ভূমিচ্ছিদ্র, এবং এই অর্থে কৌটিল্য কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন।* বৈদ্যদেবের কমৌলি-লিপিতে আছে, "ভূমিচ্ছিদ্রাঞ্চ অকিঞ্চিৎকরগ্রাহ্যাম্" অর্থাৎ কর্ষণের অযোগ্য ভূমির কোন কর বা রাজস্ব নাই। কর বা রাজস্ব নাই, এই যে রীতি অর্থাৎ রাজস্ব-মুক্তির রীতি অনুযায়ী যে ভূমি-দান, তাহাই ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়ানুযায়ী দান, এবং লিপিগুলিতে এই সর্তেই ভূমি-দান করা হইয়াছে, সমস্ত কর হইতে ভোক্তাকে মুক্তি দিয়া।

লিপিগুলির স্বরূপ বিস্তৃত করিয়া উপরে ব্যাখ্যা করা হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভূমি-দান ও ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে আমরা অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানিলাম। এইবার ভূমি-সম্পর্কিত অন্যান্য সংবাদ লওয়া যাইতে পারে। ভূমি-সম্পর্কিত কি কি সংবাদ স্বভাবতঃই আমাদের জানিবার ঔৎসুক্য হয়, তাহার তালিকা করিয়া লইলে তথ্য নির্ধারণ সহজ হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যের হিসাব লওয়া যাইতে পারে—

১। ভূমির প্রকারভেদ
২। ভূমির মাপ ও মূল্য
৩। ভূমির চাহিদা
৪। ভূমির সীমা-নির্দেশ
৫। ভূমির উপস্বত্ব, কর, উপরিকর ইত্যাদি
৬। ভূমিস্বত্বাধিকারী কে? রাজার ও প্রজার অধিকার। খাস প্রজা, নিম্ন প্রজা ইত্যাদি।

১। ভূমির প্রকারভেদ—অষ্টমশতকপূর্ববর্তী লিপিগুলিতে আমরা প্রধানতঃ তিন প্রকার ভূমির উল্লেখ পাইতেছি; বাস্তু, ক্ষেত্র ও খিলক্ষেত্র। যে ভূমিতে লোকে ঘরবাড়ী তৈরী করিয়া বাস করিত অথবা বাসযোগ্য যে ভূমি, তাহা বাস্তুভূমি। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন বৈগ্রামপট্টোলীতে, বাস্তুভূমিকে স্থলবাস্তুভূমিও বলা হইয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে "ব্যাভূ" বলিয়া বাস্তুভূমি নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা, দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে, বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষৎ লিপিতে। ব্যাভূ "চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন বাস্তুভূমি", অর্থাৎ সীমানির্দিষ্ট বসবাস করিবার ভূমি।

যে-ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন, সে-ভূমি ক্ষেত্রভূমি। যেখানে দান-বিক্রয় হইতেছে, এ কথা সহজেই অনুমেয়, যে, সেখানে ভূমি পূর্বেই অন্য লোকের দ্বারা কর্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা রাজার পক্ষ হইতেই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা বা ব্যক্তির পক্ষ হইতেই হউক। ক্ষেত্রভূমি দান-বিক্রয় যেখানে হইতেছে, সেখানে ভূমি হস্তান্তরিতও হইতেছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকের কোন কোন লিপিতে কর্ষণযোগ্য ক্ষেত্রভূমি বুঝাইতে "নালভূ" বা "নাভূ" কথাটির ব্যবহার করা হইয়াছে। যেমন, পূর্বোক্ত দামোদর দেবের অপ্রকাশিত চট্টগ্রাম-লিপিতে। নালজমি কথা ত এই অর্থে এখনও প্রচলিত।

ভূমি কর্ষণযোগ্য ও কর্ষণাধীন যেমন হইতে পারে, তেমনই কর্ষণযোগ্য, কিন্তু অকর্ষিতও

* Ind. Ant. 1922, Pp. 76-77.

হইতে পারে। এ কথা বলিতে বুঝিতেছি, কোন নির্দিষ্ট ভূমি চাষের উপযুক্ত; কিন্তু যে কারণেই হোক, যখন সে ভূমি দান-বিক্রয় হইতেছে, তখন কেহ সে-ভূমি চাষ করিতেছে না। এমন যে ক্ষেত্র বা ভূমি, তাহা খিলক্ষেত্র। চাষ করিয়া করিয়া যে-ভূমির উর্বরতা নষ্ট হইয়া যায়, সে ভূমি অনেক সময় দু'চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে ভূমির উর্বরতা বাড়ে, এবং পরে তাহা আবার চাষ করা হয়। খিলক্ষেত্র বলিতে খুব সম্ভব, এই ধরণের ভূমির দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। আর, যে-ভূমি শুধু খিল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কর্ষণের অযোগ্য ভূমি। অষ্টমশতকোত্তর কোন কোন লিপিতে নালভূমির সঙ্গে খিল-ভূমির উল্লেখ হইতেও (সখিলনালা, সবাস্তুনালখিলা) এই অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। এখনও পূর্ববাঙ্‌লা ও শ্রীহট্টে কোন কোন স্থানে খিল জমি বলিতে অনুর্বর, কর্ষণের অযোগ্য জলাভূমিকেই বুঝায়। ইহার একটু পরোক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণও আছে বৈন্য-গুপ্তের গুণাইঘর-লিপিতে। এই ক্ষেত্রে বিশেষ এক খণ্ড খিলভূমি উল্লিখিত হইতেছে 'হজ্জিক খিলভূমি' বলিয়া (water-logged waste land)। হজ্জিক = হাজা, শুখা বা শুক্‌নার বিপরীত, অর্থ জলাভূমি। তবে, এমনও হইতে পারে, খিল ও খিলক্ষেত্র বলিতে একই প্রকারের ভূমি নির্দেশ করা হইতেছে। দুই ভিন্ন অর্থে কথা দুইটি ব্যবহৃত হইতেছে কি না, লিপিগুলির সাক্ষ্য হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন কোন লিপিতে, যেমন ১নং দামোদরপুর-লিপিতে, খিল ভূমিকেই আবার বিশেষিত করা হইতেছে 'অপ্রহত' অর্থাৎ অকৃষ্ট বলিয়া। অমরকোষের মতে খিল ও অপ্রহত একার্থক (২, ১০, ৫) এবং হলায়ুধ খিল অর্থে বুঝিয়াছেন পতিত জমি। যাদবপ্রকাশ তাঁহার "বৈজয়ন্তী" গ্রন্থে (একাদশ শতক) এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন, "খিলমপ্রহতং স্থানমূষবত্যূষরেরিণৌ" (১২৪ পৃ.)। তিনিও তাহা হইলে খিল ও অপ্রহত সমার্থক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন এবং খিলভূমি বলিতে কর্ষণ-যোগ্য অথচ অকৃষ্ট ভূমির প্রতিই যেন ইঙ্গিত করিতেছেন। "নারদ-স্মৃতি"র মতে যে ভূমি এক বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা অর্দ্ধখিল, যাহা তিন বছর চাষ করা হয় নাই, তাহা খিল (১১, ২৬)। ক্ষেত্র ও খিলভূমির পূর্বোক্ত পার্থক্য পরবর্তী কালেও দেখা যায়। "আইন-ই-আকবরী" গ্রন্থে (২ খণ্ড, ৫নং) ভূমির প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে: (১) যে-ভূমি কর্ষণাধীন, তাহা 'পোলজ' ভূমি; ইহাই প্রাচীন বাঙ্‌লার ক্ষেত্রভূমি। (২) যে-ভূমি কর্ষণযোগ্য, কিন্তু এক বা দুই বৎসরের জন্য কর্ষণ করা হইতেছে না, উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, সেই ভূমি 'পরৌতি' ভূমি; (৩) এই ভাবে যে-ভূমি তিন বা চার বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'চচর' ভূমি; (৪) এবং যাহা পাঁচ বা ততোধিক বৎসর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা 'বঞ্জর' ভূমি। আকবরের কালের ২, ৩ ও ৪নং ভূমিই খুব সম্ভব প্রাচীন বাঙ্‌লার খিলভূমি।

এই প্রধান তিন চার প্রকার ভূমি ছাড়া অন্যান্য প্রকারের ভূমির উল্লেখও লিপিগুলিতে দেখা যায়। একে একে সেগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তল, বাটক, উদ্দেশ, আলি—বৈগ্রাম-পট্টোলিতে 'তল বাটক' কথা এক সঙ্গেই ব্যবহৃত

হইয়াছে। যিনি ভূমি ক্রয় করিতেছেন, তিনি বাস্তুভূমি ক্রয় করিতেছেন; উদ্দেশ্য—ঘরবাড়ী তৈরী করা, এবং ঘরবাড়ী করিয়া বাস করিতে হইলেই পায়ে চলিবার পথ এবং জল চলাচলের পথও তৈরী করা প্রয়োজন। খালিমপুর-লিপির "তলপাটক" নিঃসন্দেহে "তলবাটক", এবং বৈগ্রাম-লিপিতে কথাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখানেও ঠিক তাহাই। এখনও বাঙ্লাদেশের অনেক জায়গায় পথ অর্থে বাট কথাটির ব্যবহার প্রচলন আছে; বাঙ্লার বাহিরেও আছে। এই পথের অর্থাৎ বাটকের সঙ্গে তল কথার উল্লেখ যেখানেই আছে, সেখানে তলের অর্থ নালা বা প্রণুল্লী, এক কথায় নর্দামা বা জল নিঃসরণের পথ। নালা এবং প্রণুল্লী, এই দুইটি শব্দের উল্লেখও অষ্টমশতকোত্তর লিপিতে আছে। সাধারণতঃ পথের ধারে ধারেই থাকিত জল নিঃসরণের পথ, তাহা ছাড়া কথা দুইটি বিপরীতার্থব্যঞ্জক; সেই জন্যই তল এবং বাটক প্রায় সর্বত্রই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে অনেক স্থলে তলের সঙ্গে উদ্দেশ কথাটিরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় (সতলঃ সোদ্দেশ)। সে ক্ষেত্রেও তল অর্থে পয়ঃপ্রণালী বুঝাইতে কোন আপত্তি নাই; কারণ, উদ্দেশ বা উৎ+দেশ অর্থে উচ্চ ভূমি, অর্থাৎ বাঁধ, ঢিপি, জমিব আলি (আইল, ধর্মপালের খালিমপুর-লিপি দ্রষ্টব্য) বান্ধাইল (বরেন্দ্রভূমিতে এখনও প্রচলিত) ইত্যাদি বুঝায়, এবং বাঁধ বা জমির আলির পাশে পাশেই ত এখনও দেখা যায় ক্ষেতের জল নিঃসরণের বা জলসেচনের প্রণালী। কেহ কেহ তল বলিতে সাধারণভাবে গ্রামের নিম্ন জলাভূমি বুঝিয়াছেন; আমার কাছে এই অর্থ সমীচীন মনে হয় না। কারণ, বাটক বা উদ্দেশ উভয়ের সঙ্গেই পয়ঃপ্রণালী অর্থে তল কথাটির ব্যবহার সার্থকতর, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

জোলা, জোলক, জোটিকা, খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি, খাড়িকা, যানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকা, হজ্জিক, খাল, বিল ইত্যাদি।—এই প্রত্যেকটি শব্দই প্রাচীন বাঙ্লার লিপিগুলিতে পাওয়া যায়। দত্ত অথবা বিক্রীত ভূমির সীমা নির্দ্দেশ উপলক্ষেই এই সব কথা ব্যবহারের প্রয়োজন হইয়াছে। জোলা কথাটি ত এখনও উত্তর ও পূর্ববাঙ্লায় বহুলব্যবহৃত; যে সরু অনতিপ্রসার খালের পথ দিয়া বিল, পুষ্করিণী, গ্রাম ইত্যাদির জল চলাচল করে, তাহারই নাম জোলা। জোলক, জোটিকা প্রভৃতি শব্দ জোলা শব্দেরই সমার্থক। খাট, খাটা, খাটিকা, খাড়ি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে খাল অর্থে; যে জনপদ খাল-বহুল, তাহাই খাড়িমণ্ডল, আর চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশ যে খালবহুল, তাহা ত সকলেই জানেন। আর খাদা বা খাটার পারে পারে যে জনপদ, তাহাই খাদা (?) বা খাটাপার বিষয় (ধনাইদহ-লিপি)। যানিকা, স্রোতিকা, গঙ্গিনিকাও খাড়ি-খাটিকা কথার সমার্থক বলিয়াই মনে হয়। মরা নদীর খাত অর্থে গঙ্গিনিকা কথা উত্তরবঙ্গে এখনও ব্যবহৃত হয় বলিয়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছিলেন; কিন্তু গঙ্গিনিকার অপভ্রংশ গাঙ্গিনা, উত্তর ও পূর্ববাঙ্লায় এখনও যে-কোনও মরা পুরাতন খালকেই বুঝায়। হজ্জিকা যে নিম্ন জলাভূমি, তাহার ইঙ্গিত ত আগেই করিয়াছি। ঠিক এই অর্থে জলা বা জল্লা কথা মৈমনসিং, শ্রীহট্ট, কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় আজও প্রচলিত। খাল, খাটা, খাটিকা, খাড়িকা

ইত্যাদি কথারই সমার্থক। বিল কথার উল্লেখ দামোদরদেবের অপ্রকাশিত লিপিটিতে আছে ; এই বিল ও গুণাইঘর-লিপির বিলাল কি একই শব্দ ?

হট্ট, হর্ট্টিকা, ঘট্ট, তর—হট্ট, হট্টিকা সহজবোধ্য এবং আমাদের হাট, বাজার অর্থেই সর্বত্র ইহার ব্যবহার। ঘট্ট=ঘাট, এবং তর=পারঘাট বা খেয়াপারাপারের ঘাট।

গর্ত্ত, উষর (সগর্ত্তোষর)—গর্ত্ত ত সহজবোধ্য। বদ্ধ ডোবা, অনতিগভীর অনতিপ্রসার কর্ষণ-অযোগ্য ভূমি অর্থেই এই শব্দটির ব্যবহার লিপিতে আছে। উষর অর্থে অনুর্বর কর্ষণ-অযোগ্য উচ্চ ভূমি। প্রতি গ্রামেই এই ধরণের গর্ত্ত ও উষর ভূমি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

গর্ত্ত এবং উষর ভূমি সহ যেমন ভূখণ্ড দান-বিক্রয় করা হইয়াছে, তেমনই জলস্থল সহও হইয়াছে। একই লিপিতে একই ভূখণ্ড "সগর্ত্তোষর" এবং "সজলস্থল" দানের উল্লেখ লিপিগুলিতে অপ্রতুল নয়। কাজেই জল অর্থে এ ক্ষেত্রে গর্ত্ত বুঝাইতে পারে না; খুব সম্ভবতঃ জলাশয়, পুষ্করিণী, কুম্ভ, বাপী ইত্যাদি বুঝায়, এবং ইহাদের উল্লেখও কোথাও কোথাও আছে। স্থল অর্থ সমতল ভূমি।

গোমার্গ, গোবাট, গোপথ, গোচর ইত্যাদি—গোচর সোজাসুজি গোচারণভূমি, যে ভূমিতে গরু মহিষ চরিয়া বেড়ায়। গোচরভূমি সুপ্রাচীন কাল হইতেই গ্রামবাসীদের সাধারণ সম্পত্তি, এবং সাধারণতঃ বহিঃসীমায়ই তাহার অবস্থিতি। এ সম্বন্ধে কৌটিল্য এবং ধর্মশাস্ত্র-রচয়িতাদের সাক্ষ্য উল্লেখযোগ্য। কৌটিল্যের মতে গ্রামের চারি দিকে ১০০ ধনু (৪০০ হাত) অন্তর অন্তর বেড়া দেওয়া গোচরভূমি থাকা প্রয়োজন। মনু এবং যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানও অনুরূপ (মনু, ৮, ২৩৭ ; যাজ্ঞ, ২, ১৬৭)। ইহা কিছু আশ্চর্য নয় যে, লিপিগুলির ইঙ্গিতও তাহাই। যে-পথে গ্রামের ভিতর হইতে গরু মহিষ প্রভৃতি গোচর-ভূমিতে যাতায়াত করে, সেই পথই গোমার্গ, গোবাট অথবা গোপথ। গোবাট (পূর্ববাঙ্‌লায় কোথাও কোথাও এখনও গোপাট), গোপথ প্রভৃতি কথা এই অর্থে এখনও বাঙ্‌লা দেশের অনেক জায়গায় প্রচলিত।

যে গোচরের কথা এইমাত্র বলিলাম, অনেকগুলি লিপিতে, বিশেষতঃ অষ্টমশতকোত্তর লিপিগুলিতে তাহার সঙ্গেই উল্লেখ আছে তৃণযূতি অথবা তৃণপূতি কথাটির। সীমা নির্দেশ উপলক্ষেই কথাটির ব্যবহার ; যে-ভূমি দান করা হইতেছে, তাহার সীমা অনেক ক্ষেত্রেই "স্বসীমা(বচ্ছিন্না) তৃণযূতি অথবা তৃণপূতি গোচর পর্যন্তঃ"। এ কথা সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, গোচরের মত তৃণযূতির বা তৃণপূতির অবস্থানও গ্রামসীমায় বা দত্ত ভূমির সীমায়। তৃণযূতি এবং তৃণপূতি ও তাহাদের অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনতর লিপিতে, যেমন সমুদ্রসেনের নিরমান্দ তাম্রপট্টে কথাটি হইতেছে তৃণ…যূতি (Fleet, C. I. I. III, p. 289, line 10)। কিন্তু সেখানে তৃণ ও যূতির মধ্যে আরও দুইটি শব্দ আছে, কাজেই তৃণ যূতি একটি কথা নয়। চাম্বা প্রদেশের লিপিতে একই প্রসঙ্গে গোযূতির উল্লেখ আছে ; এবং গরু যেখানে বাঁধা হয়, সেই

স্থানকেই বুঝাইতেছে (Vogel, Antiquities of Chamba, pp. 167-68)। পাল আমলের লিপিগুলিতে কিন্তু তৃণ এবং যূতি কথা দুইটি এক সঙ্গে এক কথা বলিয়াই পাইতেছি। সেন আমলের লিপিগুলির তৃণ-পূতি কথাটি কি তৃণ-যূতি কথাটির অশুদ্ধ রূপ? সমসাময়িক নাগর লিপিতে "য" ও "প" বর্ণের পার্থক্য খুব বেশী নয়। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে গোচরের সঙ্গেই তৃণ-যূতির উল্লেখ খুব অসার্থক নয়। গ্রামসীমায় যে তৃণাস্তীর্ণ ভূমিতে গরু মহিষ বাঁধিয়া রাখা এবং ঘাস খাওয়ান হইত, তাহাই তৃণ-যূতি এবং তাহারই পাশে গরু মহিষ চরিয়া বেড়াইবার গোচারণ ভূমি। আর যদি তৃণ-পূতি কথাটিও শুদ্ধ অবিকৃতরূপে আমরা পাইয়া থাকি, তাহা হইলে, কথাটিকে গোচরের বিশেষণরূপে ধরিয়া লওয়া যায় কি? কোষকারদের মতে পূতি এক ধরণের ঘাস, কাজেই তৃণ ও পূতি প্রায় সমার্থক। তৃণ-পূতিপূর্ণ যে গোচরভূমি, তাহাই তৃণ-পূতি গোচর এবং তাহা যে গ্রামসীমায় বা ক্ষেত্র ও খিলভূমির সীমায় অবস্থিত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

বন, অরণ্য ইত্যাদি—বন, অরণ্য সকল ক্ষেত্রেই গ্রামের বাহিরে। একাধিক লিপিতে বনভূমি, অরণ্যভূমি দানের উল্লেখ আছে। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া গ্রামের পত্তন করা হইত, তাহার পরিচয় অন্ততঃ একটি লিপিতে আছে। লোকনাথের ত্রিপুরা-পট্টোলিতে দেখিতেছি, সুব্বুঙ্গ বিষয়ে রাজা লোকনাথ সর্প-মহিষ-ব্যাঘ্র-বরাহাধ্যুষিত আটবী ভূখণ্ডে চতুর্বেদবিদ্যাবিশারদ দুই শত এগার জন ব্রাহ্মণ বসাইবার জন্য প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন; দানের প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন ব্রাহ্মণ প্রদোষ শর্মন্। কৌটিল্যের বিধানে বন, অরণ্য ইত্যাদি ছিল রাষ্ট্রসম্পত্তি; ধর্মাচরণোদ্দেশ্যে অরণ্যভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা যাইতে পারে, কৌটিল্য এই বিধানও দিয়াছেন। অরণ্যভূমি পরিষ্কার করিয়া কি করিয়া নূতন জনপদের পত্তন করিতে হয়, কৌটিল্য তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন। লোকনাথের লিপিটি কৌটিল্যের বিধানের অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ।

মার্গ, বাট দুইই জনপদের লোক ও যানবাহন চলাচলের পথ। ইর্দা তাম্র-পট্টের আবস্করস্থান ত আস্তাকুঁড় এবং সেই হেতু উষর ভূমির সঙ্গেই তাহার উল্লেখ।

২। ভূমির মাপ ও মূল্য—পঞ্চম হইতে সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলিতে ভূমির মাপের ক্রম খুব সহজেই ধরিতে পারা যায়। সর্বোচ্চ ভূমিমান হইতেছে কুল্য অথবা কুল্যবাপ, তার পর দ্রোণ বা দ্রোণবাপ এবং সর্বনিম্ন মান আঢ়বাপ। কুল্য, দ্রোণ এবং আঢ় (পরবর্ত্তী লিপিগুলির আঢক; বর্তমান পূর্ববাঙলার আঢ়া) সমস্তই শস্যমান; এই শস্যমান দ্বারাই ভূমিমান নিরূপিত হইয়াছিল, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কুল্য বা কুল্যবাপ—যে-ভূমিতে বপন করা হয়, তাহা বাপক্ষেত্র; "উপ্যতেঽস্মিন্ ইতি বাপঃক্ষেত্রম্" (Bhattoji on Panini, V. 1. 44)। যে পরিমাণ বাপক্ষেত্রে এক কুল্য শস্য বপন করা যায়, সেই পরিমাণ ভূমি এক কুল্যবাপ ভূমি। দ্রোণবাপ এবং আঢ়বাপও যথাক্রমে এক দ্রোণ ও এক আঢ় বা আঢক শস্য বপনযোগ্য ভূমি। কুল্য আমাদের পূর্ব-বাঙলার কুলা; এক কুল্য শস্য অর্থাৎ একটি কুলায় যত ধান বা শস্য ধরে। বর্তমানে প্রচলিত

কুড়বা (২ বিঘা) কুল্যবাপ কথারই অপভ্রংশ। মৈমনসিং শ্রীহট্ট অঞ্চলে এখনও কুলুবায় কথা প্রচলিত, তাহাও কুল্যবাপ কথারই ভগ্ন রূপ।

দ্রোণবাপ ও আঢ়বাপ—দ্রোণ (=কলস) বর্ত্তমানে পল্লীগ্রামে দোনে বা ডোনে রূপান্তরিত হইয়াছে। আঢ় এখনও আঁঢ়া নামে প্রচলিত। প্রাচীন আর্যা ও কোষকারদের মতে এক কুল্যবাপ ভূমি আট দ্রোণবাপের সমান এবং এক দ্রোণবাপ চার আঢ়বাপের সমান এবং এক আঢ়বাপ চার প্রস্থের সমান। এক কুল্যবাপ যে আট দ্রোণের সমান, তাহা লিপিপ্রমাণ দ্বারাও সমর্থিত হয়। পাহাড়পুর-লিপিতে, ১২ দ্রোণবাপ যে ১½ কুল্যবাপের সমান, তাহা পরিষ্কার ধরা যায়। বৈগ্রাম-লিপির ইঙ্গিতও তাহাই।

কুল্যবাপই হোক, আর দ্রোণবাপ বা আঢ়বাপ যাহাই হোক, মাপা হইত নলের সাহায্যে; এই নলই হইতেছে প্রাচীন উত্তর ও পূর্ববাঙ্‌লার প্রচলিত মানদণ্ড। বৈগ্রাম, পাহাড়পুর এবং ফরিদপুরের তিনটি পট্টোলীতেই বলা হইতেছে, ৮×৯ (৮ প্রস্থে×৯ দৈর্ঘ্যে) নলে (অষ্টকনবকনলাভ্যাম্) এক মান। কিন্তু এই মান কি কুল্যবাপের মান, না প্রস্থের মান, দ্রোণবাপ না আঢ়বাপের মান, তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। এই নলেরও দৈর্ঘ্য নির্ভর করিত ব্যক্তিবিশেষের হস্তের দৈর্ঘ্যের উপর : বৈগ্রাম-লিপি অনুসারে দরব্বীকর্ম্ম নামক জনৈক ব্যক্তির হাতের মাপে, ফরিদপুর-লিপিত্রয় অনুসারে শিবচন্দ্র নামক কোন ব্যক্তির হাতের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী। অবশ্য ইহাদের হাতের মাপ গড়পড়তা সাধারণ হাতের দৈর্ঘ্যের মাপ কিংবা তার চেয়ে একটু বেশী বলিয়া মনে করিলে কিছু অন্যায় করা হইবে না। এই ধরণের ব্যক্তিবিশেষের হাতের মাপের মান অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদেও বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত ছিল। রাজসাহীর নাটোর অঞ্চলে "রামজীবনী" হাতের মান ত সেদিনকার স্মৃতি।

ষষ্ঠ শতক ও অষ্টম শতকের দুইটি লিপিতে ভূমি-মাপের একটি নূতন মানের সংবাদ জানা যাইতেছে। বৈন্যগুপ্তের গুণাইঘর-পট্টোলী এবং দেবখড়্গের ১নং আস্রফপুর-পট্টোলিতে 'পাটক' নামে একটি মানের উল্লেখ আছে, এবং তাহার পরের ক্রমেই যে-মানের নাম উল্লেখ আছে, তাহা দ্রোণবাপ। দ্রোণের সঙ্গে পাটকের সম্বন্ধের ইঙ্গিত এই দুইটি পট্টোলীর দত্ত ভূমির পরিমাণ বিশ্লেষণ করিলে হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। আস্রফপুর-পট্টোলীটির বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ৫০ দ্রোণে এক পট্টোলী হয়। কিন্তু আস্রফপুর-পট্টোলীর পাঠের নির্দ্ধারণ সন্দেহাতীত নয়। তাহা ছাড়া, সন্দেহ করিবার আরও কারণ, গুণাইঘর লিপির সাক্ষ্য। এই পট্টোলী দ্বারা মহারাজ রুদ্রদত্ত পাঁচটি পৃথক্ ভূখণ্ডে সর্বসুদ্ধ ১১ পাটক ভূমি দান করিয়াছিলেন; এই পাঁচটি ভূখণ্ডের পরিমাপ তালিকাগত করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

১ম ভূখণ্ড	—	৭ পাটক	৯ দ্রোণবাপ
২য় "	—	×	২৮ "
৩য় "	—	×	২৩ "
৪র্থ "	—	×	৩০ "
৫ম "	—	১½ "	× "
		৮½ "	৯০

আগেই বলিয়াছি, দত্ত ভূমির মোট পরিমাণ ১১ পাটক। তাহা হইলে ৯০ দ্রোণে হইতেছে ২¼ পাটক, অর্থাৎ ৪০ দ্রোণে এক পাটক, এ কথা সহজেই বলা চলে। আগে দেখিয়াছি, ৮ দ্রোণে এক কুল্যবাপ, তাহা হইলে ৫ কুল্যবাপ = ১ পাটক।

পাটক এখানে নিঃসন্দেহে ভূমি মাপের মান; কিন্তু আস্রফপুর-লিপি দুটিতেই প্রমাণ পাওয়া যাইবে, পাটক কথাটি গ্রাম বা গ্রামাংশ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। তলপাটক, মর্কটাসী পাটক, বৎসনাগ পাটক, দর পাটক এবং এই জাতীয় পাটকান্ত যত নাম, সমস্তই গ্রাম বা গ্রামাংশের নাম। বস্তুত বাঙলা পাড়া কথাটি পাটক হইতে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়, অথবা দেশজ পাড়া হইতে পাটক। তলপাটক = তলপাড়া, ভট্টপাটুক = ভাটপাড়া, মধ্যপাটক = মধ্যপাড়া ইত্যাদি পাটকান্ত নাম ত এখনও বাঙলাদেশের সর্বত্র সুপরিচিত। এ জাতীয় নাম প্রাচীন বাঙলার লিপিগুলি হইতেও জানা যায়। বাঙলার বাহিরেও এই জাতীয় নামের অভাব নাই, যেমন—মূলবর্ম পাটক গ্রাম, বিশাল পাটক গ্রাম, ইত্যাদি। গ্রাম বা গ্রামাংশ (= পাড়া) অর্থে পাট, পাটক কথা উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে পড্র বা পড্রকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—বড় পড্রকাভিধানগ্রাম, শমীপড্রকগ্রাম, শিরীষপড্রকগ্রাম ইত্যাদি। পাট = পড্র = গ্রাম; ক্ষুদ্র গ্রামার্থে "ক" প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন হয় পাটক > পড্রক = পাড়া বা গ্রামাংশ বা ছোট গ্রাম।

পাল-সম্রাট্‌দের আমলে ভূমি পরিমাপের মান কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দানের বস্তু হইতেছে একটি বা একাধিক সম্পূর্ণ গ্রাম; বোধ হয়, ইহা অন্যতম কারণ। একাদশ শতকে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রপট্টে দেখিতেছি, সর্বোচ্চ ভূমি-মান হইতেছে পাটক। অষ্টম শতকে এই মান ফরিদপুরে প্রচলিত ছিল; একাদশ শতকে বিক্রমপুরেও দেখিলাম। মোটামুটি এই শতকেই শ্রীহট্টে দেখি, উচ্চতম মান হইতেছে হল। গোবিন্দ কেশবের ভাটেরা-তাম্রপট্টে ২৮টি বিভিন্ন গ্রামে ২৯৬টি বাস্তুভিটা এবং ৩৭৫ হল ভূমি দানের উল্লেখ আছে। শ্রীহট্ট জেলায় এখনও উচ্চতম ভূমিমান হইতেছে হল, নিম্নতম মান ক্রান্তি। ক্রম এইরূপ:

৩ ক্রান্তি	=	১ কড়া
৪ কড়া	=	„ গণ্ডা
২০ গণ্ডা	=	„ পণ
৪ পণ	=	„ রেখা
৪ রেখা	=	„ যষ্ঠি
৭ যষ্ঠি	=	„ পোয়া
৪ পোয়া	=	„ কেদার বা কেয়ার
১২ কেয়ার	=	১ হল (= ১০½ বিঘা = ৩½ একর)

শ্রীচন্দ্রের রামপাল শাসনে উচ্চতম ভূমিমান দেখিয়াছি পাটক, কিন্তু এই রাজারই ধুল্লা শাসনে উচ্চতম মান দেখিতেছি হল, এবং দত্ত ভূমিগুলি ত বিক্রমপুরে বলিয়াই অনুমান

হয়। একাদশ শতকে বিক্রমপুরে কি পাটক ও হল, এই দুই মানই প্রচলিত ছিল? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাটকের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ কি? যাহাই হউক, ধুল্লা শাসন হইতে এই খবরটুকু পাওয়া যাইতেছে যে, হলের নিম্নতর ক্রম হইতেছে দ্রোণ; কিন্তু দ্রোণের সঙ্গে হলের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যাইতেছে না। দ্বাদশ শতকে ভোজবর্মার বেলব লিপিতে উচ্চতম ভূমিমান পাটক এবং নিম্নতর মান দ্রোণ; এ দুয়ের সম্বন্ধ যে কি, তাহা আগেই দেখিয়াছি। সেন রাজাদের লিপিগুলিতেও উচ্চতম মান পাটক অথবা ভূপাটক। এই লিপিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া ভূমিমানের যে ক্রম পাওয়া যায়, তাহা এইরূপ: (১) পাটক বা ভূপাটক, (২) দ্রোণ বা ভূদ্রোণ, (৩) আঢক বা আঢ়াবাপ, (৪) উন্মান বা উদান বা উয়ান, (৫) কাক বা কাকিণি বা কাকিণিকা। পাটকের সঙ্গে দ্রোণের এবং দ্রোণের সঙ্গে আঢক বা আঢ়বাপের সম্বন্ধ ইতিপূর্বেই আমরা জানিয়াছি, কিন্তু আঢকের সঙ্গে উন্মানের বা উন্মানের সঙ্গে কাকের সম্বন্ধের কোনও ইঙ্গিত লিপিগুলিতে পাওয়া যাইতেছে না। লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন-পট্টোলীতে উপরোক্ত ক্রমের একটু ব্যতিক্রম পাওয়া যায়; দ্রোণের নিম্নতর ক্রম দেওয়া হইয়াছে খাড়িকা (?), এবং তাহার পর যথারীতি উন্মান ও কাকিণি। খাড়ীকা মান যে ছিল, তাহার প্রমাণ এই রাজারই মাধাইনগর পট্টোলীতেও আছে; সেখানে উচ্চতর মান ভূখাড়ী এবং তার পরেই খাড়ীকা। কিন্তু খাড়ীকার সঙ্গে দ্রোণের অথবা ভূখাড়ীর সঙ্গে খাড়ীকার সম্বন্ধ নির্ণয়ের কোন ইঙ্গিত লিপিগুলিতে নাই।

এই সম্বন্ধ নির্ণয় এবং এ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত ভূমিমানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যথাযথ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে প্রাচীন আর্যাশ্লোক এবং প্রচলিত ভূমি-পরিমাপ রীতির একটু পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

সংশোধন :—এই সংখ্যার ১৬০ পৃষ্ঠায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-কৃত 'গ্রীস ও ম্যাসিডোনিয়ার ইতিহাস'-এর প্রকাশকালে একটু ভুল আছে। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইবার পর এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রহীন এক [illegible] সুবিধা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের "বিজ্ঞাপনে" "১২৬৪ সাল। ২৫শে অগ্রহায়ণ"—এই তারিখ [illegible] সুতরাং স্পষ্ট জানা যাইতেছে, পুস্তকখানি ১৮১৭ সনের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা [illegible]।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-কৃত 'উপদেশমালা', ১ম-২য় ভাগ (পদ্যে) ১২৯০ সালে প্রকাশিত হয়—চাংড়িপোতা বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরির গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ইহা আমাকে জানাইয়াছেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকায়, ১৭৬৮ শকে সারসুধানিধি-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত ও তর্কবাচস্পতি কর্তৃক সংশোধিত 'লীলাবতী'র উল্লেখ থাকা উচিত ছিল।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতচন্দ্র ও ভূরস্থটরাজবংশ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্ এ

১২৬১ সনে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত ১০ বৎসর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্তই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জীবনী লেখার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির লেখার পর এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয় নাই। অথচ বহু স্থলেই গুপ্ত কবির লেখার পুনরালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের জীবনী সম্পকিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসলেখকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিব।

ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ

গুপ্ত কবির মতে ১১১৯ সনে (১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের জন্ম। কারণ, ভারতরচিত "সত্যপীরের কথা"র (দ্বিতীয়টির) রচনাকাল "সনে রুদ্র চৌগুণা" অর্থাৎ ১১৩৪ সন এবং তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম "কতিপয় প্রামাণ্য লোকের" কথানুসারে পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। এই জন্মাব্দ নির্ণয় অভ্রান্ত নহে। "রুদ্র চৌগুণা" স্থলে অঙ্কের বামগতি নিয়ম রক্ষিত হয় নাই; রুদ্র শব্দে ১১, চৌশব্দে ৪ এবং গুণ শব্দে ৩ সংখ্যা ধরিতে হইবে সন্দেহ নাই।[১] সুতরাং উক্ত রচনাতারিখ হয় ১১৪৩ সন (১৭৩৬ খ্রীঃ) এবং তৎকালে ভারত-চন্দ্রের বয়স নিঃসন্দেহ ১৫ হইতে অনেক বেশী ছিল। তৎকালে তাঁহার বয়স ১৫ ধরিলে তাঁহার জন্মাব্দ হয় ১৭২১ খ্রীঃ এবং মৃত্যুকালে (১৭৬০ খ্রীঃ) তাঁহার বয়স দাঁড়ায় মাত্র ৩৯। অথচ ভারতচন্দ্রের "নাগাষ্টক" রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল ৪০ এবং নাগাষ্টক তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণেই রচিত হইয়াছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। নাগাষ্টকের ২য় শ্লোকে আছে— "**বয়শ্চত্বারিংশৎ** তব সদসি নীতং নৃপ ময়া।" দেখা যাইতেছে, "প্রামাণ্য লোকে"র উক্তিই এ স্থলে গুপ্ত কবির এবং তদনুসারী সমস্ত জীবনীলেখকের অপ্রামাণ্যের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে অনল্পকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যপীরের কথার প্রথমটির রচনাকালে তাঁহার "নায়ক" অর্থাৎ আশ্রয়দাতা ছিলেন "হীরারাম রায়"; ইঁহার সম্বন্ধে এ যাবৎ কোন গবেষণা হয় নাই। তৎকালে এই নামে ভূরস্থটরাজবংশীয় ভারতচন্দ্রের এক জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবানন্দপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন অসম্ভব নহে। হীরারাম রায়ের মৃত্যুর পরই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে আসিয়া পারস্য

১। বর্ত্তমান ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'চৌগুণা' শব্দে রুদ্রের চতুর্গুণ ৪৪ অর্থ করিয়া ১১৪৪ সন রচনাকাল এবং ১১২৯ সন (১৭২২ খ্রীঃ) জন্মকাল নির্ণয় করিয়াছেন :—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সং, পৃঃ ৪৯৮-৯ ; *Hist. of Bengali Lit.*, pp 662-63)। কিন্তু চৌগুণা শব্দে রুদ্রসংখ্যার চতুর্গুণ অর্থ করা কষ্টকল্পনা ; আর মৃত্যুকালে ভারতের বয়স হয় মাত্র ৩৮।

ভাষা শিক্ষা করেন এবং সত্যপীরের দ্বিতীয় কথা রচনা করেন। দেবানন্দপুরে আশ্রয় লইবার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের জীবনের প্রধান ঘটনা বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭০২—৪০ খ্রীঃ) পিতৃরাজ্য নাশ, মাতুলগৃহে আশ্রয়, (১৪ বৎসর বয়সে) পরিণয় এবং সংস্কৃত শিক্ষা লাভ। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যে কিরূপ কৃতবিদ্য ছিলেন, তাহা নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন :

> ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
> অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
> পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারশী।
> দয়া করি দিব দিব্য জ্ঞানের আরশী ॥

(মানসিংহ, বঙ্গবাসী সং গ্রন্থাবলী, ১৩১২, পৃ. ৪৬৬)

দেবানন্দপুরে আসিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষার পূর্ব্বেই অধিকাংশ সংস্কৃত শাস্ত্র তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথার রচনাকালে তাঁহার পারস্য শিক্ষাও শেষ হইয়াছিল; সুতরাং ১১৪৩ সনে তাঁহার বয়ঃক্রম ২৫।৩০ ধরাই যুক্তিসঙ্গত এবং তদনুসারে ১৮শ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৭০৫—১০ খ্রীঃ) তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে হইবে।

ভারতচন্দ্রের দেবানন্দপুরে বাস এবং পুরুষোত্তম যাত্রার মধ্যে বেশী কাল ব্যবধান ছিল না। পুরুষোত্তমক্ষেত্র তখন মারহাট্টার অধিকারে গিয়াছে অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত হইয়াছে (১৭৪২ খ্রীঃ)। সত্যপীরের দ্বিতীয় কথার রচনাকাল যদি ১১৩৪ সন (১৭২৭ খ্রীঃ) ধরা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যবধান দাঁড়ায় অন্যূন ১৫ বৎসর—ইহা সম্ভব নহে। নাগাষ্টক রচনার কালনির্ণয় দ্বারাও উক্ত জন্মকাল সমর্থন করা যায়। নাগাষ্টক রচনাকালে বর্গীর হাঙ্গামার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইয়াছে এবং বর্দ্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র (১৭৪৪-৭০ খ্রীঃ)[২] বর্গীর

২। প্রচলিত সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থে তিলকচন্দ্রের রাজ্যারম্ভ ১৭৪৪ খ্রীঃ বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু ইহা ঠিক নহে। গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পৃষ্ঠপোষক পূর্ব্বতন রাজা "চিত্রসেন" ১৭৪৫ খ্রীঃ প্রারম্ভেও জীবিত ছিলেন। মুদ্রারাক্ষসের অনুকরণে বাণেশ্বর "চন্দ্রাভিষেক" নামে সপ্তাঙ্ক সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার রচনাকালসূচক শেষ শ্লোকটি এই :

> ধ্যাত্বা শ্রীরামচন্দ্রং সহ জনকসুতালক্ষ্মণাভ্যাং প্রযত্ন-
> দাজ্ঞামাজ্ঞার রাজ্ঞামপি মুকুটমণেশ্চিত্রসেনাহ্বয়স্য।
> শাকে কালাঙ্গতর্কৌষধিপরিগণিতে চৈত্রিকীয়ে নবাংশে
> পূর্ণং চন্দ্রাভিষেকং ব্যতনুত দিবসে শ্রীলবাণেশ্বরাখ্যঃ ॥

প্রস্তাবনায় আছে, চিত্রসেনের অমাত্য মাণিক্যচন্দ্রের উৎসাহে "বসন্তমহোৎসবে" ইহা [illegible] হয়। [illegible] শকের চৈত্র মাস ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পড়ে। বাণেশ্বররচিত সমস্ত গ্রন্থরাজি কাশীর জয়নারায়ণ [illegible] শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। চন্দ্রাভিষেকের একমাত্র [illegible] (Tawney & Thomas : *Cat. of 2 collections of sans. Mss., I. O Library*, 1903, p. [illegible] শ্লোক নাই। সৌভাগ্যক্রমে রামচরণ বাবুর নিকট এই শেষ পত্রটি মাত্র রক্ষিত আছে।

ভয়ে নবদ্বীপরাজের অধিকারে আসিয়া মূলাজোড়ের নিকট কাউগাছি গ্রামে অধিষ্ঠিত হন। এতদনুসারে ১৭৪৫-৫০ খ্রীঃ মধ্যে নাগাষ্টকের রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। তৃতীয় শ্লোকে আছে*:

"পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃ শিশুরহহ নারী বিরহিণী।"

অর্থাৎ তখন তাঁহার পিতা জীবিত এবং তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে প্রথমটির মাত্র জন্ম হইয়াছে। সুতরাং ১৭৫০ খ্রীঃ পরে বর্গীর হাঙ্গামার অবসানে নাগাষ্টক রচিত হওয়ার কথা নহে।

ভারতচন্দ্রের কুলপরিচয়

গুপ্ত কবির সময়ে ঘটকসম্প্রদায়ের অভ্যুদয়হেতু রাঢ়ীয় কুলীনসন্তানগণের বংশাবলী অতি সুপ্রাপ্য ছিল এবং তিনি ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের নাম সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পরে প্রকৃত বংশাবলী অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কৃত্রিমতার ব্যূহ ভেদ করিয়া সত্যাসত্যনির্ণয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্র স্বয়ং তাঁহার কুলপরিচয় নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন:—

(১) ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়। (মানসিংহ)
(২) ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ। (সত্যপীরের কথা)
(৩) ভুরিশিটরাজ্যবাসী নানা কাব্য অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ। (রসমঞ্জরী)

এতদনুসারে ভারতচন্দ্র ফুলিয়ার মুখবংশের আদিপুরুষ নৃসিংহ অর্থাৎ কৃত্তিবাসের "নরসিংহ ওঝা"র বংশধর, তাঁহার নিজধারার একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম "ভূপতি রায়" এবং তাঁহার বংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন (রাজা) "প্রতাপনারায়ণ"। গুপ্ত কবি ভারতচন্দ্র ও তাঁহার পিতার গৌরবখ্যাপনে অগ্রসর হইয়া ভূরসুট রাজ্যের মূল রাজবংশের বিবরণকথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে বাঙ্গলার শিক্ষিতসমাজ রাজা প্রতাপনারায়ণের কীর্ত্তি-কাহিনী প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস-লেখক শ্রীযুত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "রায় বাঘিনী" গ্রন্থে এই বংশের একটি বিস্তৃত বংশলতা সহ অনেক মূল্যবান্ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, "রায় বাঘিনী" গ্রন্থখানি না ইতিহাস, না উপন্যাস—এত কল্পিত বস্তু ইহাতে স্থানলাভ করিয়াছে যে, বংশ-লতাটি ব্যতীত ইহা হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপকরণ উদ্ধার করা প্রায় অসাধ্য।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বোধ হয়, সর্ব্বপ্রথম 'বিশ্বকোষে' (৪র্থ ভাগ, ১৩০০ সন, পৃ. ৩৩৬) ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষগণের নামমালা মুদ্রিত করেন; যথা—

নৃসিংহ, তৎপুত্র গর্ভেশ্বর, তৎপুত্র মুরারি ওঝা (কৃত্তিবাসের পিতামহ), তৎপুত্র মদন, তৎপুত্র রাঘব, তৎপুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র প্রয়াগ, তৎপুত্র জগদীশ, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র নরেন্দ্র রায়, তৎপুত্র ভারতচন্দ্র রায়।

একমাত্র "রায় বাঘিনী" ব্যতীত সমস্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত বংশাবলী গৃহীত হইয়াছে।[৩] কিন্তু এই নামমালার অধিকাংশ কল্পিত এবং অপ্রামাণিক। "ভূপতি রায়ে"র নাম ইহাতে পাওয়া যায় না। ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, "পিতামহ রামকান্ত ভূমিপাল হইয়া 'ভূপতি' এই উপাধি ধারণ করেন।"—(সম্বন্ধনির্ণয়, ৩য় সং, পৃ. ৭৪৪)। কিন্তু ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে, 'ভূপতি রায়' তাঁহার পিতামহের উপাধি হইয়া থাকিলে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের শেষে তাঁহার পিতৃপরিচয়কালে "ভূরিশিটে **ভূপতি** নরেন্দ্র রায় সুত" লিখিতে পারেন না।

"রায় বাঘিনী"তে মুদ্রিত বংশলতা সংক্ষেপে এই :

নৃসিংহ ওঝা, তৎপুত্র গর্ভেশ্বর, তৎপুত্র মুবারি, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র মদন, তৎপুত্র সদানন্দ, তৎপুত্র রাজা শ্রীমন্ত (পেঁড়ো), তৎপুত্র রাজা মহেন্দ্র, তৎপুত্র যোগেন্দ্র, তৎপুত্র অমরেন্দ্র, তৎপুত্র সুরেন্দ্র, তৎপুত্র গোপী রায়, তৎপুত্র রাজা ভূপতি, তৎপুত্র রাজা সদাশিব, তৎপুত্র রাজা নরেন্দ্র, তৎপুত্র ভারতচন্দ্র। (পৃ. ২)

এতদনুসারে ভারতচন্দ্রের প্রপিতামহের নাম "ভূপতি রায়" এবং আপাতদৃষ্টিতে এই বংশলতা প্রামাণিক মনে হইবে ; কিন্তু ইহারও স্থলবিশেষে কৃত্রিমতা থাকায় সংশোধন আবশ্যক হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে বিলুপ্ত ভূরসুট্‌রাজ্যের মূল রাজবংশের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

রাজা কৃষ্ণ রায়

প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অংশবিশেষ খ্রীঃ ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে বাগ্দিরাজাদের হস্তগত ছিল। শেষ বাগ্দিরাজা শনিভাঙ্গড়কে পরাজিত করিয়া গড়-ভবানীপুরনিবাসী চতুরানন নিয়োগী ঐ রাজ্য অধিকার করেন। চতুরাননের দৌহিত্র ফুলিয়ার মুখটিবংশীয় "কৃষ্ণ রায়" ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের প্রথম ব্রাহ্মণ রাজা। এই বিবরণ জনশ্রুতিমূলক হইলেও ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। "রায় বাঘিনী" মতে কৃষ্ণ রায়ের ঊর্দ্ধতন বংশলতা এই :
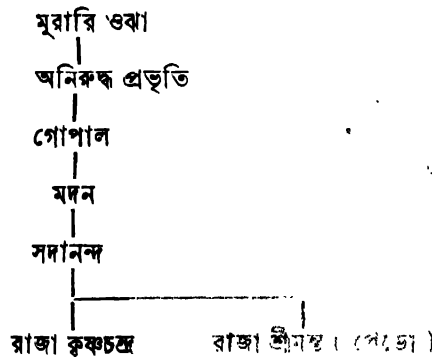
৩। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, প্রথমাংশ, উপক্রমণ, সম্বন্ধনির্ণয়, ২য় সং, পৃঃ ৫২৭-৮, ৩য় সং, পৃঃ ৭৪৪, অক্ষয়চন্দ্র গুপ্তের 'হুগলী বা দক্ষিণরাঢ়', পৃঃ ৭২-৭৩, ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর 'বঙ্গের ব্রাহ্মণরাজবংশ' পৃঃ ১০৬-৭।

এই বংশলতা প্রামাণিক নহে। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' গ্রন্থে (৬৫ পৃ.) অনিরুদ্ধের সাত পুত্রের নামোল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে গোপালের নাম নাই। রায় বাঘিনীর গ্রন্থকার এই বংশলতা পাটনার প্রবীণ উকীল রায়বংশীয় শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের নিকট সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু মুদ্রণকালে সামান্য ভুল করিয়াছেন। অতুলবাবু স্বগ্রামবাসী ঘটক ৺কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া যে বংশলতা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই :—
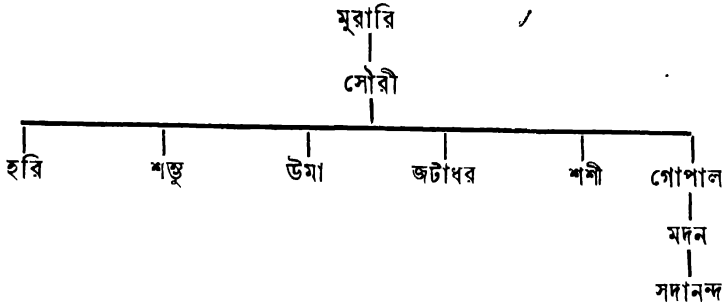
ইহাও ঠিক নহে ; কারণ, ধ্রুবানন্দ (৬৬ পৃ.) সৌরির ৫ পুত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে গোপালের নাম নাই। ধ্রুবানন্দ মতে (৩৯ পৃ.) মুরারি ওঝার তৃতীয় পুত্র "মদন" এবং পঞ্চম পুত্রই বনমালী (কৃত্তিবাসের পিতা)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত একটি কুলগ্রন্থে[৪] মুরারিসুত অর্থাৎ কৃত্তিবাসের জ্যেষ্ঠতাত মদন হইতেই রায়-বংশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। আমরা "মুং ফুং মদন ভট্টাচার্য্য বংশে"র প্রারম্ভাংশ অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি :

(মুরারি-সুত) মদন ভট্টাচার্য্যস্য অকৃতী, তৎসুতৌ বাঘবকাকুস্থৌ। কাকুস্থস্য কুকর্ম্মণা কুলাভাবঃ, তৎসুতাঃ শ্রীধর-শ্রীহরি-কৌতুককাঃ। শ্রীহবিবায়স্য (সুতৌ) সদানন্দ-বৈদ্যনাথৌ, সদানন্দ সুত কৃষ্ণরায় রাজাখ্যাতি। (৩১৫ খ পত্র)

এই বিবরণে অজ্ঞাতপূর্ব্ব নূতন কথা পাওয়া যায়। প্রথমতঃ মদনই কুলক্রিয়ায় "অকৃতী" ছিলেন এবং তৎপুত্র কাকুৎস্থ হইতে এই বংশে কুলাভাব ঘটে। শ্রীহরি প্রথম 'রায়' উপাধি লাভ করেন। শ্রীহরির দ্বিতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ "পশপুরে"র রায়বংশের আদিপুরুষ এবং ইঁহারা এই বিস্তৃত রায়বংশের দূরতম জ্ঞাতি। সদানন্দের একমাত্র পুত্র "কৃষ্ণ" (কৃষ্ণচন্দ্র নহে) ভূরসুটের প্রথম "রাজা"। পূর্ব্বসংখ্যায় কৃত্তিবাসের কুলকথায় যে কালবিচার করা হইয়াছে, তদনুসারে মদনের জন্মাব্দ ১৩৫০ খ্রীঃ পরে যাইবে না। অকুলীন 'রায়'-বংশে এক পুরুষে ৩০ বৎসর ধরিয়া মদনের বৃদ্ধপ্রপৌত্র কৃষ্ণ রায়ের জন্মাব্দ হয় অনুমান ১৪৭০ খ্রীঃ এবং ভূরসুটের এই ব্রাহ্মণরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল অনুমান ১৫০০ খ্রীঃ নির্ণয় করা যায়।

৪। পুথির সংখ্যা $\frac{M3/38}{7+8}$; এই বিপুলায়তন কুলগ্রন্থের পত্রসংখ্যা (ক্রোড়পত্রাদি ছাড়াই) ৫৩২।

গড়-ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দিরের ১৩০৬ শকাব্দের (১৩৮৪ খ্রীঃ) শিলালিপি এই কালনির্ণয়ের অত্যন্ত বিরোধী (রায় বাঘিনী, পৃ. ৪)। গ্রন্থকারের মতে এই মন্দির কৃষ্ণরায়ের পুত্র "দেবনারায়ণে"র রাজত্বকালে নির্ম্মিত। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর মন্দির এখনও অক্ষতশরীরে বিদ্যমান আছে জানিয়া ঐতিহাসিকমাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আমরা বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত শিলালিপি পরীক্ষার জন্য গড়-ভবানীপুর গিয়াছিলাম।[১] মন্দিরটি ক্ষুদ্র এবং ১৫০।২০০ বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন নহে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মনোহর শিবলিঙ্গ প্রাচীন বলিয়া বুঝা যায়, সম্ভবতঃ প্রাচীন মন্দির সংস্কার করিয়া নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরের দ্বারোপরি নিম্নলিখিত শিলালিপি খোদিত আছে :

শ্রীভগবতঃ রাম	শুভমস্তু শকাব্দা
দেবনারায়ণ	১৩০৬।। ২১ শ্রাবণ

এই শিলালিপি অনিপুণ হস্তে উৎকীর্ণ এবং ইহার অক্ষর ১৫০ বৎসরের পূর্ব্বের নহে। নূতন মন্দির নির্ম্মাণকালে কল্পিত শকাব্দের উল্লেখ দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে মন্দিরের প্রাচীনতা সাধনের চেষ্টা হইয়াছে নিঃসন্দেহ। 'রাম' স্থলে 'রায়' পড়িলে ('বাস'ও পড়া যায়) কষ্টকল্পনা করিয়া "দেবনারায়ণ রায়" মন্দিরের স্থাপয়িতা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ কল্পিত। সম্ভবতঃ শিল্পী দেবতার নামই ("শ্রীভগবতঃ বাসুদেবনারায়ণস্য") খোদিত করিয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয়, তর্কস্থলে মদনের পুত্রই সদানন্দ ধরিলেও চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াও মদনের কোন প্রপৌত্রকে ১৪০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে স্থাপন করা যায় না।

রাজা প্রতাপনারায়ণ

বস্তুতঃ রাজা কৃষ্ণরায়ের দেবনারায়ণ নামে কোন পুত্রের উল্লেখ নাই। রায় বাঘিনীর গ্রন্থকার উক্ত শিলালিপির সন্দিগ্ধ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত বংশলতামধ্যে কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ না করিয়া ঐ নাম এবং আরও অতিরিক্ত তিন পুরুষের নাম যোজনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। আমরা তিনটি বংশলতার সমালোচনাদ্বারা সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করিব।

১। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা দর্পনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা উদয়নারায়ণ (প্রভৃতি), তৎপুত্র রাজা প্রতাপনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা নরনারায়ণ, তৎপুত্র (শেষ) রাজা লছীরনারায়ণ ...(পাটনার শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ রায় সংগৃহীত)।

২। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা দেবনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা দর্প[illegible] রাজা উদয়না[illegible] (প্রভৃতি), তৎপুত্র রাজা সত্যনারায়ণ, তৎপুত্র রাজা [illegible] পুত্র [illegible] পত্নী রাণী ভবশঙ্করী 'রায় বাঘিনী'), [illegible]

[illegible] পৃ. ৬)

১। [illegible] ভট্টাচার্য্যবংশীয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শিখরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [illegible] সহচর ছিলেন। [illegible] বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র অবসরকালে নীরবে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানে [illegible] আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেছি যে, তাঁহার নিকট গবেষণাকার্য্যে আমরা প্রচুর [illegible] করিয়াছি।

৩। রাজা কৃষ্ণ রায়, তৎসুতাঃ বসন্তরায়-মহেন্দ্র-মুকুটরায়-দক্ষিণরায়-রামরায়-দুর্গাদাস-রায়-নারায়ণরায়াঃ। বসন্ত রায় সুত গোপাল রায়, তৎসুত রাজা দর্পনারায়ণ, তৎসুত উদয়নারায়ণ (প্রভৃতি), তৎসুতাঃ রাজা প্রতাপনারায়ণ-রমাবল্লভ-যাদব-রঘুনাথসিংহ-অমর-সিংহরায়াঃ। প্রতাপনারায়ণ সুত শিবনারায়ণ, তৎসুত নরনারায়ণ, তৎসুতৌ লছিরনারায়ণ-হিরারামৌ। লছিরনারায়ণসুতৌ রামনারায়ণ-রূপনারায়ণৌ সাং বসন্তপুর। (ঢাকার পুথি, ৩১৫ খ পত্র)।

ঢাকার পুথিতে শেষ রাজা লছিরনারায়ণের পুত্রের অধস্তন কোন নাম নাই; বুঝা যায়, খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই নামমালা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। তিনটির মধ্যে ইহার প্রামাণ্য তজ্জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং ইহাতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক নূতন নাম পাওয়া যাইতেছে। রাজা প্রতাপনারায়ণের বংশধরগণ এখনও বসন্তপুরে বাস করিতেছেন এবং বুঝা যায়, রাজা কৃষ্ণরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা বসন্ত রায়ের নামানুসারে ঐ গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল। এক পুরুষে ৩০ বৎসর গণনা করিয়া কৃষ্ণ রায়ের জ্যেষ্ঠানুক্রমিক অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ রাজা প্রতাপনারায়ণের জন্মতারিখ হয় প্রায় ১৬২০ খ্রীঃ। প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকাল নির্ণয়দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হইবে। পক্ষান্তরে প্রথম বংশলতায় ২ পুরুষের নাম বাদ যাওয়ায় একপুরুষে ৫০ বৎসর ধরিয়া গণনা করিতে হয়, যাহা রাজবংশের পক্ষে একান্তভাবে অসম্ভব। রায় বাঘিনী গ্রন্থে ৪ নাম (দেবনারায়ণ, সত্যনারায়ণ, শিবনারায়ণ ও রুদ্রনারায়ণ) যে কল্পিত ও পরবর্ত্তী যোজনা, তাহাতে সন্দেহ নাই।[৬] প্রতাপনারায়ণের কালনির্ণয় সহজ-সাধ্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎপ্রকাশিত "অনাদিমঙ্গল" গ্রন্থের রচনাকাল ১৫৮৪ শক ('তিন

৬। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় মহাশয় উদয়নারায়ণের ভ্রাতা অভিরামের অধস্তন ৮ম পুরুষ (রায় বাঘিনী, পৃঃ ৩)। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, অতুলবাবুই পঠদ্দশায় (১৮৯৫ খ্রীঃ) বসন্তপুরের ঘটকগৃহ হইতে বংশলতা উদ্ধার করিয়া বিধুবাবুকে প্রদান করেন। রূপনারায়ণের অধস্তন নামগুলি এই:
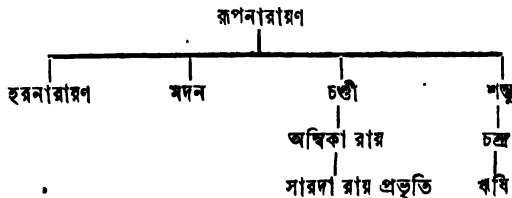
রায় বাঘিনী গ্রন্থানুসারে সারদা রায় রাজা উদয়নারায়ণের অধস্তন ১১শ পুরুষ অর্থাৎ সম্পর্কে অতুলবাবু সারদা রায়ের 'খুল্লপ্রপিতামহ' হন, অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি সারদা রায়ের জ্ঞাতি 'ভ্রাতুষ্পুত্র' বটেন। সুতরাং উদয়নারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণের মধ্যবর্ত্তী তিন পুরুষের নাম যে অলীক কল্পনা, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই তিন নাম বাদ দিলেও কিন্তু অতুলবাবু জ্ঞাতি 'ভ্রাতা' হন; অনুমান হয়, অভিরামের ধারায় প্রমাদবশতঃ একপুরুষের নাম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা এ স্থলে অতুলবাবুর নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। অতুলবাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের নাম যথা, অভিরাম—চন্দ্রশেখর—মহাদেব—হরিদেব রায়—বৈদ্যনাথ—ঠাকুরদাস—কালীকুমার—অতুলকৃষ্ণ। হরিদেব রায় বসন্তপুরে বাস করেন, ইনি লছীবনারায়ণের ভাই এবং বুঝা যায়, রাজ্যনাশের পরই বসন্তপুরে বাস ঘটে।

বাণ বসু বেদ শকে'—অঙ্কের বামগতিনিয়ম এখানেও উপেক্ষিত) অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীঃ, তৎকালে প্রতাপনারায়ণই ভূরসুটের প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। বিখ্যাত টীকাকার মহাপণ্ডিত **ভরত-মল্লিক** প্রতাপনারায়ণের সভাসদ্‌ ছিলেন। ভরতরচিত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা "চন্দ্রপ্রভা"য় পাওয়া যায় :

ইতিপ্রজাধীশ্বরধীরবীর-**প্রতাপনারায়ণ**-সৎসদস্যঃ।
শ্রীকৃষ্ণখানস্য জগৎপ্রসিদ্ধাং বংশাবলীং শ্রীভরতো জগাদ ॥ (২১ পৃ.)

চন্দ্রপ্রভা ১৫৯৭ শকে (১৬৭৫ খ্রীঃ) সমাপ্ত হয়, তৎকালে ভরতমল্লিক প্রবীণ; কারণ, চন্দ্রপ্রভায় (পৃ. ৩২) তাঁহার পৌত্র-পৌত্রীর উল্লেখ আছে। ভরতকৃত অনেক টীকাগ্রন্থ রাজাদেশে রচিত এবং তাঁহার মাঘটীকা রাজপুত্রের প্রীতির জন্য সঙ্কলিত হয়।[৭] এই রাজা ও রাজপুত্র নিঃসন্দেহ প্রতাপনারায়ণ ও নরনারায়ণ। ভরতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অমরকোষের টীকার রচনাকাল ১৫৯৯ শকাব্দ।[৮] তাহার অনেক পূর্ব্বে 'দ্রুতবোধ' ব্যাকরণ রচিত হইয়াছিল।[৯] সুতরাং ১৬৫০-৮৫ খ্রীঃ মধ্যে ভরতমল্লিক ও রাজা প্রতাপনারায়ণকে নিঃসন্দেহে স্থাপন করা যায়।

রায় বাঘিনী গ্রন্থে রাজা নরনারায়ণের মোহরাঙ্কিত ১০৯২ সনের (১৬৮৫ খ্রীঃ) এক দলীলের কথা আছে (পৃঃ ১৫৯)। সনটি দলীলের, না মোহরের, গ্রন্থকার তাহা ব্যক্ত করেন নাই। যদি মোহরের সনই হয়, তবে তাহা নরনারায়ণের অভিষেকাব্দ এবং প্রতাপনারায়ণের মৃত্যুসন।[১০] আমরা কুলগ্রন্থে রাজা প্রতাপনারায়ণ ও তাঁহার এক পিতৃব্যের কুলক্রিয়ার উল্লেখ পাইয়াছি। কাঁটাদিয়া বন্দ্যবংশে দেবাই প্রকরণে ভুবনানন্দের ধারায় 'বংশী' সম্বন্ধে একটি কুলগ্রন্থে লিখিত আছে :

"বংশীকস্য কন্যা ভূরসুট পরগণায়াং কস্মৈ দত্তা ন জানে।" [১১]

৭। 'ভূভৃন্নিদেশাৎ' (রঘুটীকা : Eggeling : *I. O. Cat.* p. 1415)
'প্রিয়গুণিগণ-ভূরিশ্রেষ্ঠ-ভূপালশিষ্টেরকৃত' (মেঘদূতটীকা *ibid.* p. 1422)
'তদপি পঠন্নৃপপুত্রপ্রীত্যৈ স্পষ্টামিমাং কুর্ব্বে ; (মাঘটীকা *ibid.* p. 1432)

৮। অস্মন্নিকটে রক্ষিত ১৭০৫ শকের সম্পূর্ণ প্রতিলিপিতে মনুষ্যবর্গের শেষে লিখিত আছে, "গ্রন্থকারস্য শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৫৯৯।৯।১৫।২৫ (১৬৭৮ খ্রীঃ)। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ [illegible] 'অমরকোষে'র ভূমিকায় ভ্রমবশতঃ অমরটীকার এক প্রতিলিপির কাল (১৬২৫ শকাব্দ) রচনাকাল বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

৯। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালায় 'দ্রুতবোধে'র একটি সুপ্রাচীন প্রতিলিপি রক্ষিত আছে [illegible] ১৫৮১ শকে (১৬৫৯ খ্রীঃ) লিখিত। ভরতের গ্রন্থরাজির ইহাই প্রাচীনতম প্রতিলিপি। (৮৮১ নং সংস্কৃত পুথি)।

১০। ঢাকার পুথি অনুসারে নরনারায়ণ প্রতাপনারায়ণের পৌত্র, কিন্তু ৬ পাদটীকায় লিখিত [illegible] উদয়নারায়ণের পর পুরুষসংখ্যা একটিও বাড়ান চলে না, বরং কমান আবশ্যক। [illegible] ঘটকগ্রন্থের অনুসরণ করিয়া [illegible]নারায়ণের নাম বাদ দিলাম।

১১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-প[illegible]দের ৭৮৭ নং সংস্কৃত পুথি, ৯৭ম পত্র।

অপর গ্রন্থে আছে :

"বংশীকন্যা···পশ্চাৎ কন্যা ভূরস্থুটনিবাসী মুখ দর্পনারায়ণ সুতে গোবিন্দ রায়ে গতাঃ অতো নাসঃ অয়মপুত্রীকঃ।"[১২]

সাগরদিয়া বংশে ভগীরথগোষ্ঠী জিতামিত্রপ্রকরণের বিষ্ণুদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে :

"রাজ্ঞঃ প্রতাপনারায়ণস্য কন্যাগ্রহণাদ্ভঙ্গঃ।"[১৩]

কুলগ্রন্থে রাজবংশের অধস্তন পুরুষদের অন্যান্য কুলক্রিয়ার উল্লেখ আমরা বাহুল্যবোধে পরিত্যাগ করিলাম।

হাওড়া, হুগলী ও বর্দ্ধমান জিলার নানা স্থানে রাজা প্রতাপনারায়ণ প্রভৃতির দত্ত বহু দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি এখনও অনেকে ভোগ করিতেছেন। আমরা দুই একটি বিশিষ্ট ভূমিদানের উল্লেখ করিতেছি। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের নবরত্ন-সভার একজন রত্ন ছিলেন "পশপুরের স্মার্ত্ত কৃপারাম"। তিনি ১২০৯ সনের ৩ চৈত্র একটি তায়দাদে বিবরণ দিয়াছেন :

"সাবেক রাজা প্রতাপনারায়ণ বায় আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীব সহিত আমার পিতামহ ঘনশ্যাম চট্টোপাধ্যায়এর বিবাহ দিয়া কুলভঙ্গ কবিয়া বাটী বানাইয়া দিয়া গ্রামে২ যে জমী দিয়াছেন তাহা আজ পর্য্যন্ত ভোগ দখল করিয়া আসিতেছি।"

কুলগ্রন্থে এই উক্তির যথাযথ সমর্থন পাওয়া গিয়াছে—

"ঘনেশ্যামস্য ভুরস্থুটনীবাসি রামবল্লভরায়স্য কন্যাবিবাহাদ্ভঙ্গঃ।"[১৪]

ঢাকার পুথিতে প্রতাপনারায়ণের ভ্রাতৃমধ্যে 'রমাবল্লভে'র নাম আছে।

১২। অস্মন্নিকটে রক্ষিত ঘটককেশরীর কুলপঞ্জীর কাঁটাদিয়া প্রকরণ, ১৪ক পত্র। নানা স্থানের পুথি মিলাইয়া কুলগ্রন্থেও কিরূপ লুপ্তোদ্ধার হয়, ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রাজা দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দের নাম বংশলতায় আছে। (রায় বাঘিনী, পৃ. ৩)।

১৩। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৮১৫থ সং পুথির ৫০খ পত্র। ঘটককেশরী এ স্থলে লিখিয়াছেন : ভূরস্থুটনিবাসি ভরদ্বাজস্য কন্যাবিবাহাৎ নৈকস্যভঙ্গঃ "(সাগর° প্র° ৬ক পত্র)। বিষ্ণুদেব ভগীরথসুত জিতামিত্রের (ধ্রুবানন্দ, ১৩৩ পৃ.) অধস্তন ৫ম পুরুষ ; আর উল্লিখিতবংশী ভুবনানন্দসুত জগাইর (ধ্রুবানন্দ, ১৪০ পৃ.) পৌত্র অর্থাৎ ৩য় পুরুষ। এতদ্দারাও প্রমাণ হয়, দর্পনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণের মধ্যে এক পুরুষের বেশী ব্যবধান নহে।

১৪। কাশীর সরস্বতীভবনে রক্ষিত ১০৯০ সং পুথি, ৩৭১ক পত্র (লিপিকাল ১২১০ সন)। ঘনশ্যাম বিখ্যাত কুলীন অবসথী গঙ্গানন্দের (ধ্রুবানন্দ, ১৪২ পৃ.) অধস্তন ৪র্থ পুরুষ (গঙ্গানন্দ—খঞ্জগোপী—রামেশ্বর—ঘনশ্যাম)। ঘনশ্যামের পুত্র লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যালঙ্কার ১১৯৪ সনে কিম্বা অব্যবহিত পরে অন্যূন ১২০ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন। তৎপুত্র কৃপারাম তর্কবাগীশ (১১০০-১২১১ সন) বাঙ্গালার এক জন শ্রেষ্ঠ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন এবং ১১২ বৎসর পরমায়ু লাভ করেন। এই বংশে বহু পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া পশপুরের খ্যাতি এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। কৃপারামের দুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠ রামসুন্দর তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১২১০ সন, পত্নী সহগামিনী), কনিষ্ঠ রাম তর্কালঙ্কার (১২৪৯ সন, ১০৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু)। রামসুন্দরের পুত্র কালীপ্রসাদ শিরোমণি, রাজচন্দ্র ন্যায়ভূষণ (১১৮১-১২৭৭) ও কাশীনাথ তর্কভূষণ। রাম তর্কালঙ্কারের ৩ পুত্র—তারাচাঁদ তর্কসিদ্ধান্ত (১১৯৫-১২৭৫), হরিনারায়ণ চূড়ামণি (১২০৪-১২৯২) ও মদনমোহন সার্ব্বভৌম (১২২০-১৩০৩)। কৃপারামের

হাওড়া জেলার 'কুলটীকরি' গ্রামে বন্দ্যবংশীয় এক ব্রাহ্মণ-পরিবার একটি বৃহৎ দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। ১২০৯, সনের (৫১৯৩৪ সং) তায়দাদে ইহার বিবরণে লিখিত আছে :

"প্রতাপনারায়ণ রায় জমীদার মাতার স্থাপিত ৺রুদ্রেশ্বর সীব ঠাকুরের নির্ত্তসেবার কারণ" নিমানন্দ চক্রবর্ত্তীকে ১০০/০ বিঘা দেবত্তর দেন। আপাতদৃষ্টিতে ৺রুদ্রেশ্বর নাম রুদ্রনারায়ণের স্মরণার্থ রচিত হইতে পারে এবং রায় বাঘিনী গ্রন্থানুসারে রুদ্রনারায়ণই প্রতাপনারায়ণের পিতা। কিন্তু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কুলগ্রন্থের একটিতেও এই নাম নাই। "রায় বাঘিনী" গ্রন্থে রুদ্রনারায়ণ ও তাঁহার পত্নী বীরাঙ্গনা রাণী ভবশঙ্করীর যে সকল কীর্ত্তিকাহিনী উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, তাহার কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই—সমস্তই গ্রন্থকারের মনঃকল্পিত। তবে, সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের শেষ ভাগে মোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালে ভূরস্থটের রাজবংশীয় কোন বীরাঙ্গনা অপূর্ব্ব যুদ্ধকৌশল দেখাইয়াছিলেন, প্রবল জনশ্রুতির এই সারাংশ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এ বিষয়ে সত্য নির্ধারণের কোন চেষ্টা এ যাবৎ হয় নাই। ঐ বীরাঙ্গনা রাজা দর্পনারায়ণ কিম্বা উদয়নারায়ণের পত্নী হওয়া সম্ভব।

ভূরস্থট পরগণায় তিনটি প্রধান গড় অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে ভবানীপুরের গড়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং রাজবংশের প্রধান শাখার অধিকারে ছিল। এই গড়ের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান এবং ইহার এক প্রান্তে ভগ্নপ্রায় ইষ্টকাময় বৃহৎ দ্বিতল একটি দেবমন্দির রাজাদের ঐশ্বর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ এখনও পরিলক্ষিত হয়। ভূরস্থট রাজ্য অধিকার করিতে মোগলশক্তির যে সকল সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তন্মধ্যে রাজ্যের তিন প্রান্তে তিনটি অত্যুচ্চ "গীর্জ্জা" বা Monument বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—একটি খানাকুলের নিকট, একটি দিলাকাশ গ্রামে এবং আর একটি বড়গাছিয়া গ্রামে (বর্ত্তমানে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে)। আমরা দিলাকাশের 'গীর্জ্জা'টি দেখিয়াছি, ইহা ত্রিতল এবং বেশ উঁচু, সম্প্রতি প্রবেশদ্বারটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাজা লছীরনারায়ণের (লক্ষ্মীনারায়ণ ?) সময় অনুমান ১৭২০ খ্রীঃ বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচাঁদ ভূরস্থট রাজ্য আক্রমণ করিয়া ভবানীপুরের গড় অ[illegible] [illegible]রিয়াছিলেন [illegible] [illegible]দিনী গ্রা[illegible] ইহার জনশ্রুতিমূলক বৃত্তান্ত আছে। সম্ভবতঃ [illegible] রাজপরিবার [illegible] বসন্তপুর গ্রামে অধিষ্ঠিত হন।

ছাত্র তারাচাঁদও মহাপণ্ডিত ছিলেন। মহিষাদলের [illegible] ছাত্র ছিলেন। [illegible]রাম পাণ্ডিত্যবলে মহিষাদল-রাজবাটী হইতেও প্রভূত সম্মান, বৃত্তি [illegible] পাইয়াছিলেন ([illegible] সন)। পাণ্ডিত্যের লীলাভূমি এই পশপুর গ্রাম দামোদর-বাঁধের সংলগ্ন হুগলী জেলার [illegible] মধ্যে [illegible] দূরে থাকিয়া অধুনা মৃতপ্রায় অবস্থান করিতেছে।

রাজা ভূপতি রায়

ভূরস্যুট রাজ্যের দ্বিতীয় গড় পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো গ্রামে অবস্থিত ছিল। রাজবংশের একটি কনিষ্ঠ শাখা এই গড় অধিকার করিত এবং সেই শাখাতেই ভারতচন্দ্রের জন্ম। প্রবাদ অনুসারে সমগ্র রাজ্যের ৵০ দুই আনা অংশ মাত্র ইঁহারা ভোগ করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে ঢাকার কুলগ্রন্থে এই শাখার সম্পূর্ণ নামমালা পাওয়া যায়, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিলাম:

রাজা কৃষ্ণ রায়েব দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্র রায়, তৎসুত গোপী রায়, তৎসুতাঃ ভূপতিরায়-শ্যাম-জগজ্জীবন-প্রাণবল্লভ-নরোত্তম-জনার্দ্দন-মধুসূদনাঃ। ভূপতিরায়সুতাঃ সদাশিব-চাকু-রাজবল্লভ-কীশোর-কন্দর্প-বাণেশ্বরাঃ। সদাশিবসুতাঃ নবেন্দ্র-বংশী-কাশী-বসিক-শুকদেবাঃ। নবেন্দ্রসুতাঃ চতুর্ভুজ-অর্জ্জুন-দয়ারাম-ভারতচরণাঃ। সাং পাঁণ্ডুয়া ভুরসুট্ট। (৩১৫ খ পত্র)

বসন্তপুরের কুলগ্রন্থানুসারে কৃষ্ণ রায়ের ভ্রাতা শ্রীমন্ত রায়ের পুত্রই মহেন্দ্র রায়। রায় বাঘিনী গ্রন্থে অতঃপর এই শাখায়ও মূল শাখার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য মহেন্দ্র রায় ও গোপী রায়ের মধ্যে ৩ পুরুষের কল্পিত নাম যোজিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অন্যত্র উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল আছে, কেবল ঢাকার পুথিতে প্রত্যেক পুরুষে অজ্ঞাতপূর্ব্ব অনেক ভ্রাতৃপর্য্যায়ের নাম পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত শেষ হওয়ায় বুঝা যায়, এই তালিকাও ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য ইহাই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া আমরা মনে করি।

এই শাখার ভূপতি রায় সম্ভবতঃ প্রতাপনারায়ণের অল্প পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেম। কুলগ্রন্থে ইঁহার একটি কুলক্রিয়ার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। নপাড়ী বন্দ্যবংশীয় দুলাল সম্বন্ধে আছে—ভূরসুটনিবাসি মুং ভূপতিরায়স্য (কন্যা) গ্রহণাদ্ভঙ্গঃ বংশাভাবঃ।" (বঙ্গীয় সা, প, ১৮১৫ খ পুথি, ১৫৯ ক পত্র)। দুলাল যদুসুত রতিনাথের (ধ্রুবানন্দ, ১২৬ পৃ.) বৃদ্ধপ্রপৌত্র বিধায় অনুমান ১৬৫০ খ্রীঃ পরবর্ত্তী নহেন। ভূপতি রায় যে কাহারও উপাধি নহে, সে বিষয়ে অতঃপর আর সন্দেহ থাকে না।

ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায়ও রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে কুলক্রিয়া করিয়াছিলেন। পাটুলীর চট্টবংশীয় বিখ্যাত কুলীন রামজীবনের এক পৌত্র "অযোধ্যারাম বাচস্পতি" সম্বন্ধে লিখিত আছে, "মুং নরেন্দ্র রায়স্য কন্যা গ্রহণাদ্ভঙ্গঃ" (ঐ, ২৪৯ খ পত্র)। নরেন্দ্র রায় পেঁড়োর শাখার জ্যেষ্ঠ সন্তান বলিয়া রাজ্যভ্রংশকালে তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'তে পাওয়া যায়:

রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য।

এই রাজবল্লভ কে, যাঁহার চক্রান্তে ভুরসুটরাজ্য বর্দ্ধমানরাজের করতলগত হইয়াছিল? তখনও বৈদ্যবংশাবতংস রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় এত দূর ক্ষমতাশালী হন নাই যে, পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ কাণ্ড ঘটাইতে পারেন। ১৭৩৭ খ্রীঃ সত্যপীরের কথা রচনার অনেক পূর্ব্বে এই

ঘটনা ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদের অনুমান, নরেন্দ্র রায়ের পিতৃব্য "রাজবল্লভ রায়"ই এই চক্রান্তের নায়ক ছিলেন। জ্ঞাতি-শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতা এ স্থলেও রাজ্যনাশের কারণ হইয়া থাকিবে। ভারতচন্দ্র ও তাঁহার জীবনী-লেখকেরা সমগ্র ভূরস্থট রাজ্যই নরেন্দ্র রায়ের অধিকারে ছিল, এইরূপ ধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন। বস্তুতঃ পাণ্ডুয়ার গড় অধিকার ঐ সংঘর্ষের একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। কীর্ত্তিচন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল বীর রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পরাজয় এবং জনশ্রুতি অনুসারে লক্ষ্মীনারায়ণ পূর্ব্বতন কতিপয় সংঘর্ষে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া জয়ী হইয়াছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পরাজয়ের পর পেঁড়োর অংশ অধিকার সহজসাধ্য হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

রায়বংশের অন্যান্য শাখার বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত। পেঁড়োর ন্যায় ভূরস্থট রাজ্যের তৃতীয় গড় "দোগাছিয়া" অপর এক কনিষ্ঠ শাখার অধিকারে ছিল। প্রবাদ অনুসারে ইঁহারাও ৵৽ দুই আনা অংশ ভোগ করিতেন। রাজা কৃষ্ণ রায়ের তৃতীয় পুত্র মুকুট রায় এই শাখার আদিপুরুষ। কুলীনের কুলভঙ্গ তৎকালে ঐশ্বর্য্যের নিদর্শনস্বরূপ ছিল। কুলগ্রন্থে কুলক্রিয়ার উল্লেখ এই শাখারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাওয়া যায়। সুতরাং ইঁহারাও প্রতাপশালী ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ন্যায় কবির অভাব থাকায় ইঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী জনসাধারণের জ্ঞানগোচর হওয়ার অবসর পায় নাই। এই শাখার প্রধান পুরুষগণের নাম কুলগ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

মুকুট রায়, তৎসুত রূপরায়, তৎসুতাঃ জগদ্বল্লভ-চন্দ্রশেখর-নীলকণ্ঠ-চিন্তামণিকাঃ, জগদ্বল্লভসুতৌ শিবচরণ-শ্যামচরণৌ। শিবচরণসুতৌ বীরেশ্বর-নকুড়ৌ। নকুড়সুত বলভদ্র, তৎসুতৌ ভবানীশঙ্কর-রামরামরায়ৌ। সাং দোগাছ্যা।

চন্দ্রশেখর সুত গণেশ রায় সাঃ পুলসিট্ট্যা।

চিন্তামণি সুত গঙ্গাধর তৎসুতা ভিকারি-নিমু-রামচন্দ্রাঃ।

জগদ্বল্লভ রায় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় প্রত্যেকের কুলক্রিয়া ছিল, আমরা বাহুল্যবোধে উল্লেখ করিলাম না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কয়েকটি পাঠ বিচার

ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্. এ., বি. এল.

প্রথমেই আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, লিপিকর স্বয়ং গ্রন্থকার নহেন। তিনি একখানি পুথি হইতে নকল করিয়াছেন মাত্র। নকল করিতে গিয়া ভুল করা খুবই সম্ভব। প্রথম ও দ্বিতীয় মুদ্রণে লিপিকরের কয়েকটি ভ্রান্ত পাঠ সংশোধন করা হইয়াছে। আমি নিম্নে কয়েকটি পাঠের আলোচনা করিব, যেগুলি লিপিকরের প্রমাদ কিংবা সুযোগ্য সম্পাদকের অনবধানতা অথবা মুদ্রাকরের ক্রটিবশতঃ দ্বিতীয় মুদ্রণেও রহিয়া গিয়াছে।

১। দুঈ পাণি লঘু মধ্য তনুত বিশালে। পৃ. ৩ক

ইহার অর্থ অসাধ্য না হইলেও কষ্টসাধ্য বটে। কবি রূপ-বর্ণনায় কেশ হইতে পদনখ পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে কপাল ও নাসার বর্ণনার মধ্যে হস্তের বর্ণনায় ক্রমভঙ্গ হয়। প্রথম মুদ্রণের পাঠই ঠিক—

দুঈ পাশে লঘু মধ্য উন্নত বিশালে। পৃ. ৫, ১ম মুদ্রণ।

২। করকুরুবিন্দমাল নির্ম্মিত কমলে। পৃ. ৩খ

কুরুবিন্দ শব্দের অর্থ চুনি (ruby) বটে। কিন্তু এই পাঠে চরণটির অর্থ হয়—কররূপ চুনি যেন কমলে নির্ম্মিত মালা। করের সহিত মালার উপমা হাস্যজনক। অঙ্গুলির সহিত মালার উপমা প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকেই দুই স্থানে আছে—

অঙ্গুলী চম্পক কলিকা জালে। পৃ., ৩০ক, ১০৪খ

প্রথম মুদ্রণে পাঠ ছিল—

করঙ্গুরুবিন্দ মাল নির্ম্মিত কমলে। পৃ. ৬, ১ম মুদ্রণ

করঙ্গুরুবিন্দ—করাঙ্গুলিবৃন্দ। আমি প্রথম মুদ্রণের পাঠ সমর্থন করি।

৩। ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বুল। পৃ. ৭খ

এই চরণে মূলের লিপিকর অনেক কাটাকুটি করিয়াছেন। শুদ্ধ পাঠ "খাইলে" হইবে।

৪। নৈল। পৃ. ৭খ, শেষ চরণ

লিপিতে ন ল মধ্যে গোলযোগ আছে। কয়েক স্থলে ল স্থানে ন এবং ন স্থানে ল হইয়াছে। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বিশুদ্ধ পাঠে ল হইবে—

নৈল ৭, ৮, ৭৫, ১৬১, ১৬৪।

নৈলেঁ ৭১

নৈলোঁ ৫১, ১৬২

নয়িলোঁ ১৫৯

নহে (—লভে) ৩৪ খ

আন অঞ্জাল ৩৭ক (তুং আল অঞ্জাল ৪০)

নাঙ্গন (=লাঙ্গন) ৪৩

নীলাএ (=লীলাএ) ৪৭

নাগ ৬৫

নাগিল ৬৬

তিনাঞ্জলী ৮৫, ১০৪, ১৫৬, ১৮২

তিন (=তিল) ১০৪

নেহানিলোঁ ১৫৫

মৈনাক ১৭১ (তুং মইল=মৃত, বৌদ্ধ গান) টীকা দ্রষ্টব্য।

নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ল স্থানে ন কর্ত্তব্য—

লাম্বী ১১৭

লুণী ১৭৬

লুনীর ২৯

৫। দীঠে, পীঠে। পৃ. ৩৯

শুদ্ধ পাঠ দীঠি, পীঠি হইবে। তু পিঠী, দিঠী ১৯। লিপিতে এ-কার ও ই-কার প্রায় একরূপ। দিঠি, পীঠি প্রাচীন রূপ। প্রাকৃত দিট্‌ঠি, পিট্‌ঠী।

৬। এবেঁ বুঢ় নয়নে মো না দেখোঁ সুন্দরী। পৃ. ১৩৭খ

পুথিতে "বড়" ছিল। তাহাই ঠিক। হে সুন্দরী, এখন আমি চোখে বড় দেখি না— বড় শব্দের এইরূপ প্রয়োগ এখনও প্রচলিত।

৭। মাঞঁ নিবধিল পুতা কাহ্নে ল

না করিহ গোঠ সয়নে। পৃ. ১৪৬ক

সয়নে (=শয়নে) বিশুদ্ধ পাঠ।

৮। রাধার বচন শুণী মাহামুনী

বসিলী যোগ ধেআনে।

জাণিল কদম তলাত বসিআঁ

আছেন্ত নাগর কাহ্নে। ৬। পৃ. ১৭৫ক

পুথির পাঠে বাসলী। তাহাই ঠিক। মহামুনি নারদ বাসলীর যোগধ্যানে জানিলেন— এই অর্থ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় কর্ত্তা স্ত্রীলিঙ্গ হইলে অকর্ম্মক ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের একবচনে অতীতকালে স্ত্রীপ্রত্যয় হয়। "মাহামুনী" কর্ত্তা, সুতরাং ব্যাকরণমতে "বসিলী" অসম্ভব।

৯। দুখ সুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।

কালিআর ডাল যেন তখনে পালাইল। পৃ. ১৮৩ক

লিপিতে জল ও ডাল একরূপ। সুতরাং লিপিকরের ভ্রম সম্ভব। প্রকৃত পাঠ "জল"। লিপিকর মূলের "যেহ্ন" স্থানে "যেন" আধুনিক পাঠ দিয়াছেন। যেন কুহকীর ডাল

তখনই পলাইল—এইরূপ উপমা কষ্টসাধ্য। টীকায় ঝালিআ অর্থে কুহকী লেখা হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই। এখানে ঝালিআ শব্দের দুইটী অর্থ সঙ্গত—(১) ঝারি=গাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র পাত্র (চলন্তিকা)। (২) ঝালি=জলসেচন কালে জল জমিবার গর্ত্ত (নূতন বাঙ্গালা অভিধান, আশুতোষ দেব)। তুং মিছা কথা ছেঁচা জল, কোথায় টিকেছে বল।

১০। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে লিপিকরের প্রমাদ সংশোধন কর্ত্তব্য—সবসলি ৩৭ (=সর সলি), কঢ়ী ৫২ (=কড়ি), বধিবোঁ ৫১ (=বধিলোঁ), হোতিত ৫৬ (=হাতে ত), ঘাটোআল ৬৬ (=ঘাটিআল), ঘাঠিআল ৬৮ (=ঘাটিআল), পম্থথ ৭৮ (=পম্থত), পএর ২৯, ৩৭, ৭৯, ১৩৩ (=পাএর), যুগেঁ যুগেঁ ৮৫ (=আগেঁ আগেঁ), খরল ১৪৬ (=গরল, খরল খায়িআঁ, খায়িআঁ শব্দের খ এর জন্য লিপিকর প্রমাদ), যশোদর পোআল ১৩০ (=যশোদার পোআল)।

১১। কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডাইবোঁ মো ॥

কানড়ি খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন। পৃ. ৪১ক

দ্বিতীয় পংক্তিতে প্রথম পংক্তির "কানড়ী খোঁপা" লিপিকর প্রমাদে পুনর্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় "শ্রীফল সম" এইরূপ পাঁচ-অক্ষরযুক্ত কোন পাঠ ছিল।

১২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে মুদ্রাকর-প্রমাদ সংশোধন করা কর্ত্তব্য—পতি যোগ ১৬, ২০, ৩৩ ("পতিযোগ" হইবে; অর্থ উপযুক্ত, একটী শব্দ), সর থীর ১৯ (সব থীর), হাক ২৫ (যাক), অঙ্কেত ৩৩খ (আঙ্কেত), বাবেঁ রারেঁ ৪২ (বারেঁ বারেঁ), ছাড়ে খারে ৬০ (ছারে খারে), কিছূ ৬৯ (কিছু), পুষ্ট ৯৯ (অষ্ট), তোল ১০৩ (তো ল), ফল ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪ (ফুল), ফরিল ১০৩ (ফুরিল), বাবত ১১৯ (যাবত), হাসো ১২০ (হাস), মাওঅ ১৬৭ (মাঅ)।

১৩। তরাসিনী ১২৩, ১৭৬

খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ তরাসিলী। তরাসিল (পৃ. ১০৭) শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ।

১৪। চিন্তির পৃ. ২ক

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষায় চিন্তির শব্দের অর্থ চিন্তা কর। তুং দিআর, আণিআর, কহিআর, ইত্যাদি। কিন্তু এই অর্থ এখানে খাটে না। খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ চিন্তিল। লিপিকর ল স্থানে র লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এইরূপ পোঁআর ৩খ। দ্বিতীয় চরণের শেষে "জাল" আছে। সুতরাং পোআল হইলে উত্তম মিল হয়। ১০৬ খ পৃষ্ঠায় পোআলেঁ শব্দ আছে। এই পোঁআর শব্দের সংশোধনে পোআল হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রসঙ্গক্রমে টীকা সম্বন্ধে দুই একটী বিষয়ে আমার মন্তব্য এস্থানে জানাইতেছি।

ক। করেতেঁ তোহ্মা করিব চীর। পৃ. ২০খ

প্রথম মুদ্রণে "করেতেঁ" ছিল। দ্বিতীয় মুদ্রণের টীকায় "করেতেঁ" আছে। কর+তেঁ= করদ্বারা নহে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' কোন স্থানে করণকারকে—এতেঁ,—তেঁ বিভক্তি নাই।

করতেঁ—করত+এঁ=করাত দ্বারা। করাত দ্বারা মাথা চিরিয়া দণ্ডদানের কথা শূন্যপুরাণে আছে (পৃ. ৯৩, বসুমতী)।

খ। কথো দূর পথে মো দেখিলোঁ। সগুণী। পৃ. ১৪৭খ

টীকার অর্থ "ব্যাধ" ঠিক নয়। সংস্কৃত শাকুনিক হইতে "সাগুণী" হইতে পারিত। মধ্য বাঙ্গালায় অর্থ শকুন। তুং

ডালে বসিঞা রক্ত পিএ শগুনি গৃধিনী। রামায়ণ (সা প) উত্তর, পৃ. ৪২

গ। কাহ্নু মোর কুটুম্ব সহোদর নাহি মতী। পৃ. ১৬৬খ

টীকার অর্থ কষ্টসাধ্য। "মতী" শব্দের অর্থ মন্ত্রী, মন্ত্রণাদাতা। তু.

মতিএঁ ঠাকুরক পরিনিবিত্তা। বৌদ্ধ গান নং ১২

মতি মহেস রেণুক দেবি কস্ত। বিদ্যাপতি (সা. প.) পৃ. ৩৬৮

ঘ। এ রূপ যৌবন কাহ্নুরে থুয়িবোঁ রাখী। পৃ. ১৭৪ক

টীকার অর্থ "রক্ষা করিয়া" ঠিক নয়। ইহার প্রকৃত অর্থ আমানত security। রাখীবন্ধন, রাখী পূর্ণিমা—এই দুই প্রয়োগে রাখীর এই অর্থ। পূর্ব্ব চরণে সাক্ষীর কথা বলা হইয়াছে—

চান্দ সুরুজ তুয়ি সাখী।

মুদ্রাকরের ত্রুটি বশতঃ ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১ পৃষ্ঠার শীর্ষকে "দানখণ্ড" মুদ্রিত হইয়াছে। "নৌকাখণ্ড" মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য।